শ্রীমৎ গোস্বামী তুলসীদাস

বিনয় পত্রিকা।

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

১ম ও ২য় খণ্ড।

পণ্ডিতবর—শ্রীকন্দর্পমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাচুঞ্চু

কর্ত্তৃক

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীবিহারীলাল মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

সন ১৩৩৫ সাল।

মূল্য ২৲ টাকা

প্রথম হইতে দ্বিতীয় খণ্ডের ২য় ফর্ম্মা পর্য্যন্ত
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে
শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।
দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় ফর্ম্মা হইতে শেষ পর্য্যন্ত
৮৪নং অপার চিৎপুর রোডস্থ
সুলভ প্রেসে
শ্রীপাঁচকড়ি দে দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

ভূমিকা।

সীতারামৌ পরব্রহ্ম রূপিণৌ মারুতিস্থিতৌ।
বিশ্বস্য পিতরৌ নৌমি পরমানন্দদায়িনৌ॥

মহামতি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াও সন্তোষলাভ করেন নাই। পরে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া তাঁহার মনের শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ গোস্বামী তুলসীদাসও "বিনয় পত্রিকা" রচনা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের রচনাবলী হিন্দুদিগের পরম আদরের বস্তু ও চির-পরিচিত। তাঁহার রচিত "দোঁহাবলী" "রামায়ণ" প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা "বিনয় পত্রিকা" এতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। এমন সুন্দর ও উচ্চ অঙ্গের একখানি পুস্তকের বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অভাব ছিল। তুলসীদাসের ভাবভক্তি এই গ্রন্থখানিতে অতি সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই রচনা হইতেই তিনি প্রাণে শান্তিলাভ করেন। এতদ্দারা তিনি চিরমুক্ত হইয়া অনন্তস্বর্গে বিরাজ করিতেছেন।

এই কাব্যখানিতে তুলসীদাস একদিকে মানব-হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির প্রকাশ ও অন্যদিকে বিনয় সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন। তিনি উপদেশ সহকারে সেই ভগবদ্‌ভক্তি এমন সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে পুস্তকখানি পাঠ করিলে মানব-হৃদয়ে শান্তি আইসে ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আপনা হইতে জন্মে।

এই গ্রন্থখানি তুলসীদাস হিন্দী ভাষায় রচনা করেন। পণ্ডিতবর কন্দর্পমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যাচুঞ্চু মহাশয় দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া মূল ও বঙ্গানুবাদ বহু দিবস হইতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আজ তাহা সফল হইল কিন্তু ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। ভক্তবৃন্দ পাঠ করিয়া সুখী হইলে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

এই গ্রন্থখানির ১ম পাদ হইতে ৪২ পাদ পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ অন্যান্য দেবগণের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকেই স্তব ও প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধনকারীর অনবধানতা বশতঃ এই পুস্তকের প্রথম তিন ফর্ম্মায় কয়েকটী ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। আর মুদ্রাকরের অসতর্কতা বশতঃ পুস্তকের ৩৩ ফর্ম্মা ছাপিবার পর একেবারে ৩৫ নম্বর দিয়াছে সেই কারণে আট পৃষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পাঠকগণ ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

৫ নং জগমোহন মল্লিক লেন,
কলিকাতা।
সন ১৩৩৫ সাল।

বিনীত—
শ্রীবিহারীলাল মল্লিক
প্রকাশক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

মহাত্মা তুলসীদাস কৃত

বিনয় পত্রিকা



বিনয় পত্রিকার বঙ্গানুবাদ।

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন।
শংকর সুবন ভবানী নন্দন ॥

পরম কারুণিক মহাত্মা তুলসীদাস সমস্ত লোকের মঙ্গল কামনায় লোক শিক্ষার নিমিত্ত পঞ্চোপাসকের উপাস্য দেবতার স্মরণ করিয়া আপন অভীষ্ট দেবতার নিকট স্বাভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন (যৎযদা চরতি শ্রেষ্ঠ-স্তৎতদেবেতরো জনঃ) গ্রন্থারম্ভে শিষ্টাচার পরিদর্শন করা হয়। বিঘ্ন বিঘাতের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন সেই বিঘ্নগণ পালকরূপ ঐশ্বর্য্য-বান্ গণপতির গুণকীর্ত্তন করি। তিনি জগবন্দন অর্থাৎ জগৎবাসীর বন্দনীয়, ইহাতে তাঁহাকে প্রভুস্থানীয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখাইয়াছেন। আবার শঙ্কর সুবন অর্থাৎ শঙ্কর পুত্র ও ভবানীনন্দন তাৎপর্য্য ভবানীর আনন্দবর্দ্ধন।

সিদ্ধি সদন গজবদন বিনায়ক।
কৃপাসিন্ধু সুন্দর সব লায়ক ॥

সিদ্ধিসদন অর্থাৎ সকল সিদ্ধির গৃহ স্বরূপ, শ্রীগণপতির কৃপা ব্যতীত কাহারও কোন সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। গজবদন-গজবক্ত্র ইহাগচ্ছ

শূর্পকর্ণ ত্রিলোচন ইত্যাদি রূপ ধ্যান করিবার জন্য। বিনায়ক-বিঘ্নপতি যে কেহ এই গণপতির ধ্যান পূজা না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন তবে নানা বিঘ্নগণ তাহার ঐ কার্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। কৃপাসিন্ধু-দয়ার সমুদ্র অর্থাৎ স্বল্প পরিশ্রম সহকারে ইঁহার আরাধনা করিলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সেই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দেন। সুন্দর পূর্ব্বেই গজবদন বলিয়াছেন তজ্জন্য যদি কেহ ভয়ানক বলিয়া বুঝেন এই কারণে বলিলেন তাহা নহে। সবলায়ক অর্থাৎ ইনি কেবল ইহ লোকের সুখ, ঐশ্বর্য্যাদি দাতা তাহা নহে, ইনি যোগীদিগের পরলোকের ও সুখদাতা এই ভাব।

মোদক প্রিয় মুদ মংগল দাতা।
বিদ্যা বারিধি বুদ্ধি বিধাতা॥

মোদক প্রিয়---লড্ডুক হইয়াছে প্রিয় যাহার অর্থাৎ স্বল্প পূজায় স্বভাবতঃ যিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। মুদ মঙ্গল দাতা—মুদ নাম অন্তরঙ্গ আনন্দ, মঙ্গল শব্দে বিবাহাদি বাহ্য উৎসব দাতা, ভাবার্থ এই যে স্বল্প মাত্র গ্রহণ করিয়া অনন্ত সুখ সমর্পণ করেন। বিদ্যাবারিধি—বিদ্যার সমুদ্র অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তির বিদ্যা হয় তাহা এই গণপতির কৃপা কটাক্ষ ব্যতীত হয় না। বুদ্ধি বিধাতা—বুদ্ধির বিধাতা নাম ব্রহ্মা অর্থাৎ যাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে বুদ্ধির প্রকাশ হয় না।

মাংগত তুলসী দাস কর যোড়ে।
বসহিং রামসিয় মানস মোরে॥

তুলসী দাস অতি নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া যাচ্ঞা করিতেছেন গণপতে! আমার মানসে অর্থাৎ অন্তঃকরণে রামসিয় নাম শ্রীজানকী ও রঘুনাথ যেন বাস করেন। ইহার ভাব এই যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির ভগবান্ ব্যতীত মোক্ষ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে বাসনা হয় না॥

॥ ২ ॥

দীন দয়াল দিবাকর দেবা।
কর মুনি মনুজ সুরাসুর সেবা॥

হে দিবাকরদেব! আপনি দীনজনের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন, অতএব মুনি মনুজ সুর অসুর সকলেই আপনার সেবা করিয়া থাকে।

হিমতম করি কেহরি কর মালী।
দহন দোষ দুখ দুরিত রুজালী॥

তম অন্ধকার, কেহরি কেশরী, করমালী কিরণমালী, দহন অগ্নি দোষ ভ্রমাদি, দুখ দারিদ্র্যাদি, দুরিত পাপ, রুজালী রোগ সমূহ। হে কিরণ-মালিন্! আপনি হিম ও অন্ধকার রূপ হস্তীর কেশরী অর্থাৎ বিনাশক। আপনি ভ্রমাদি দোষ, দারিদ্র্যাদি দুঃখ, পাপ, ও কুষ্ঠাদিরোগ সমূহের দহন অর্থাৎ বিনাশকারী॥

কোক কোকনদ লোক প্রকাশী।
তেজ প্রতাপ রূপ রস রাশী॥

কোক চক্রবাক, কোকনদ কমল, লোকবিশ্ব, প্রকাশী প্রকাশ কর্ত্তা, রস ওষধী, অন্ন জলাদি, রাশি স্তুপ।

আপনার উদয়ে চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহ বিদূরিত হয়, কমল বিকাশ পায়, বিশ্বস্থিত লোকসমূহ আপন আপন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়।

(সৎকর্ম্ম যোগ্যো নজনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্।
যস্মিন্ননুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় ভাস্বতে॥)

তেজ প্রতাপরূপ, ওষধী অন্নজলাদি স্তুপে স্তুপে আপনাতে রহিয়াছে!

সারথি পংগু দিব্য রথ গামী।
হরি শংকর বিধি মূরতী স্বামী॥

পঙ্গু অরুণ দেব আপনার সারথি, আপনি সপ্তাশ্বযুক্ত এক চক্র দিব্যরথে গমন করেন। আপনি হরিহর ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করেন অর্থাৎ প্রাতঃকালে ব্রহ্মমূর্ত্তি, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুমূর্ত্তি, সায়াহ্নে শুক্লবর্ণ শিবমূর্ত্তি অতএব আপনি জগতের স্বামী।

বেদ পুরাণ প্রগট যশ জাগৈ।
তুলসী রাম ভক্তি বর মাগৈ॥

বেদপুরাণাদিতে ব্যক্ত আপনার যশ জাগ্রত রহিয়াছে অতএব তুলসীদাস আপনার নিকটে শ্রীরাম ভক্তি বর ভিক্ষা করিতেছে।

॥ ৩ ॥

কো যাচিয়ে শংভু তজি আন্।
দীন দয়াল ভক্ত আরতি হর সব
প্রকার সমরথ ভগবান ॥

তজি ত্যাগ করিয়া, আন্ অন্য, আরতি আর্ত্তি, সমরথ সমর্থ; যিনি দীন দয়াল, ভক্তের ক্লেশনাশন, সর্ব্ব প্রকারে সমর্থ অতএব ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সেই শম্ভুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, তাৎপর্য্য শম্ভুর কাছেই প্রার্থনা করে। আমিও দীন ভাবাপন্ন ভগবদ্বিরহক্লিষ্ট অতএব প্রার্থনা করিতেছি ইহাই ভাবার্থ ॥

কালকূট জ্বর জরত সুরাসুর নিজপণ লাগি
কিয়ো বিষপান।
দারুণ দনুজ জগত দুখ দায়ক জারয়ো
ত্রিপুর একহী বান ॥

সমুদ্র মথনে উত্থিত বিষের নাম কালকূট, জ্বর জ্বালা, জরত জ্বলিত, দারুণ কঠিন, দনুজ দনুর পুত্র, জারত্য বিনাশিত।

সমুদ্র মন্থন কালীন কালকূট বিষ জ্বালায় প্রজ্বলিত সুরাসুরগণকে দর্শন করিয়া শরণাপন্নের রক্ষা কর্ত্তা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বিষপান করিয়াছিলেন এবং জগতের দুঃখ দায়ক নিদারুণ দনুর পুত্র ত্রিপুরাসুরকে এক বাণে বিদারণ করিয়াছিলেন।

জো গতি অগম মহামুনি দুর্লভ কহত সংত
শ্রুতি সকল পুরান।
সোই গতি মরণ কাল অপনে পুর দেত
সদাশিব সবহি সমান ॥

অগম দুষ্প্রাপ্য, অপনে পুর শ্রীকাশিধাম।

সাধুগণ এবং শ্রুতি ও সকল পুরাণে বলে, জীবের যে গতি দুষ্প্রাপ্য অধিক কি মহামুনিদিগের ও দুর্লভ, জীবের মরণকালে যিনি আপনার শ্রীকাশীধামে সেই গতি সকলকে প্রদান করেন, সেই সদাশিব সকলের পক্ষেই সমান ॥

সেবত সুলভ উদার কল্পতরু পারবতী
পতি পরম সুজান।
দেহু কামরিপু রাম চরণ রতি তুলসী দাস
কহং কৃপা নিধান ॥

সেবত সুলভ-সেবা করিতে সুলভ, উদার কল্পতরু-উদারতা কল্প বৃক্ষ, পরম সুজান অন্তর্য্যামী।

হে অন্তর্যামিন্! আপনার সেবার সামগ্রী সুলভ অর্থাৎ অনায়াস লভ্য ধূস্তুর পুষ্প বিল্বপত্র প্রভৃতি ইহাতে লোকের কিছু মাত্র অর্থব্যয় হয় না, অথচ আপনি জীবের বাঞ্ছিত ফলদাতা এবং আদ্যা-শক্তি পার্ব্বতীর পতি, তাৎপর্য্য-সকল কারণের কারণ স্বরূপ, হে কৃপা নিধান কৃপা পাত্র! তুলসী দাস আপনাকে প্রার্থনা করিয়া কহিতেছে, হে কামরিপু আপনি আমাকে শ্রীরাম চরণে রতি দান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥

॥ ৪ ॥

দানী কহুং শংকর সে নাহীং।
দীন দয়াল দিবোঈ ভাবৈ যাচক সদা সোহাহীং ॥

দিবোই ভাবৈ দান করাই স্বভাব, সদা সোহাহীঁ অত্যন্ত প্রিয়। শঙ্কর হইতে অন্য কোন ব্যক্তি দয়াল নাই, কারণ ইনি নিজে দীনভাবে থাকিয়া জীবের প্রতি দয়া করেন এবং দান করাই ইহার স্বভাব অর্থাৎ কেহ যশ, কেহ অর্থ, কেহ নিজ কল্যাণের নিমিত্ত দান করেন ইহার তাহা নহে অপিচ সাধারণ জীবের যেমন আহার নিদ্রা ও পানাদি স্বভাব সিদ্ধ প্রিয়, তদ্রূপ সদাশিবের দান ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ প্রিয়। যাচক ইহার অত্যন্ত প্রিয়, যাচক অনেকরি অপ্রিয় হইয়া থাকে

কিন্তু ইহার যাচক অত্যন্ত প্রিয় এইহেতু বিলক্ষণ দাতৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

মারকেং মার থপ্যো জগমেং তাকী প্রথম
রেখ ভট মাহীং।
তাঠাকুর কো রীঝি নিবাজিবৌ কহ্যো
কয়োং পরত মোং পাহীং॥

মারকেঁ কন্দর্পকে, থপ্যোজগমে রতির রোদন দেখে, তাকী তাহাকে, প্রথম রেখ প্রথম গণনা হয়, ভট মাহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে। তাঠাকুর সেই ঠাকুর রীজিনিবাজিবৌ সন্তুষ্ট করিতে পারে, কহ্যো কহিতে, কোপরতমোং পাহীকে পারে॥

কোন সময় কামদেব মহাদেবের সমাধি ভঙ্গ করিলে তিনি তাহার অপরাধ বুঝিয়া কামদেবকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশিষ্ট করিলেন, পশ্চাৎ যখন রতি অত্যন্ত রোদন করিতেছিলেন দেখিয়া দয়া করিয়া মদনকে বাঁচাইয়াছিলেন, জগতে পুনর্ব্বার স্থাপন করিলেন, সেই কামদেব যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রথম গণনীয়, কারণ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্যাদির মধ্যে প্রথম। যাহারা এই জগৎকে জয় করিতে সমর্থ এবম্বিধ স্থলে এই ভাব যে, মহাদেব ক্রোধ করিয়া এ প্রকার অপরাধী মহাবীর কামদেবকে বিনাশ করিয়া আবার তৎপত্নী রতির উপর করুণা করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন অতএব প্রভুর মত দয়ালু বীর পুরুষ বা দয়ালু কে হইতে পারে। সেই ঠাকুরকে আমার মত কোন্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিতে পারে ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা শক্তি বলিতে পারে অর্থাৎ বাক্যের এমন শক্তি নাই যে সে বলিতে সমর্থ হয়॥

যোগ কোটিকর জো গতি হর সোং মুনি
মাংগত সকুচাহীং।
বেদ বিদিত তেহি পদ পুরারিপুর
কীট পতংগ সমাহীং॥

তেহিপদ মোক্ষপদে, সমাহীং সর্ব্বজীবের তুল্যাধিকার, মুনিগণ কোটি

কোটি জন্মে যোগাবলম্বন করিয়া হরসমীপে যে গতি প্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত হন্ সেই বেদবিদিত মোক্ষপদে প্রবেশ করিতে কাশীপুর ধামে কীট পতঙ্গাদির সমান অধিকার।

ঈশ উদার উমাপতি পরিহরি অনত জে যাংচন জাহীং।
তুলসী দাস তে মূঢ় মাগনে কবহুং ন পেট অধাহীং॥

যে ব্যক্তি উদার চরিত্র ঈশ্বর উমাপতিকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র কোন দেবতার নিকট যাচ্ঞা করিতে যায় এস্থলে তুলসীদাস বলিতেছেন সে মূঢ় যেখানেই প্রার্থনা করিতে যাউক না কেন, কখন তাহার উদর পূর্ণ হয় না। ভাবার্থ এই যে, শিব বিমুখী ব্যক্তির প্রার্থনা কখন কোথাও সিদ্ধ হয় না॥

শ্রীকৈলাশ পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় ভগবান্ ব্রহ্মা গমন করিয়া পার্ব্বতী মহারাণীকে বলিয়াছিলেন।

॥ ৫ ॥

বাবরো রাবরো নাহ ভবানী।
দানি বড়ো দিন দেত দিয়ে বিনু বেদ বড়াঈ ভানী॥

বাবরো পাগল, রাবরো আপনার, নাহ স্বামী, দানিবড়ো দাতৃশ্রেষ্ঠ, দিন প্রতিদিন, দেত যাচককে, দিয়ে দান করেন, বিনু ব্যতিরেক, বেদ বড়াই বেদের মর্য্যাদা, ভানী ভঙ্গ করিয়াছেন॥

হে ভবানি! আপনার স্বামী পাগল। যদ্যপি ইনি দাতার শিরোমণি প্রতি দিন যাচকগণকে দান করেন, তথাপি কিন্তু বিলক্ষণ আছে, ভাবার্থ এই যে, যাচক ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত যে কোন দেবতার সম্পূর্ণ পরিচর্য্যা না করেন সেকাল পর্য্যন্ত দেবতারা তাহার অভীষ্ট ফল প্রদান করেন না। অর্থাৎ তাহারা কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি যাচককে পূজায় উন্মুখ দেখিলেই তাহার অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন, ভাল এক্ষণে তোমার বলা উচিত যে, ইহার এইটি মহাগুণ-উদারতা, তবে কেন ইহাকে পাগল বলিতেছেন তজ্জন্য বলিতেছেন দেখ বেদের এবম্বিধ একটি মর্য্যাদা আছে যে, যে ব্যক্তি যেরূপ বেদোক্ত

কর্ম্ম করেন, বেদ তাহাকে সেইরূপ ফল দিয়া থাকেন, কিন্তু ইনি সেই বেদ মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়াছেন অর্থাৎ সামান্য কিছু করিলে ইনি বিশেষ ফল দিয়া থাকেন ইহা কি পাগলের লক্ষণ নহে ॥

নিজ ঘরকী বরবাত বিলোকহুং হোং তুম
পরম সয়ানী।
শিবকী দঈ সম্পদা দেখত শ্রীশারদা সিহানী ॥

বরবাত শ্রেষ্ঠবাণী, বিলোকহুঁ দর্শন করুন, সয়ানী চতুর বুদ্ধিমতী। আপনি আপনার ঘরের বর কথারূপ ব্যাপার দর্শন করুন, কি ব্যাপার তাহা বলিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু আপনি বুদ্ধিমতী সকল জ্ঞাত আছেন। মহাদেবের দেওয়া সম্পদ্ দেখে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সিহরিয়া উঠেন। গৃহ ব্যাপারের ব্যঙ্গার্থ এই যে, গৃহে ধুস্তুর, ভস্ম, খট্টাঙ্গ ও নৃকপাল মাত্র কিন্তু যাচককে যে ঐশ্বর্য্য দান করেন তাহা দেখিয়া লক্ষ্মী দেবী মনে করেন এই ঐশ্বর্য্য আমার নাই, সরস্বতীও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এখানে এই ভাব যে, লোকে বলে 'পাঁচ কৌড়ি নাই ঝুলিতে আর লাফ মারেন গিয়ে কুলিতেং' যাহার গৃহসামগ্রী এইমাত্র তাহার ইন্দ্রত্ব কুবেরত্বাদি দান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য, তজ্জন্য বলিতেছি তোমার স্বামী উন্মত্ত। যদি বল আর কি কোন দোষ আছে? এই হেতু বলিতেছেন।

জিনকে ভাল লিখি লিপি মেরী সুখকী নহীং নিশানী।
তিন্হ রংকনি কোং নাক সংবারত হোং
আয়ো নকবানী ॥

জিনকে যাহার, ভাল কপালে, মেরা আমি বিধাতা আমার, লিখি-লিপি অক্ষর পঙক্তিতে, সুখকী সুখের, নিশানী চিহ্ন, নহী নাই। তিন্হরঙকনি কোঁ সেই দরিদ্রের, নাক স্বর্গ, সম্বারত নির্ম্মাণ করিতে করিতে নকবাণা নাসিকার অগ্রে, আয়োহো শ্বাস আসিয়াছে।

যাহার কপালে আমি বিধাতা পুরুষ, আমার অক্ষর পঙক্তিতে সুখের চিহ্ন মাত্র নাই, সেই দরিদ্র ব্যক্তির জন্য স্বর্গ নির্ম্মাণ করিতে করিতে আমার নাসাগ্রে শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে।

দুখী দীনতা দুখিয়নকে দুখ যাচকতা অকুলানী।
যহ অধিকার সৌঁ পিয়ে ঔরহি ভীক্ষ
ভলী মেঁ জানী॥

দুখী দীনতা দুঃখ জীবনে পৌরুষ হীনতা, দুখিয়ানকে দুখ দুঃখী লোকগণের কষ্ট, দুঃখ জীবনের আধিব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ, যাচকতা যাচকের ভাব, অকুলানী ব্যাকুল, সৌঁপিয়ে, দিয়া অর্থাৎ দিয়ে ভলী ভাল, জানী মনে করি।

দুঃখ জীবনের পৌরুষ হীনতা ও দুঃখ জীবনের আধিব্যাধি প্রভৃতি ও যাচকের ভাব, ইহারা মহাদেবের দাতৃত্ব দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ ইহারা ইহ জগতে আর অবস্থান করিতে পারিতেছেনা, ইহার ভাব এই যে আমার সৃষ্ট এই সকল প্রজা এই জগৎ হইতে পলায়ন করিতেছে ইহাতে আমার অধিক দুঃখ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি এ সকল কথা বলিলাম। এক্ষণে আমার এই অধিকার এই ব্রহ্মত্ব অন্য কাহাকে সমর্পণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করি তাহা আমার ভাল॥

প্রেম প্রশংসা বিনয় ব্যংগযুত সুন বিধিকী বরবানী।
তুলসী মুদিত মহেশ মন হিমন জগত মাতু মুসকানী॥

এই স্থানে তুলসী দাস বলিতেছেন ব্রহ্মার এই প্রেম প্রশংসা বিনয় ও ব্যঙ্গযুক্ত উত্তম কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত মহেশ মনে মনে এবং জগৎমাতা পার্ব্বতী স্পষ্টরূপে হাস্য করিয়াছিলেন। যদি কেহ কাহার ও নিকট কিছু লাভ করিবার আশায় প্রার্থনা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য এই—যে, সেই দাতা ব্যক্তির প্রশংসা তাঁহার প্রতি বিনয় ও তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট ভাবাপন্ন দেখিলে পশ্চাৎ আপনার অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে হয়। এখানে তুলসী দাস তাহাই করিয়াছেন। বিধাতার বরবানী বলিয়া এই অত্যুৎকৃষ্ট সৎ প্রবন্ধ রচনা দ্বারা জগতের পিতা মাতা সেই হর পার্ব্বতীর মৃদু মধুর সুস্পষ্ট হাস্যান্বিত প্রতিমা স্বহৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়া স্বাভীষ্ট সপ্রেম শ্রীরাম ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই ধ্যান শ্রোতা ও বক্তার অঘনাশন ও মঙ্গলদায়ক॥

॥ ৬ ॥

মাগিয়ো গিরিজা পতি কাশী।
জাসু ভবন অণিমাদিক দাসী ॥

যাহার গৃহে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দাসীরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই কাশী পতি পার্ব্বতী পতির কাছে আমি কিছু প্রার্থনা করি।

ঔঢর দানি দ্রবত পুনি থোরে।
সকত নদেখি দীন কর জোরে ॥

ঔঢর বেদমার্গের অন্যথা কর্ত্তা, দানী তাহাকে যিনি দান করেন, দ্রবত পুনি থোরে সামান্য বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি দয়াল।

এস্থলে পুরাণ প্রসিদ্ধ ইতিহাস এই যে, কোন একজন ব্যাধ রাত্রি-কালে ব্যাঘ্রাদির ভয় হেতু, কোন এক বিল্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন ঐ বৃক্ষমূলে বহুকালের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে নিশীথকালে ব্যাঘ্রভয় ভীত, অতএব কম্পিত কলেবর সেই ব্যাধের দেহ স্পর্শে শিশি-রোদক সংযুক্ত পক্কবিল্বপত্র ঐ শিবলিঙ্গোপরি পতিত হয়। তাহাতেই সন্তুস্ট হইয়া বেদ মার্গের অন্যথা কর্ত্তা প্রাণী হিংসক সেই ব্যাধকে যোগিধ্যেয় মুক্তি ফল প্রদান করেন। পুনশ্চ অল্পবস্তু অর্থাৎ বিল্বপত্র ও অক্ষতমাত্র প্রদানে দয়াদ্র হয়েন। অধিক কি দীন ব্যক্তির দর্শন করিতে অসমর্থ অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইবার পূর্ব্বেই বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন॥

সুখ সম্পাতি মতি সুগতি সোহাইঁ।
সকল সুলভ শংকর সেবকাই ॥

লোকের সুখ, সম্পত্তি, বুদ্ধি ও সদ্গতি দান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসেন। অতএব শঙ্কর সেবকের সকলি সুলভ অর্থাৎ বহু আয়াস সাধ্য কর্ম্ম সকল সুখসাধ্য ॥

গয়ে জে শরণ আরতি কে লীন্হে।
নিরাখি নিহাল নিমিষ মহুঁ কীন্হে ॥

আরতিকে লীন্হে ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত।

কষ্ট নিবারণের জন্য যে ব্যক্তি শরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিমিষকাল মধ্যে তাহার ঐ দুঃখ নিবারণ করিয়া কৃতার্থ করেন।

তুলসীদাস যাচক যশ গাবৈ।
বিমল ভক্তি রঘুপতিকী পাবৈ॥

ভিক্ষুক তুলসীদাস রঘুপতি সম্বন্ধে নির্ম্মল ভক্তি পাইবার জন্য তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতেছেন।

কসন দীন পর দ্রবহু উমাবর।
দারুণ বিপতি হরণ করুণাকর॥

হে উমাবর আপনি বিপত্তিহারী ও দয়ার সাগর হইয়া এই দীনভাবাপন্ন অর্থাৎ সাধনহীন দাসের প্রতি কেননা দয়া করিতেছেন।

বেদ পুরাণ কহত উদার হর।
হমারি বেরিকা ভয়ো কৃপিণ তর॥

বেদ ও পুরাণাদিতে বলে মহাদেব উদার অথাৎ কোন বিচার না করিয়া দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বেলায় দেখিতেছি তাহা নাই। ইনি অতিশয় কৃপণ।

কবলি ভক্তি কীন্হী গুণ নিধি দ্বিজ।
হৈ প্রসন্নদীহ্নেউ শিব পদ নিজ॥

ইতিহাস পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে যে, গুণনিধি নামে কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি শ্রীশিব রাত্রির দিন শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তথায় মহাদেবের ভূষণাদি যাহা কিছু ছিল তাহা সমস্তই হরণ করিয়া চলিয়া যাইলে দৈববশতঃ সেই পূজারিরা তাহাকে প্রহার করার দরুণ পুজারির দেহ নষ্ট হয়, কিন্তু মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে নিজ পদ অর্পণ করেন।

এস্থলে গোঁসাই তুলসীদাস বলিতেছেন কি এপ্রকার অপরাধীকে নিজধাম প্রদান করিলেন তবে আমার উপর কেন কৃপা করিতেছেন না যদি আপনি কৃপণ হয়েন তবে আমি উহা চাহি না—

জো গতি অগম মহামুনি গাবহি।
তু মপুর কীট পতংগউ পাবহি॥

মহামুনি বেদব্যাসাদি বলেন যে গতি সাধারণ মনুষ্যাদির অগম্য সেই মোক্ষরূপ গতি যাহারা আপনার পুরে বাস করে সেই কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জীবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দেহু কামরিপু রামচরণ রতি।
তুলসিদাস প্রভু হরহু ভেদমতি॥

হে কামরিপো! শ্রীরাম চন্দ্রের চরণ যুগলে রতি প্রদান করুন। হে প্রভো! তুলসী দাসের ভেদ বুদ্ধি হরণ করুন। শ্রীভগবানে প্রীতি বুদ্ধিই সত্য বুদ্ধি এবং নিজদেহে প্রীতি বুদ্ধিই অসত্য বুদ্ধি, অতএব ভেদবুদ্ধি নষ্ট করুন।

॥ ৮ ॥

দেব বড়ে দাতা বড়ে শ কর বড়ে ভোরে।
কিয়ে দূর দুখ সবনিকে জিন্হ কর জোরে॥

দেব শ্রেষ্ঠ দাতৃ শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকারীর শ্রেষ্ঠ লোক প্রসিদ্ধ ভোলা, যে-ব্যক্তি আপনাকে কৃতাঞ্জলি করে তাহার দুঃখ সমূহ দূর করিয়া দেন।

সেবা সুমিরন পূজিবৌ পাত আখত থোরে।
দিয়ৌ জগত জহঁলগ সবৈ সুখ গজরথ ঘোরে॥

স্মরণ মাত্র আপনার সেবা করা হয়। আপনি বিল্বপত্র ও অত্যল্প আতপ তণ্ডুল দ্বারা পূজিত হইয়া যাহাতে সংলগ্ন সকল সুখ গজ রথ অশ্ব এমত জগতের নানা ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন। ভাবার্থ গ্রহণের সময় বিল্বপত্র ও অক্ষত, দিবার সময় ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য এইজন্য লোকে আপনাকে ভোলা বলিয়া থাকে।

গাংব বসত বামদেব মেং কবহু ন নিহোরে।
অধি ভবতিক বাধা ভইতে কিংকর তোরে॥

হে কামদেব! আপনার গ্রাম শ্রীকাশীধাম, তথায় সর্ব্বদা বাস করিয়া

থাকেন, আপনার নিকট আর কিছু ভিক্ষা চাহি না। পশ্চাৎ বলিতেছেন কেবল মাত্র আধি ভৌতিক পীড়া এখানে কাম ক্রোধাদি ইহারা আপনার কিঙ্কর অর্থাৎ আজ্ঞাবহ দাস। উহারা আমাকে বাধা দিতেছে।

বেগি বোলি বলি বরজিয়ে কর তূতি কঠোরে।
তুলসীদল রুংধ্যো চাহেং শঠ সাখ সহোরে॥

আপনি শীঘ্র বলিয়া দিউন উহারা যেন আমাকে বর্জন করিয়া কার্য্য করে। উহাদের করতূতি অর্থাৎ ক্রিয়া অতি কঠোর। উহারা তুলসী বৃক্ষের বদল করিয়া অর্থাৎ উহাকে তুলিয়া ফেলিয়া শঠগণ উহার স্থানে সেওরা বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহিতেছে। ভাবার্থ এই যে, তাহারা দয়া দাক্ষিন্যাদিগুণগণকে বিদূরিত করাইয়া স্ত্রী পুত্রাদিতে আশক্তিরূপ পরিণাম দুঃখকর সাংসারিক সুখে ভুলাইতে চাহিতেছে।

॥ ৯ ॥

শিব শিব হৈ প্রসন্ন করুদায়া।
করুণাময় উদার কীরতি বলিজাউং হরহু নিজমায়া॥

আদর করিয়া বা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, হে শিব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি দয়া করুন। হে করুণাময় উদার কীর্ত্তে! সত্য বস্তু আত্মাতে মিথ্যাবুদ্ধি আর মিথ্যা বস্তু দেহে সত্য বুদ্ধিরূপ আপনার নিজ মায়াকে তুলিয়া লউন।

জলজ নয়ন গুন অয়ন ময়নরিপু মহিমা জানন কোঈ।
বিনু তব কৃপা রাম পদ পংকজ সপনেহু ভক্তি ন হোঈ॥

হে কমলনয়ন, হে গুণাশ্রয়, হে মদনরিপু! কেহ আপনার মহিমা জানে না। আপনার কৃপা না হইলে স্বপনে ও শ্রীরাম চন্দ্রের পদ কমলে ভক্তি হয় না॥

ঋষিয় সিদ্ধ মুনি মনুজ দনুজ সুর অপর জীব
জগমাহীং।
তব পদ বিমুখ ন পার পাব কোউ কল্প
কোটি চলি জাহীং॥

ঋষিগণ সিদ্ধগণ মুনিমনুজ সুরাসুরগণ বা ইহ জগতের অন্যান্য জীবগণ যদি আপনার শ্রীপাদ পদ্মে বিমুখী হয় তবে কোটি কোটি কল্পকাল চলিয়া গেলেও এই ভবাব্ধির পারে গমন করিতে পারে না ॥

অহি ভূষণ দূষণ রিপু সেবক দেবদেব ত্রিপুরারী।
মোহনিহার দিবাকর শংকর শরণ শোকভয়হারী ॥

কতকগুলি সর্প হইয়াছে আপনার কুণ্ডলমালা ও শিরোভূষণ, দূষণ নামক রাক্ষস রিপু শ্রীরামচন্দ্রের সেবক দেবতা দিগের ও আরাধ্য দেবতা ত্রিপুরাসুর শত্রু। অজ্ঞানরূপ কুজ্ঝটিকা নাশক সূর্য্য, কল্যাণবার্ত্তা, এবং শরণাপন্নের শোক ও ভয়হারী ॥

গিরিজা মন মানস মরাল কাশীশ মসান নিবাসী।
তুলসীদাস হরিচরণ কমলবর দেহু ভক্তি অবিনাশী ॥

পর্ব্বতরাজ কন্যার মনোরূপ মানস সরোবরে বিহারশীল হংস শ্মশান নিবাসিন্ কাশী পতে! আপনি তুলসী দাসকে শ্রীহরিচরণ কোকনদে বিনাশ রহিত ভক্তি প্রদান করুন্।

দেবমোহতম তরণি হর রুদ্র শংকর শরণ হরণ
মম শোকাভি রামং।
বালশশি ভাল সুবিশাল লোচন কমল কাম
শত কোটি লাবণ্য ধামং ॥

হে দেব! আপনি মোহরূপ অন্ধকারের সূর্য্য পাপ হর্ত্তা পাপীর পক্ষে ভয়ানক অথচ অন্যের পক্ষে কল্যাণকর। রক্ষা কর্ত্তা মমতা হরণ শীল ও সর্ব্বলোকের রমণীয়। প্রথম শশী আপনার ললাটে বিরাজ করিতেছে। হে সুন্দর বিস্তৃত নয়নার বিন্দ! আপনি শত কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্য-গৃহ স্বরূপ।

কম্বু কুঁদেন্দু কর্পূর বিগ্রহ রুচির তরুণ রবি
কোটিতন তেজ ভ্রাজৈ।
ভস্ম সর্ব্বাঙ্গ অর্দ্ধাঙ্গ শৈলাত্মজা ব্যাল নৃকপাল্
মালা বিরাজৈ ॥

শঙ্খ, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র ও কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শরীর মধ্যে মধ্যাহ্ন কালীন কোটি সূর্য্যের তেজ প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম দ্বারা ব্যাপ্ত অর্দ্ধাঙ্গে পর্ব্বত কন্যা উমা, সর্প নরকপাল মালা প্রভৃতি দ্বারা বিরাজিত।

মৌলি সংকুল জটামুকুট বিদ্যুতচ্ছটা তটনিবর
বারি হরিচরণ পূতম্।
শ্রবণ কুণ্ডল গরল কণ্ঠ করুণা কন্দ সচ্চিদানন্দ
বংদেহব ধৃতম্॥

মস্তকে সংকীর্ণ ঘনজটা নির্ম্মিত মুকুট মধ্যে বিদ্যুৎ ছটার ন্যায় কান্তি মতী হরিচরণ সম্পর্কে পবিত্র শ্রেষ্ঠ জল বিশিষ্টা গঙ্গা দেবী বিরাজ করিতেছেন। শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল, কণ্ঠে গরল পানাবশিষ্ট শ্যাম চিহ্ন-বিরাজিত, দয়ার মূল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভস্মাবৃত আত্মারাম মহাদেবকে বন্দনা করি॥

শূল শায়ক পিনাকাসিকর শত্রু বন দহন ইব
ধূমধ্বজ বৃষভ যানং।
ব্যাঘ্র গজচর্ম পরিধান বিজ্ঞান ঘন সিদ্ধ
সুর মুনি মনুজ সেব্যমানং॥

ত্রিশূল বাণ অজগর ও অসিকর মধ্যে সুশোভিত শত্রুরূপ বন দহন করিতে ধূমধ্বজ অগ্নির ন্যায় ও বৃষভ বাহন। ব্যাঘ্র গজ চর্ম্ম পরিধৃত সিদ্ধ সুর মুনি মনুজ কর্ত্তৃক সেব্যমান ও বিজ্ঞান ঘন মূর্ত্তি॥

তাণ্ডবী নৃত্যপর ডমরু ডিম ডিম প্রবর
অশুভ ইব ভাঁতি কল্যাণ রাশী।
মহাকল্পান্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল দবন ভবন কৈলাস
আসীন কাশী॥

তাণ্ডবী নৃত্যে তৎপর হইয়া ডিম্ ডিমধ্বনি প্রবর ডমরু বাজাইয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্ম মনুষ্যের কল্যাণ কর হইলেও অজ্ঞানীদিগের ইহা অশুভের ন্যায় প্রকাশ পায়॥ মহাকল্পান্ত সময়ে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলকে

বিনাশ করেন। কৈলাশ আপনার ভবন অথচ কাশীধামে উপবিষ্ট থাকেন ॥

ব্রহ্মেন্দ্র চন্দ্রার্ক বরুণাগ্নি বসুমরুত যম অর্চ্চি
ভবদংঘ্রি সর্ব্বাধিকারী।
অকল নিরুপাধি নির্গুণ নিরংজন ব্রহ্মকর্ম
পথমেক মজনির্বি কারং ॥

ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র অর্ক বরুণ অগ্নি বসুগণ মরুদ্‌গণ যম অর্চ্চি দেবতা ইহারা আপনার শ্রীচরণ হইতে ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্বাদি সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি কিন্তু অকল কলাকর রহিত, পূর্ণনিরু পাধি উপাধি রহিত শুদ্ধ স্বরূপ সত্ব রজ তম গুণ রহিত, নিরঞ্জন মায়া রহিত ব্রহ্মাদ্বৈত বস্তু, কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক দ্বিতীয় রহিত, জন্ম শূন্য বিকার রহিত ॥

অখিল বিগ্রহ উগ্ররূপ শিব ভূপ সুর সর্বগত
সর্ব সর্বোপকারঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্য ধন ধর্ম কৈবল্য সুখ শুভগ
সৌভাগ্য শিব সানুকূলঃ ॥

এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার শরীর, হে তেজঃ পুঞ্জ কলেবর শিব! আপনি দেব বৃন্দের রাজা, সকল বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, সবই আপনি এবং সকলের উপকার কর্ত্তা। আপনি অনুকূল হইলে জীবের সুখ সুন্দরতা সৌভাগ্য ধন ধর্ম্ম বৈরাগ্য জ্ঞান ও মোক্ষ হইয়া থাকে।

তদপি নর মূঢ় আরূঢ় সংসার পথ।
ভ্রমত ভব বিমুখ তব পাদ মূলম্ ॥

হে ভব! তাহা হইলে ও মূঢ় নর, আপনার শ্রীপাদ মূলে বিমুখ হইয়া এই সংসারের জন্ম মরণাদি পথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

নষ্ট মতি দুষ্ট অতি কষ্টরতং খেদ গত
দাস তুলসী শংভু শরণ আয়া।
দেহি কামারি শ্রীরাম পদ পংকজে
ভক্তি ভব হরণী গত ভেদ মায়া ॥

নষ্ট বুদ্ধি, অতিশয় দূষিত হৃদয় কষ্টরত ও খেদ প্রাপ্ত তুলস দাস শ্রীশম্ভু চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে।

হে কামারি! আপনি শ্রীরামের পাদ পঙ্কজে যাহা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি ও মায়া অপস্থতা হয় এবম্বিধা ভবহরণী ভক্তি প্রদান করুন।

॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীভৈরবনাথের রূপ বর্ণনা

দেব ভীষণাকার ভৈরব ভয়ংকর ভূত প্রেত
প্রমথাধি পতি বিপতি হর্ত্তা।
মোহ মূষক মার্জার সংসার ভয় হরণ তারণ
তরণ অভয় কর্ত্তা॥

হে দেব ভীষণাকার ভৈরব আপনি ভয়ঙ্কর, ও ভূত প্রেত প্রমথগণের স্বামী, জীবের বিপত্তি হরণ কর্ত্তা। মোহরূপ মুষিকের মার্জার, জীবের সংসার ভয় হারী, ভবসমুদ্রের কর্ণধার ও স্বয়ং নৌকা এবং অভয় দাতা।

অতুল বল বিপুল বিস্তার বিগ্রহ গৌর অমল
অতি ধবল ধরণী ধরাভম্।
শিরসি সংকুলিত কলকূট পিঙ্গলজটা পটল
শতকোটি বিদ্যুত ছটাভম্॥

অতুলনীয় বলবান্ বহু বিস্তার শরীর ধারী, মলরহিত অতিশয় শুভ্রবর্ণ ভূধরের ন্যায় গৌর বর্ণ। মস্তকে শত কোটি বিদ্যুৎ ছটার ন্যায় আভাযুক্ত, কালকূট ভক্ষণ জন্য পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল সংকীর্ণ হইয়াছে।

ভ্রাজ বিবুধাপগা আপপাবন পরম মৌলি
মালেব শোভা বিচিত্রম্।
ললিত লল্লাট পর রাজ রজনীশ কল কলাধর
নৌমি হর ধনদ মিত্রম্॥

সুশোভিত দেব নদীর পরম পাবন জল, শিরোমালার ন্যায় জটা মধ্যে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। সুন্দর ললাটোপরি, বিরাজিত রজনী

পতি চন্দ্রের সুন্দর কলা ধারণ করিয়াছেন। সেই কুবের মিত্র ভৈরবকে আমি স্তব করি।

ইন্দু পাবক ভানুনয়ন মর্দ্দন ময়ন জ্ঞান গুণ
অয়ল বিজ্ঞান রূপম্।
রমন গিরিজা ভবন ভূধরাধিপ সদা শ্রবণ
কুণ্ডল বদন ছবি অনুপম্॥

হে মদন মর্দ্দন! চন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য আপনার নয়ন ত্রয়, আপনি বিজ্ঞান স্বরূপ হইয়া জ্ঞান ও গুণের আশ্রয়। হে পার্ব্বতী রমণ ভূধরাধিপ কৈলাশ পর্ব্বত আপনার গৃহ, শ্রবণ যুগলে সর্ব্বদা অবস্থিত কুণ্ডল দ্বয় দ্বারা আপনার মুখ ছবি উপমারহিত হইয়াছে।

চর্ম্ম অসি শূলধর ডমরু শায়ক চাপযান বৃষভেষ
করুণা নিধানম্।
জরত সুর অসুর নর লোক শোকাকুলং মৃদুলচিত
অজিত কৃত গরল পানম্॥

আপনি চর্ম্ম অসি শূল ডমরু বাণ ও ধনু ধারণ করেন, বৃষভপতি আপনার বাহন এবং দয়ার আধার, তজ্জন্য সমুদ্র মন্থনকালে সুর অসুর নরলোকদিগকে কালকূট বিষে জর্জ্জরিত অতএব শোকাকূল দর্শন করিয়া হে অজিত! আপনি কোমল চিত্ত হইয়া সেই সমস্ত গরল পান করিয়াছেন।

ভস্মতন ভূষণং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং উরগ নর মৌলি
মালোর ধারী।
ডাকিনী শাকিনী খেচরং ভূচরং যংত্র মংত্র ভংজন
প্রবল কল্মষারী॥

ভস্ম আপনার অঙ্গাভরণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম আপনার বস্ত্র, সর্প ও নর মস্তক মালা বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। প্রাণ নাশন ডাকিনী শাকিনী খেচর, ভূচর যন্ত্র মন্ত্র সকলের বিনাশ করেন ও প্রবল ব্রহ্ম হত্যাদি পাপের শত্রু।

কাল অতিকাল কলিকাল ব্যালাদ খগত্রিপুর মর্দ্দন
ভীম কর্ম্ম ভারী।
সকল লোকান্ত কল্পাংত শূলাগ্র কৃত দিগ্‌গজা
ব্যক্ত গুণ নৃত্য কারী॥

কাল, কালের কাল ও কলিকালরূপ ব্যালকে ভক্ষণ করেন। খর ত্রিপুরা সুরকে মর্দ্দন করিয়া ভয়ানক কর্ম্ম করিয়াছেন। সমস্ত লোকান্ত কারী ও কালান্তকারী দিগ্‌গজদিগকে শূলের অগ্রে রাখিয়া নৃত্য করেন তজ্জন্য আপনার গুণ গান ব্যক্ত হইয়াছে।

পাপ সংতাপ ঘন ঘোর সংসৃতি দীন ভ্রমত জগ-
যোনি নহিঁ কোপি ত্রাতা।
পাহি ভৈরব রূপ রাম রূপী রুদ্র বন্ধু গুরু
জনক জননী বিধাতা॥

পাপজন্য নিবিড় সন্তাপময় ভয়ানক সংসার প্রবাহে পতিত হইয়া জগতীতলে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার রক্ষা কর্ত্তা অন্য কেহ নাই, অতএব ভয়ানক রূপধারী শ্রীরাম স্বরূপ রুদ্র আমাকে রক্ষা করুণ, যে হেতু আপনিই আমার বন্ধু গুরু, জনক জননী ও বিধাতা।

যস্য গুণ গণ গণতি বিমল মতি শারদা নিগম
নারদ প্রমুখ ব্রহ্মচারী।
শেষ সর্ব্বেশ আসীন আনন্দ বন প্রণত তুলসীদাস
ত্রাস হারী॥

বিমল মতি শেষ, শারদা, বেদ ও নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মচারীগণ যাহার গুণ গান করেন। হে সর্ব্বেশ! আনন্দবন শ্রীকাশীধামে উপবিষ্ট হইয়া ভবভয় হরণ করিতেছেন; অতএব তুলসী দাস আপনার শ্রীচরণে প্রণত।

॥ ১২ ॥

সদা শঙ্করং শংপ্রদং সজ্জনানন্দদং হৈম কন্যাবরং
পরম রম্যম্।
কাম মদ মোচনং তামরস লোচনং বামদেবং
ভজে ভাব গম্যম্॥

মঙ্গল প্রদ সজ্জনানন্দ বর্দ্ধন কামমদ মোচন পদ্মলোচন পরম রমণীয় পার্ব্বতীপতি বিশুদ্ধ ভক্তি লভ্য শঙ্কর বামদেবকে সর্ব্বদা ভজনা করি॥

কম্বু কুন্দেন্দু কর্পূর গৌরং শিবং সুংদরং
সচ্চিদানন্দ কন্দম্।
সিদ্ধ সনকাদি যোগীন্দ্র বৃন্দারকা বিষ্ণু বিধি
বংধ্য চরণার বিংদম্॥

শঙ্খ, কুন্দ পুস্প, চন্দ্র ও কর্পূর সদৃশ গৌরবর্ণ সৎচিৎ আনন্দের মূল অতএব মঙ্গলস্বরূপ সুন্দর আপনার শ্রীচরণারবিন্দ, সিদ্ধ সনকাদি যোগীন্দ্র দেব বৃন্দ বিধি ও বিষ্ণুর বন্দনীয়।

ব্রহ্মকুল বল্লভং সুলভ মতি দুর্লভং বিকট ভেষং
বিভুং বেদ পারম্।
নৌমি করুণাকরং গরল গঙ্গাধরং নির্মলং
নির্গুণং নির্ব্বিকারম্॥

ব্রাহ্মণকুল আপনার প্রিয় ভক্তগণের অনায়াস লভ্য, বিমুখীর পক্ষে অতি দুর্লভ ও ব্যাপক বেদাতীত করুণাশ্রয়, গরলও গঙ্গা দেবীকে ধারণ করিয়াছেন। আপনি নির্মল গুণাতীত বিকার রহিত আপনাকে স্তব করিতেছি।

লোকনাথং শোকশূল নির্মূলিনং শূলিনং মোহতম
ভূরি ভানুম্।
কাল কালং কালাতীত মজরং হরং কঠিন কলিকাল
কানন কৃশানুম্॥

আপনি সকলের রক্ষা কর্ত্তা শোক ও শূল ব্যাধের নির্ম্মূলনকারী, শূলী ও মোহরূপ ভূরি ভূরি তমোনাশক সূর্য্য। আপনি কালরূপে ব্রহ্মাণ্ডের কলন করেন, পূর্ণ, জরা রহিত, হর ও এই কঠোর কলিকাল বন বিনাশ কৃৎ বহ্নি।

তজ্ঞমজ্ঞানপাথোধি ঘট সংভবং সর্ব্বগং সর্ব্ব
সৌভাগ্য মূলং
প্রচুর ভব ভংজনং প্রণত জন রঞ্জনং দাস তুলসী
শরণ সানুকূলং

তত্ত্বজ্ঞানী, অজ্ঞান সমুদ্রের অগস্ত্য, সর্ব্বগামী, সর্ব্বসৌভাগ্যের কারণ, বহুবিধ ভবদুঃখ নাশন, প্রণত জনের আনন্দদাতা ও ভক্তের প্রতি অনুকূল, তজ্জন্য তুলসীদাস আপনার শ্রীচরণে শরণ প্রাপ্ত।

॥ ১৩ ॥

সেবহু শিব চরণ সরোজরেণু।
কল্যাণ অখিল প্রদকাম ধেনু॥

এক্ষণে আপনার মনকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীশিবচরণ কমলস্থিত রেণুবৃন্দের সেবা কর। সেই রেণু বৃন্দ কামধেনু তুল্য অতএব সমূহ কল্যাণ প্রদান করেন।

করপূর গৌর করুণা উদার।
সংসার সার ভুজগেন্দ্র হার॥

আপনার শরীর কর্পূর সদৃশ শুভ্রবর্ণ, দয়া করিয়া জীবের প্রতি সর্ব্ব সুখ প্রদান করেন। আপনি এই অসার সংসারের সারভূত ও সর্পরাজ বাসুকি—আপনার কণ্ঠভূষণ।

সুখ জন্ম ভূমি মহিমা অপার।
নির্গুণ গুণ নায়ক নিরাকার॥

সুখোৎপত্তির কারণ আপনার অপার মহিমা আপনি গুণাতীত হইয়া গুণ প্রবর্ত্তক ও নিরাকার।

ত্রয়নয়ন ময়ন মরদন মহেশ।
অহংকার নিহার উদিত দিনেশ॥

হে ত্রিনয়ন মদন মর্দ্দন মহেশ! আপনি অহঙ্কাররূপ নিহারের উদিত ভাস্কর।

বরবাল নিশাকর মৌলি ভ্রাজ।
ত্রৈলোক্য শোকহর প্রমথ রাজ॥

মস্তকমধ্যে শ্রেষ্ঠ কেশরাশি ও দ্বিতীয়ার চন্দ্র সুশোভিত। হে প্রথমাধিপতি! ত্রৈলোক্যের শোক নষ্ট করুণ।

জিন কহং বিধি সুগতি ন লিখি ভাল।
তিনকী গতি কাশীপতি কৃপাল॥

বিধাতা যাহার কপালে স্বর্গাদি লিখেন নাই, দয়ালু কাশীপতি মহাদেব তাহার স্বর্গাদি গতিদাতা।

উপকারীকো পর হর সমান।
সুর অসুর জরত কৃত গরল পান॥

মহাদেবের উপকারী ও অপকারী উভয়ই সমান। যেহেতু গরলদ্বারা সুরাসুরগণকে জর্জ্জরিত দর্শন করিয়া উহা পান করিয়াছেন।

বহুকল্প উপায় করিয় অনেক।
বিনু শংভূ কৃপা নহীং ভৌ বিবেক॥

শম্ভু কৃপা ব্যতীত বহু কল্প কাল অনেক উপায় করিয়াও বিবেক জ্ঞান হয় না।

বিজ্ঞান ভবন গিরিসুতা রমন।
কহ তুলসীদাস মম ত্রাস শমন॥

তুলসীদাস বলিতেছেন সেই বিজ্ঞানাশ্রয় পার্ব্বতী রমণ শম্ভু আমার ভয়ের যম।

দেখো দেখো বন বন্যো আজু উমা কন্ত।
মনোদেখত তুম্হহিং আঈ ঋতু বসন্ত॥

আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। মন তুমি দেখ সাক্ষাৎ বসন্ত ঋতু আসিয়াছে। আজ উমাকান্ত রূপিবন বন্যলতা কুসুমাদিতে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছেন দেখ দেখ।

॥ ১৪ ॥

মনুতন দ্যুতি চম্পক কুসুম মাল।
বর বসন নীল নূতন তমাল॥

অর্দ্ধাঙ্গে উপবিষ্টা পার্ব্বতীর দেহ কান্তি চম্পক কুসুম সমূহের ন্যায় ও পরিধেয় মহা মূল্যের নীল বস্ত্র, নূতন তমাল বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছে।

করকদলি জংঘ পদ কমল লাল।
সূচক কটি কেশরি গতি মরাল।

মধুর কদলীস্তম্ভের ন্যায় জঙ্ঘাযুগল ও পদ যুগল রক্তোৎপলের ন্যায়। কটিদেশ সিংহ কটির তুল্য ও হংস গতি তুল্য গমন।

ভূষণ প্রসূন বহু বিবিধ রঙ্গ।
নূপুর কিংকিনী কলরব বিহঙ্গ॥

অঙ্গ ভূষণ সকল নানারঙ্গের বহুতর কুসুমের ন্যায় এবং নুপুর ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার অব্যক্ত মধুর রব বিহগগণের কলরবের ন্যায়।

কর নবল বকুল পল্লব রসাল।
শ্রীফল কুচ কংচুকি লতা জাল॥

করযুগল নূতন বকুল পল্লবের সদৃশ ও নূতন আম্রপল্লব সদৃশ।
কুচ যুগল শ্রীফল যুগ সমান ও কঞ্চুকি লতা বৃন্দের সমান॥

আনন সরোজ কচ মধুপ পুঞ্জ।
লোচন বিশাল নবনীল কংজ॥

শ্রীমুখ মণ্ডল পদ্মোপম কেশপাশ ভ্রমর কদম্বো পম।
বিশাল লোচন যুগল নূতন নীল পদ্মোপম।

পিক বচন চরিত বর বরহি কীর।
সিত সুমন হাস লীলা সমীর॥

কোকিলের অব্যক্ত পঞ্চম স্বর সম্বলিত ধ্বনির ন্যায় বাক্য, নৃত্যশীল বরবহীর ন্যায় সুন্দর চরিত্র ও তিল পুষ্পের ন্যায় নাসিকা।

শুভ্র কুসুমের অনুকারি হাস্য লীলার উপযুক্ত সুগন্ধি, সুশীতল সুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

কহ তুলসীদাস সুনু শিব সুজান।
উর বসি প্রপঞ্চ রচৈ পঞ্চ বান॥

আপনার পুত্র তুলসীদাস বলিতেছে, হে শিব! আপনি সুন্দররূপে জ্ঞাত করুন। আমার বংক্ষস্থলে বসিয়া কামদেব নানাপ্রকার কামনা রচনা করিতেছে।

করি কৃপা হরিয় ভ্রম ফন্ধ কাম।
যেহি হৃদয় বসহিঁ সুখরাশি রাম॥

আপনি দয়া করিয়া সেই কামের ফাঁন্ধরূপ ভ্রম হরণ করুন। যে হৃদয়ে আনন্দ প্রচুর শ্রীরামচন্দ্র বাস করিবেন।

॥ ১৫ ॥

দুসহ দোষ দুখ দলনি করু দেবি দয়া।
বিশ্ব মূলাসি জন সানু কূলাসি শর শূলধারিণি
মহামূল মায়া॥

সহ্য করিতে অসমর্থ ব্রহ্ম হত্যাদি দোষ জন্য দুঃখ বিনাশিনি হে দেবি! আপনি দয়া করুন। আপনি এই বিশ্বসংসারের কারণ রূপা মূলা প্রকৃতি, জন সাধারণের প্রতি সানুকূলা হইয়া শর ও শূল ধারণ করিয়াছেন বস্তুতঃ আপনি মহাবিষ্ণুর মায়া।

তড়িত গর্ব্বাংগ সর্ব্বাংগ সুংদর লসত দিব্য পট ভব্য
ভূষণ বিরাজৈ।
বাল মৃগ মংজু খংজনি বিলোচনি চন্দ্রবদনি লখি
কোটি রতি মার লাজৈ॥

সৌদামিনীর সারাঙ্গতুল্য আপনার সকলাঙ্গ মনোরম হইয়াছে; দীপ্তিমৎ দিব্য বস্ত্র ও অতি রমণীয় আভরণ দ্বারা সুশোভিতা। নবীন-হরিণের চক্ষুর ন্যায় সুন্দর ও খঞ্জরীট পক্ষীর ন্যায় চঞ্চল বৃহৎ নয়নযুগল এবং চন্দ্রতুল্য আপনার বদনমণ্ডল, এবম্বিধ আপনাকে দর্শন করিয়া কোটি কোটি রতির ইহ জগতে আমরাই সুন্দরী ইত্যাদি গর্ব্ব লজ্জায় নষ্ট হয়।

রূপ সুখ শীল সীমাসি ভীমাসি রামাসি বামাসি
বরবুদ্ধি বানী।
ছমুখ হেরম্ব অম্বাসি জগদম্বিকে শংভু জায়াসি
জয় জয় ভবানী॥

আপনি রূপ, আনন্দ ও স্বভাবের সীমাস্থান, অন্য কাহারও এপ্রকার রূপাদি নাই; আপনি দুষ্ট জীবের ভয়দাত্রী, আপনি লক্ষ্মী, আপনি সুন্দরী, আপনার তুল্য কাহারও উত্তমা বুদ্ধি ও বাণী নাই। কার্ত্তিকের ও গণপতির মাতা, হে জগদম্বিকে! আপনি শম্ভুপত্নী, হে ভবানি। আপনি জয়যুক্তা হউন জয়যুক্তা হউন।

চণ্ড ভুজ দণ্ড খণ্ডনি বিহণ্ডনি মুণ্ড মহিষ মদভঙ্গকর
অঙ্গ তোরে।
শুংভ নিশুংভ কুংভীশ রণকেশরিণি ক্রোধ বারিধি
বৈরি বৃন্দ বোরে॥

চণ্ডনামক অসুরের বাহুদণ্ড খণ্ডন করিয়াছেন, মুণ্ডকেও বিখণ্ডন করিয়াছেন এবং মহিষাসুরের বীরমদ ভঙ্গ করিয়া তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিয়াছেন।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ ইহারা মত্তহস্তী তুল্য, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে আপনি কেশরিণী, অপিচ শত্রুবর্গকে ক্রোধ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছেন।

নিগম আগম অগম গুর্বি তব গুণকথন উর্বিধর
করত জেহি সহস জীহা।
দেহি মা মোহিং পণপ্রেম যহ নেম নিজনাম ঘনশ্যাম
তুলসী পপীহা।।

নিগম-বেদ, আগম-পঞ্চরাত্র, অগম-অগণ্য, পণ-প্রতিজ্ঞা, নেম-অত্যাজ্য। আপনার গরিষ্ঠ গুণ কথনে বেদ ও পঞ্চরাত্রাদি অজ্ঞ হইয়াছেন। যিনি এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন সেই সহস্রজীহ্ব অনন্ত-দেব ও অক্ষম।

মাতঃ! পপীহা-চাতকপক্ষী যেমন জলধরের প্রতি প্রতিজ্ঞার সহিত অপরিত্যক্ত প্রেম রাখে, তদ্রূপ নবজলধর শ্যামরুচি নিজপ্রভু শ্রীরাম-চন্দ্রে আমি তুলসী, আমাকে প্রতিজ্ঞা ও অপরিত্যজ্য প্রেম দান করুন। এইপ্রকার মেঘে চাতকের মত শ্রীরামচন্দ্রে জীবনপ্রতিজ্ঞা ও অপরি-ত্যক্ত প্রেম করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, ইহাই ভাবার্থ।

॥ ১৬ ॥

জয় জয় জগজননি দেবি সুর নর মুনি অসুর সেবি।
ভক্ত ভূতি দায়িনি ভয়হরণি কালিকা॥

জয় জয় হে জগজ্জননি! কালিকা দেবী সুরাসুর নরমুনিজন সেবিতা আপনি ভক্তবৃন্দের ঐশ্বর্য্যদায়িনী ও ভব ভয়হারিণী।

মঙ্গল মুদ সিদ্ধি সদনি পর্বশর্বরীশ বদনি।
তাপতিমির তরুণ তরণি কিরণ মালিকা॥

পূর্ণচন্দ্র বদনি! আপনি উৎসব, আনন্দ ও সিদ্ধির আশ্রয়। আধ্যাত্মি-কাদি ত্রিতাপরূপ অন্ধকারের মধ্যাহ্নকালীন কিরণমালিকা সূর্য্য।

বর্ম চর্ম কর কৃপাণ শূল ধনুষ বান।
ধরণি দলনি দানব দল রণ করালিকা॥

অঙ্গে কবচ, করমধ্যে চর্ম্ম, ঢাল, চাপ, কৃপাণ, বাণ ও শূল ধারণ করিয়াছেন। দানবদল দলনী আপনি রণমধ্যে করালিকা অথাৎ ভয়প্রদা॥

পূতনা পিশাচ প্রেত ডাকিনি শাকিনি সমেত।
ভূত গ্রহ বৈতাল খগ মৃগালি জালিকা॥

পূতনা, পিশাচ, প্রেত, ডাকিনী, শাকিনী ভূত, গ্রহ, বৈতাল, খগ মৃগাদিরূপধারীদিগের বঞ্চনা কর্ত্রী জালরূপা।

জয় মহেশ ভামিনি অনেক রূপ নামিনি।
সমস্ত লোক স্বামিনি হিম শৈল পালিকা॥

আপনার অনেক রূপ ও অনেক নাম হইয়াছে। আপনি সমস্ত লোকের রক্ষা কর্ত্রী, হীমালয় কন্যা, মহেশ পত্নী জয়যুক্তা হউন।

রঘুপতিপদ পরম প্রেম তুলসী চহ অচল নেম।
দেহু হৈ প্রসন্ন পাহি প্রণত পালিকা॥

তুলসীদাস প্রার্থনা করিতেছেন আপনি প্রসন্ন হইয়া রঘুকুলপতি শ্রীরামচরণে অচল ও অপরিত্যজ্য, অতএব পরমপ্রেম প্রদান করুন। হে প্রণতপালিকে! তুলসীও আপনার শ্রীচরণে প্রণত, অতএব তাহাকে পালন করুন।

॥ ১৭ ॥

জয় ভগিরথ নংদিনী মুনিচয়চকোরচন্দিনি।
নর নাগ বিবুধ বন্দিনি জয় জহ্নু বালিকা॥

মাতঃ ভগীরথ কন্যে! আপনি জয়যুক্তা হউন। আপনি মুনিসমূহরূপ চকোরপক্ষীর জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, কি নর কি নাগ কি বিবুধবৃন্দ, আপনার চরণ বন্দনা করেন; আপনি জহ্নুমুনিকন্যা অতএব জয়যুক্তা হউন।

বিষ্ণু পদ সরোজ জাসি ঈশ শীষ পর বিভাসি।
ত্রিপথ গাসি পুণ্য রাশি পাপ ছালিকা॥

শ্রীবিষ্ণুর পদকমল হইতে জন্মিয়াছেন এবং মহাদেবের মস্তকোপরি বিরাজিতা, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পথে গমন করিতেছেন। রাশি রাশি পুণ্যরূপা ও জীবের পাপ ক্ষালন কর্ত্রী।

বিমল বিপুল বহসি বারি শীতল ত্রয়তাপ হারি
ভংবর বর বিভংগ তর তরংগ মালিকা।
পুরজন পূজোপহার শোভিত শশি ধবল ধার।
ভংজন ভব ভার ভক্ত কল্পথালিকা ॥

আপনি ত্রিতাপহারী নির্ম্মল অথচ শীতল বহুবারি বহন করিতেছেন। তরল তরঙ্গ মালান্বিতা, পুরজনদত্ত পূজা সামগ্রী দ্বারা শোভিতা, চন্দ্র সদৃশ শুভ্রবর্ণ স্রোতস্বতী, সংসারমধ্যে জন্ম মরণাদি গুরুতর দুঃখ-বিনাশিনী ও ভক্তজনের বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির যে কল্পবৃক্ষ, তাহার আধাররূপ স্থালী।

নিজ তট বাসী বিহঙ্গ জল থলচর পশু পতংগ।
কীট জটিল তাপস সব সরিসপালিকা।
তুলসী তুব তীর তীর সুমিরত রঘুবংশ বীর।
বিচরতু মতি দেহি মোহ মহিষ কালিকা ॥

আপনার তীরবাসী বিহগ, জলচর স্থলচর পশু, পতঙ্গ, কীট ও জটিল তপস্বীদিগকে তুল্যদৃষ্টি করিয়া পালন করে। অজ্ঞানরূপ মহিষাসুর বিনাশকর্ত্রী কালিকা স্বরূপ হে মাতর্গঙ্গে! রঘুবংশবীর শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আপনার তীরে তীরে বিচরণ করি এইরূপ বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করুন।

॥ ১৮ ॥

জয়তি জয় সুরসরী জগদখিল পাবনী।
বিষ্ণু পদ কঞ্জ মকরন্দইব অংবুবর বহসি দুখ দহসি
অঘবৃন্দ বিদ্রাবিনী ॥

অখিল জগজ্জাত জীবগণের পবিত্রকারিণী সুরনদী জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন। শ্রীবিষ্ণুপদে পঙ্কজের মধুর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বারিবহন করিতেছেন। আপনার পাপ সমূহ বিনাশ করাই স্বভাব, অতএব আমার পাপ জনিত দুঃখকে দগ্ধ করুন ॥

মিলিত জলপাত্র অজ যুক্ত হরি চরণরজ
বিরজ বর বারি ত্রিপুরারি শির ধামিনী।
জহ্নু কন্যা ধন্য পুণ্য কৃত সগর সুত
ভূধর দ্রোনি বিহরণি বহু নামিনী॥

শ্রীহরির চরণরজোযুক্ত ব্রহ্মার জলপাত্র কমণ্ডলুতে মিলিত হইয়া ত্রিপুরারির শিরঃস্থানকে গৃহ করিয়া নির্ম্মলশ্রেষ্ঠবারিরূপা জহ্নুমুনি কন্যা আপনি, সগর রাজপুত্রগণকে কৃতপুণ্য ও ধন্য করিয়া বহুনাম ধারণ করতঃ পর্ব্বত কন্দরাদিতে বিহার করিতেছেন।

যক্ষ গন্ধর্ব মুনি কিন্নরোরগ দনুজ
মনুজ মজ্জহিং সুকৃত পুঞ্জ যুত কামিনী।
স্বর্গ সোপান বিজ্ঞান জ্ঞান প্রদে মোহ মদ মদন
পাথোজ হিম যামিনী॥

যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মুনি, কিন্নর, উরগ, দনুজ ও মনুজগণ মধ্যে যাহারা রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারাই সস্ত্রীক হইয়া আপনাতে স্নান করে। হে বিজ্ঞান-জ্ঞানপ্রদে আপনি স্বর্গ গমনের সোপান স্বরূপ ও অজ্ঞান অহঙ্কার এবং মদনরূপ পদ্ম সম্বন্ধে হিমঋতুর রাত্রি অর্থাৎ দগ্ধকারিণী।

হরিত গংভীর বানীর দুহুঁ তীর বর মধ্য ধারা
বিশদবিশ্ব অভিরামিনী।
নীল পর্যংক কৃতশয়ন সর্পেশ জনু সহস
শীশাবলী শ্রোত সুর স্বামিনী॥

উভয়তীরে হরিৎবর্ণ ঘন বেত্রবৃক্ষসকল সংলগ্ন রহিয়াছে—উহার মধ্যস্থলে বিশ্বজনরমণীয় উজ্জ্বল জলপ্রবাহ। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন সুরস্বামিনী স্রোতস্বতী গঙ্গাকে দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যেন সহস্রশীর্ষ সর্পরাজ অনন্তদেব নীলবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, সাগর সঙ্গম স্থলে গঙ্গাদেবী সহস্রমস্তক হইয়া যেন কৃতশয়ন অনন্তদেবের মত শোভা পাইতেছেন॥

অমিত মহিমা অমিতরূপ ভূপাবলী মুকুট মণি
বংদ্য ত্রৈলোক্য পথ গামিনী।
দেহিঁ রঘুবীর পদ প্রীতি নির্ভর মাতু দাস
তুলসী ত্রাস হরণি ভব ভামিনী॥

আপনার মহিমার পরিমাণ হয়না, রূপের ও তুলনা নাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পথে গমন করেন, তত্রস্থ ভূপতিগণ নতমস্তকে মুকুটস্থিত মণিবৃন্দ স্পর্শ করাইয়া আপনার চরণবন্দনা করেন। হে ভবপত্নি মাতঃ! শ্রীরঘুনাথের পদকমলে তুলসীদাসের ভবভয় নাশিনী অতিশয় প্রীতি অর্থাৎ প্রেম প্রদান করুন।

॥ ১৯ ॥

হরণি তাপ ত্রিবিধি পাপ সুমিরত সুর সরিত।
বিলসতি মহি কল্পবেলি মুদ মনোরথ ফরিত॥

হে দেবনদি! লোক আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি তাহার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধতাপ ও কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ পাপ হরণ করেন। এবং তাহার সম্বন্ধে আনন্দ ও অন্যান্য মনস্কামনা ফল, যাহার এমত কল্পলতা এই ভূমণ্ডলে বিকাশ পায়।

সোহতি শশি ধবল ধার সুধা সলিল ভরিত।
বিমল তর তরংগ লসত রঘুবর কৈসে চরিত॥

আপনি অমৃতজলপূর্ণচন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণ জলপ্রবাহে শোভিত। রঘুবংশ প্রধান শ্রীরামচরিত্রের মত আপনার অতিশয় নির্ম্মল তরঙ্গ শোভা পাইতেছে।

তো বিনু জগদংব গংগ কলিযুগ কাকরিত।
ঘোর ভব অপার সিংধু তুলসী কৈসে তরিত॥

হে জগদম্বে! গঙ্গে! আপনি যদি এই পৃথিবীতে না আসিতেন, তাহা হইলে পুরাণাদি কলিযুগকে কুৎসিত যুগ বলিয়া নিন্দা করিত; কিন্তু আপনার আগমন হওয়াতে কলিযুগকে ধন্য বলিয়াছে। আর এক কথা

এখানে আপনার আগমন না হইলে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যাদি সাধন দ্বারা উত্তম পুরুষগণ উদ্ধার হইত, কিন্তু তুলসীদাস এই ভয়ানক অপারসংসার হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার হইত।

॥ ২০ ॥

ঈশ শীশ বসসি ত্রিপথ লসসি নভ পতাল ধরণি।
মুনি সুর নর নাগ সিদ্ধ সুজন মংগল করণি॥

আপনি মহাদেবের মস্তকে বাস করিতেছেন ও ত্রিপথগা হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তজ্জন্য আপনি মুনি, সুর, নর, নাগ, সিদ্ধ সুজনগণের মঙ্গলকারিণী।

দেখত দুখ দোষ দুরিত দাহ দরিত দরণি।
সগর সুজন শাসতি শমনি জলনিধি জল ভরণি॥

আপনি দৃষ্টিমাত্র দুঃখ, দোষ, পাপ, ত্রিতাপ দরিদ্রতা বিনাশ করেন। কপিলদেবের শাপদগ্ধ সগরপুত্রগণ নরক মধ্যে দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তাহাদিগের সেই দুঃখ দূর করিয়াছেন। কোন সময় অগস্ত্যশাপে সমুদ্র শুষ্ক হইলে আপনি নিজ জল দিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়াছেন।

মহিমা কো অবধি করসি বহু বিধি হরি হরণি।
তুলসী করু বাণি বিমল বিমল বারি বরণি॥

আপনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অতিশয় মহিমার সীমা করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসিনী বিষ্ণুপদোদ্ভবা শিবজটাবিহারিণী নাম ধারণ করায়, বেদ ত্রিদেবের মহিমা অধিক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আপনার জলের বর্ণ নির্ম্মল, তুলসীদাস বলিতেছেন আমার বাক্যকে আপনার জলের মত নির্ম্মল করুন অর্থাৎ পবিত্র করিয়া দিউন। ভাবার্থ-পবিত্র বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের যশঃ কীর্ত্তন করিব।

॥ ২১ ॥

যমুনা জ্যোঁ জ্যোঁ লাগীঁ বাঢ়ন।
ত্যোঁ ত্যোঁ সুকৃত সুভট কলি ভূপহি নিদর লগে ভুজ কাঢ়ন॥

যমুনাদেবী যখন যখন বৃদ্ধি হইতে থাকেন, তখন তখন পুণ্যরূপ বলবান্ বীর, কলিরাজসদৃশ পাপের হস্ত ধারণ করিয়া দূর করিয়া দেন।

**জোঁ জোঁ জল মলীন ত্যোঁ ত্যোঁ যমগণ
মুখ মলীন হৈ আঢ়ন।
তুলসিদাস জগদঘ জবাস জ্যোঁ অনঘ মেঘ
লাগে ডাঢ়ন॥**

বর্ষার জল প্রাপ্ত হইয়া যমুনার জল যেমন মলিন হইতে থাকে, যমদূত-গণের মুখ ও সেইরূপ মলিন হইতে থাকে, অর্থাৎ জলমলিনতা দূতগণের মুখে গমন করে। দূতগণ যমুনার প্রভাব দেখিয়া বলেন ইহার পরে আমরা আর কাহাকেও পাইব না। এক্ষণে তুলসীদাস বলিতেছেন জগতের পাপ সকল জবাস—অর্থাৎ তাম্রজটা তিলৌষধির সদৃশ, সে যেমন নিদাঘ জলে বৃদ্ধি পায় ও বর্ষা পড়িলেই দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ জগতের জলে সকল কলিকা বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুনশ্চ যখন যমুনার জলবৃদ্ধিরূপ মোহের উদয় হয় তখনই দগ্ধ হইতে থাকে। এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক যমুনার মাহাত্ম্য।

॥ ২২ ॥

**সেইয সহিত সনেহ দেহ ভর কামধেনু কলি কাশী।
শমনিশোক সন্তাপ পাপ রূজ সকল সুমংগল রাশী॥**

আপনার মনকে উপদেশ দিতেছেন। মন! যত দিন পর্য্যন্ত তোমার পরমায়ু ও বল থাকিবে, তুমি প্রীতির সহিত কলিকালে কামধেনুস্বরূপ কাশীধামের সেবা কর। যে হেতু কাশী সমস্ত সুমঙ্গলের ধাম অতএব শোক সন্তাপ পাপ ও ব্যাধি বিনাশ করেন।

**মর্য্যাদা চহুঁ ওর চরণ বর সেবত সুর পুর বাসী।
তীরথ সব শুভ অংগ রোম শিবলিংগ অমিত
অবিনাশী॥**

রূপক করিয়া কাশীধামকে ধেনুরূপে বর্ণনা করিতেছেন। কাশী কামধেনুর মর্য্যাদা এই যে, কাশীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম চতুষ্টয় তাহার চারিটি চরণ হইয়াছে। সুরগণ, পুরবাসীগণ অথবা সুরপুরবাসীগণ ঐ চরণ চতুষ্টয়ের অর্চ্চনা করেন। তীর্থসকল তাঁহার শুভ অঙ্গ ও অবিনাশী, অপরিমিত শিবলিঙ্গ সকল তাঁহার রোমাবলী।

অন্তর অয়ন অয়ন ভলপন ফল বচ্ছ বেদ বিশ্বাসী।
গল কংবল বরুণা বিভাতি জনু লূম লসত সরিতাসী॥

কাশীর মধ্যস্থিত গৃহসকল ঐ কামধেনুর গৃহ হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই ফল চতুষ্টয় উহার স্তন এবং বেদবাক্যে যাহার বিশ্বাস আছে সেই ব্যক্তি উহার বৎস। ভাবার্থ-বৎসসন্নিধানে গাভী সস্নেহে দুগ্ধ প্রদান করেন, তদ্রূপ বেদবিশ্বাসীবৎস সন্নিধানে কাশীকামধেনু ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ দুগ্ধ প্রদান করেন। গলকম্বলরূপে বরুণা নদী ও পুচ্ছরূপে অসীনদী শোভা পাইতেছে।

দণ্ডপাণি ভৈরব বিষাণ মল রুচি খলগণ ভয়দাসী।
লোল দিনেশ ত্রিলোচন লোচন করণ ঘণ্ট ঘণ্টাসী॥

দণ্ডপানি ভৈরবদ্বয় উহার শৃঙ্গদ্বয়, পুণ্যবানদিগের তথায় বাসাভিরুচিই গোময়, এবং গাভীর মত খল জনের প্রতি ভয়দ। লোলার্কতীর্থ ও ত্রিলোচনতীর্থ ইহার লোচনদ্বয় ও করণ ঘণ্টতীর্থ ইহার গলদেশস্থিত ঘণ্টা।

মণিকর্ণিকা বদনশশি সুংদর সুরসরি সুখ সুখমাসী।
স্বারথ পরমারথ পরিপূরণ পঞ্চকোশ মহিমাসী॥

মনিকর্ণিকাতীর্থ ইহার সুন্দর বদনশশী। গাভীর অন্তঃকরণে সুখ থাকে ও বাহ্যে পরমা শোভা এখানে সুরসরিৎ গঙ্গাদেবী অন্তঃকরণের সুখ ও বাহিরের গরম শোভা স্বরূপ হইয়াছেন। স্বার্থ ধর্ম্মার্থ কাম ও পরমার্থ মোক্ষ এই সকল দ্বারা পরিপূর্ণ পঞ্চক্রোশ তীর্থ এই কাশী কামধেনুর মহিমা।

বিশ্বনাথ পালক কৃপালচিত লালতি নিত গিরিজাসী।
সিদ্ধিশচী শারদ পূজহিঁ মনজোগবত রহতিরমাসী ॥

কৃপালুচিত্ত বিশ্বনাথ ইহার পালক ও পার্ব্বতী নিত্যকাল ইহার লালন করেন। দেবপত্নীগণ কামধেনুর পূজা করেন এখানে অষ্টসিদ্ধি, শচী ও সরস্বতী এই কাশীকামধেনুর পূজা করেন এবং লক্ষ্মী দেবী যোগাবলম্বন করিয়া এই কাশীকামধেনুর মনঃস্বরূপ রহিয়াছেন।

পঞ্চাক্ষরী প্রাণ মুদমাধব গব্য সুপংচ নদাসী।
ব্রহ্মজীবসম রামনাম দোউ আখরবিশ্ববিকাশী ॥

গাভীর পঞ্চ প্রাণবায়ু থাকে এখানে সানুস্বার নমঃ শিবায় এই পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র কাশীকামধেনুর প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান রূপ পঞ্চপ্রাণবায়ু হইয়াছে। ধেনুর হৃদয়ে আনন্দ থাকে এখানে বেণীমাধব এই কাশীকামধেনুর হৃদয়ানন্দ এবং পঞ্চনদতীর্থ ইহার দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমুত্র ও গোময়রূপ পঞ্চগব্য হইয়াছে। প্রাণী মাত্রেই ব্রহ্ম ও জীব বাস করেন। এখানে প্রপঞ্চ প্রকাশী সানুস্বরে রা ও ম এই দুইটী অক্ষর ব্রহ্ম ও জীবরূপে বাস করিতেছেন ॥

চারিতু চরতি করম কুকরম করি মরত জীবগণ ঘাসী।
লহত পরম পদপয় পাবন জহি চহত প্রপঞ্চ উদাসী ॥

গাভী ঘাস খায় এখানে চরিবার বস্তু কি আছে তজ্জন্য বলিতেছেন। কর্ম্ম অর্থাৎ শুভকর্ম্ম, কুকর্ম্ম=নিষেধ কর্ম্ম করিয়া জীব প্রাণত্যাগ করে এখানে এই শুভাশুভ কর্ম্মসকল ঘাসস্বরূপ হইয়াছে। কাশীকামধেনু জীবের ঐ সকল শুভাশুভ কর্ম্মরূপ ঘাস খায়। তাৎপর্য্য শুভ কর্ম্ম দ্বারা উত্তম যোনিতে জন্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয় কিন্তু কাশীকামধেনু জীবের এই দ্বিবিধ কর্ম্ম নষ্ট করিয়া দেওয়াতে জীবের পুনর্ব্বার আর গর্ভবাস হয় না। গাভী ঘাস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলে দুগ্ধ দেয় এখানে দুগ্ধ এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে ব্রহ্মার সৃষ্ট এই প্রপঞ্চ মধ্যে যিনি উদাসীন তৃণ গাছটী পর্য্যন্ত যাহার আহার আবশ্যক

হয় না এমত মহাত্মাদিগের প্রার্থনীয় যে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ—তাহাই পবিত্র দুগ্ধ। যে ব্যক্তি কাশীকামধেনুর সেবা করে তাহাকে ইনি শ্রীবিষ্ণুর পরমপদরূপ পবিত্র দুগ্ধ প্রদান করেন।

কহত পুরাণরচী কেশব নিজকর করতূতি কলাসী।
তুলসী বসি হর পুরী রাম জপু জোভয়ো চহে
সুপাসী॥

কেশব অর্থাৎ বিন্দুমাধব নিজকর দ্বারা যতদূর উত্তম হইতে পারে উত্তমোত্তম দ্রব্যাংশ লইয়া কাশীধাম রচনা করিয়াছেন এই কথা অষ্টাদশ পুরাণ বলিয়াছে। এক্ষণে তুলসীদাস ভয়হারী হরপুরী শ্রীশ্রীকাশীধামে বসিয়া রাম নাম জপ করতঃ প্রার্থনা করিতেছেন॥

॥ ২৩ ॥

চিত্রকূট বর্ণনা।

সবশোচ বিমোচন চিত্রকূট।
কলি হরণ করণ কল্যাণ বূট॥

চিত্রকূট পর্ব্বত জীবের সকল শোক বিমোচন করেন ও দুষ্করকলিদোষ হরণ করেন এবং জীবের কল্যাণকর বৃক্ষ স্বরূপ।

শুচি অবনি সুহাবনি আলবাল।
কানন বিচিত্র বারী বিশাল॥

সুশোভিতা পবিত্রা পৃথিবী এই চিত্রকূট পর্ব্বতবৃক্ষের আলবাল। চতুর্দ্দিকের বিচিত্র বিস্তৃত কাননসমূহ ইহার বাটিকা॥

মন্দাকিনী মালিনী সদা সীংচ।
বরবারি বিষম নরনারি নীচ॥

মালাকার পত্নী যথা নিত্য নিত্য পুষ্পবাটিকায় জলসেচন করে তদ্রূপ মন্দাকিনী গঙ্গা এই বাটিকা মধ্যে সর্ব্বদা জল সিঞ্চন করেন। নীচজাতি কোলভীলাদির নরনারীগণ এই বাটিকার শ্রেষ্ঠ রক্ষক ॥

শাখা সুশৃংগ ভূরুহ সুপাত।
নিরঝর মধুবর মৃদু মলয় বাত ॥

চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল ঐ বৃক্ষের শাখা এবং পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষসকল উহার পত্র। ঝরণাসকল ঐ বৃক্ষে মধুমক্ষিকার চাপ স্বরূপ হইয়াছে এবং এই স্থানে সুগন্ধি মৃদুল মলয় বায়ু প্রবাহিত হইয়া অত্রস্থ জীবগণের শ্রমোপনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুখী করিতেছে ॥

শুক পিক মধুকর মুনিবর বিহারু।
সাধন প্রসূন ফলচারি চারু ॥

বৃক্ষের উপরি পক্ষীকুল বাস করে। এই চিত্রকূট বৃক্ষে প্রধান প্রধান মুনিগণ শুক পাপীয়া প্রভৃতি পক্ষীগণের ন্যায় বিহার করিতেছেন এবং এই সকল মুনিজনের যোগ জপাদি সাধন ঐ বৃক্ষের পুষ্প ও ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় ফল ॥

ভবঘোর ঘাম হর সুখদ ছাঁহ।
থপ্যোথির প্রভাব জানকী নাহ ॥

এই চিত্রকূট পর্ব্বতরূপ বৃক্ষের ছায়া জীবগণের সুখদাত্রী কারণ ভব সংসারের কঠোর তাপনষ্ট করেন। যদিও চিত্রকূট পর্ব্বতের প্রভাব অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে তথাপি শ্রীমজ্জানকীনাথ তথায় বাস করিয়া ঐ প্রভাবকে স্থিরতররূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

সাধক সুপথিক বড়ে ভাগ পাই।
পাবত অনেক অভিমত অঘাই ॥

অতিশয় ভাগ্যবান সাধকগণ এখানে সুপথিক অর্থাৎ এই চিত্রকূট বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে। যাহারা ইহার ছায়ায় বিশ্রাম করে তাহারা সন্তুষ্ট হয় কারণ অমিত অভিবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়।

রস এক রহিত গুণ কর্মকাল।
সিয়রাম লষণ পালক কৃপাল॥

কৃপালু শ্রীসীতারাম ও লক্ষ্মণপ্রভু এই বৃক্ষের পালনকর্ত্তা তজ্জন্য এই বৃক্ষ আনন্দেকরসান্বিত সুতরাং গুণকর্ম্মকাল রহিত। যেমন গুরুর ভাব শিষ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সূর্য্যসম্পর্কে স্ফটিকমণি অগ্নি উদ্‌গীরণ করে। যেমন অগ্নিরাশির সংসর্গে লৌহপিণ্ড অগ্নির যাবতীয় শক্তি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আনন্দময় শ্রীসীতারাম ও লক্ষ্মণ প্রভুর পালন সংসর্গাদি দ্বারা চিত্রকূট আনন্দ রসময় হইয়াছে। অতএব তাহাতে সত্বাদি গুণ শুভাশুভ কর্ম্ম ও কলিকালাদি কাল কেমন করিয়া থাকিবে। মর্ম্ম কথা এই যে আনন্দেকরসবিগ্রহ সেই চিত্রকূটকে আশ্রয় করিয়া যাহারা তাঁহার সেবা কর্ম্মে নিরত হয় গুণকর্ম্মকাল তাহাদিগকে বন্ধন করিতে পারে না প্রত্যুত তাহারা ভগবৎ সমীপে গমন করেন॥

তুলসী জো রামপদ চহিয় প্রেম।
সইয় গিরি করু নিরুপাধি নেম॥

তুলসীদাস আপনার স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরের সীমা পর্য্যন্ত শ্রীরাম পদে উপাধিশূন্য সুতরাং বাঙ্মনের অগোচর প্রগাঢ় ভক্তিরূপ প্রেম প্রার্থনা করিতেছে। সেই চিত্রকূট পর্ব্বতরূপ কল্পবৃক্ষ তাঁহাকে সেই প্রেম প্রদান করুন॥

॥ ২৪ ॥

অব চিত চেতি চিত্রকূট হি চলু।
কোপিত কলি লোপিত মংগল মগ বিলসত
বঢ়ত মোহ মায়া মলু॥

হে চিত্ত তুমি আমার বাক্য অবধান করিয়া সেই চিত্রকূটে চল ! কারণ এস্থানে কলি ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্যাদি মঙ্গলমার্গ সকল লুপ্ত করিয়াছে অতএব মোহমায়া ও পাপ বৃদ্ধি হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সেই চিত্রকূটে ইহাদের প্রাবল্য নাই ॥

ভুমি বিলোকি রামপদ অংকিত বন বিলোকি-
রঘুবর বিহার থলু ।
শৈলশৃংগ ভবভংগ হেতু লখু দলন কপট পাখণ্ড
দংভদলু ॥

অতএব তথায় যাইয়া শ্রীরাম পদচিহ্নিত ভুমি বিলোকন কর ও রঘুকুল প্রধান প্রভুর বিহারস্থল বন অবলোকন কর । এবং কপট পাষণ্ড ও দম্ভদলের দলনকারী অতএব ভবভঙ্গের হেতু সেই শৈলশৃঙ্গ সকল দর্শন কর ॥

জহুঁ জনমে জগজনক জগত পতি বিধি হরি হর
পরিহরি প্রপংচ ছলু ।
সকৃত প্রবেশ করত জেহি আশ্রম বিগত বিষাদ
ভয়ে পারথ নলু ॥

জগজ্জনক ব্রহ্মা জগৎপতি বিষ্ণু ও প্রপঞ্চ পরিহরণশীল মহেশ্বর অত্রি ও অনসূয়া কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া পুত্রচ্ছলে যে চিত্রকূটে জন্মগ্রহণ করেন, সেই চিত্রকূটে যাহারা একবার মাত্র প্রবেশ করিয়া উহাকে আশ্রম করিয়া শ্রীকামতানাথে পূজা করে তাহারা বিগত বিষাদ হয় । যেমন পৃথা পুত্র যুধিষ্ঠির ও শ্রীমান নলরাজা পাশক্রীড়ায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করতঃ উহাকে আশ্রম করিয়া শ্রীমৎ কামতানাথের পূজা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাহাদিগের সেই অশেষ ক্লেশ নষ্ট হয় ও পূর্ব্বচ্যুৎরাজ্য করতলস্থ হয় ॥

ন করু বিলম্ব বিচার চারুমতি বরষ পাছিলে
সম অগিলোপলু।
মংত্র সো জাই জপহি জো জপতভে অজর অমর
হর অচই হলাহলু॥

অতএব চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইতে আর বিলম্ব করিও না। সুন্দরী বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে এই মনুষ্যজীবনে এ পর্য্যন্ত যত বর্ষ অতীত হইয়াছে তাহা যেন একপল মাত্র এই নিয়মে আবার সম্মুখে আসিতেছে যে সকল বর্ষ সেগুলিও তাহার সমান পলমাত্র অনুভব করাইয়া পর্য্যবসান হইবে। সেই চিত্রকূটে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্র জপ কর যাহা জপ করিলে জীব জরারহিত অমর হয়, শ্রীমহাদেব ঐ মন্ত্র প্রভাবে বিশ্বধ্বংসি মহাবিষ হলাহল পান করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন নাই।

রাম নাম জপ জাগ করত নিত মজ্জন পয় পাবন
পীবত জলু।
করি হেঁ রাম ভাবতৌ মনকৌ সুখসাধন অনয়াস
মহা ফলু॥
কামদমণি কামতা কল্প তরু সো যুগজাগত
জগতী তলু॥
তুলসীতোহি বিশেষ বুঝিয়ে একপ্রতীতি প্রীতি
একৈ বলু॥

মনুষ্যের অনায়ত্ত কোথায় সেই ইন্দ্রলোকে চিন্তামণি ও কল্পবৃক্ষ আছে তাহা দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই জগতীতলে চিত্রকূট পর্ব্বতে কামতানাথ কামদমান ও কল্পতরুরূপে যুগে যুগে জাগ্রত রহিয়াছেন। তুলসীদাস ইহা হইতে বিশেষ বুঝিয়াছে যে দেহে যাবৎ বল অর্থাৎ প্রাণবায়ু আছে তাবৎকাল এক কামতানাথে

প্রতীতি ও প্রীতি এবং এক শ্রীরাম মন্ত্রে বিশ্বাস ও প্রীতি থাকিলে অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবেই হইবে ॥

॥ ২৫ ॥

জয়তি অংজনী গর্ভ অংবোধি সংভূত বিধুবিবুধকুল
কৈরবানন্দকারী।
কেসরী চারুলোচন চকোরক সুখদ লোকগণ
শোক সন্তাপহারী ॥

শ্রীভক্তোত্তম তুলসীদাস বলিতেছেন। অঞ্জনার গর্ভরূপ সমুদ্র হইতে সঞ্জাত বৃন্দারক বৃন্দ কৈরবাহ্লাদকারী ক্ষপানাথ শ্রীমান মহাবীর জয়যুক্ত হউন। এস্থলে এই অকর্ম্মক জি ধাতুর অর্থ সকলের শ্রেষ্ঠতা বুঝায় অতএব জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠতাকে প্রাপ্ত হউন এই অর্থ। এই অর্থেরও একটি অর্থ আছে যাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে। তাহা এই যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে আপনাকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করাকে নমস্কার কহে। যখন মহাবীর হনুমানকে সকলের শ্রেষ্ঠ করিয়া বলা হইল তখন সকলের অন্তর্ভূত আমি, সেই আমারও শ্রেষ্ঠ, আমি তাহা হইতে নিকৃষ্ট, সুতরাং তাঁহাকে আমার প্রণাম করাও সিদ্ধ হইল। অতএব মহাবীর জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ আমি তাহাকে প্রণাম করি। পুনশ্চ সেই ক্ষপানাথ শ্রীমান মহাবীর কেমন তাহা বলিতেছেন। কেশরী নামে তাহার পিতার মনোহর নয়নচকোরদ্বয়ের সুখদাতা ও সর্ব্ব-লোকের শোক ও সন্তাপ হরণ কর্ত্তা ॥

জয়তিজয় বালকপিকেলিকৌতুক উদিত চণ্ডকর
মণ্ডল গ্রাসকর্ত্তা।
রাহু রবি শক্র পবিগর্ব খর্ব্বীকরণ শরণ ভয়হরণ
জয় ভুবন ভর্ত্তা ॥

কোন সময় মাতা অঞ্জনা পুত্রের জন্য ফলাহরণে গমন করিলে ক্ষুধার্ত্ত বালকপি হনুমান্ উদয়াচলস্থিত সূর্য্যকে রক্তবর্ণ ফল বিবেচনা করিয়া বাল্যলীলায় ক্রীড়াস্থলে প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্যমণ্ডলকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; তিনি জয়যুক্ত হউন তাঁহাকে প্রণাম করি। যখন সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিবার জন্য মহাবীর ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করেন তখন গ্রহণযোগ্যকাল অতএব সূর্য্যসমীপস্থিত রাহুগ্রহ ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট ঐরাবতস্থিত বজ্রধর ইন্দ্র ত্বরায় তথায় গমন করিলে মহাবীর হনুমান কৃষ্ণফল বোধে অগ্রস্থিত রাহুর প্রতি লম্ফ প্রদান করেন। রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করিলে হনুমান বৃহৎ ফল বোধে ঐরাবতের দিকে পুনর্লম্ফন করিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া বজ্রত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ বজ্রও বিফল হইয়াছিল, মহাবীরও মাতৃক্রোড়ে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে যিনি রবি শক্র রাহু ও ইন্দ্রের বজ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, যিনি শরণাপন্নের গর্ভবাসাদি ভয় হরণ করেন সেই ভুবনরক্ষক মহাবীর জয়যুক্ত হউন॥

জয়তি রণধীর, রঘুবীরহিত দেব মণি রুদ্র
অবতার সংসার পাতা।
বিপ্রসুর সিদ্ধ মুনি আশিষাকর বপুষ বিমলগুণ
বুদ্ধি বারিধি বিধাতা॥

যে রণপণ্ডিত সীতান্বেষণ করিয়া ও বিশল্যকরণী আনয়ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের হিত সাধন করিয়াছেন, যিনি দেবশিরোমণি রুদ্রদেবের অবতার ও বেদনিন্দকদিগের বিনাশ করিয়া সংসার পালন করিয়া থাকেন, যিনি ক্ষমা দয়া করুণাদি নির্ম্মল গুণ ও ভগবৎ প্রাপ্তির পথদায়িকা নির্ম্মলা বুদ্ধিরূপ সমুদ্রে করিয়াছেন, বিপ্রগণ, সুরগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণ যাঁহার দেহে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন সেই ভুবন রক্ষক মহাবীর জয়যুক্ত হউন। এইস্থলে এই অভিপ্রায় দেখাইয়াছেন যে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র প্রহার করিলে কপট মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত নিজ পুত্র মহাবীরকে দেখিয়া অঞ্জনার নিকট নিজ পুরুষত্ব দেখাইবার জন্য

জগজ্জীবন পবন অখিল প্রাণিগণের প্রাণরোধ করিয়া স্বয়ং স্তম্ভিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সুলজ্জিত ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহের নিকট গমন করিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলে সর্ব্বলোকবিধাতা ব্রহ্মা সুরসিদ্ধ মুনিগণে পরিবৃত হইয়া যথায় জগৎপ্রাণ পবন রোরুদ্যমানা অঞ্জনার সহিত পর্ব্বত গুহায় অবস্থিত তথায় গমন করিয়া শ্রীহীন হনুমানের অঙ্গে করকমল অর্পণ করিলে শ্রীমান হনুমান উঠিয়া বসিলেন। এই সময় সুরসিদ্ধ মুনিগণ মহাবীরের গাত্র স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

জয়তি সুগ্রীব শিক্ষাদি রক্ষণ নিপুণ বালি বল-
শালি বধমুখ্যহেতু।
জলধিলংঘন সিংহ সিংহিকামদমথন রজনিচর-
নগর উৎপাত কেতু॥

সেই সুগ্রীবের মন্ত্র শিক্ষাদি ও রক্ষাদি বিষয়ে পণ্ডিত এবং বলশালী বালিবধের মুখ্য কারণ। সমুদ্র উল্লঙ্ঘনে সর্ব্বকপিশ্রেষ্ঠ, সিংহিকা রাক্ষসীর মত্ততানাশক ও রাক্ষসনগর লঙ্কায় যে সকল উৎপাত উদ্ভূত হয় তাহার কেতুগ্রহ স্বরূপ ভুবন রক্ষক মহাবীর জয় যুক্ত হউন॥

জয়তি ভূনন্দিনীশোচমোচন বিপিন দলন
ঘননাদ বশ বিগত শোকা।
লুম লীলা নল জ্বাল মালা কুলিত হোলিকা
করণ লংকেশ লংকা॥

যিনি ভূনন্দিনী সীতার শোক সন্তাপ নষ্ট করিয়াছেন ও অশোক বন দগ্ধ করিয়াছেন এবং মেঘনাদ কর্ত্তৃক বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া

বশীভূত হইলেও শোক করেন নাই, যিনি লাঙ্গূল ঘুরাইয়া অগ্নিজ্বাল-মালা দ্বারা লঙ্কেশের লঙ্কাকে লইয়া হোলিকা খেলিয়াছেন সেই ভুবনরক্ষক মহাবীর জয়যুক্ত হউন ॥

জয়তি সৌমিত্র রঘুনন্দনানন্দকর ঋক্ষ কপি কটক
সংঘট বিধায়ী।
বৃদ্ধ বারিধ সেতু অমর মংগল হেতু ভাঁনুকুল
কেতু রণ বিজয় দায়ী ॥

যিনি সুমিত্রানন্দন ও রঘুনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন ও ঋক্ষবানর সৈন্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, যিনি সমুদ্রে বন্ধন করিয়াছেন ও অমর বৃন্দের মঙ্গল জন্য সূর্য্যকুলধ্বজ শ্রীরামচন্দ্রকে রণবিজয় প্রদান করিয়াছেন, সেই ভুবন রক্ষক মহাবীর জয়যুক্ত হউন।

জয়তি জয় বজ্র তনু দশন নখ মুখ বিকট
চণ্ড ভুজদণ্ড তরু শৈলপাণী।
সমর তলিক যংত্র তিল তমীচরনিকর
পেরিডারে সুভট ঘাল ঘানী ॥

যাঁহার বজ্র সদৃশ দেহ, দন্ত ও নখর, বিকট মুখ এবং প্রচণ্ড বাহুদণ্ড, যিনি বৃক্ষ ও পর্ব্বত হস্তে লইয়া সমরক্ষেত্ররূপ তৈলিকযন্ত্র ঘানিতে তিল স্বরূপ করিয়া রাত্রিঞ্চর সমূহ ও তাহাদের যক্ষ রক্ষ দানব মিলিত সৈন্যদিগকে ফেলিয়া পিশিয়া দেন সেই ভুবনরক্ষক মহাবীর জয়যুক্ত হউন জয় লাভ করুন ॥

জয়তি দশকণ্ঠ ঘটকরণ বারিদনাদ কদন কারণ
কালনেম হন্তা।
অঘট ঘটনা সুঘট বিঘটন বিকট ভূমি পাতাল
জল গগন গন্তা।

যিনি দশানন, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষসগণের বিনাশের কারণ ও কালনেমিহন্তা; যাহা ঘটিবার নহে তাহাকে সুন্দররূপে ঘটাইয়া দেন এবং যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহাকে বিঘটিত করিয়াছেন, সেই বিকট মূর্ত্তি ভূমি, পাতাল, জল ও গগনাদি সর্ব্বত্র গমনশীল ভুবন-রক্ষক মহাবীর জয় যুক্ত হউন ॥

জয়তি বিশ্ববিখ্যাত বানৈত বিরদাবলী বিদুষ
বরণত বেদ বিমল বাণী।
দাস তুলসী ত্রাস শমন সীতারমন সঙ্গ শোভিত
রাম রাজধানী ॥

যিনি বিশ্ববিখ্যাত যাহার খণ্ডন হয় না এমন গ্রন্থাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন। কারণ তাঁহার বাক্যসকল বেদের ন্যায় কপটশূন্য অর্থাৎ সত্য। রামরাজধানী অযোধ্যামধ্যে সীতাপতি শ্রীরামের সহিত সুশোভিত সেই ভুবনরক্ষক মহাবীর জয়-যুক্ত হউন ও তিনি তুলসীদাসের গর্ভবাসাদি ভয় উপশম করুন ॥

॥ ২৬ ॥

জয়তি মর্কটাধীশ মৃগরাজ বিক্রম মহাদেব
মুদমংগলালয় কপালী।
মোহমদ কোহ কামাদি খল সংকুলা ঘোর সংসার
নিশি কিরণমালী ॥

যে মহাদেব রুদ্র, আনন্দ ও মঙ্গলের মন্দিরস্বরূপ হইয়া শ্মশানাদিতে পানপাত্র নৃকপাল লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করেন, সেই রুদ্রদেবের অবতার সিংহবিক্রমী মর্কটাধিপতি মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন। কারণ যাহারা স্বভাবতঃ জীবকে ঈশ্বর হইতে বিমুখ করিয়া দেন সেই খলস্বরূপ মোহমদ-কপট-কামাদি-সংকীর্ণা ঘোর সংসাররূপ রজনীর বিনাশের জন্য মর্কটাধিপতি মহাবীর কিরণমালী সূর্য্যের স্বরূপ হইয়াছেন। নৃকপাল—মানুষের মাথার খুলি ॥

জয়তিলসদঞ্জনাদিতিজ কপি কেশরী কশ্যপ
প্রভব জগদার্তি হর্ত্তা।
লোক লোকপ কোক কোকনদ শোক হর হংস
হনুমান কল্যাণ কর্ত্তা॥

কশ্যপ প্রজাপতির অদিতিগর্ভে সূর্য্য নামক পুত্র হইয়াছিল। জগজ্জাত জীবের ক্লেশনাশক হনুমানও সুন্দরী অঞ্জনারূপা অদিতির গর্ভ হইতে কপিশ্রেষ্ঠ কেশরীরূপ কশ্যপের পুত্র অতএব সূর্য্য স্বরূপ। বিধাতার নিয়ম আছে রাত্রিকালে চক্রবাক ও চক্রবাকী একস্থানে থাকে না সুতরাং ঐ দম্পতী পরস্পর পরস্পরের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া রাত্রি যাপন করেন। তদ্রূপ পদ্মিনীও রাত্রিকালে পতিবিরহে কাতর হইয়া নিজ নাথের আগমন প্রতীক্ষায় মুদ্রিত ভাবেই রাত্রি যাপন করে। পুনশ্চ যখন দিনমণির উদয় হয়, তখন চক্রবাক ও চক্রবাকীর আর সে বিরহকষ্ট থাকে না। পদ্মিনীও বিকসিত হইয়া যেন সহাস্যে নৃত্য করিতে থাকে। এখানে লোকসকল চক্রবাকচক্রবাকী স্বরূপ ও লোক পালগণ পদ্মিনী স্বরূপ, হনুমান প্রভু হংস অর্থাৎ সূর্য্যস্বরূপ। অতএব লোক ও লোকপালগণের ক্লেশহারী কল্যাণকর্ত্তা মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি সুবিশাল বিকরাল বিগ্রহ বজ্রসার সর্ব্বাঙ্গ
ভুজদণ্ড ভারী।
কুলিশ নখ দশন বর লসত বালধিবৃহদ বৈরী
শস্ত্রাস্ত্রধর কুধরধারী॥

সুবৃহৎ ও অত্যন্ত ভয়ানক মূর্ত্তি, বজ্রসার সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ, অস্ত্র শস্ত্র, ভূধর পর্ব্বতধারী, ভুজদণ্ড অতিবৃহৎ, বজ্রতুল্য শ্রেষ্ঠ নখর ও দশনে সুশোভিত ও অতি বৃহৎ লাঙ্গূল, শত্রুদিগের বিনাশের জন্য এবম্বিধ মূর্ত্তি যিনি ধারণ করেন, সেই মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি জানকী শোচ সন্তাপ মোচন রামলক্ষ্মণানন্দ
বারিজ বিকাশী।
কীশ কৌতুক কেলিলূম লংকা দহন দলন
কানন তরুণ তেজ রাশী॥

যিনি অশোক বনে গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া জনকনন্দিনীর শোকাপনোদন করিয়াছেন। পুনশ্চ রাক্ষস-নাথ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া তজ্জন্য সন্তাপও নষ্ট করিয়াছেন। এই প্রকার নানা কর্ম্ম করিয়া রামলক্ষ্মণের আনন্দরূপ পদ্মকে বিকাশ করিয়াছেন। এবং বানরজাতির কৌতুক লীলার অনুকরণ করিয়া লাঙ্গুলস্থিত অগ্নিদ্বারা লঙ্কা দগ্ধ ও অশোক কানন দলন করিয়াছেন। সেই দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় তেজবিশিষ্ট মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি পাথোধি পাধাণ জলযান কর যাতুধান
প্রচুর হর্ষহাতা।
দুষ্ট রাবণ কুম্ভকর্ণ পাকারি জিত মর্ম্মভিৎকর্ম্ম
পরিপাক দাতা॥

যিনি সমুদ্রমধ্যে পাষাণকে জলযান করিয়াছেন ও রাত্রিচরদিগের প্রচুর হর্ষ হনন করিয়াছেন, দুষ্ট রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতের মর্ম্মভেদ করিয়াছেন সেই কর্ম্মফলদাতা মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি ভুবনৈক ভূষণ বিভীষণ বরদ বিহিতকৃত
রাম সংগ্রাম সাকা।
পুষ্পকারূঢ় সৌমিত্র সীতা সহিত ভানুকুল
ভা নুকিরতি পতাকা।

বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত, অতএব তিনি ভুবনের একমাত্র ভূষণ। কোন সময়ে হনুমানের নিকট নিজদুঃখ কীর্ত্তন করিলে মহাবীর বরদান করেন যে প্রভু রামচন্দ্র তোমার সকল দুঃখ নাশ করিবেন। অতএব ভুবনভূষণ যে বিভীষণ তাহার বরদাতা লঙ্কায় রাবণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সংগ্রামে উচিত কর্ম্ম করিয়া রামকীর্ত্তি প্রচারের ধ্বজার স্বরূপ হইয়াছেন। সীতা ও সৌমিত্রির সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যকুলসূর্য্য শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যাধামে আগমন করেন, তাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা স্বরূপ শ্রীমহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি পর যন্ত্র মন্ত্রাভিচার গ্রসন কার্মণ কূট
কৃত্যাদি হংতা।
শাকিণী ডাকিনী পূতনা প্রেত বৈতাল ভূত প্রমথ
যূথ জন্তা।

যিনি শত্রুদিগের যন্ত্রমন্ত্রাদিরূপ অভিচারকর্ম্মসমূহ গ্রাস করেন ও তৎকৃত কার্ম্মনকূট প্রভৃতি ক্রিয়া সমূহের বিনাশ কর্ত্তা এবং শাকিনী, ডাকিনী, পূতনা, প্রেত, বৈতাল, ভূত ও প্রমথ যূথের মথনকর্ত্তা সেই মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন। অভিচার—হিংসাকর্ম্ম॥

জয়তি বেদাংত বিধি বিবিধি বিদ্যা বিশদ
বেদ বেদাঙ্গ বিদ ব্রহ্মবাদী।
জ্ঞান বৈরাগ্য বিজ্ঞান ভাজন বিভো বিমলগুণ
গণত শুকনারদাদী॥

যিনি বেদান্তদর্শনের সাধনবিধি ও নানাপ্রকার সাত্ত্বিকী বিদ্যা এবং বেদ ও বেদাঙ্গবিৎ অতএব ব্রহ্ম নিরূপণ কর্ত্তা। প্রকৃত জ্ঞানের, বৈরাগ্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের আধার, শুক নারদাদি সিদ্ধ ঋষিগণ যাঁহার বিমল গুণ গণনা করেন। সেই বিভু মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥ গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ।

জয়তি কাল গুণ কর্ম মায়া মথন নিশ্চল জ্ঞান
ব্রত সত্যরত ধর্ম্মচারী।
সিদ্ধ সুর বৃংদ যোগীন্দ্র সেবিত সদা দাস তুলসী
প্রণত ভয় তমারী॥

যিনি ভগবদ্ভক্তের হৃদয় হইতে কাল, গুণ, কর্ম্ম ও মায়াকে দূর করিয়া দেন, যাঁহার জ্ঞান ও ব্রত নিশ্চল এবং সত্য বস্তুতে রত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করে। সিদ্ধ সুরসঙ্ঘ ও যোগীন্দ্রজনসেবিত ভগবচ্চরণারবিন্দে সর্ব্বদা প্রণত তুলসীদাসের ভবভয়রূপ অন্ধকারের বিনাশক সূর্য্যস্বরূপ মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

॥ ২৭ ॥

জয়তি মঙ্গলাগার সংসার ভারাপহর বানরাকার
বিগ্রহ পুরারী।
রাম রোষানলজ্বালমালা মিষধ্বান্ত চর শলভ
সংহারকারী।

যিনি ত্রিপুরারি মহাদেবের বানরাকার বিগ্রহ অতএব জীবের সংসার ভার অপহরণ করেন কারণ মঙ্গল সমূহের গৃহস্বরূপ। সেই শ্রীরাম চন্দ্রের ক্রোধরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে শলভস্বরূপ নিশাচর নিকরকে আনয়ন করিয়া সংহারকর্ত্তা মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি মরুদংজনা মোদ মন্দির নত গ্রীব
সুগ্রীব দুঃখৈক বন্ধো।
যাতুধানোদ্ধত ক্রুদ্ধ কালাগ্নি হর সিদ্ধসুর
সজ্জনানন্দ সিন্ধো॥

বায়ু এবং অঞ্জনার আহ্লাদের আলয়, বালিভয়বিভ্রান্ত নতকন্ধর সুগ্রীবের একমাত্র দুঃখদলন বন্ধু, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত রক্ষঃকুলের ক্রোধরূপ

কালাগ্নির হর্ত্তা, সিন্ধুসুরসজ্জন সমূহের আনন্দসিন্ধু স্বরূপ মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন।

জয়তি রুদ্রাগ্রণী বিশ্ববিদ্যাগ্রণী বিশ্ববিখ্যাত
ভট চক্রবর্ত্তী।
সামগাতাগ্রণী কাম জেতাগ্রণী রাম হিত্
রাম ভক্তানুবর্ত্তী।

রুদ্রশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক, বিশ্ববিখ্যাত বীরগণের চক্রবর্ত্তী রাজা, সামগদিগের শ্রেষ্ঠ ও কামজয়শীলদিগের শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরামচন্দ্রের হিতসাধনে রত এইজন্য রামভক্তেরা তাঁহার ভজনের অনুকরন করেন, সেই মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন॥

জয়তি সংগ্রাম জয় রামসন্দেশ হর কৌশলা কুশল
কল্যাণ ভাষী।
রাম বিরহার্ক সন্তপ্ত ভরতাদি নরনারী শীতল
করণ কল্পশাখী॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিরহরূপ সূর্য্যদ্বারা সন্তাপিত ভরতাদি যাবৎ নরনারীগণকে শীতল করিবার কল্পবৃক্ষ; ইনি কোশল দেশের কুশল লইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে, আবার শ্রীরামচন্দ্রের সংগ্রাম বিজয়রূপ শুভবার্ত্তা লইয়া অযোধ্যাবাসীদিগকে বলিতেন। অতএব কল্যাণভাষণশীল সেই মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন।

জয়তি সিংহাসনাসীন সীতারমণ নিরখি নির্ভর
হরষ নৃত্যকারী।
রাম সংভ্রাজ শোভা সহিত সর্বদা তুলসী
মানস রামপুর বিহারী॥

সিংহাসনে উপবিষ্ট সীতারমণ রামকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদে নৃত্য করিতে সাধু। অতএব সিংহাসনোপবিষ্ট সীতারমণ শ্রীরামের শোভার সহিত সুশোভিত হইয়া, তুলসীদাসের মানসরূপ অযোধ্যা পুরমধ্যে সর্ব্বদা বিহারশীল মহাবীর সকলের উপরে বিরাজ করুন ॥

॥ ২৮ ॥

জয়তি বাত সঞ্জাত বিখ্যাত বিক্রম্ বৃহদ্বাহু
বলবিপুল বালধি বিশালা।
জাতরূপাচলাকার বিগ্রহ লসত লোম
বিদ্যুল্লতা জ্বাল মালা ॥

সেই মহাবীরকে প্রণামকরি যিনি বায়ু দেবতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। সকলেই তাহার বিক্রম বলেন, বাহুযুগল অতিবৃহৎ ও বিপুল বলশালী ও লাঙ্গূল অতীব বৃহৎ। সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় যাঁহার মূর্ত্তি অতএব জ্বালমালা সহিত বিদ্যুজ্জাল সদৃশ যাঁহার লোমরাজী বিরাজিত ॥

জয়তি বালার্ক বর বদন পিংগল নয়ন কপিশ কর্কশ
জটাজূট ধারী।
বিকট ভৃকুটী বজ্র দশন নখ বৈরি মদ মত্ত কুংজর
পুংজ কুংজরারী ॥

সেই মহাবীরকে প্রণাম করি যাঁহার বদন মণ্ডল প্রাতঃকালীন সূর্য্য মণ্ডল হইতে শ্রেষ্ঠ, পীতবর্ণ নয়ন যুগল ও কপিশবর্ণ জটা সমূহ ধারণ করিয়াছেন। ভয়ানক ভ্রুভঙ্গি বজ্র সদৃশ দশন ও নখর এবং মদমত্ত কুঞ্জর সদৃশ শত্রু সমূহের সিংহ ॥

জয়তি ভীমার্জুন ব্যালসূদন গর্ব হর ধনংজয় রথ
ত্রাণ কেতু।
ভীষ্ম দ্রোণ করণাদি পালিত কাল দৃক্ সুযোধন
চমুনিধন হেতু ॥

সেই মহাবীরকে প্রণাম করি যিনি ভীমার্জ্জুন ও গরুড়ের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন। কোন সময় মর্কটবেশধারী হনুমান বলিয়াছিলেন "তুমি যদি একান্ত যাইবে তবে আমার লাঙ্গূলটি সরাইয়া যাও"। তখন সম্পূর্ণ রূপে নিজ শক্তি চালনা করিয়াও ঐ লাঙ্গূল তুলিতে অশক্ত হওয়ায়, 'আমার মত আর কেহ বলবান নাই' ভীম সেনের এই গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুনের বাণে কর্ণের রথ পশ্চাৎদিকে বহুদূর যাইতেছিল। কিন্তু কর্ণবাণে অর্জ্জুনের রথ ততদূর যায় নাই। সেজন্য অর্জ্জুনের মনে হইয়াছিল যে আমার মত বীর আর কেহ নাই। এই সময় ভগবান হনুমানকে আদেশ করিলে তিনি ক্ষণকালের জন্য রথ ত্যাগ করেন। তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের রথ বহুযোজন পশ্চাৎ দিকে চালিত হইল। এই প্রকারে অর্জ্জুনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। এই প্রকার মহাবীর গরুড়েরও অভিমান ছিল যে আমার মত কেহ শীঘ্র যাইতে পারে না। কিন্তু কোন সময়ে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন "গরুড়! তুমি একবার যাইয়া হনুমানকে লইয়া আইস"। তখন গরুড় হনুমানের নিকট শ্রীভগবানের আদেশ জানাইলে মহাবীর হনুমান বলিয়াছিলেন, "গরুড়! তুমি আমার সহিত যাইতে পারিবে না। অতএব অগ্রে গমন কর। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট গরুড় যথাশক্তি গমন করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সে ভগবানের নিকট যাইয়া দেখিয়াছিল যে মহাত্মা হনুমান অগ্রেই গমন করিয়াছেন। অতএব মহাত্মা হনুমান গরুড়ের গর্ব্বও খর্ব্ব করিয়াছেন। এই প্রকার ধনঞ্জয়ের রথরক্ষক কপিধ্বজরূপেও মহাত্মা হনুমান, ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণাদি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত সর্ব্ব সংহারকারী কালের সমান সুযোধনের সেনা সমুচয় নিধনের হেতু ॥

জয়তি গত রাজ্য দাতার সংসার সংকট দনুজ
দর্প হারী।
ঈতি অতি ভীতি গ্রহ প্রেত চৌরান ব্যাধি বাধা
শমন ঘোর মারী

সেই মহাবীরকে প্রণাম করি, যিনি গতরাজ্যদাতা যেমন সুগ্রীবাদির গতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পুনশ্চ সংসার মধ্যে অতি সঙ্কট কাম ক্রোধাদি রূপ রাক্ষসগণের দর্প হরণ করেন। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি গ্রহ, প্রেত, চৌর, ব্যাধি এবং অতিঘোর মারীভয় প্রভৃতির বাধা অর্থাৎ পীড়া উপশম করিয়া থাকেন।

জয়তি নিগমাগম ব্যাকরণকরণলিপি কাব্য কৌতুক
কলা কোটি সিংধি।
সামগায়ক ভক্ত কামদায়ক বামদেব শ্রীরাম প্রিয়
প্রেম বংধো॥

সেই মহাবীরকে প্রণাম করি যিনি নিগম-বেদ, আগম-পঞ্চরাত্রাদি ও ব্যাকরণ ইহাদিগের করণলিপি অর্থাৎ সূর্য্যমুখ হইতে অধ্যয়ন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্য রহস্য কলা প্রভৃতি কোটি বিদ্যার সমুদ্র। সামবেদের গায়ক, ভক্তগণের কামনা দায়ক, ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় বাম-দেবের প্রণয় বন্ধু॥ বামদেব-শিবরূপ।

জয়তি ধর্ম্মাংশু সংদগ্ধ সংপাতি নব পক্ষ লোচন
দিব্য দেহ দাতা।
কাল কলি পাপ সংতাপ সঙ্কুল সদা প্রণত তুলসী
দাস তাত মাতা॥

সেই মহাবীরকে প্রণাম করি যিনি সূর্য্যকিরণসন্দগ্ধ সম্পাতি নামক পক্ষীর নূতন পক্ষ লোচন ও দিব্য দেহ দান করিয়াছেন। এবং কলিকালজাত পাপ তজ্জন্য নানা ক্লেশ তাহাতে ব্যাপ্ত তুলসীদাসের পিতা মাতা॥

॥ ২৯ ॥

জয়তি নির্ভরানন্দ সংদোহ কপিকেশরী কেশরীসুজন
ভুবনৈক ভর্ত্তা
দিব্য ভূম্যংজনা মংজুলাকর মনে ভক্ত সন্তাপ
চিন্তাপ হর্ত্তা।

যিনি অতিশয় আনন্দঘন কপিসিংহ কেশরীর ভুবনৈক স্বামীপুত্র দিব্য ভূমিমধ্যে সুন্দরী অঞ্জনারূপ আকর হইতে সমুৎপন্ন অতএব ভক্ত দিগের সন্তাপ ও চিন্তাহরণশীল সেই সর্ব্বোপরি বিরাজিত চিন্তামণির চিন্তা করি ॥

জয়তি ধর্মার্থ কামাপবর্গদ বিভো ব্রহ্ম লোকাদি
বৈভব বিরাগী।
বচন মানস করম সত্য ধর্ম ব্রত জানকীনাথ
চরণানুরাগী।

সেই সর্ব্বোপরি বিরাজিত মহাবীরকে চিন্তা করি যিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন অথচ ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকের ঐশ্বর্য্যে অনুরাগ রহিত। যাহার বাক্য, মন, কর্ম্ম, সত্য, ধর্ম্ম, ও ব্রত সীতানাথের চরণ মাত্র এবং তাহাতেই অনুরাগী ॥

জয়তি বিহগেশ বলবুদ্ধি বেগাতিমদ মথন মন্মথ
মথন উর্দ্ধরেতা।
মহানাটক নিপুণ কোটি কবিকুল তিলক গান
গুণ গর্ব্ব গংধ জেতা ॥

সেই সর্ব্বোপরি বিরাজিত মহাবীরকে চিন্তাকরি। যিনি বিহগেশ গরুড়ের বল বুদ্ধি বেগাদি জন্য মত্ততাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। যিনি

ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ বালব্রহ্মচারী অতএব মদন তাঁহাকে মথন করিতে সমর্থ হয়েন নাই কিন্তু তিনি মদনকে মথন করিয়াছেন। এই প্রকার মহানাটক গ্রন্থ করণে প্রবীণ ও কোটি কোটি কবিকুলের ভূষণ এবং গান বিদ্যা সমূহে গর্ব্বিত গন্ধর্ব্বগণের জয় করণে সাধু॥

জয়তি মন্দোদরী কেশাকর্ষণ বিদ্যমান দশকণ্ঠ
ভট মুকুট মানী।
ভূমিজা দুঃখ সংজাত রোষান্ত কৃত যাতনা
জংতু কৃত যাতুধানী॥

কোন সময় রাবণ সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই যজ্ঞের বিঘ্ন করিবার জন্য সমস্ত বীরগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানী রাবণ বিদ্যমান থাকিতে শ্রীহনুমান মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন। অশোক বন মধ্যে যাতুধানীগণ ভূমিকন্যা সীতাকে নানা দুঃখ দিয়াছিল। তজ্জন্য শ্রীহনুমানের ক্রোধ হওয়ায় তিনি জগদন্তকৃৎ যম যেমন জন্তুদিগকে নানা যাতনা প্রদান করেন তদ্রূপ সেই সেই যাতুধানীদিগের পতিপুত্রাদিকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে নানা দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বোপরি বিরাজিত মহাবীরকে চিন্তা করি॥ যাতুধানী—রাক্ষসী॥

জয়তি রামায়ণ শ্রবণ সংজাত রোমাংচ লোচন
সজল শিথিল বাণী।
রামপদ পদ্ম মকরন্দ মধুকর পাহি দাস
তুলসীশরণ শূলপাণী॥

সেই সর্ব্বোপরি বিরাজিত মহাবীরকে চিন্তা করি শ্রীরামায়ণ শ্রবণ করিলে যাঁহার হৃদয়ে নিরতিশয় আনন্দ জন্মায় সুতরাং দেহে রোমাঞ্চ, লোচন সজল ও বাণী শিথিল হয়। সেই রামপাদপদ্মস্থিত

মধুপান করিতে মধুকরস্বরূপ সাক্ষাৎ শূলপাণির অবতার শ্রীহনুমানের শরণাপন্ন তুলসীদাসকে তিনি সংসার হইতে রক্ষা করুন ॥

॥ ৩০ ॥

জা কে গতি হৈ হনুমান কী।
তা কী পয়জ পুজ আই যহ রেখা কুলিশ প্যাষাণ কী ॥

শ্রীহনুমান যাহার গতি অর্থাৎ আশ্রয়, তাহার পয়জ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পূজাই অর্থাৎ পূণ্য হয়। ইহা বজ্র ও পাষাণের রেখার ন্যায় অর্থাৎ বজ্র ও পাষাণের রেখা যেমন মিলাইয়া যায় না তদ্রূপ শ্রীহনুমান্ যাহার আশ্রয় তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় কিন্তু অন্যথা হয় না।

অঘটিত ঘটন সুঘট বিঘটন ঐসী বিরুদাবলী
নহিঁ আনকী।
সুমিরত সংকটশোচ বিমোচন সূরত মোদ
নিধানকী ॥

যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটাইয়া দেন যথা বিভীষণ ও সুগ্রীবের রাজ্য। এবং যাহা অন্যথা হইবার নহে তাহাকে অন্যথা করিয়া দেন যথা রাবণ ও বালীর রাজ্য, এপ্রকার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িলে কি শোক হইলে ভক্তজনকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নিজে আনন্দের পাত্র অর্থাৎ আধার ও আনন্দময় মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন ॥

তাপর সানুকূল গিরিজা হর লষণ রাম অরু
জানকী।
তুলসী কপি কী কৃপা বিলোকনি খানি সকল
কল্যাণ কী ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহনুমানের ভক্ত তাহার প্রতি হরপার্ব্বতী, রামলক্ষ্মণ ও সীতা সর্ব্বদা সানুকূল থাকেন। সেই সকল কল্যাণের খনি স্বরূপ কপিরাজের কৃপায় প্রতি অবলোকন করিয়া তুলসীদাস কালাতিপাত করিতেছে ॥

॥ ৩১ ॥

তাকি হৈ তমকি তাকি ওর কো।
জাকে হৈ সব ভাঁতি ভরোসো কপি কেশরী
কিশোর কো ॥

যে মহাত্মা মহাবীরকে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি করিতে কে সমর্থ অর্থাৎ শ্রীমহাবীরের ভক্তকে ক্রূর দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে যম অসমর্থ। যে কপিকেশরীর কিশোর বয়স্ক পুত্রের সকলই প্রকাশ পাইতেছে তিনিই আমার ভরসা ॥

জনরঞ্জন অরি গণসংজন সুখভংজন খল
বরজোর কো।
বেদ পুরাণ প্রগাট পুরুষারথ সকল সুভট শির
মোর কো ॥

যিনি ভক্তজনকে সুখী করেন এবং শত্রুগণকে দুঃখ প্রদান করেন। এইপ্রকার অতিশয় খলের সুখ নষ্ট করিয়া দেন। বেদ ও পুরাণাদিতে প্রকাশ এবং সমস্ত পুরুষার্থ বিশিষ্ট বীর পুরুষগণের শিরোভূষণ ॥

উথপে থপন থপ্যো উথপন পন বিবুধ বৃন্দ বন্দি
ছোর কো।
জলধি লঙ্ঘি দহি লঙ্ক প্রবল দল দলন নিশাচর
ঘোর কো ॥

বিষয়চ্যুত ব্যক্তিকে স্থাপন করেন যথা সুগ্রীবাদিকে, বিষয়স্থিত ব্যক্তিকে বিষয়চ্যুত করেন যথা রাবণাদিকে, এইপ্রকার যাঁহার পণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, যিনি রাবণাদি কর্ত্তৃক বদ্ধ বিবুধবৃন্দকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং জলধি লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা দগ্ধ ও ঘোর অথচ প্রবল নিশাচরদলের দলন করিয়াছেন।

জাকৌ বাল বিনোদ সমুঝ জিয় ডরত দিবাকর
ভোরকো।
জা কী চিবুক চোট চূরণ কিয়ে রদ মদ কুলিশ
কঠোর কো।।

অতি প্রত্যুষের দিবাকর যাহার বালবিনোদ লীল বুঝিয়া ভীত হইয়াছিলেন। যাহার রদ অর্থাৎ দন্ত চিবুকস্থানে আঘাতিত ইন্দ্রবজ্রের কঠোরতারূপ মত্ততাকে চূর্ণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রবজ্র সমস্ত পর্ব্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন, সেই বজ্র যাহার চিবুকস্থানে সংলগ্ন হইয়া অতি কঠিন বুঝিয়া বিমুখ হইয়াছেন॥

লোকপাল অনুকূল বিলোকবো চহত বিলোচন
কোর কো।
সদা অভয় জয় মুদ মংগল ময় জো সেবক
রণরোর কো॥

লোকপালগণ সর্ব্বদা দেখিতে থাকেন, যে এই মহাবীর কিসে আমাদের প্রতি অনুকূল থাকেন এবং কিসেই বা আমাদিগের প্রতি শুভ কটাক্ষ করিবেন। উনি সর্ব্বদা ভয়রহিত ও জয়যুক্ত এবং আনন্দময় ও মঙ্গলময়, রণনিপুণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় সেবক।

ভক্ত কামতরু নাম রামপরিপূরণ চন্দচকোর কো।
তুলসী ফল চারোঁ করতল যশ গাবত গই
বহোর কো॥

যাঁহার ভক্তকল্পতরু নাম, যিনি রামরূপী পরিপূর্ণ চন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যাঁহার করতলে ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ চারি ফল অবস্থিত। কাহারও ভাগ্যে ঐশ্বর্য্যাদি না থাকিলেও তাহাকে ঐসকল দিতে সক্ষম। তুলসীদাস সেই মহাত্মা হনুমানের যশোগান করিতেছে॥ চকোর = যে পক্ষী চন্দ্রের কিরণ পানে তৃপ্ত হয়।

॥ ৩২ ॥

ঐসী তোহি ন বুঝিয়ে হনুমান হটীলে।
সাহব কহুং ন রামসে তোসে ন বসীলে॥

বহুদিন হইতে তুলসীদাস হনুমানের উপাসনা করিয়া যখন দেখিলেন তাঁহার দয়া হইল না তখন বলিতেছেন যে ভাই তুমি যে এমন হটীলে অর্থাৎ জেদওয়ালা বা আত্মম্ভরি পুরুষ তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আর শ্রীরামচন্দ্রের মত সাহব অর্থাৎ স্বামী কোথাও নাই এবং তোমার মত বশীভূত করিবার ব্যক্তিও আর কেহ নাই।

তেরে দেখত সিংহ কে শিশু মৈড়ক লীলে।
জানত হোঁ কলি তেরোউ মনু গুণ গণ কীলে॥

তুমি দেখিতেছ যে একটা ভেক আসিয়া সিংহশাবককে গ্রাস করিতেছে। অর্থাৎ সিংহস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার পুত্র আমি, আমাকে কলিকালরূপ ভেক গ্রাস করিতেছে। ইহা জানিয়াও যখন তুমি কিছু বলিতেছ না উহাতেই বুঝিলাম যে কলি যেমন জগতের সকলের নাম, গুণ, কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে তদ্রূপ তোমারও নাম, গুণ, কীর্ত্তি ও পরাক্রম নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

হাঁক সুনত দশকন্ধ কে ভয়ে বন্ধন ঢীলে।
বল গয়ো কিধোঁ ভয়ে অবগর্ব গহীলে॥

কোন সময়ে তোমার সিংহনাদ শুনিয়া ভয়ে দশস্কন্ধ রাবণের সন্ধিস্থান সকল শ্লথ হইয়াছিল, এক্ষণে তোমার সে বল আর নাই। কিম্বা তোমার

বল এবং প্রভাব থাকিলেও উহা প্রকাশ না করায় গর্ব্ব পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাই প্রতীতি হইতেছে।

সেবক কৌ পরদা ফটে তু সমরথ সীলে।
অধিক আপতেঁ আপনো সুনি মান সহীলে॥

তুমি সুশীল এবং আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও এই সেবকের পর্দ্দা কাটিতেছ, অর্থাৎ কলিরাজার ভৃত্যবর্গ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি উহারা আমার পর্দ্দারূপ জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য তথা করুণাদিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। উহা দেখিয়াও দেখিতেছ না। হইতে পারে রাজার কোন প্রধান কর্ম্মচারীর সমক্ষে যদি কেহ কার্য্য দেখাইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করে, তবে ঐ প্রধান কর্ম্মচারী তাহাতে অনেকানেক বাধা বিঘ্ন করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি সে প্রকার নহেন, কারণ আপনি যদি শুনেন যে আপনার প্রভুর নিকট কোন ব্যক্তি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে আপনার কিছুই আত্মাভিমান আইসে না। যদিও আইসে আপনি ঐ অভিমান সহ্য করেন।

শাসতি তুলসীদাস কোঁ দেখি সুযশ তুহীলে।
তিহু কাল তিহ্নকো ভলো জে রাম রঙ্গীলে॥

কলিকালরূপ রাজা তুলসীদাসকে রাম ভজনে কৃতী দেখিয়া কাম-ক্রোধাদি ভৃত্যবর্গদ্বারা শাসন করিতেছে, অর্থাৎ নানারূপে কষ্ট দিতেছে। তুমি কিন্তু তাহা দেখিয়া নিজে সুযশ লইতেছ, কারণ লোকে জানে মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া যদি কেহ ভগবৎ ভোজনে নিযুক্ত হয়, তাহার কখন কোন বিঘ্ন বা কষ্ট হয় না। এই শাস্ত্রীয় প্রবাদ জন্য আমার যাহাই হউক আপনি ফাঁকে ফাঁকে যশ লইতেছেন। যাহা হউক যে ব্যক্তি শ্রীরাম রঙ্গরসে রসিক তাঁহার তিন কালেই ভাল।

॥ ৩৩ ॥

সমরথ সুবন সমীরকে রঘুবীর পিয়ারে।
মো পর কীব তোহি জো করি লেহি ভিয়ারে॥

হে সমীরণ পুত্র অতএব সমর্থ ! হে রঘুবীরের প্রিয়পাত্র ! আমি এ প্রকার প্রার্থনা করি না। ফল আমি যে এই দুর্গতি পাইতেছি ইহা যদি আপনাকে ভাল লাগে তবে আপনার যাহা করিবার রুচি হয় আপনি করিয়া লউন ।

তেরী মহিমা তেং চলে চিঁচিনী চিয়াংরে।
অন্ধিয়ারো মেরীবার কোঁ ত্রিভুবন উজিয়ারে॥

যদি আপনি এ প্রকার বলেন যে তোমাকে গ্রহণ করিবার আমার সামর্থ্য নাই, একথা কথার মধ্যেই নয়। কারণ আপনার মহিমাতে তিন্তিড়ী বীজ অর্থাৎ তেঁতুলের কাঁই জহরতের মূল্যে চলিয়া যায়। এখানে হীরকসদৃশ ভগবদ্ভক্ত আর চিঞ্চাবীজসদৃশ আমি একজন মন্দ জীব। যেমন রত্নসদৃশ ভক্তকে ভগবান গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আম্লিকাবীজ-সদৃশ মন্দ জীব আমাকে ভগবান গ্রহণ করিতে পারেন। পুনশ্চ আপনি রাবণাদি দুষ্ট জীবদিগকে বিনাশ করিয়া এই ত্রিভুবনকে সুস্থ ও প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কি হেতু আমার এই অসহ্য কষ্ট দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ অন্ধের মত সকল সময়কেই অমাবস্যার রজনী তুল্য করিয়াছেন ?

কেহি কারণ জন জানকে সন্মান কিয়ারে।
কেহি অঘ অবগুণ আপনো করি ডারি দিয়ারে॥

পূর্ব্বে আমি কি শুভ কার্য্য করিয়াছিলাম যে কারণ আপনি জানিয়া জন সমাজে সম্মান করাইয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত লোকে এই কথা বলে যে মহাবীর হনুমান তুলসীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আর কি বা পাপকর্ম্ম করিয়াছি যে আপনি আমাকে একবার আপনার লোক করিয়া ও সম্মান দিয়া আবার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

খায়ে খোঁচি মাঙ্গমেঁ তেরো নাম লিয়ারে।
তেরে বল বলি আজলোঁ জগ জাগ জিয়ারে॥

যদি বল তুমি আমার এমন কি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। তোমার কার্য্যই তাই বলিতেছে, আমি তোমার নাম লইয়া অর্থাৎ মহাবীরের জয় হউক এই কথা বলিয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছি। কিন্তু তোমার দয়া কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না। সে যাহা হউক আজ পর্য্যন্ত তোমার বলকে অবলম্বন করিয়া এতাদৃশ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয় যে এ জগতে জীবিত আছি তাহাতে তোমার বলের তুলনা নাই। পূর্ব্বে কটু বাক্য বলিয়াছেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক তাই তোষা-মোদ করিয়া বলিতেছেন।

জোতো সোঁ হোতো ফিরো মেরো হেতু হিয়ারে।
তবক্যোঁ বদন দেখাবতো কহি বচন ইয়ারে॥

যদি বলেন তোমার পূর্ব্বে আমার প্রতি ভক্তি ছিল এক্ষণে তাহা নাই, উহা ফিরাইয়া লইয়াছ অর্থাৎ সম্মুখ ঘুচিয়া বিমুখ হইয়াছ। কিন্তু তাহা নহে তাহা হইলে আপনার প্রতি সম্মুখ হইয়া মিত্রের মত মিষ্ট কথা কেমন করিয়া বলিব, অর্থাৎ তাহা বলিতে পারিতাম না।

তোসো জ্ঞান বিধান কো সর্ব্বজ্ঞ বিয়ারে।
হোঁ সমঝত সাঁই দ্রোহকী গতিছার ছিয়ারে॥

যদি আপনি বলেন যে তুমি চাতুরালি করিয়া বাক্‌বিন্যাস করিতেছ কিন্তু তোমার হৃদয় সেমত বিশদ নহে। তজ্জন্য বলিতেছেন যে তোমার মত জ্ঞানের পাত্র ও সর্ব্বজ্ঞ অন্য আর কে আছে যে তোমার নিকট মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিব। আর মহতের দ্রোহ করিলে যে ঐ ব্যক্তির বিষ্ঠাদিতে গতি হয় তাহা আমি জানি। অতএব গুরুদ্রোহীর ফল জানিয়া কে ঐ কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয়।

তেরে স্বামী রামসে স্বামিনী সিয়ারে।
তহুঁ তুলসীকে কৌনকো কাকো তকিয়ারে ॥

আপনার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র ও স্বামিনী শ্রীসীতাদেবী আপনাকে পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা করেন। যদি আপনি আমার প্রতি বিরূপ হন তবে সেই রামরাজার সভায় আমাকে কে জানিবে। আমি কাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিব।

॥ ৪ ॥

অতি আরত অতি স্বারথী অতি দীন দুখারী।
ইন্‌হুকো বিলগ ন মানিয়ে বোলাহিঁ ন বিচারী ॥

আর এককথা যদি বলেন, তুমি যে আমায় বিরক্ত করিয়া তুলিলে তজ্জন্য বলিতেছেন অতি আর্ত্ত ও অতি সার্থপর ব্যক্তি এবং দরিদ্র ও রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত ইহাদিগের মধ্যে কিছু ভেদ দৃষ্ট হয় না, ইহারা কোন বিচার না করিয়া কেবল চাহিতেই থাকেন। দাতা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দেহি দেহি পুনঃ পুনঃই বলিতে থাকে। এক্ষণে আমারও তাহাই হইয়াছে। সার্থপর—ধনী। আর্ত্ত=পীড়িত।

লোক রীতি দেখি সুনি ব্যাকুল নরনারী।
অতি বরষৈ অনবর সেহুঁ দেহু দৈবসি গারী ॥

এক্ষণে সাধারণ লোকের দৃষ্টান্তে দেখাইতেছেন। যদি অতি বৃষ্টি হয় নরনারীগণ দেবতাকে গালি দিতে থাকে, আবার যদি একেবারেই অনাবৃষ্টি হয় অমনি উহারা দেবতাকে গালি দিতে থাকে। উহারা তৎকালে এমত ব্যাকুল হইয়া উঠে যে উহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু জ্ঞান থাকে না।

নাকহি আয়ে নাথ সো শাসতি ভয়ভারী।
কহি আযৌ কীবী ক্ষমা নিজওর নিহারী ॥

এক্ষণে আমার কি হইয়াছে শুনুন। সমাগত এই কলিকালের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। হে নাথ! আমার শ্বাস বায়ু নাসারন্ধ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মাত্র এই যাইলেই হয়। যদি আমি স্বার্থপর হইয়া কোন কটু কথা বলিয়া থাকি তবে নিজের ভক্ত বাৎসল্যাদি স্মরণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

সময় সাঙ্করে সুমিরিয়ে সমরথ হিতকারী।
সোউ সব বিধ উপর করে অপরাধ বিসারী ॥

ভক্তব্যক্তি যদি কোন সময়ে সঙ্কটে পতিত হয়েন তবে তিনি হিতকারী সমর্থ প্রভুকে স্মরণ করিয়া থাকেন। প্রভুও তাহার শত শত সেই সব অপরাধ বিস্মরণ হইয়া সর্ব্ব প্রকারে তাহার উপকার করিয়া থাকেন।

বিগরী সেবক কী সদা সাহব সুধারী।
তুলসী পর তেরী কৃপা নিরুপধি নিরারী ॥

প্রভুর কর্ত্তব্য এই যে সেবক যদি ভাল করিয়া বলিতে না পারে তবে প্রভু উহা শোধরাইয়া লয়েন এই এক সাহস, দ্বিতীয় সাহস এই যে তুলসীর উপরে আপনার কৃপা উপাধি রহিত অর্থাৎ কপট-শূন্য ও নিরারী অর্থাৎ তুলসীর ক্রিয়া কলাপ আপনার গ্রহণ যোগ্য না হইলেও আপনার কৃপা আপনাকে গ্রহণ করায়।

॥ ৩৫ ॥

কটু কহিয়ে গাঢ়ে পরেঁ সুন সমুঝি সুসাঁই।
করহিঁ অনভলে কৌভলৌ আপনি ভলাইঁ ॥

হে সুস্বামিন্ আপনি দয়া করিয়া শ্রবণ করুন। আমি গাঢ়ে অর্থাৎ দুঃখে আপনাকে পূর্ব্বোক্ত কটু বাক্য বলিয়াছি। কারণ আপনার পতিত-পাবনাদি উত্তম গুণ যাহার ভাগ্যে ভাল নাই তাহার ভাল করিয়া দেয়।

সমরথ শুভী জো পাবয় বীর পীর পরাই ।
তাহি তকে সব জ্যোঁ নদী বারিধ ন বুলাই ॥

যদি কেহ পরের পীড়া ও শত্রু বিনাশে দক্ষ এবং মঙ্গলকারী স্বামী প্রাপ্ত হয়, তবে সে স্বামীকে আর বলিতে হয় না যে আমার সেবা কর। ঐ সেবকই নিজ মঙ্গল কামনায় তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র কোন নদীকেই বলে না আমাকে ভজনা কর, কিন্তু নদীসকল আপনা আপনিই সমুদ্র সেবা করিতে ধাবিত হয়।

অপনে অপনে কোঁ ভলৌ চহৈ লোগ লুগাই ।
ভাবৈ জো জেহি তেহি ভজে শুভ অশুভ সগাই ॥

এই জগতে লোগ লুগাই অর্থাৎ নরনারীগণ আপন আপন ভাল চায় এবং যাহার যেমন ভাবনা সে তদ্রূপ দেবতার আরাধনা করিয়া শুভাশুভ লাভ করিয়া থাকে।

বাঁহ বোলদৈ থাপিয়ে জো নিজ বরি আই ।
বিন সেবা সো পালিয়ে সেবককী নাইঁ ॥

যদিচ আমি আপনার কিঙ্কর যোগ্য নহি কিন্তু আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনি আপনার পতিতপাবনাদি শ্রেষ্ঠ গুণ, উপদেশ বাক্য দ্বারা ঐ কিঙ্কর পদে স্থাপন করেন। এই প্রকার সেবাহীন দাস আমি, আমাকে নিজগুণ দ্বারা সেবা শিক্ষা দিয়া পালন করুন।

চুক চপলতা মেরিয়েতু বড়ৌ বড়াই ।
হোত আদরে ঢীট হৈ অতিনীচ নিচাইঁ ॥

চুক ভ্রম ও চঞ্চলতাদি ইহা আমার সম্পত্তি। এবং আপনি শ্রেষ্ঠ আপনার পতিত পাবনতাদি গুণ সম্পত্তি। এক্ষণে আমাকে শাসন করিয়া আমার গুণগুলিই নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। লোকসমাজে এই একটি রীতি দেখা যায় যে অতি নীচ ব্যক্তিকে যদি আদর করা যায়

তবে তাহার ঐ নীচ দোষগুলি বৃদ্ধি পায়। যেমন কুকুরকে আদর দিলে সে তাহার প্রভুর মস্তকে উঠে।

বন্দিছোর বিরদাবলী নিগমাগম গাই।
নীকো তুলসীদাসকোঁ তেরিহি নিকাই॥

আপনার বিরদাবলী অর্থাৎ যশঃ সাধারণ জীবের বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়। ইহা বেদ পুরাণাদিতে বলিয়াছে। অতএব আপনার নিকাই অর্থাৎ পতিত পাবনাদি যশঃ তুলসীদাসের নীকো অর্থাৎ ভালই করিবে।

॥ ৩৬ ॥

মঙ্গল মুরতি মারুত নন্দন।
সকল অমঙ্গল মূল নিকন্দন॥

হে পবন পুত্র! আপনি মঙ্গলময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অতএব সমস্ত অমঙ্গলের মূলচ্ছেদন করিয়া থাকেন।

পবন তনয় সন্তত হিতকারী।
হৃদয় বিরাজত অবধ বিহারী॥

হে মারুতসুত! আপনি সাধুদিগের সর্ব্বদা মঙ্গল করেন। যে হেতু অযোধ্যাবিহারী শ্রীরামচন্দ্র আপনার হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

মাতু পিতা গুরু গণপতি শারদ।
শিবা সমেত শম্ভু শুক নারদ॥

পিতা, মাতা, গুরু, গণপতি, শারদা এবং শিবার সহিত শম্ভু ও শুক, নারদাদি। শারদা=দুর্গা।

চরণ বন্দি বিনবো সবকাহু।
দেহুঁ রামপদ নেহু নিবাহু॥

আমি সবিনয়ে ইঁহাদের সকলের শ্রীচরণ বন্দনা করি। ইঁহারা শ্রীরামপদে নিরন্তর আমাকে ভক্তি প্রদান করুন।

বন্দৌঁ রাম লষণ বৈদেহী।
জো তুলসীকে পরম সনেহি॥

আমি শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজকন্যা জানকীর শ্রীচরণ বন্দনা করি। যাঁহারা তুলসীদাসকে পরম স্নেহ করেন॥

॥ ৩৭ ॥

লাল লাড়লে লষণ হিতহৌ জনকে।
সুমীরে সঙ্কটহারী সকল সুমঙ্গলকারী
পালক কৃপাল অপনে পনকে॥

লালন যোগ্য বালক লক্ষ্মণ লোকের হিতকারী, তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি জীবের সঙ্কট হরণ করেন ও সকলের সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল করেন যেহেতু দয়ালু। তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করেন।

ধরণী ধরণহার ভঞ্জন ভুবন ভার অবতার সাহসী
সহস ফনকে।
সত্য সন্ধ সত্য ব্রত পরম ধর্ম্মরত নির্ম্মল কর্ম্ম
বচন মনকে॥

তিনি ধরণী ধারণক্ষম, সহস্রফণা অনন্তদেবের সাহসী অবতার হইয়া ভূভার হরণ করিয়া থাকেন, সর্ব্বদা সত্যানুসন্ধান করেন ও সত্য প্রতিপালন করাই তাঁহার ব্রত। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও তাঁহার কর্ম্ম, বাক্য ও মন নির্ম্মল।

রূপকে নিধান ধনুবাণ পাণি তূনি কটি মহাবীর
বিদিত জিতৈয়া বড়ে রণকে।
সেবক সুখদায়ক সবল সবলায়ক গায়ক
জানকীনাথ গুণ গণকে॥

সমস্ত রূপের পাত্র, করমধ্যে ধনুর্ব্বাণ ও কটিদেশে তূন বদ্ধ, মহাবীর, পুরুষপ্রধান, প্রধান যুদ্ধে জেতাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সেবককে সুখী করেন ও বলবান এবং সকলের নায়ক অর্থাৎ স্বামী এবং জানকীনাথের গুণগণের গায়ক ॥

ভাবতে ভরতকে সুমিত্রাসীতাকে দুলারে চাতক
চতুর রামশ্যামঘনকে।
বল্লভ উর্ম্মিলাকে সুলভ সনেহ বস ধনী ধন
তুলসী সে নিরধনকে ॥

ভাবে ভরত সদৃশ, সুমিত্রা ও সীতার নিকট বালকের মত, শ্যাম-মেঘস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রসমীপে চতুর চাতক পক্ষী সদৃশ। তিনি উর্ম্মিলা বল্লভ, সকলের অনায়াসে লভ্য, স্নেহের বশীভূত, ধনী ও নির্ধন৽ তুলসীর ধন স্বরূপ।

॥ ৩৮ ॥

জয়তি লক্ষ্মণানন্ত ভগবন্ত ভূধর ভুজগরাজ
ভুবনেশ ভূভারহারী।
প্রবল পাবক মহা জ্বালমালা বমন শমন
সন্তাপ লীলাবতারী ॥

পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদানব ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করাই যাঁহার স্বভাব, সেই ভুবন স্বামী, ভুজগরাজ শেষরূপে পৃথিবী ধারণ করেন। এবম্বিধ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান অনন্তদেব লক্ষ্মণ জয়যুক্ত হউন্। যিনি মহাপ্রলয় কালে মহাজ্বালমালা বিশিষ্ট প্রবল পাবককে বমন করিয়া জগদ্দগ্ধ করেন, অথচ লোকরক্ষার সময় লীলাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া জীবের অসুরাদিকৃত সন্তাপ বা আধ্যাত্মিক সন্তাপ দমন করিয়া থাকেন ॥

জয়তি দাসরথি সমর সমরথ সুমিত্রা সুবন
শত্রুসূদন রাম ভরত বন্ধো।
চারুচংপক বরণ, বসন, ভূষণ দিব্যতর ভব্য
লাবণ্য সিন্ধো॥

শ্রীরাম ও ভরত ভ্রাতা, সমর সমর্থ অতএব শত্রু সূদন, সুমিত্রা নন্দন, দাশরথি লক্ষ্মণ জয়যুক্ত হউন। উত্তম চম্পক পুষ্পের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি অত্যুত্তম বসন ও ভূষণ পরিহিত এবং উত্তম লাবণ্যের সিন্ধু অর্থাৎ ত্রিলোকস্থ লাবণ্য সমূহের আধার॥

জয়তি গাধেয় গৌতম জনক সুখজনক বিশ্ব
কণ্টক কুটিল কোটি হন্তা।
বচন চয় চাতুরী পরশুধর গর্ব্বহর সর্ব্বদা রাম
ভদ্রানুগন্তা॥

যিনি গাধেয়, গৌতম ও জনকের সুখজনক অর্থাৎ সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে সুখী করিয়াছেন। অহল্যাকে পাপ পাষাণ হইতে মুক্ত করিয়া গৌতমকে সুখী করিয়াছেন। পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়েরা হরধনু উত্তোলনে অশক্ত হইলে সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনককে সুখী করিয়াছেন। এখানে এই সকল কর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণে অভিন্ন। পুনশ্চ এই বিশ্ব সংসারের কণ্টক স্বরূপ কোটি কোটি কুটিল রাক্ষসগণের নিহন্তা লক্ষ্মণ জয়যুক্ত হউন॥ যিনি বচনচাতুর্য্য পরশুধারী রামের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এবং শ্রীরামভদ্রের পশ্চাৎ সর্ব্বদা অনুগামী অথবা শ্রীরামচন্দ্রের মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন॥

জয়তি সীতেশ সেবা সরস বিষয়রস নিরস
নিরুপাধি ধুর ধর্ম্মধারী।
বিপুল বলমূল শার্দ্দূল বিক্রম জলদনাদ মর্দ্দন
মহাবীর ভারী॥

যিনি সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবাতে সরস অর্থাৎ দাস্য রসরসিক এবং বিষয় বাসনা রহিত ও উপাধিযুক্ত হইলেও বস্তুগত্যা নিরুপাধিক সেই ধর্ম্মভারবাহী লক্ষ্মণ জয়যুক্ত হউন। তিনি অতিবলের আধার, সিংহবিক্রমী, মেঘনাদ বিনাশে অত্যুৎকৃষ্ট মহাবীর॥

জয়তি সংগ্রাম সাগর ভয়ঙ্কর তরণ রামহিত
করণ বর বাহু সেতু।
উর্ম্মিলা রমণ কল্যাণ মঙ্গল ভবন দাস তুলসী
দোষ দবন হেতু॥

লঙ্কাদ্বীপ মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের হিতের জন্য নিজ বর বাহু বীর্য্যকে সেতু করিয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সাগর হইতে বানর চমূ উত্তীর্ণ করিয়াছেন। সেই উর্ম্মিলারমণ লক্ষ্মণ জয়যুক্ত হউন। যিনি আশীঃ ও মঙ্গলের আগার স্বরূপ সুতরাং তুলসী দাসের দোষ দমনের কারণ॥ চমূ = সেনাদল

:৯

জয়তি ভূমিজা রমণ পদকঞ্জ মকরন্দ রসরসিক
মধুকর ভরত ভূরভাগা।
ভুবন ভূষণ ভানুবংশ ভূষণ ভূমিপাল মণি
রামচন্দ্রানুরাগা।

সীতারমণ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মমকরন্দ রসে রসিক, ভূরি ভাগ্যশালী ভরত মহাশয় জয়স্থানে বিরাজ করুন। যিনি ভুবনের

ভূষণ স্বরূপ, সূর্য্যবংশের ভূষণ ও ভূপালদিগের শিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রে সর্ব্বদা অনুরাগী হইয়াছেন॥

জয়তি বিবুধেশ ধনদাদি দুর্লভ মহারাজ সংম্রাজ সুখপদ বিরাগী।
খড়্গ ধারা ব্রতী প্রথম রেখা প্রকট শুদ্ধমতি যুবতি পতি প্রেমপাগী॥

ইন্দ্র কুবেরাদির অত্যন্ত দুর্লভ, মহারাজ চক্রবর্ত্তীদিগের সাম্রাজ্য সুখস্থানে যাঁহার বৈরাগ্য অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যসুখকে নরকবৎ দুঃখ নিশ্চয় করিয়া উহাকে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভরত মহাশয় জয়স্থানে বিরাজ করুন। খড়্গধার সমান ব্রত হইয়াছে যাঁহাদিগের এমত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিদিগের মধ্যে যিনি প্রথম গণণা রেখা দ্বারা খ্যাত এবং পতিব্রতা কুলবতী যদ্রূপ পতিতে প্রেম প্রাপ্ত হয়েন তদ্রূপ ভরত মহাশয়ের শুদ্ধ বুদ্ধিরূপী স্ত্রী তাঁহাতে প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

জয়তি নিরুপাধি ভক্তিভাব যন্ত্রিত হৃদয় বন্ধুহিত চিত্রকূটাদিচারী।
পাদুকা নৃপসচিব পুহুমি পালক পরমধর্ম্ম ধুর ধীর বরবীর ভারী॥

যিনি নিষ্কাম ভক্তি জন্য প্রীতিভাবে বশীভূত হৃদয় হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার রাজ্যাদি প্রাপ্তিরূপ মঙ্গলের জন্য চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভরত মহাশয় জয়স্থানে বিরাজ করুন। তিনি তাঁহার অনুমত্যনুসারে অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাকে রাজা করিয়া স্বয়ং সচিবভাবে পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি বরবীরগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া পরম ভাগবত ধর্ম্ম বহন কারণে পাণ্ডিত ছিলেন॥

জয়তি সংজীবিনী সময় সঙ্কট হনুমান ধনবান
মহিমা বখানী।
বাহুবল বিপুল পরমিত পরাক্রম অতুল গূঢ়গতি
জানকী জানজানী॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পতিত হইলে সেই সঙ্কট সময় হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বতসহ সঞ্জীবনী ওষধী আনয়ন করিতেছিলেন। ঐ সময় রামবিরহকাতর, সর্ব্বভোগবর্জ্জিত ভরত মহাশয় কর্ত্তৃক শৈক্যবাণ অর্থাৎ বাটুলাখ্য বাণ দ্বারা আহত হইয়া মহাবীর হনুমান ভরত মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। শত্রুগণ যাঁহার অতুল পরাক্রম ও বিপুল বাহুবল অনুমান করিতেন এবং জানকীজান শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন, সেই ভরত মহাশয় জয়স্থানে বিরাজ করুন॥

জয়তি রণ অজির গন্ধর্ব্বগণ গর্ব্বহর ফেরিকিয়ে
রামগুণ গাথগাতা।
মাণ্ডবী চিত্ত চাতক নবাম্বুদ বরণ শরণ তুলসী দাস
অভয় দাতা॥

যদিচ গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্বে রামগুণ গান করিতেন তথাপি কালে বিস্মৃত প্রায় হইলে ভগবান রামচন্দ্রের আজ্ঞায় ভরত মহাশয় রণাঙ্গনে গন্ধর্ব্বদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার শ্রীরামগুণ গাথা গান করাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমাণ্ডবীদেবীর চিত্তচন্দ্রমার চাতক, নবমেঘের বরণ ভরত মহাশয় জয়স্থানে বিরাজ করুন। তুলসী দাস সেই অভয় দাতা মহাশয়ের শরণ লইতেছেন॥

॥ ৪০ ॥

জয়তি জয় শত্রু করি কেশরী শত্রু হন শত্রু তম
তুহিন হরকিরণ কেতু।

দেব মহিদেব মহিধেনু সেবক সুজন সিদ্ধ মুনি
সকল কল্যাণ হেতু ॥

শত্রুরূপ করিগণের সম্বন্ধে পঞ্চাস্যতুল্য তজ্জন্য শত্রুঘ্ন নামে অভিহিত, ইনি শত্রুরূপ অন্ধকার ও হিম সম্বন্ধে তদ্বিনাশকর কিরণকেতু সূর্য্যস্বরূপ। ইনি দেবতা, ব্রাহ্মণ, পৃথিবী, ধেনু, ভগবদ্ভক্ত, বেদবিহিত কর্ম্মকর্ত্তা, ও অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত এই সকলের কল্যাণের কারণ অতএব জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন ॥ পঞ্চাস্য = শিব।

জয়তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুমিত্রা সুবন ভুবন বিখ্যাত
ভরতানুগামী।
বর্ম্ম চর্ম্মাসি ধনুবাণ তুনীর ধর শত্রু সঙ্কট শমন
যৎ প্রণামী ॥

যে ব্যক্তি এই শত্রুঘ্ন মহাশয়কে প্রণাম করে, ইনি তাহাকে শত্রু শঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। সেই বর্ম্ম-চর্ম্ম-অসি-ধনুর্বাণ-তুনীরধারী ভরত মহাশয়ের মতে স্থিত ভুবন বিখ্যাত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমিত্রানন্দন জয়যুক্ত হউন ॥

জয়তি লবণাম্বুনিধি কুম্ভ সম্ভব মহা দনুজ দুর্জন
দবন দুরিত হারী।
লক্ষ্মণানুজ ভরত রাম সীতাচরণ রেণু ভূষিত
ভাল তিলকধারী ॥

লবণাসুর সমুদ্রের বিনাশকারী, কুম্ভ, সম্ভব, অগস্ত্য এবং মহা দনুজ ও সাধুদ্বেষী দুষ্টজনের বিনাশ কর্ত্তা অথচ সাধুপরায়ণ সুজনের পাপহরণশীল। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ, ভরত, রাম, সীতার চরণ ধূলায় ভূষিত ললাট মধ্যে তিলক ধারী শত্রুঘ্ন জয়যুক্ত হউন ॥

জয়তি শ্রুতিকীর্ত্তি বল্লভ সুদুর্লভ সুলভ নমত
নর্ম্মদ ভক্ত ভক্তিদাতা।
দাস তুলসী চরণ শরণ সীদত বিভো পাহি দীনার্ত্ত
সন্তাপ হাতা॥

শ্রুতকীর্ত্তির স্বামী, ভগবৎ বিমুখের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ ও সম্মুখের পক্ষে সুলভ, নমস্কারীরপক্ষে সুখদ ও ভক্তের ভক্তিদাতা, দীনার্ত্ত ব্যক্তির সন্তাপ হরণ কর্ত্তা অতএব সমর্থ, এক্ষণে সংসারে অবসন্ন তুলসীদাস আপনার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছে। আপনি তাহাকে রক্ষা করুন ও জয়যুক্ত হউন অর্থাৎ আপনাকে প্রণাম করি।

॥ ৪১ ॥

কবহুঁক অম্ব অবসর পায়।
মেরিয়ৈ সুধি দ্যায়বী কছু করুণ কথা চলায়॥

হে অম্ব. মাতঃ সীতে! কোন সময় অবকাশ বুঝিয়া করুণা-রসান্বিত কথা বলিয়া আমার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু দেওয়াইবেন। কি প্রকার বলিবেন তাহা বলিতেছেন।

দীন সব অঙ্গহীন ক্ষীণ মলীন অঘী অঘায়।
নাম লৈ ভরেঁ উদর এক প্রভু দাসী দাস কহায়॥

কোন একজন দীনভাবাপন্ন জীব সে অঙ্গহীন অর্থাৎ কোন সাধনাই করে নাই। অতএব চিত্ত শুদ্ধি রহিত এবং পাপীদিগের মধ্যে প্রধান। সে আপনার দাসী যে তুলসী, তাহার দাস বলাইয়া আপনার নাম গ্রহণ করতঃ উদর ভরণ করিতেছে।

বুঝিহেঁ সোহেঁ কেন কহিবৌ নাম দশা জনায়।
সুনত রাম কৃপাল কে মেরি বিগরিউ বনজায়॥

অনন্তর তিনি বুঝিয়া যখন বলিবেন সে কোন জীব, তখন আপনি আমার নাম ও দশা জানাইয়া বলিবেন। যদি আপনি এপ্রকার সন্দেহ করেন যে আমি বলিব কিন্তু আমার স্বামী যদি তোমার তত্ত্বাবধান না করেন তবে আমার বাক্য বিফল হইবে অতএব আমি বলিব না। তজ্জন্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনার ঐ বাক্য বিফল হইবে না, কারণ শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু। তিনি এই বাক্য কেবল মাত্র শ্রবণ করিলেই দাসের যাবৎ দোষ খণ্ডন করিয়া উহা পূর্ণ করিবেন।

জানকী জগজ্জননি জন কী কিয়ে বচন সহায়।
তরে তুলসীদাস ভব তব নাথ গুণ গণ গায়॥

হে জগজ্জননি জানকি! এই দীনজনের প্রতি তিনি যাহা বলিবেন সেই বাক্যকে সহায় করিয়া তুলসীদাস আপনার নাথের গুণ গান করিয়া ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ইহাতে আপনার স্বামীর যশ ভুবন মধ্যে বিদিত হইবে ও তুলসীদাসের কল্যাণ হইবে॥

॥ ৪২ ॥

কবহুঁ সময় সুধি দ্যায়বো মেরী মাতু জানকী।
জন কহায় নাম লেতহোঁ পন চাতক জোঁ্য
প্যাসপ্রেম পানকী॥

হে মাতঃ জানকি! পূর্ব্বকৃত বিনয় বাক্য বিচার করিয়া কোন সময় অবকাশ মত আমার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় বলিয়া দিবেন,

আমি লোক সমাজে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দাস বলাইয়া তাঁহার নাম লইতেছি। চাতক পক্ষী যদ্রূপ পিপাসিত হইয়া স্বাতী নক্ষত্রের জল প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও রঘুনাথের সুন্দর চরণ যুগলের প্রেমবারি পিপাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি।

সরল প্রকৃতি আপজানিয়ে করুণা নিধানং কী।
নিজগুণ অরিকৃত অনহিতৌ দাস দোষ সুরতিচিত
রহত ন দিয়ে দানকী॥

এক্ষণে যদি আপনি মনমধ্যে এরূপ চিন্তা করেন যে আমি আমার স্বামীর নিকট তোমার কথা জ্ঞাত করাইলে যদি তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন—কি তুমি একটা মন্দ জীবের কথ আমায় বলিতেছ। এরূপ সন্দেহজনক চিন্তা আপনি মনে করিবেন না। কারণ আপনি আপনার স্বামীর স্বভাব জানেন যে তিনি এক জন কৃপালু অর্থাৎ তিনি দীনের প্রতি সতত দয়া করিয়া থাকেন। আপনি তাঁহার পত্নী অতএব সেই করুণানিধান রঘুনাথের কোমল স্বভাব উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। আপনার স্বামীতে যে সকল স্বাভাবিক গুণ বিরাজ করিতেছে আপনি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবে! সরল-চিত্ত শ্রীরঘুনাথের নিজগুণ, শত্রুকর্ত্তৃক অহিত আচরণ, দাসের দোষ ও নিজের দানকার্য্য মনে থাকে না।

বাণি বিসারণ শীলহৈ মানদ অমানকী।
তুলসী দাস ন বিসারিয়ে মনক্রম বচন জাকে
সপনেহুঁ গতিনহি আনকী।

হে মাতঃ জানকি! আপনার কৃপালু স্বামীকে বলিবেন, যেন তিনি দীন তুলসীর কথা বিস্মৃত না হন। কারণ আমি মন, বাক্য, কর্ম্মদ্বারা যাহাই করি না কেন, তিনি ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই।

॥ ৪৩ ॥

জয়তি সদ সত চিত্ত ব্যাপকানন্দ পদ ব্রহ্ম বিগ্রহ
ব্যক্ত লীলাবতারী।
বিকল ব্রহ্মাদি সুরসিদ্ধ সংকোচ বশ বিমল গুণ
গেহ নরদেহ ধারী॥

শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদেবতা গণেশাদি এবং জনকনন্দিনী সীতার পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ পূর্ব্বক বিনয় করিয়া বলিতেছেন। সদসৎ কার্য্যকারণ, রূপচৈতন্যময়, সর্ব্বব্যাপক আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার শরীর, যিনি লীলাস্থলে অবতার গ্রহণ করিয়া লোক সমাজে প্রকাশ হইয়া থাকেন। এক্ষণে অবতার গ্রহণের কারণ বলিতেছেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব ও সিদ্ধগণেরা ব্যাকুলভাবে বিনয় করিলে উহা শ্রবণ করিয়া দয়াল স্বভাব হেতু যিনি আপনাকে সঙ্কোচ করতঃ নির্ম্মল গুণের গৃহস্বরূপ নরদেহ ধারণ করেন তিনি জয়যুক্ত হউন।

জয়তি কোশলাধীপ কল্যাণ কোশল সুতা কুশল
কৈবল্য ফল চারু চারী।
বেদ বোধিত কর্ম্ম ধর্ম্ম ধরণী ধেনু বিপ্র সেবক
সাধু মোদকারী॥

যিনি কোশলরাজ্যের অধীশ্বর মঙ্গলময় দশরথ হইতে কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা গর্ভে বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মী, ধর্ম্মী, ধেনু, বিপ্র, ভক্ত ও সাধুদিগের আনন্দকর পুত্ররূপে আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই মুক্তির মনোহর ফল স্বরূপ মঙ্গলময় শ্রীরামচন্দ্র জয় যুক্ত হউন।

জয়তি ঋষিমখপাল শমন সজ্জন সাল শাপবশ
মুনি বধু পাপহারী।
ভঞ্জি ভবচাপ দলিদাপ ভূপাবলী সহিত ভৃগু
নাথ নত মাথ ভারী ॥

যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন, সাধুদিগের কষ্ট নষ্ট করিয়াছেন. অভিশাপবশীভূতা গৌতমপত্নী অহল্যার পাপ হরণ করিয়াছেন, এবং হরধনু ভঙ্গ করিয়া অন্যান্য ভূপদিগের সহিত ভৃগু-পতির দর্পদলন করতঃ তাঁহার মস্তক অত্যন্ত নত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র জয় যুক্ত হউন ॥

জয়তি ধার্ম্মিক ধুর ধীর রঘুবীর গুরু মাতু পিতু বন্ধু
বচনানুসারী।
চিত্রকূটাদ্রি বিন্ধ্যাদ্রি দণ্ডক বিপিন ধন্যকৃত
পুণ্য কানন বিহারী ॥

যে রঘুবীর ধার্ম্মিক জনের ভার বহন করিতে পণ্ডিত ছিলেন এবং পিতা, মাতা ও বন্ধুদিগের বাক্যের অনুসরণ করিতেন। সেই চিত্রকূট পর্ব্বত, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি পবিত্র কর্ত্তা, ধন্য পুণ্য বনবিহারী শ্রীরামচন্দ্র জয় যুক্ত হউন ॥

জয়তি পাকারি সুত কাককর তূতি ফলদানি
খনিগর্ত্ত গোপীত বিরাধা।
দিব্য দেবীবেশ দেখিলখি নিশ্চরী জনুবিড়ম্বিত
করী বিশ্ববাধা ॥

পাকারিপুত্র জয়ন্ত কাকমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অনিষ্ট চিন্তা করিলে তাহাকে তাহার সমুচিত ফলদান করিয়াছেন, এবং পৃথীতলে গর্ত্ত করিয়া

বিরাধ রাক্ষসের দেহ গোপন করিয়াছিলেন। কোন সময় বিশ্বের বাধাদাত্রী লোক বিড়ম্বনাকরী নিশাচরী সূর্পণখা দিব্য দেবীবেশ ধারণ করিয়া আসিলে তাহাকে দেখিয়া রাক্ষসী বলিয়া চিনিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র জয় যুক্ত হউন।

জয়তি খর ত্রিশির দূষণ চতুর্দ্দশ সহস সুভট
মারীচ সংহার কর্ত্তা।
গৃদ্ধ শবরী ভক্তি বিবশ করুণা সিন্ধু চরিত নিরুপাধি
ত্রিবিধি হর্ত্তা॥

যিনি চতুর্দ্দশ সহস্র মহাবীর সৈন্যের সহিত খর, ত্রিশির, দূষণ ও মারীচ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্রের এবম্বিধ চরিত্র যে তিনি সামান্য গৃধ্র ও শবরীর ভক্তিতে বিশেষরূপে বশীভূত হইয়াছিলেন। অতএব উপাধিসম্পর্ক রহিত হইয়া ও জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের হরণ কর্ত্তা, তিনি জয় যুক্ত হউন। শবরী—ব্যাধপত্নী।

জয়তি মদঅন্ধ কুকবন্ধ বধিবালি বলশালি বধ
করণ সুগ্রীব রাজা।
সুভট মর্কট ভালু কটক সঙ্কট সজত নমত পদ
রাবণানুজ নিবাজা।

যিনি মদান্ধ কুৎসিত কবন্ধকে বধ, বলশালী বালিকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছিলেন। সুসৈন্য মর্কট ও ভল্লুক কটককে সুসজ্জিত করিলে রাবণানুজ বিভীষণ আসিয়া তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণাম করিলে তাঁহাকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তিসঞ্চাররত পরলোকের চিন্তা দূর করাইয়াছিলেন, তিনি জয় যুক্ত হউন।

জয়তি পাথোধি কৃতসেতু কৌতুক হেতু কালমন
অগম লই ললকি লঙ্কা।
সকুল সানুজ দলদলিত দশকণ্ঠ রণ লোক লোকপ
কিয়েরহিত শঙ্কা ॥

যিনি সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরিহাস স্থলে কাল ও মনের অগম্য লঙ্কাকে অতিশীঘ্র জয় করিয়াছিলেন, এবং রণমধ্যে সকুল সানুজ রাক্ষসগণের সহিত দশকণ্ঠ রাবণকে বিদলিত করিয়া লোক ও লোকপতিগণের ভয় নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি জয় যুক্ত হউন।

জয়তি সৌমিত্র সীতা সচিব সহিত চলে
পুষ্পকারূঢ় নিজ রাজধানী।
দাস তুলসী মুদিত অবধবাসী সকল রাম ভয়ে
ভূপ বৈদেহি রাণী ॥

এই প্রকারে রাবণ বধ করিয়া সৌমিত্রি, সীতা, সচীবগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে আগমন করিলে তুলসীদাস জয় কীর্ত্তন করিয়া আহ্লাদিত—কারণ অযোধ্যাবাসীদিগের মধ্যে রাম রাজা ও বিদেহকন্যা সীতা রাণী হইলেন।

॥ ৪৪ ॥

জয়তি রাজ রাজেন্দ্র রাজীব লোচন রাম নাম
কলি কামতরু শ্যামশালী।
অনয় অম্ভোধি কুম্ভজ নিশাচর নিকর তিমির
ঘন ঘোর খর কিরণ মালী ॥

যিনি অনীতিরূপসমুদ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কুম্ভসম্ভব, অগস্ত্যস্বরূপ এবং নিশাচরনিকর রূপে ঘনঘোর অন্ধকারকে নষ্ট

করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণরশ্মীমালী সূর্য্যস্বরূপ। কলিকালে যাঁহার নাম সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষ, সেই শ্যামল বর্ণে সুশোভিত রাজরাজেন্দ্র রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি দেবমুনি দেবনর দেব দশরথকে দেবমুনি
বংদ্যকিয় অবধবাসী।
লোকনায়ক কোক শোক সঙ্কট শমন ভানুকুল
কমল কানন বিকাশী॥

মুনি ও দেবতা শ্রীরামচন্দ্র, পিতা দশরথকে দেব ও নরদেবগণের বন্দনীয় করিয়াছিলেন, এবং অযোধ্যাবাসী জনগণকে দেব ও মুনিদিগের বন্দনীয় করিয়াছিলেন। লোকনায়ক ইন্দ্রাদি দিকপালগণ চক্রবাক স্বরূপ, তাহাদিগের শোক ও শঙ্কা উপশম করিবার নিমিত্ত সূর্য্য এবং সূর্য্যবংশকমলবনের বিকাশ কর্ত্তা সূর্য্যরূপ শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি শৃঙ্গার সর তামরস দামদ্যুতি দেহগুণ গেহ
বিশ্বোপকারী।
সকল সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য সুখমারূপ মনোভব
কোটি গর্ব্বাপহারী॥

মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রসরূপ সরোবর, কমল স্বরূপ দ্যুতি, দেহ কান্তি ও সকলগুণগণের আশ্রয় এবং বিশ্বের উপকার কর্ত্তা। তিনি সকল সৌভাগ্যবান ও সকল সৌন্দর্য্যের পরম শোভা যুক্ত। সেই কোটি কন্দর্পের গর্ব্বাপহর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি সুভগ সারঙ্গ সুনিখঙ্গ শায়ক শক্তি চারু
চর্ম্মাসিবর বর্ম্মধারী।
ধর্ম্মধুর ধীররঘুবীর ভুজবল অতুল হেলয়া দলিত
ভূভার ভারী॥

যিনি সেই সুভগ সুন্দর সারঙ্গ সার্দ্ধধনু, তূন, বাণ, দিব্যশক্তি, চর্ম্ম, অসিবর ও খড়্গ ধারণ করেন এবং ধর্ম্মের ভার বহন করিতে পণ্ডিত। যে রঘুবীরের ভুজবল অতুলনীয় যিনি হেলায় পৃথিবীর অত্যন্ত ভার স্বরূপ নিশাচরনিকর নাশ করিয়াছেন। সেই লোকরমণ শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি কল ধৌত মণি মুকুট কুণ্ডল তিলক ছলক
ভলিভাল বিধুবদন শোভা।
দিব্য ভূষণ বসন পীত উপবীত কিয়ে ধ্যান
কল্যাণ ভাজনকো নভা॥

মস্তকে সুবর্ণ জড়িত মণিযুক্ত মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, সুন্দর কপোলে চিক্কন তিলক ঝলকিত, ইহাতে বিধুতুল্য বদন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। অঙ্গে দিব্য ভূষণ, দিব্য পীতাম্বর ও দিব্য পীতোপবীত ধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ ভূষণাদিযুক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপ যাহারা ধ্যান করে তাহারা কল্যাণভাজন হয়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি ভরত সৌমিত্র শত্রুঘ্ন সেবিত সুমুখ সচিব
সেবক সুখদ সর্ব্বদাতা।
অধম আরত দীন পতিত পাতক পীন সকৃত
নতমাত্র কহেঁ পাহি পাতা॥

পুনশ্চ ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া বলিতেছেন—ভরত মহাশয়, সুমিত্রা-নন্দন ও শত্রুঘ্ন সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করেন। আত্মীয়ের প্রতি ব্যবহার দেখাইতেছেন—সুমুখ মিত্র, সচিব ও সেবকদিগের প্রতি সুখদ ও সর্ব্বদাতা। জীবের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—সুশীল ধার্ম্মিকের কথা আর কি বলিব যাহারা চণ্ডাল, আর্ত্ত, দীন, পতিত ও পাপপুষ্ট তাহারা যদি একবারমাত্র প্রণাম করিয়া বলে যে প্রভু

আমায় রক্ষা করুন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। এবম্বিধ সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

জয়তি ভুবনদশচারি যশ জগমগৎ পুণ্যময় ধন্য
জয় রাম রাজা।
চরিত সুর সরিৎ কবিমুখ্যগিরি নিঃসরিত পিবত
মজ্জত মুদিত সই সমাজা॥

ধন্য সেই রাম রাজা। তিনি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন। এই চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে যাঁহার পুণ্যময় যশ প্রভান্বিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহার যশ সুরসরিৎ গঙ্গার নির্ম্মল জল তুল্য। গঙ্গা মুখ্যগিরি হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, রাজা রামচন্দ্রের যশও আদিকবি বাল্মীকিরূপ হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অতএব হে সভ্যগণ তোমরা সেই রাম যশ পান কর ও উহাতে মজ্জিত হইয়া সুখী হও।

জয়তি বর্ণাশ্রমাচার পর নারিনর সত্য শমদমদয়া
দান শীলা।
বিগত দুখ দোষ সন্তোষ সুখ সর্ব্বদা সুনত গাবত
রাম রাজ লীলা॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের আচার পরায়ণ নরনারীগণ যাহারা সত্যনিষ্ঠ সুতরাং শমদমাদি সম্পন্ন, দয়াবান ও দানশীল, তাহারা পাপাদি দুঃখদোষনাশক ও সন্তোষসুখদায়ক জয়যুক্ত শ্রীরামরাজার লীলাকথা সর্ব্বদা শ্রবণ কর ও বক্তার অভাব হইলে স্বয়ং গানকর।

জয়তি বৈরাগ্য বিজ্ঞান বারাংনিধে নমত নর্ম্মদ
পাপতাপ হর্ত্তা।
দাস তুলসী চরণ শরণ সংশয় হরণ দেহি অবলম্ব
বৈদেহি ভর্ত্তা॥

সেই বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানের সমুদ্র অর্থাৎ আশ্রয় শ্রীরামচন্দ্র জয় যুক্ত হউন। যে তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম করে তাহাকে তিনি ব্রহ্মানন্দ সুখ দান করেন ও তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ হরণ করেন। অতএব বলিতেছেন, হে সীতাপতে! তুলসীদাস আপনার সর্ব্বসংশয়হরণ শ্রীচরণে শরণাপন্ন, তাহাকে ঐ শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করুন।

॥ ৪৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল ভজুমন হরণ ভবভয় দারুণং
নব কঞ্জলোচন কঞ্জমুখ করকঞ্জপদ কঞ্জারুণং

রজঃপ্রকৃতি ও তমঃপ্রকৃতি দেবগণ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কাম, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি প্রদান করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তজ্জন্য বলিতেছেন—সংসারে জন্ম ও মরণ এই দুইটী স্ফুটতর দোষ, ইহাতেই জীব অতিশয় ভীত হইয়াছে। রে মন! তুমি দারুণ সংসার ভয় নিবারণ, কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা কর। যাঁহার নূতন বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল, তদ্রূপ মুখমণ্ডল, তদ্রূপ করযুগল, ও তদ্রূপ অরুণবর্ণ পদযুগল। এস্থলে পদ্মের সহিত দৃষ্টান্ত দিবার কারণ এই যে ব্যক্তি পদ্ম দর্শন করে পদ্ম তাহার মনকে স্নিগ্ধ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ দান করে এবং যে ব্যক্তি পদ্ম স্পর্শ করে, পদ্ম তাহার দেহকে শীতল করে। তদ্রূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জীবের বাসনা ঘুচাইয়া মনকে স্নিগ্ধ ও হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ প্রদান করেন এবং স্পৃষ্ট হইয়া দেহের তাপত্রয় বিনাশ পূর্ব্বক শীতল করেন।

কন্দর্প অগণিত অমিতচ্ছবি নবনীল নীরজ সুন্দরং।
পটপীত মানহু তড়িত রুচিশুচি নৌমি জনক সুতা বরং॥

সংখ্যাতীত কন্দর্পগণ দ্বারা যাঁহার তুলনা হয় না। সদ্যোজাত নীল-পদ্ম হইতেও সুন্দর কান্তি, তাহাতে বিদ্যুতের ন্যায় চকিতকান্তি পীতাম্বরপরিধৃত সেই জনক কন্যার কান্তকে স্তব করি।

ভজু দীনবন্ধু দিনেশ দানব দৈত্যবংশ নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ কন্দ কৌশলচন্দ দশরথ নন্দনং॥

মন! তুমি দিনেশ অর্থাৎ সহায় সম্পত্তি হীন, দীনের রাজা ভিন্ন তোমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহ নাই। কিন্তু দেবতারা যখন নিস্ব হইয়া দীনভাবে ভগবানের ভজনা করেন, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য ও দানবগণকে দমন করেন। ইতিপূর্ব্বে দেবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকে আহ্বান কবিলে তিনি রঘুবংশের আনন্দকারী আনন্দের মূল যে কোশলরাজ্যের চন্দ্রস্বরূপ রাজা দশরথ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হ'ন। সেই দীন বন্ধুর ভজনা কর।

শির মুকুট কুণ্ডল তিলকচারু উদার অঙ্গ বিভূষণং।
আজানুভুজ শরচাপধর সংগ্রামজিত খরদূষণং

যাঁহার মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কপালে মনোহর তিলক ও সুন্দর অঙ্গে বিশেষ বিশেষ ভূষণাবলী। যাঁহার জানু পর্য্যন্ত লম্বমান ভুজযুগল, যিনি ধনুর্ব্বাণধারী, ও সংগ্রামে খরদূষণাকে পরাজয় করিয়াছেন।

ইতি বদত তুলসীদাস শঙ্কর শেষ মুনিমন রঞ্জনং।
মম হৃদয় কঞ্জ নিবাস করি কামাদি খলদল গঞ্জনং॥

তুলসীদাস শঙ্কর, বাসুকি ও মুনিজনের মনোরঞ্জন শ্রীরামচন্দ্রকে এই প্রকার স্তব করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—হে প্রভো! আমার হৃৎ-পদ্ম মধ্যে বাস করিয়া তত্রস্থ কামাদি রিপুদলের দলন করুন।

॥ ৪৬ ॥

ঐসী আরতী রামরঘুবরকী করহিমন।
হরণ দুঃখ দ্বংদ্ব গোবিন্দ আনন্দ ঘন॥

অনন্তর আরতি বর্ণনা করিতেছেন। ঐ আরতি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ রূপে দ্বিবিধ। প্রথমে আভ্যন্তরীণ আরতি বলিতেছেন। মন! তুমি

রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রের ঐ প্রকার আরতি কর। যাহাতে নিষ্কিঞ্চনময় গোবিন্দ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক শ্রীরামচন্দ্র মনশ্চাঞ্চল্যকর শীত ও উষ্ণাদি জন্য দুঃখকে নষ্ট করেন।

অচরচররূপ হরি সর্ব্বগত সর্ব্বদা বসত
ইতি বাসনা ধূপ দীজৈ।
দীপ নিজ বোধগত ক্রোধ মদমোহ তম
প্রৌঢ় অভিমান চিত বৃত্তি ছীজৈ॥

আরতি করিতে হইলে প্রথমে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুলাদি প্রদান করিতে হয়। চরাচরাত্মক বিশ্বরূপী সর্ব্বগত হরি সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। অতএব তাঁহার সম্মুখে জীব নিজ বোধরূপ অগ্নি-দ্বারা জলতরঙ্গের ন্যায় হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা উত্থিত বাসনারূপ ধূপ জ্বালিয়া দিবে। এই প্রকার চরাচরাত্মক বিশ্বরূপী শ্রীরামচন্দ্রকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া নিজ বোধরূপ দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিবে। ইহাতেই অন্ধকার স্বরূপ ক্রোধ, মদ, মোহ, তম ও অত্যন্ত অভিমানরূপ চিত্তবৃত্তি সকল নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভাব অতিশয় বিশদ প্রবর নৈবেদ্য শুভ
শ্রীরমণ পরম সন্তোষকারী।
প্রেম তাম্বুল গতশূল সংশয় সকলবিপুল
ভব বাসনা বীজ হারী॥

মন! তুমি হরি পূজাতে অত্যন্ত নির্ম্মল ভাবরূপ পবিত্র শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য আয়োজন কর। তাহাতেই শ্রীরমণ হরি তোমাকে পরম সন্তুষ্ট করিবেন। অপিচ জানকীনাথ হরির পূজাতে প্রেমরূপ তাম্বুলের আয়োজন কর। ঐ তাম্বুল তোমার ত্রিতাপাদি শূল ও সকল সংশয়রূপ ভ্রমাত্মক বিপুল ভবাটবীর বাসনাবৃক্ষের বীজ মায়া নষ্ট করিয়া দিবেন।

অশুভ শুভকর্ম্ম ঘৃতপূর্ণ দশবর্ত্তিকা ত্যাগ
পাবক সতোগুণ প্রকাশং।
ভক্তি বৈরাগ্য বিজ্ঞান দীপাবলী অর্পি
নীরাজনং জগ নিবাসং।

এই প্রকার পূজা করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মঘৃতদ্বারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ দশটি বর্ত্তিকাকে পূর্ণ করতঃ ভক্তি বৈরাগ্য স্বরূপ জ্ঞানরূপ দীপাবলীতে অর্পণ করিয়া ত্যাগরূপ পাবক দ্বারা প্রজ্বলিত করিলে দেখিবে তখন সবগুণের প্রকাশ পাইবে। এই প্রকারে জগন্নিবাস হরিতে সম্পূর্ণরূপে গাঢ় প্রেম রূপ আরতি করা কর্ত্তব্য।

বিমল হৃদিভবনকৃত শান্তি পর্য্যঙ্ক শুভ শয়ন
বিশ্রাম শ্রীরামর য়া।
ক্ষমা করুণা প্রমুখ তত্র পরিচারিকা যত্র হরি
তত্র নহি ভেদমায়া।

এই প্রকার আরতি করিয়া, নির্ম্মল হৃদয়মন্দিরে যেখানে ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি পরিচারিকাগণ আমরা কি করিব বলিয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।—তথায় শান্তিরূপ পর্য্যঙ্কে, মঙ্গলরূপ শয্যা সুসজ্জিত করিয়া মহারাণীর সহিত শ্রীরামরাজাকে শয়ন করাইবে। তখন দেখিবে, যেন ইন্দ্রনীলশ্যাম মেঘের কোলে কোটি বিদ্যুদ্বরণী জনকনন্দিনী লীলা করিতেছেন। সেই জন্য বলিতেছেন—যে শান্তিপর্য্যঙ্কে শ্রীনিবাস বাস করেন তথায় ভেদ, মায়া থাকে না।

এহি আরতি নিরত সনকাদি শ্রুতি শেষ শিব
দেবঋষি অখিল মুণিতত্ত্বদরসী।
করৈ সোই তরৈ পরিহরৈ কামাদিমল বদত
ইতি অমলমতি দাস তুলসী॥

সনকাদি ঋষিগণ, শ্রুতিগণ, বাসুকি, দেবর্ষি নারদাদি ও তত্বদর্শী অখিল মুনিজন তৎপর হইয়া এই আরতি করেন। যদি বল সনকাদি ইঁহারা সকলে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা এই আরতি করিতে পারেন। ইহাতে আমাদিগের কি হইবে, তজ্জন্য বলিতেছেন। যে ব ক্তি এই আরতি করে সে এই অগাধ ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়। অতএব কামাদি দোষ উহাকে পরিত্যাগ করে। নির্ম্মলমতি তুলসীদাস এই আরতির কথা বলিলেন।

॥ ৪৮ ॥

হরতি সব আরতি আরতি রামকী।
দহতি দুখ দোষ নির্ম্মূলিণী কামকী॥

এক্ষণে ফল কীর্ত্তন পূর্ব্বক বাহ্য আরতি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের আরতি কায়িকাদি সর্ব্ববিধ আর্ত্তিকে নষ্ট করে, দারিদ্র দোষকে দগ্ধ করে ও সংসার বাসনাকে সমূলে সংহার করে।

সুভগ সৌরভ ধূপদীপ বরমালিকা।
উড়ত অঘ বিহঙ্গশুনি তাল করতালিকা॥

ভগবানের বাহ্যারতি লোক প্রসিদ্ধ, অতএব উহা লোক দ্বারা জ্ঞাত হইবে। কিন্তু ঐ আরতিকালে সুন্দর সুরভি ধূপ ও দীপমালা জ্বালিয়া দিবে এবং নাম সংকীর্ত্তন সহ করতালি দ্বারা তাল দিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে। ঐ করতালির শব্দ শুনিয়া পাপরূপী পক্ষীকুল পলায়ন করিবে। এ বিষয়ে প্রবাদ আছে বা দেখা গিয়াছে। যখন শালিক্ষেত্রে পঙ্গপাল পতিত হইয়া শস্য নষ্ট করিতে থাকে তখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু কতকগুলা তৃণ আহরণ পূর্ব্বক অধিক পরিমাণে ধূম ও অগ্নি করতঃ সশব্দে গাছগুলি নাড়িয়া দিলে উহারা পলায়ন করে। এস্থলে ও তাহাই জানিবে।

ভক্ত হৃদিভবন অজ্ঞান তমহারিণী।
বিমল বিজ্ঞানময় তেজ বিস্তারিণী॥

এক্ষণে ভগবানের আরতির কি গুণ ও কি কি কার্য্য করেন বর্ণনা করিতেছেন। ইনি ভক্তদিগের হৃদয়মন্দিরের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হরণ করিয়া নির্ম্মল স্বরূপজ্ঞানময় তেজ বিস্তার করেন।

মোহমদ কোহ কলিকঞ্জ হিম জামিণী।
মুক্তিকী দূতিকা দেহদ্যুতি দামিণী॥

মোহ, মদ, ক্রোধ ও কলহরূপ কমলসমূহের বিনাশকারিণী হিম-যামিনীস্বরূপ এবং ইহার দেহকান্তি বিদ্যুতের ন্যায় ও জীবব্রহ্মের মিলন করাইবার ঘটকী।

প্রণত জন কুমুদবন ইন্দুকর জালিকা।
তুলসী অভিমান মহিষেশ বহু কালিকা॥

আরাত্রিক দর্শনানন্তর শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে প্রণত জনগণ কুমুদ বনতুল্য, উহাদিগকে স্নিগ্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য আরতি চন্দ্রকিরণমালা এবং তুলসীদাসের আত্মাভিমান বহুতর মহিষাসুর তুল্য, উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য আরতি মূর্ত্তিমতী কালিকার তুল্য।

আরাত্রিক = আরতি।

॥ ৪৮ ॥

সদা রাম জপ রাম জপ রাম জপ রাম জপ
মূঢ় মন বার বারং।
সকল সৌভাগ্য সুখ খানিজিয় জানি শঠ মান
বিশ্বাস বদবেদ সারং॥

মূঢ়মন! তুমি সর্ব্বদা রামনাম জপ কর, অত্যাদর করিয়া বলিতেছেন। রামজপ রামজপ রামজপ বারংবার রামজপ। হে শঠ! রামনাম সর্ব্ব সৌভাগ্য সুখের আকর জানিয়া বিশ্বাস কর এবং সকল বেদের সার স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের নাম বিশ্বাসের সহিত বল। এস্থলে বারম্বার জপ করিতে বলিয়াছেন এ বিষয়ে তন্ত্র শাস্ত্রের মত যে (জপাৎ সিদ্ধি উপোৎ

সিদ্ধি নচান্যথা) জপ করিয়া দেখ, দুরদৃষ্ট বশতঃ ফল দৃষ্ট হয় না। আবার জপকর, আবার জপকর, তখন দেখিবে যে ঐ নামই তোমার সমস্ত দুরদৃষ্ট খণ্ডন করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচরে বরদান করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

কৌশলেন্দ্র নবনীল কঞ্জাভতন মদন রিপু
কঞ্জহৃদ্ চঞ্চরীকং।
জানকীরমণ সুভ ভবন ভুবনৈক প্রভু সমর
ভঞ্জন পরম কারুণীকং।

যাঁহার নাম জপ করিতে বলিলেন সেই শ্রীরামচন্দ্র কেমন তাহাই বলিতেছেন—কোশলাধিপতি সদ্য প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের আভার ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি এবং মদনরিপু শ্রীমহাদেবের হৃদয়পদ্মের ভ্রমর। তিনি সীতারমণ, সর্ব্ব সুখের আলয়, ভুবন মধ্যে তিনি সর্ব্বজীবের একমাত্র স্বামী, তাঁহার নাম করিলে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিপদ্ ভঞ্জন হয় ও তিনি পরম দয়াল।

দনুজ বন ধূম ধ্বজ পীন আজানু ভুজদণ্ড
কোডণ্ডকর চণ্ডবানং।
অরুণ কর চরণ মুখ নয়ন রাজীবগুণ অয়ন
বহু মথন শোভা নিধানং।

তিনি দনুজবনের বিনাশকারী ধূমধ্বজ অগ্নি, তাঁহার ভুজযুগল স্থূল অথচ আজানুলম্বিত, এক করে কোদণ্ড ধনু ও অন্য করে প্রচণ্ড বাণ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কর, চরণ, মুখ ও নয়নপদ্ম রক্তবর্ণ, তিনি কোটি কোটি কামদেবের অঙ্গকান্তির আধার। দনুজ—দানব।

বাসনাবৃন্দ কৈরব দিবাকর কামক্রোধ মদকঞ্জ
কানন তুষারং।
লোভ অতিমত্ত নাগেন্দ্র পঞ্চাননং বিপ্রহিত
হরণ সংসার ভারং॥

বিষয়বাসনারূপ শালুক ফুলের সূর্য্য, কামক্রোধমদরূপ পদ্মবনের হিম ও লোভরূপ অতিমত্ত হস্তিরাজের বিনাশের জন্য পঞ্চাস্য। তিনি বিপ্ররূপ সাধুজনের মঙ্গলের জন্য দৈত্য বধ করিয়া সংসার ভারাপহরণ করেন।

কেশবং ক্লেশহং কেশ বন্দিত পদদ্বন্দ্
মন্দাকিনী মূলভূতং।
সর্ব্বদানন্দ সন্দোহ মোহাপহং ঘোর সংসার
পাথোধি পোতং॥

তিনি কেশী নামক অসুর বধ করিয়া কেশব নাম ধারণ করিয়াছেন। সংসারে জন্মমরণাদিক্লিষ্ট জীবের কষ্ট দূর করিয়াছেন। তিনি মন্দাকিনী গঙ্গার উৎপত্তির মূলীভূত কারণ, তাঁহার পদযুগল, ব্রহ্মা ও ঈশমহাদেব কর্ত্তৃক বন্দিত এবং তিনি সর্ব্বদা আনন্দ পূর্ণ অতএব জীবের মদ মোহাদি অপহরণ করেন। জীব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার হয়, অতএব তিনি এই ভয়ানক সংসার পয়োধির নৌকা।

শোক সন্দোহ পাথোদ পটলানিলং পাপ
পর্ব্বত কঠিন কুলিশরূপং
সন্তজন কামধুক ধেনু বিশ্রামপ্রদ নাম
কলি কলুষ ভঞ্জনমনূপং॥

তিনি শোক ও সংশয়রূপ জলদপটলের ছেদনকারী বায়ু এবং পাপ-রূপ পর্ব্বতের পক্ষে কঠিন বজ্র স্বরূপ। তিনি সাধুজনের পক্ষে কামধেনু, জীবকে মুক্ত করেন বলিয়া তাঁহার বিশ্রামপ্রদ এ

নাম। তিনি কলিদোষদূষিত পুরুষের পাপ নাশ করেন, তজ্জন্য তিনি কলিকলুষভঞ্জন এবং উপমা শূন্য।

ধর্ম্মকল্পদ্রুমারাম হরিধাম পথ সম্বলং
মূলমিদমেবমেকং।
ভক্তি বৈরাগ্য বিজ্ঞান সম দান দম নাম
আধীন সাধনমেকং॥

নাম ও নামী এক ভাবাপন্ন, অতএব এই নাম মাহাত্ম্য মধ্যে ধনুর্ব্বাণধারী ইত্যাদি যে শ্রীরাম মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শ্রীরাম নামেরই মূর্ত্তি। এক্ষণে নাম ও রাম, ধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের আরাম মধ্যে অবস্থান করেন। যদি কেহ শ্রীহরিধামের পথে গমন করে, তবে তাহার পক্ষে যত কিছু পথের সম্বল আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল এই একমাত্র শ্রীরাম নাম। ভক্তি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, সম, দম ও দান প্রভৃতি হরিলোক গমনের সাধন হইলেও সমস্তগুলি একমাত্র নামের অধীন। কারণ নাম অবলম্বন না করিলে কোন সাধনই সাধিত হইতে পারে না।

তেন তপ্তং হুতং দত্তমেবাখিলং তেন
সর্ব্বং কৃতং কর্ম্মজালং।
যেন শ্রীরামনামামৃতং পানকৃতমনিশ-
মনবদ্যমবলোক কালং॥

সেই ব্যক্তিই সমস্ত তপস্যা করিয়াছে, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছে ও সমস্ত দান করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই বিধি বিহিত সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছে, যে ব্যক্তি সর্ব্ব দোষের আকর এই কলিকালকে অবলোকন করিয়া নিরন্তর শ্রীরাম নামামৃত পান করিয়াছে।

শ্বপচ খল ভীল যমনাদি হরিলোকগত নামবল
বিপুলমতি মলিন পরসী।
ত্যাগ সর্ব্বাস সন্ত্রাস ভব পাস অসি নিসিত
হরিনাম জপ দাস তুলসী ॥

মলিনস্পর্শী অর্থাৎ যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, এমত চণ্ডাল, খল, ভীল ও যবনাদি ইহারা হরিনাম বলকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে উত্তমামতি প্রাপ্ত হয় ও পরলোকে শ্রীশ্রীহরিলোকে গমন করে। এস্থলে শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, মন তুমি সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা হইতে সর্ব্বদা ভীত সেই ভব বন্ধনের রজ্জুটি ছেদন হয় তাহার জন্য শাণিত খড়্গ স্বরূপ শ্রীহরির নাম জপ কর।

॥ ৪৯ ॥

দেব দনুজবন দহন গুণ গহন গোবিন্দ নন্দাদি
আনন্দদাতা বিনাশী।
শম্ভুশিব রুদ্রশঙ্কর ভয়ঙ্কর ভীমঘোর তেজায়তন
ক্রোধরাশী ॥

এই অধ্যায়ের নাম হরি শঙ্করী। ইহার অর্দ্ধেক শ্লোকে হরিগুণকীর্ত্তন ও অর্দ্ধেক শ্লোকে হরগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝা যায়, মহাত্মা তুলসীদাসও হরি হরে ভেদবুদ্ধি করিতেন না। হে দেব শ্রীরাম! আপনি দানব বল বিনাশ করিবার অগ্নি, নিবিড় গুণান্বিত, ও অবিনাশী পুরুষ হইয়া নন্দ মহারাজ প্রভৃতির আনন্দ দাতা। এদিকে শম্ভু শিব রুদ্র শঙ্কর অথচ ভয়ঙ্কর, এবং ভয়ানক কঠিন তেজের গৃহ স্বরূপ ও তেজের সমষ্টি।

নান্ত ভগবন্ত জগদন্ত অন্তক ত্রাস শমন
শ্রীরমণ ভুবনাভিরামং।
ভূধরাধীশ জগদীশ ঈশান বিজ্ঞান ঘনজ্ঞান
কল্যাণ ধামং ॥

হে ভগবন্! আপনি অবিনাশী পুরুষ, আপনি এই জগতের ধ্বংস করিয়া থাকেন; অথচ যাহারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদিগের যমভয় শমন করেন। আপনি লক্ষ্মীপতি যেহেতু ভুবন মধ্যে একমাত্র সুন্দর পুরুষ। হে ভূধরাধীশ জগদীশ ঈশান্! আপনি নিবিড় বিজ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান ও কল্যাণের গৃহ স্বরূপ।

বামনাব্যক্ত পাবন পরাবর বিভো প্রগট
পরমাত্মা প্রকৃতি স্বামী।
চন্দ্রশেখর শূলপানি হর অনঘ অজ অমিত
অবিচ্ছিন্ন বৃষভেশ গামী॥

আপনি জগৎ পাবন বামন রূপ ধারণ করিলে আপনার ঐশ্বর্য্য জগতে কেহ বুঝিতে পারে নাই। আপনি শ্রেষ্ঠ ও ক্ষুদ্র জীব মাত্রের বিভু ও মায়ার স্বামী অতএব সাক্ষাৎ পরমাত্মা। এদিকে আপনি চন্দ্রশেখর, শূলপাণি, হর, অপাপ, অজ, পরিমাণ রহিত অবিচ্ছিন্ন পুরুষ ও বৃষভারূঢ় হইয়া গমন করিতে সাধু।

নীলজলদাভতনু শ্যাম বহুকাম ছবি রাম রাজীব-
লোচন কৃপালা।
কম্বু করপুর বপু ধবল নির্ম্মল মৌলিজটা
সুরতটিনী সিত সুমন মালা॥

নূতন জলধরের আভাযুক্ত শ্যামবর্ণ তনু উহা যেন বহুতর কামদেবের শোভা ধারণ করিয়াছে এবম্বিধ পদ্মনয়ন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু আপনি শঙ্খ ও কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহ ধারণ করিয়াছেন। আপনার মস্তক মধ্যে যে সকল নির্ম্মল জটা তাহাতে সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা যেন শুভ্রবর্ণ পুষ্পমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে এবম্বিধ শ্রীগঙ্গাধর।

বসন কিঞ্জল্ক ধর চক্র সারঙ্গ দর কঞ্জ কৌমোদকী
অতি বিশালা।
মার করিমত্ত মৃগরাজ ত্রয়নয়ন হর নৌমি
অপহরণ সংসার জ্বালা ॥

আপনি পদ্ম কিঞ্জল্ক তুল্য পীতাম্বর, চক্র, সারঙ্গধনু, শঙ্খ, পদ্ম ও অতি বিশালা কৌমোদকী নামক গদা ধারণ করিয়া হরি কিম্বা মত্ত হস্তি সদৃশ মদনকে পরাজয় করিবার জন্য সিংহতুল্য ত্রিনয়ন ধারণ করিয়া হর, যাহাই হউন আপনি সংসার অগ্নির তাপ অপহরণ করেন বলিয়া আপনাকে আমি স্তব করি।

কৃষ্ণ করুণা ভবন দবন কালীয় খলবিপুল
কংসাদি নির্ব্বংশকারী।
ত্রিপুর মদভঙ্গকর মত্তগজ চর্ম্ম ধর অন্ধ
কোরগ গ্রসন পন্নগারী।

হে কৃষ্ণ! আপনি করুণাশ্রয় অতএব জীবের প্রতি দয়া করিয়া অতিশয় খল প্রকৃতি কালীয় সর্পকে দমন করিয়াছেন এবং ঐরূপ খল প্রকৃতি কংসাদি অসুরগণের বংশ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছেন। অতএব হে মত্ত গজ চর্ম্মধারিণ! আপনি ত্রিপুরাসুরের মদস্তম্ভ ভঙ্গ করিয়াছেন ও অন্ধকার রূপ সর্পকে গ্রাস করিবার গরুড়॥

ব্রহ্ম ব্যাপক অকল সকল পর পরমহিত জ্ঞান
গোতীত গুণবৃত্তি হর্ত্তা।
সিন্ধুসুত গর্ব্ব গিরিবজ্র গৌরীশ ভব দক্ষমখ
অখিল বিধ্বংস কর্ত্তা ॥

আপনি সর্ব্ব ব্যাপক, কলারহিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জীবের পরম হিতৈষী, জ্ঞান স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং গুণবৃত্তি বাসনাশীল ব্রহ্ম, কিম্বা সিন্ধুসুত জলন্ধরের গর্ব্বরূপ পর্ব্বতের বজ্রস্বরূপ, গৌরীপতি দক্ষ, যজ্ঞ ও অখিল জগতের বিধ্বংসকারী ভব।

ভক্তি প্রিয় ভক্তজন কামধুক ধেনু হরি হরণ
দুর্ঘট বিকট বিপতি ভারী।
সুখদ নর্ম্মদ বরদ বিরজ অনবদ্য খিলবিপিন
আনন্দ বীথিন্হ বিহারী॥

আপনি ভক্তি প্রিয় অতএব ভক্তজনের পক্ষে কামধেনু সুতরাং তাহাদিগের দুর্ঘট কঠিন অতিশয় বিপদসমূহ হরণ করিবার জন্য হরি কিম্বা আপনি জীবের সুখদাতা নর্ম্মদ বরদ রজোগুণাদিশূন্য সর্ব্বদোষ রহিত সুন্দর বল বিশিষ্ট আনন্দময় ধাম শ্রীকাশীধামের সকল স্থানে বিহার করিতেছেন এমত হর।

রুচির হরি শঙ্করী নাম মন্ত্রাবলী দ্বংদ্ব দুখ
হরণি আনন্দ খানী।
বিষ্ণু শিব লোক সোপান সম সর্ব্বদা বদত
তুলসী দাস বিশদবাণী॥

তুলসীদাস এই প্রাঞ্জল বাক্য বলিতেছেন। এই মনোহর হরি-শঙ্করী নামে মন্ত্রাবলী অধ্যায় ইহ জগতে জীবের শীতোষ্ণাদি দুঃখ হরণ করেন। অতএব আনন্দের খনি স্বরূপ হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু-লোক গমন করিতে কিম্বা শ্রীশিবলোক গমন করিতে ইহা সর্ব্বদা সোপান স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

॥ ৫০

দেব ভানুকুল কমল রবি কোটি কন্দর্প ছবি কাল-
কলি ব্যালমিব বৈনতেয়ং।
প্রবল ভুজদণ্ড পরচণ্ড কোদণ্ড ধর তূণবর
বিশিখ বলমপ্রমেয়ং ॥

হে দেব! আপনি সূর্য্যকুলের রবিস্বরূপ হইয়া কোটি কন্দর্পের লাবণ্য ধারণ করিয়া কলিকালরূপ ব্যাল সম্বন্ধে বিনতাপুত্রগরুড়ের ন্যায় রহিয়াছেন। আপনি প্রচণ্ড ভুজদণ্ডদ্বারা প্রচণ্ড কোদণ্ড নামক ধনু ধারণ করিয়াছেন। আপনার তূণদ্বয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বাণবল অপ্রমেয়। ব্যাল—প্রতারক।

অরুণ রাজীব দল নয়ন সুখমা অয়ন, শ্যাম তনু।
কান্তি বর বারিদাভং।
তপ্ত কাঞ্চন বস্ত্র শস্ত্রবিদ্যানিপুণ সিদ্ধ সুরসেব্য
পাথোজ নাভং ॥

আপনার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় অরুণ বর্ণ, আপনি সুখের আলয় এবং আপনার শ্যাম বর্ণ দেহের কান্তি জলদ মেঘের ন্যায় আভাযুক্ত। আপনি উত্তপ্ত সুবর্ণ সদৃশ নির্ম্মল পীতাম্বর পরিধান করেন ও শস্ত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সিদ্ধগণ, সুরগণ আপনার সেবা করে অতএব আপনি পদ্মনাভ পুরুষ।

অখিল লাবণ্য গৃহ বিশ্ব বিগ্রহ পরম প্রৌঢ়
গুণ গূঢ় মহিমা উদারং।
দুর্দ্ধর্ষ দুস্তর দুর্গ স্বর্গ অপগর্ব পতি ভগ্ন
সংসার পাদপ কুঠারং ॥

এই অখিল সংসারের শোভা সমূহের আপনি আশ্রয় যেহেতু এই প্রপঞ্চ সমূহ আপনার মূর্ত্তি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান। আপনার গুণসমূহ গুপ্ত রহিয়াছে, আপনি উদার এবং ঐশ্বর্য্যান্বিত।

অসুরগণ আপনার তেজ সহ্য করিতে পারে না। আপনার স্বরূপ লীলা ও নাম অপার হইয়াছে। অতএব উহাদের সম্বন্ধে আপনি অতি কঠিন হইয়াছেন। আপনাকে আশ্রয় না করিলে কেহ স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করিতে পারে না। আপনি এই ভগ্ন সংসার বৃক্ষের ছেদনাস্ত্র কুঠার স্বরূপ।

শাপবস মুনি বধু মুক্তকৃত বিপ্রহিত
যজ্ঞরক্ষণ দক্ষ পক্ষ কর্ত্তা
জনক নৃপ সদসি শিব চাপ ভঞ্জন উগ্র
ভার্গবাগর্ব্ব গরিমাপ হর্ত্ত

আপনি শাপগ্রস্ত মুনিবধু অহল্যাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং দ্বিজগণের হিতার্থ যজ্ঞরক্ষণে পটু সুতরাং তৎকালে ভক্ত দ্বিজগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ সময় জনক রাজার সভায় গমন করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। অতি ক্রুদ্ধ ভৃগুবংশোদ্ভব পরশুরামের গর্ব্ব গরিমাও নষ্ট করিয়াছেন।

গুরুগিরা গৌরব অমর সুদুস্ত্যজ রাজ্যত্যক্ত
সহিত সৌমিত্র ভ্রাতা।
সঙ্গ জনকাত্মজা মনুজমনুসৃত্য অজ দুষ্ট বধ
নিরত ত্রৈলোক্য ত্রাতা॥

মহারাজ দশরথের বাক্যগৌরব রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগেরও সুদুস্ত্যজ রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি জন্মরহিত পরম পুরুষ হইলেও মনুষ্য লীলার অনুসরণ করতঃ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন ও জনকাত্মজা জানকীর সহিত অরণ্য মধ্যে সর্ব্বদা দুষ্ট রাক্ষসাদির বিনাশ সাধন করিয়া ত্রৈলোক্যের রক্ষা করিয়াছেন।

সুদুস্ত্যজ—যাহা ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন।

দণ্ডকারণ্য কৃত পুণ্য পাবন চরণ হরণ
মারীচ মায়া কুরঙ্গং
বালিবল মত্ত গজরাজ ইব কেশরী সুহৃদয়
সুগ্রীব দুখরাশি ভঙ্গং ॥

আপনি দণ্ডকারণ্য মধ্যে গমন করিয়া আপনার শ্রীচরণস্পার্শ দ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়া পুণ্যস্থান করিয়াছেন এবং মায়াদ্বারা স্বুবর্ণমৃগ-বেশধারী মারীচ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন। বালী বলোন্মত্ত গজরাজ তুল্য, আপনি তৎসম্বন্ধে সিংহ তুল্য হইয়া সুহৃদসম সুগ্রীবের ক্লেশরাশি ধ্বংস করিয়াছেন ॥

রিচ্ছ মর্কট বিকট সুভট উদ্ভট সমরশৈল
সংকাশ রিপু ত্রাসকারী।
বদ্ধ পাথোধি সুর নিকর মোচন সকুল দলন
দশ শাশ ভুজবীর্য্যভারী ॥

যুদ্ধস্থলে পর্ব্বত সদৃশ কুম্ভকর্ণাদি শত্রুদিগের ভীতিকারী বিকৃতাকার উচ্ছৃঙ্খল ঋক্ষ ও মর্কটদিগকে সুসৈন্য করিয়া সাগর বন্ধন পূর্ব্বক বহু বলশালী দশশীর্ষ রাবণকে সকুলে দলন করিয়া সুর সমূহের দুঃখ মোচন করিয়াছেন।

দুষ্ট বিবুধারি সংঘাত অপহরণ মহিভার
অবতার কারণ অনূপং।
অমল অনবদ্য অদ্বৈত নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম
সুমিরামি নরভূপ রূপং ॥

দুষ্ট অসুর সমূহই পৃথিবীর ভার। ঐ ভার অপহরণের জন্য আপনার এই অনুপম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। বস্তুতঃ আপনি নির্ম্মল দোষ-

রহিত নির্গুণ হইয়া সগুণ ব্রহ্ম। এক্ষণে নররাজরূপে অবস্থিত আপনাকে আমি স্মরণ করি।

শেষ শ্রুতি শারদা শম্ভু নারদ সনক গণত গুণ
অন্ত নহিং তব চরিত্রং।
রাম কামারি প্রিয় অবধপতি সর্ব্বদা
দাস তুলসী ত্রাস নিধি বহিত্রং

শেষ, শ্রুতি, শারদা, শম্ভু, নারদ ও সনকাদি ঋষিগণ আপনার চরিত্র ও গুণগণ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। হে অযোধ্যাপতি শঙ্কর প্রিয় রাম! আপনি এই ভয়রূপ সংসার সমুদ্রের তরণি। তজ্জন্য তুলসীদাস আপনাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছে।

॥ ৫১ ॥

জানকীনাথ রঘুনাথ রাগাদি তমতরণি তারুণ্য
তন তেজ ধামং।
সচ্চিদানন্দ আনন্দ কন্দাকরং বিশ্ববিশ্রাম
রামাভিরামং॥

হে জানকীনাথ! হে রঘুনাথ! সংসারবিষয়রূপ অন্ধকার বিনাশ করিবার জন্য আপনার তেজোধাম তনু প্রখর সূর্য্য তুল্য হইয়াছে। হে সচ্চিদানন্দ! আপনি আনন্দের মূলস্বরূপ দেবতাদির উৎপত্তি স্থান ও এই বিশ্বের লয় স্থান হইয়া এক্ষণে অতীব রমণায় শ্রীরাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

নীল নববারিধর সুভগ শুভ কান্তিকর পীত কৌশেয়
বর বসন ধারী।
রত্নহাটক জটিত মুকুট মণ্ডিত মৌলি ভানু শত সদৃশ
উদ্যোত কারী॥

হে সমগ্রঐশ্বর্য্যাদিশালিন্! আপনি নূতন জলধরের রুচির ন্যায় নীলবর্ণ অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়াছেন। মেঘের কোলে যেমন সৌদামিনী তদ্রূপ আপনি সুন্দর কান্তিকর পীতবর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশেয় বস্ত্রযুগল ধারণ করিয়াছেন। আপনার তাহাতে আবার শত শত সূর্য্য সদৃশ অত্যন্ত দীপ্তিকারী স্বর্ণজড়িত রত্নময় মুকুট দ্বারা মস্তক সুশোভিত।

শ্রবণ কুণ্ডল ভালতিলক ভ্রুরুচির অতি অরুণ
অম্ভোজলোচন বিশালং।
বক্র অবলোক ত্রৈলোক্য শোকাপহং মাররিপু
হৃদয় মানস মরালং

আপনার কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলদ্বয়, কপাল মধ্যে রুচির তিলক, মনোহর ভ্রুযুগল এবং অত্যন্ত রক্তবর্ণ বিশাল পদ্মফুলের ন্যায় লোচনযুগল। কুটিল অবলোকনদ্বারা জগতের শোকাপহরণ করিয়া মহাদেবের হৃদয়রূপ মানস সরোবরে হংসরূপে বিরাজ করিতেছেন।

নাসিকা চারু সুকপোল দ্বিজ বজ্রদ্যুতি অধর
বিম্বোপমা মধুর হাসং।
কণ্ঠদর চিবুক বর বচন গম্ভীরতর সত্য
সঙ্কল্প সুরত্রাস নাশং॥

আপনার মনোহর নাসিকা, কপাল অতি সুন্দর, দন্তসকল হীরকের কান্তিসদৃশ কান্তি ধারণ করিয়াছে। অধরদেশ বিম্বফল তুল্য উহাতে মধুর হাস্য, কম্বুগ্রীব চীবুক বরধারী। আপনি সত্যসংকল্প পুরুষ, মেঘ-শব্দ তুল্য বাক্য অতি গম্ভীর, তাহাদ্বারা দেব পক্ষের ভয় নাশ করেন।

সুমন সুবিচিত্র নবতুলসিকাদল যুতং মৃদুল
বনমাল উর ভ্রাজমানং।
ভ্রমত আমোদ বস মত্ত মধুকর নিকর মধুরতর
মুখর কুর্ব্বংতি গানং॥

নানাবিধ কুসুমদ্বারা সুন্দর বিচিত্র ও নূতন তুলসী পত্রযুক্ত সুশৃঙ্খল বনমালা বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতেছে। উহার সৌরভের বশবর্ত্তী হইয়া মত্ত মধুকরনিকর ভ্রমণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে সুমধুর গান করিতেছে।

সুভগ শ্রীবৎস কেয়ুর কঙ্কণহার কিঙ্কিনী
রটতি কটিতট রসালং।
বামদিশি জনকজাসীন সিংহাসনং কনকমৃদু
বল্লিবত তরু তমালং॥

বক্ষঃস্থলে সুন্দর শ্রীবৎস চিহ্ন; হার, কেয়ুর, কঙ্কণ ও কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল সুমধুর শব্দ করিতেছে এবং সুবর্ণ সিংহাসনে জনককন্যা সীতা বামদিকে এমত ভাবে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, যেন সুবর্ণের সূক্ষ্ম লতা তমাল বৃক্ষে জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

আজানু ভুজদণ্ড কোদণ্ড মণ্ডিত বাম বাহু
দক্ষিণ পাণি বাণমেকং।
অখিল মুনি নিকর সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ববর নমত
নর নাগ অবনিপ অনেকং॥

আজানুলম্বিত ভুজদণ্ডযুগল, উহার মধ্যে বাম বাহু কোদণ্ডনামক ধনুদ্বারা শোভিত ও দক্ষিণ করে একটীমাত্র বাণ এবং অখিল মুনিজনেরা ও সুরসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব নর নাগ ভূপতিগণ প্রণতভাবে অবস্থিত।

অনঘ অনছিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ খলু সর্ব্বতো
ভদ্রদাতা সমাকং।
প্রণত জন খেদ বিচ্ছেদ বিদ্যা নিপুণ নৌমি
শ্রীরাম সৌমিত্র সাকং।

হে অপাপ অনবচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ ! আপনি আমাদিগের নিশ্চয় সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলদাতা। তত্র ভক্তজনের শোকাদিনাশন বিদ্যায় পণ্ডিত সেই সুমিত্রানন্দনের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে স্তব করি।

যুগল পদপদ্ম সুখ সদ্ম পদ্মালয়ং চিহ্ন
কুলিশাদি শোভাতি ভারী।
হনুমন্ত হৃদি বিমল কৃত পরম মন্দির সদা দাস
তুলসী শরণ শোক হারী॥

আপনার পাদপদ্মযুগল সকল সুখের গৃহস্বরূপ সুতরাং লক্ষ্মীর থাকিবার স্থান এবং বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত অতএব অতিশয় শোভাধারণ করিয়াছে। তজ্জন্য পরম ভক্ত হনুমান উহা রাখিবার জন্য নিজ হৃদয়কে বিমল মন্দির করিয়াছেন। হে শরণ ! শোকহারিণ প্রভো ! তুলসীদাসও সর্ব্বদা উহাই প্রার্থনা করে। শরণ—রক্ষক।

॥ ৫২ ॥

॥ এই অধ্যায়ে দশাবতার বলিতেছেন ॥

কৌশলাধীশ জগদীশ জগদেকহিত অমিত গুণ
বিপুল বিস্তার লীলা।
গায়তি তব চরিত সুপবিত্র শ্রুতি শেষ শুক শম্ভু
সনকাদি মুনি মননশীল ॥

হে কোশলাধিপতে জগদীশ ! এই জগন্মধ্যে আপনি জীবের একমাত্র হিতকারী পুরুষ ও অপারিমিত গুণশালী এবং আপনার লীলা অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রুতি, শেষ, শুক, শম্ভু ও সনকাদি মননশীল মুনিগণ আপনার সুপবিত্র চরিত্র গান করেন।

বারিচর বপুষধর ভক্তনিস্তার পর ধরণি কৃতনাব
মহিমাতি গুর্ব্বী।
সকল যজ্ঞাংশময় উগ্রবিগ্রহ ক্রোড় মর্দ্দিদনুজেশ
উদ্ধরণ উর্ব্বী॥

ভক্তজনগণকে সংসারমুক্ত করাই বিশেষ প্রয়োজন। আপনি মৎস্য-দেহ ধারণ করিয়া কোন একটি নৌকাকে পৃথিবীতুল্য সর্ব্ববীজধারণক্ষম করিয়াছিলেন। অতএব আপনার মহিমা অতিশয় গরিষ্ঠ হইয়াছে। তাহার পর যজ্ঞময় আপনি উগ্রবপুঃ শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দনুজেশ হিরণ্যাক্ষকে দলন করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছেন।

দনুজেশ—দৈত্যপ্রধান।

কমঠ অতি বিকট তন কঠিন পৃষ্ঠোপরী ভ্রমত
মন্দির কণ্ডু ইব সুখ মুরারি।
প্রগট কৃত অমৃত যো ইন্দিরা ইন্দু বৃন্দারকা
বৃন্দ আনন্দকারী॥

দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে ব্যাপৃত হইলে অতি কর্ক্কশ কঠিন দেহ কচ্ছপমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃষ্ঠোপরি বিঘুর্ণিত মন্দর পর্ব্বতের ঘর্ষণকে গাত্রকণ্ডূয়নরূপ সুখানুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ মুরারি অমৃত, লক্ষ্মী ও চন্দ্রকে প্রকাশ করাইয়া দেববৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করাইয়াছিলেন।

মনুজ মুনি সিদ্ধ সুর নাগ ত্রাসক দুষ্ট দনুজ
দ্বিজ ধর্ম্ম মর্য্যাদ হর্ত্তা।
অতুল মৃগরাজ বপুধরিত বিদরিত অরি ভক্ত
প্রহ্লাদ আহ্লাদ কর্ত্তা॥

যাহার তুলনা হয় না এমন নরহরিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুজ, মুনি, সিদ্ধ, সুর ও নাগগণের ভীতিপ্রদ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম মর্য্যাদার অপহরণ-

কর্ত্তা হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার চতুষ্টয় সত্যযুগের।

ছলন বলি কপট বটুরূপ বামন ব্রহ্মভুবন-
পর্য্যন্ত পদতীনি করণং।
চরণনখনীর ত্রৈলোক্য পাবন পরম বিবুধ জননী
দুসহ শোক হরণং॥

বলিরাজাকে ছলনা করিবার জন্য মায়াবটুরূপ বামনাবতার হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহার শ্রীচরণস্থ নখরসংস্পৃষ্ট নীর ত্রৈলোক্যের পরম পাবন। এই প্রকারে তিনি বিবুধজননী অদিতি-মাতার দুঃসহ শোক হরণ করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়াধীশ করিনিকর বর কেশরী পরশুধর
বিপ্রসসি জলদরূপং।
বীসভুজদণ্ড দশশীশ খণ্ডন চণ্ডবেগ শায়ক
নৌমি রামভূপং॥

কোন সময় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদ্বেষী হইলে ব্রাহ্মণরূপ শুষ্কশস্য সম্বন্ধে জলদমেঘ স্বরূপ ও ক্ষত্রিয়াধিপতি করি সমূহের মহাসিংহ স্বরূপ, পরশুধারী ভৃগুরামরূপ অবতারের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর দাশরথি শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রচণ্ড বেগবান বাণদ্বারা বিংশতি ভুজদণ্ড সুশোভিত দশানন রাবণকে সবংশে ধ্বংস করেন। সেই রাম রাজাকে আমি স্তব করি। ত্রেতাযুগে এই বামন, পরশুরাম ও শ্রীর অবতার।

ভূমিভর ভার হর প্রগট পরমাত্মা ব্রহ্ম নররূপধর
ভক্ত হেতু।
বৃষ্ণিকুল কুমুদ রাকেশ রাধারমণ কংসবংশাটবী
ধূমকেতু।

জ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম, যোগীরা যাঁহাকে পরমাত্মা, ও ভক্তেরা যাঁহাকে ভগবান বলেন তিনিই ভক্তদিগের নিমিত্ত ভূভার হরণাভিপ্রায়ে প্রকাশ্যরূপে নরদেহধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি বৃষ্ণিকুল-কুমুদদিগের বন্ধু, চন্দ্র ও কংসবংশরূপ বনের ধূমকেতু অর্থাৎ অগ্নি, শ্রীরাধারমণ কৃষ্ণ। এখানে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের একাত্মরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রবল পাখণ্ড মহি মণ্ডলাকুল দিখি নিন্দকৃত
অখিল মখ কর্ম্মজালং।
শুদ্ধবোধৈক ঘনজ্ঞান গুণধাম অজ বুধ
অবতার বন্দে কৃপালং॥

যিনি অত্যন্ত বলবান পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন প্রায় দর্শন করিয়া জগতের সমস্ত কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। যিনি একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞান, গাঢ় জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বগুণাশ্রয়, অজ সেই দয়ালু বুদ্ধাবতারকে বন্দনা করি।

কাল কলি জনিত মল মলিনমন সর্ব নর মোহ
নিশি নিবিড় যবনান্ধকারং।
বিষ্ণুযশাপুত্র কল্কী দিবাকর উদিত দাস তুলসী
হরণ বিপতি ভারং॥

কলিকাল জন্য যে পাপ, তাহাদ্বারা সকলের মন মলিন এবং মোহ-রূপ নিশি যবনরূপ ম্লেচ্ছাদিতে নিবিড় হইলে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া তুলসীদাসের সর্ব্ব বিপত্তি ভার বহন করিতেছেন। সেই কল্কি দিবাকর রূপে উদয় হইয়াছেন।

॥ ৫৩ ॥

সকল সৌভাগ্যপ্রদ সর্ব্বতো ভদ্র নিধি সর্ব্ব
সর্ব্বেশ সর্ব্বাভিরামং।
সর্ব্ব হৃদি কঞ্জমকরন্দ মধুকর রুচিররূপ ভূপাল-
মণি নৌমি রামং॥

সকল সৌভাগ্য দাতা, সর্ব্বত্র মঙ্গলময়, সকলের আধার ও সকলের হৃদয়ে ভাল লাগে এমত সকলের হৃদ্ পদ্ম পুষ্প মধুর ভ্রমর অর্থাৎ সার গ্রাহী মনোহর রূপ বিশিষ্ট ভূপাল শিরোমণি শ্রীরাম-চন্দ্রকে স্তব করি।

সর্ব্ব সুখধাম গুণগ্রাম বিশ্রামপ্রদ নাম সর্ব্বাসপদ-
মতি পুনীতং।
নির্ম্মল শান্ত সুবিশুদ্ধ বোধায়তন ক্রোধ মদ-
হরণ করুণা নিকেতং॥

আমি তাঁহাকে বন্দনা করি, যিনি সর্ব্ব সুখের আশ্রয়, জীবের হৃদয়ে সদ্‌গুণ সমুহ প্রদান করেন এবং সর্ব্ব সাধনাশ্রয় ও যাঁহার নাম অতি পবিত্র, যিনি মায়াতীত, শান্ত, সুবিশুদ্ধ, জ্ঞানাশ্রয় ও করুণার নিকেতন অতএব ভক্তের ক্রোধ ও মাৎসর্য্যাদি হরণ করেন।

অজিত নিরুপাধি গোতীতমব্যক্ত বিভুমেক-
মনবদ্যমজমদ্বিতীয়ং।
প্রাকৃতং প্রগট পরমাত্মা পরমহিত প্রেরকানন্ত
বন্দে তুরীয়ং॥

যাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না যেহেতু মায়ারহিত অতএব ইন্দ্রিয়গণের অগোচর সুতরাং অব্যক্ত, ব্যাপক, এক, নির্দ্দূষণ, জন্মরহিত এবং দ্বিতীয় রহিত; অথচ মনুষ্যাদি মায়িক দেহ ধারণ করতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যিনি পরমাত্মা, পরহিত, সকলের চালক ও যাহার শেষ নাই সেই তুরীয় বস্তুকে আমি বন্দনা করি।

তুরীয়=পরব্রহ্ম।

ভূধরং সুন্দরং শ্রীবরং মদন মদ মথন সৌন্দর্য্য
সীমাতিরম্যম্।
দুষ্প্রাপ্য দুষ্প্রেক্ষ দুস্তর্ক্য দুষ্পার সংসারহর
সুলভ মৃদু ভাবগম্যম্॥

যিনি শেষ রূপে পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। সুন্দর শ্রীপতি, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সৌন্দর্য্যের সীমা স্বরূপ ও অত্যন্ত রমণীয়। অতি কষ্টেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না; ঐ প্রকার দুষ্প্রেক্ষ, দুস্তর্ক, দুষ্পার, অথচ তিনি জীবের সংসারবন্ধন নষ্ট করিয়াছেন, এবং কোমল সুসূক্ষ্ম ভক্তি প্রভৃতি ভাব দ্বারা প্রাপ্য।

সত্যকৃত সত্যরত সত্যব্রত সর্ব্বদাপুষ্ট সংতুষ্ট
সংকটহারী।
ধর্ম্ম বর্ম্মণি ব্রহ্ম কর্ম্ম বোধৈক দ্বিজপূজ্য ব্রহ্মণ্য
জনপ্রিয় মুরারী॥

যিনি স্বয়ং সত্যরূপ হইয়া সত্যের কর্ত্তা, সত্যে রমণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা নিত্য দেহে পুষ্ট, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও জীবের নরকাদি কষ্ট হরণ করেন। ধর্ম্মের বর্ম্ম অর্থাৎ রক্ষক, নিগু´ণ ব্রহ্মার প্রতিপাদক, উত্তর মীমাংসারূপ উপনিষদ্ এবং কর্ম্ম প্রতিপাদক ঋক, যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ী বেধে মুখ্য। তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজনীয় অথবা ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজনীয়। সেই মুরারি ব্রহ্মধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রিয়।

নিত্য নির্ম্মম নিত্যমুক্ত নির্ম্মাণ হরি জ্ঞানঘন
সচ্চিদানন্দ মূলং।
সর্ব´রক্ষক সর্ব´ভক্ষকাধ্যক্ষ কূটস্থ গূঢ়ার্চি
ভক্তানুকূলং॥

তিনি ক্ষয়োদয় রহিত একরস, মমতা রহিত, মায়া তাঁহার উপর বল প্রকাশ করিতে পারেন না, অতএব নিত্যমুক্ত; মৎস্যকূর্ম্মাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন অতএব মান রহিত, নিবিড় জ্ঞানস্বরূপ, হরি। তিনি সর্ব্বকালে থাকেন বলিয়া সৎ, তাঁহার সত্বায় ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ সকল আপন আপন কার্য্য করিতেছে অতএব তিনি চিৎ, তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া জীবগণ আনন্দ লাভ করিতেছে অতএব আনন্দ, এবং পূর্ব্বোক্ত সকলের কারণ বলিয়া মূল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের রক্ষক ও ভক্ষক, যে হেতু কূটস্থ অতএব সর্ব্বাধ্যক্ষ। তিনি নিজের তেজ গোপন করেন কিন্তু ভক্তের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল, ভক্তের নিকট তাঁহার কিছু গোপন নাই।

সিদ্ধ সাধক সাধ্য বাচ্য বাচক রূপ মন্ত্র জাপক জাপ্য
সৃষ্টি স্রষ্টা।
পরম কারণ কঞ্জনাভ জলদাভতনু সগুণ নিগু´ণ
সকল দৃশ্য দ্রষ্টা॥

সিদ্ধি-সাধনা দ্বারা যাহা সিদ্ধিলাভ করে, সাধক—যে সাধনা করে, সাধ্য—যাহা সাধনা করা হয়, এ সকলের তদ্রূপ বাচ্য ও তিনি বাচক ও তিনি, এই প্রকার মন্ত্র, জাপক, ও জাপ্য তিনি। এই অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব সৃষ্টিও তিনি, সৃষ্টি কর্ত্তাও তিনি। তিনি কারণব ও কারণ সেই পদ্মনাভ জলদাভতনু শ্রীরামচন্দ্র সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সকল দৃশ্যমান সংসারের চৈতন্য স্বরূপ।

ব্যোম ব্যাপক বিরজ ব্রহ্ম বরদেশ বৈকুণ্ঠ বামন
বিমল ব্রহ্মচারী।
সিদ্ধ বৃন্দারকাবৃন্দ বন্দতি সদা খণ্ডি পাখণ্ড নির্ম্মূল-
কারী॥

ব্যোম ও তিনি ব্যাপক ও তিনি, বিরজ ব্রহ্ম ও তিনি বরদেশ ও তিনি, একদিকে বৈকুণ্ঠ পুরুষ অন্য দিকে নির্ম্মল ব্রহ্মচারী বামন ও তিনি। সিদ্ধ ও দেববৃন্দ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বন্দিত এবং পাষণ্ড দলন করিয়া উহাদের নির্ম্মূল কর্ত্তা।

পূরণানন্দ সন্দোহ অপহরণ সম্মোহ অজ্ঞান গুণ
সন্নিপাতং।
বচন মন কর্ম্ম গত শরণ তুলসী দাস ত্রাস পাথোধি
ইব কুম্ভজাতং॥

অজ্ঞানের গুণ যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তাহাদিগের একত্র মিলন হইয়া যে শরীরাদি তাহাতে অহঙ্কার বুদ্ধি তাহা দ্বারা নিজের স্বরূপ ও ভগবানের স্বরূপ বিস্মরণ হওয়া তাহাই অজ্ঞান তিনি তাহার অপহরণ কর্ত্তা। এক্ষণে শ্রীতুলসীদাস নরকাদি ভয়স্থানরূপ সমুদ্রের নাশ করিবার জন্য কুম্ভজাত অগস্ত্যের ন্যায় বাক্য মন ও কর্ম্মের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

॥ ৫৪ ॥

দেব বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বেশ বিশ্বায়তন বিশ্বমরযাদ
ব্যালাদগামী।
ব্রহ্ম বরদেশ বাগীশ ব্যাপক বিমল বিপুল বলবান
নির্ব্বাণ স্বামী॥

আপনি বিশ্ব মধ্যে খ্যাতনামা দেবতা, বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বোৎপত্তি স্থান এবং এই বিশ্ব সংসারই আপনার মর্য্যাদা স্বরূপ হইয়াছে। হে গরুড় গামিন্! আপনি ব্রহ্ম, বরদেশ, বাক্‌পতি, ব্যাপক অথচ মায়ারহিত অত্যন্ত বলবান ও মোক্ষদাতা।

প্রকৃতি মহত্তত্ব শব্দাদিগুণ দেবতা ব্যোম
মরুদগ্নি অমলাম্বু উর্ব্বী।
বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রাণ চিত্তাত্মা কাল পরমাণু
চিচ্ছক্তি গুর্ব্বী॥

আপনি প্রধান মায়া, মহত্তত্ত্ব, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সত্ব রজঃ তমঃ ও দশ ইন্দ্রিয়ের দেবতা অর্থাৎ চক্ষুর দেবতা সূর্য্য, কর্ণের দিক, জিহ্বার বরুণ, ঘ্রাণের অশ্বিনীকুমার ও স্পর্শের বায়ু, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা। এই প্রকার বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর নির্ঋতি ও উপস্থের প্রজাপতি, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা। আপনি আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী। আপনি নিশ্চয়াত্মিকান্তঃ-করণবৃত্তি বুদ্ধি ও সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি মনঃ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি দশেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান সমান ব্যান উদান এই পঞ্চ এবং চিত্ত ও অহঙ্কার আপনি। পূর্ব্বে মন ও বুদ্ধি বলা হইয়াছে এক্ষণে চিত্ত ও অহঙ্কার বলিয়াছেন। এই চারিটী অন্তঃকরণবৃত্তি, ইহাদিগের ও দেবতা

আপনি। মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির হিরণ্যগর্ব্ভ, চিত্তের ভগবান বাসুদেব এবং অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র। এই প্রকার আপনি লব, নিমেষ পক্ষাদি কাল পরমাণু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্যশক্তি।

সর্ব্বমেবাত্র তদ্রূপ ভূপাল মণি ব্যক্তমব্যক্ত গত-
ভেদ বিষ্ণো।
ভুবন ভবদঙ্গ কামারি বন্দিত পদদ্বন্দ মন্দাকিনী
জনক জিষ্ণো।।

হে ভূপালমণি! পূর্ব্বোক্ত এ সমস্ত আপনার রূপ অতএব হে বিষ্ণো! কি ব্যক্ত কি অব্যক্ত সকলই আপনি কিন্তু ভেদরহিত, এই চতুর্দ্দশ ভুবন আপনার অঙ্গ, কামারী মহাদেব আপনার চরণযুগলের বন্দনা করেন। হে জয়শীল! মন্দাকিনী গঙ্গা আপনা হইতেই হইয়াছে।

আদি মধ্যান্ত ভগবন্ত ত্বং সর্ব্বগতমীশ পশ্যন্তি যে
ব্রহ্মবাদী।
যথা পটতন্তু ঘট মৃত্তিকা সর্পস্রগ দারু করি কনক
কটকাঙ্গদাদী।।

হে ঈশ! যাহারা বেদান্তবাগীশ তাহারা আপনাকে সর্ব্বত্র অবস্থিত ও সকলের আদিতে, সকলের মধ্যে এবং শেষে একমাত্র ভগবান আপনি অবস্থিত ইহাই দর্শন করে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে যেমন বস্ত্রে সূত্র, ঘটে মৃত্তিকা, পুষ্পের মালার মধ্যে সর্প, কাষ্ঠের হস্তী ও সুবর্ণের বালা তাড় প্রভৃতি। এস্থলে সূত্র, মৃত্তিকা, সর্প কাষ্ঠ ও সুবর্ণ যে প্রকার আদিতে ছিল মধ্যে আছে শেষেও থাকিবে তদ্রূপ।

গূঢ়গম্ভীর গর্ব্বঘ্ন গূঢ়ার্থবিত গুপ্ত গোতীত গুরু-
জ্ঞান জ্ঞাতা।
জ্ঞেয় জ্ঞানপ্রিয় প্রচুর গরিমাগার ঘোর সংসার প[illegible]-
পার দাতা॥

আপনি ব্যাপ্ত, দুর্ব্বোধ, গর্ব্বহারী, গূঢ়ার্থজ্ঞ, গুপ্ত, ইন্দ্রিয়াতীত ও অতিশয় গুরু এবং জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় হইলেও জ্ঞান আপনার প্রিয়। আপনি সমূহ শ্রেষ্ঠ গুণের আশ্রয় ও ঘোর সংসারের পরপার দাতা অর্থাৎ নাশক।

সত্যসঙ্কল্প অতিকল্প কল্পান্তকৃৎ কল্পনাতীত
অহিতল্পবাসী।
বনজ লোচন বনজনাভ বনদাভবপু বনচর ধ্বজ বেগ
কোটিলাবণ্য রাসী॥

আপনার অনিচ্ছায় কোন কর্ম্ম হয় না, দ্বিপরার্দ্ধাবসানে ব্রহ্মা গত হইলে যে মহাপ্রলয় হয় ও ব্রহ্মার দৈনন্দিন যে প্রলয় তাহা আপনিই করিয়া থাকেন। কোন কবি কল্পনা করিয়াও আপনার বর্ণনা করিতে পারে না অথচ আপনি সর্প শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। আপনি জলজ লোচন, পদ্মনাভ, আপনার দেহ নূতন জলদমেঘের ন্যায় আভাযুক্ত। জলচর মকর যাহার ধ্বজাতে এমত কোটি কন্দর্পের লাবণ্য রাশি আপনার দেহে বিরাজ করিতেছে।

সুকর দুষ্কর দুরারাধ্য দুর্ব্যসন হর দুর্গ দুর্দ্ধর্ষ দুর্গার্ত্তি
হর্ত্তা।
বেদগর্ভার্ভকাদভ্র গুণ গর্ব অর্বাক পর গর্ব নির্বাপ
হর্ত্তা॥

ভক্তের পক্ষে আপনি সুখলভ্য এবং বিমুখের পক্ষে দুর্লভ। আপনি দুরারাধ্য ও জীবের বিষয় ভোগবাসনা ও ক্লেশ হরণ করেন। বিচার করিয়াও কেহ আপনাতে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তিরস্কার করিতে অশক্ত। আপনি জীবের কঠিন পীড়া নষ্ট করিয়া থাকেন। বেদগর্ভ ব্রহ্মার অর্ভক সনক সনাতনাদি অতিশয় গুণ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে তাহাদিগের ঐ গর্ব্ব নষ্ট করিয়াছেন। আধুনিক

কোন ব্যক্তি যদি গর্ব্ব নির্ব্বাপণ করে তাহা নষ্ট করিয়া থাকেন। পুরাণে কথিত আছে কোন সময়ে সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ ব্রহ্মাকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে তৎকালে সৃজন ক্রিয়ায় ব্যস্ত মহা গুণান্বিত ব্রহ্মা সদুত্তর দিতে অক্ষম হইয়া মনে মনে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে শ্রীভগবান হংসাবতার হইয়া ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মার পুত্রগণ আমাদিগের মত আর কেহ জ্ঞানী নাই এই প্রকারে গর্ব্বিত ছিলেন ও হংসরূপী ভগবানকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কে ?" তখন শ্রীভগবান্ হংস বলিয়াছিলেন "তোমরা সকলে অতীব অজ্ঞ, কারণ চৈতন্য বস্তুতে দৃষ্টি রাখিয়া দেখ উহা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে। যদি ভূত দৃষ্টিতে দেখ তাহা হইলেও সকলে পাঞ্চভৌতিক বিকার তবে তুমি কে এই তোমাদিগের প্রশ্ন ভ্রমাত্মক ও অমূলক"। এই প্রকারে ভগবান তাঁহাদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন।

ভক্ত অনুকূল ভবশূল নির্ম্মূলকর তূল অধনাম পাবক
সমানং।
তরল তৃষ্ণা তমীতরণি ধরণী ধরণ শরণ ভয়হরণ
করুণানিধানং॥

আপনি ভক্তের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল, সংসাররূপ শূল ব্যাধিকে নির্ম্মূল করেন, এবং পাপরূপ তুলার সম্বন্ধে অগ্নিতুল্য। আপনি চঞ্চল বাসনারূপ রাত্রি সম্বন্ধে সূর্য্যস্বরূপ ও এই ধরণীকে ধারণ করেন। শরণাগতের সর্ব্ববিধ ভয় হরণ করেন ও দয়ার সমুদ্র।

বহুল বৃন্দারূ বৃন্দারকা বৃন্দ পদদ্বন্দ মন্দার
মালোরধারী।
পাহি মামীশ সন্তাপ সঙ্কুল সদা দাস তুলসী প্রণত
রাবণারী॥

বহুতর বন্দনার যোগ্য দেববৃন্দ আপনার পদযুগলে পতিত রহিয়াছেন এবং আপনি উরঃস্থলে মন্দার পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন। হে রাবণারে! এক্ষণে সংসার সন্তাপ সমুদ্রে সন্তাপিত তুলসীদাস দেববৃন্দের ন্যায় আপনার পদযুগলে সর্ব্বদা প্রণতঃ রহিয়াছে। হে ঈশ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

॥ ৫৫ ॥

দেবসন্ত সন্তাপহর বিশ্ব বিশ্রামকর রাম কামারি অভিরামকারী।
শুদ্ধ বোধায়তন সচ্চিদানন্দঘন সজ্জনানন্দ বর্দ্ধন খরারী ॥

হে দেব! আপনি সজ্জনদিগের সংসার সন্তাপাদি নষ্ট করিয়া থাকেন, হে বিশ্ব বিশ্রামকর রাম! আপনি কাম শত্রু মহাদেবের আনন্দ দাতা ও নির্ম্মল জ্ঞানের নিকেতন। হে খররাক্ষসারে! আপনি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধুদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শীলসমতা ভবন বিষমতা মতি শমন রাম রমারমণ রাবণারী।
খড়্গকর চর্ম্মবর বর্ম্মধর রুচির কটিতূণশর শক্তি সারঙ্গধারী ॥

যে স্বভাব ও সমতায় জগৎ বশীভূত হয়, আপনি সেই স্বভাব ও সমতার নিকেতন। হে রমারমণ রাম! আপনি বিষমা মতির উপসমন করেন। হে রাবণারে! এদিকে আবার ভক্তজন রক্ষার্থ করে খড়্গ ও চর্ম্মধারণ করিয়াছেন। আপনার কটিদেশ অতি মনোহর, আপনি বর্ম্ম তূন শর শক্তি সারঙ্গ ধনুর্ধারণ করিয়াছেন।

সত্য সন্ধান নির্ব্বাণপ্রদ সর্ব্বহিত সর্ব্ববিজ্ঞানগুণ-
জ্ঞানশালী।
সঘনতমঘোর সংসার ভার শর্ব্বরীনাম দিবসেশ খর
কিরণ মালী ॥

হে সত্যসঙ্কল্প মোক্ষদ জগদ্ধিত সর্ব্ববিজ্ঞানগুণজ্ঞানশালিন্! এই ভয়ানক সংসার মেঘাচ্ছন্নে গাঢ় অন্ধকারান্বিত রজনীতুল্য হইলেও আপনি সুতীক্ষ্ণ কিরণমালী দিনমণি তুল্য।

তপন তীক্ষ্ণ তরুণ তীব্র তাপঘ্ন তপরূপ তনভূপ
তমপর তপস্বী।
মান মদ মদন মৎসর মনোরথ মথন মোহ
অম্ভোধিমন্দর মনস্বী ॥

আপনি সুতীক্ষ্ণ তরুণ তপনের ন্যায় সংসারের তীব্রতাপ নষ্ট করেন। হে ভূপ! আপনি মায়াতীত, মূর্ত্তিমতি তপস্যা আপনার তনু, পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য চতুর্দ্দশবর্ষ যাবৎ জটাবল্কলাদি ধারণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তপস্বী। আপনি জীবের অনিষ্টকর মান মদ মদন মৎসর ও মনোরথ নষ্ট করেন এবং মোহসমুদ্র মন্থন করিবার মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় স্থীরমনা।

বেদবিখ্যাত বরদেশ বামন বিরজ বিমলবাগীশ
বৈকুণ্ঠস্বামী।
কামক্রোধাদি মর্দ্দন বিবর্দ্ধন ক্ষমা শান্তবিগ্রহ
বিহঙ্গরাজগামী ॥

আপনি বেদবিখ্যাত পুরুষ, বরদগণের শ্রেষ্ঠ, শ্রীবামনদেব ও মায়াতীত নির্ম্মল বাণীপতি ও বৈকুণ্ঠপতি। ভক্তের কামক্রোধাদি নষ্ট

করিয়াছেন, ক্ষমা গুণের বৃদ্ধি করেন, আপনার শান্তিমূর্ত্তি, আপনি পক্ষীরাজ গরুড়ের উপরে থাকিয়া গমন করেন।

পরম পাবন পাপ পুঞ্জমুঞ্জাটবী অনল ইব নিমিষ
নির্ম্মূল কর্ত্তা।
ভুবনভুষণ দূষনারি ভুবনেশ ভূনাথ শ্রুতিমাথ জয়
ভুবনভর্ত্তা ॥

হে পরম পাবন! আপনি পাপসমূহরূপ খড়িকাবনের সম্বন্ধে অগ্নিতুল্য, নিমিষকাল মধ্যে উহা নষ্ট করিয়া থাকেন। হে ভুবনভূষণ দূষানরে ভুবনেশ ভূনাথ! আপনি বেদের মস্তকস্বরূপ ও ভুবন সৃষ্টির কর্ত্তা, আপনি জয়যুক্ত হউন।

অমল অবিচল অকল সকলসন্তপ্ত কলিবিকলতা
ভঞ্জনান্দরাসী।
উরগনায়কশয়ন তরুণ পঙ্কজ নয়ন ক্ষীরসাগর
অয়ন সর্ব্বাসী ॥

আপনি মায়ারহিত অতএব স্থীর ও কলারহিত, যে সকল ভক্তবৃন্দ কলিকাল জন্য সন্তপ্ত তাহাদিগের বিকলতা ভঞ্জন করেন। আপনি আনন্দের রাশী স্বরূপ, সর্পরাজ আপনার শয্যা, তরুণ পদ্মের ন্যায় আপনার নয়ন যুগল, ক্ষীর সমুদ্রে থাকেন অথচ সর্ব্বত্র অবস্থিত।

সিদ্ধকবি কোবিদানন্দদায়ক পদদ্বন্দ মন্দাত্ম
মনুজৈর্দু রাপং।
যত্র সম্ভুত অতিপূতজল সুরসরী দর্শনাদেব
অপহরতি পাপং ॥

সিদ্ধকবি ও পণ্ডিতগণের আনন্দদায়ক, আপনার শ্রীচরণ যুগল যাহারা মন্দাত্মা মনুষ্য তাহাদিগের উহা দুষ্প্রাপ্য। যে চরণ যুগল হইতে অতি পবিত্রজল সুরনদী গঙ্গা সমুৎপন্ন হইয়াছে দর্শনমাত্রে তাহা জীবের পাপ নষ্ট করে।

নিত্য নির্ম্মুক্ত সংযুক্তগুণ নির্গুণানন্ত ভগবন্তনিয়ামক
নিয়ন্তা।
বিশ্বপোষণ ভরণ বিশ্বকারণ করণ শরণ তুলসীদাস
ত্রাস হন্তা॥

আপনি নিত্য নির্ম্মুক্ত গুণযুক্ত অথচ নির্গুণ, অনন্ত ব্রহ্মাদিরও প্রেরক ও নিয়মকর্ত্তা ভগবান। এই বিশ্বের পুষ্ট কর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা এবং সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন তুলসীদাসের সংসার ভয়হন্তা।

॥ ৫৬ ॥

দেব দনুজসূদম দয়াসিন্ধু দম্ভাপহন দহনদুর্দোষ
দুষ্পাপ হর্ত্তা।
দুষ্টতা দমন দমভবন দুঃখৌঘহর দুর্গদুর্ব্বাসনা
নাশ কর্ত্তা॥

হে দৈত্যদলন দেব দয়াসিন্ধো! আপনি ভক্তের দম্ভ নষ্ট করেন, দুর্দোষ দগ্ধ করেন ও দুষ্পাপ ব্রহ্মহত্যাদি হনন করেন। হে দয়াশ্রয়! এই প্রকার আপনি দুষ্টতার দমন করেন, দুঃখভোগ হরণ করেন, দুর্গ ও দুর্ব্বাসনা বিনাশ করিয়া থাকেন।

ভূরিভূষণ ভানুমন্ত ভগবন্ত ভব ভঞ্জনাভয়দ ভুবনেশ
ভারী।
ভাবনাতীত ভববন্দ্য ভবভক্তহিত ভূমি উদ্ধরণ
ভূধরণ ধারী॥

আপনি বহুতর ভূষণ ধারণ করেন, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও জীবের ভবভয় ভঞ্জন করেন। হে অভয়দ! আপনি ভুবনস্বামী ও তুলনা রহিত। আপনি অচিন্ত্য ও সংসারস্থ জীব কর্ত্তৃক বন্দ্য এবং তাহাদের হিতকর্ত্তা। আপনি অবতারে এই ভূমিকা উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ভূধরণ পর্ব্বতকে ধারণ করেন অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী।

**বরবদন বনদাভ বাগীশ বিশ্বায়তন বিরজ বৈকুণ্ঠ
মন্দিরবিহারী।
ব্যাপক ব্যোম বন্দারু বামন বিভো ব্রহ্মবিত ব্রহ্ম
চিন্তাপহারী॥**

হে বরানন জলদাভ বাগীশ বিশ্বাশ্রয়! আপনি নির্ম্মল বৈকুণ্ঠধামে নিজ মন্দিরে বিহার করেন। তথাপি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বন্দনার যোগ্য অথচ বামনাবতারে বলিকে ছলনা এবং জীবের চিন্তা অপনয়ন করেন।

**সহজ সুন্দর সুমুখ সুমন শুভ সর্ব্বদাশুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ
স্বচ্ছন্দচারী।
সর্ব্বজিত সর্ব্বভৃত সর্ব্বকৃত সর্ব্বহিত সত্যসঙ্কল্প
কল্পান্তকারী॥**

হে সহজাত সুন্দর! আপনার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা প্রসন্ন, মনও প্রসন্ন। আপনি মঙ্গলময় এবং সর্ব্বদাপবিত্র, সর্ব্ববিদ্ ও স্বতন্ত্র বিচরণশীল; আপনি সর্ব্বজিত সর্ব্বভৃত সর্ব্বকৃত্ ও সকলের হিতকর্ম্মে রত। আপনি সত্য-সংকল্প ও কল্পান্তকারী পুরুষ।

**নিত্য নির্ম্মোহ নির্গুণ নিরঞ্জন নিজানন্দ নির্ব্বাণ
দাতা।
নির্ভরানন্দ নিষ্কম্প নিস্সীম নির্ম্মুক্ত নিরুপাধি নির্ম্মম
বিধাতা॥**

আপনি সর্ব্বদা মোহরহিত, গুণাতীত, মায়াবিরহিত, নিজানন্দপূর্ণ ও স্বয়ং মুক্তি স্বরূপ হইয়া ভক্তদিগের মুক্তিদাতা। আপনি অতিশয় আনন্দরূপ, অচল, অসীম, মায়ামুক্তি অতএব নাম পর্য্যন্ত শুণ্য সুতরাং মমতারহিত।

মহামঙ্গলমূল মোদ মহিমায়তন মুগ্ধ মধুমথন মা দ
অমানী।
মদন মর্দ্দন মদাতীত মায়ারহিত মঞ্জু মানাথ
পাথোজপানী॥

আপনি মহামঙ্গলের মূলস্বরূপ, হর্ষ ও মহিমার আশ্রয়। মুগ্ধ মধু-দৈত্যকে মর্দ্দন করিয়াছেন, হে মধুসূদন! আপনি মত্ততাহীন যেহেতু মায়া বিরহিত, হে সুন্দর লক্ষ্মীপতে! আপনার করপল্লব জলজ পদ্ম স্বরূপ॥

কমললোচন কলাকোষ কোদণ্ডধর কোশলাধীশ
কল্যাণ রাশী।
যাতুধান প্রচুর মত্তকরি কেশরী ভক্তমন পুণ্য
অরণ্যবাসী॥

হে পদ্মনয়ন! সমস্ত কলাবিদ্যার আপনি ভাণ্ডার, কোদণ্ড নামক ধনুর্দ্ধারী, কোশলদেশের অধিশ্বর ও কল্যাণরাশীস্বরূপ। রাক্ষসসমূহ মত্ত হস্তীতুল্য, তদ্‌সম্বন্ধে আপনি সিংহ। সিংহ বনে বাস করে তজ্জন্য বলিতেছেন। আপনি স্বভাবতঃ ভক্তদিগের মনোরূপ পুণ্যারণ্যে বাস করেন।

অনঘ অদ্বৈত অনবদ্য অব্যক্ত অজ অমিত অবিকার
আনন্দসিন্ধো।
অচল অনিকেত অবিরল অনাময় অনারম্ভ
অম্ভোদনাদঘ্ন বন্ধো॥

আপনি অপাপ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপ্রকাশ্য, জন্মরহিত, পরিমাণ রহিত, বিকারহীন ও আনন্দের রসসমুদ্র। আপনি অচল, নিকেতনহীন, নিরন্তর একরূপস্বরূপ, রোগহীন, আরম্ভরহিত এবং মেঘনাদ সংহারক শ্রীলক্ষণজীর বন্ধু। নিকেতনহীন=সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আবাস তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন একটী গৃহ নাই সেইজন্য নির্দ্দিষ্ট কোন গৃহের প্রতি মমতা বা মায়া হীন।

দাসতুলসী স্বেদস্বিন্ন আপন্ন ইহ শোক সম্পন্ন
অতিশয় সভীতং।
প্রণতপালকরাম করুণাধাম পাহি মামুর্বিপতি
দুর্ব্বিনীতং ॥

এক্ষণে তুলসীদাস ইহসংসারে পতিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর যেহেতু শোক সম্পন্ন অতএব অতিশয় ভীত। হে প্রণতজন পালক দয়া নিকেতন রাম! বিনয়শূন্য আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

॥ ৫৭ ॥

দেব দেহি সতসঙ্গ নিজঅঙ্গ শ্রীরঙ্গ ভবভঙ্গ কারণ
শরণ শোকহারী।
যেতু ভবদংঘ্রি পল্লবসমাশ্রিত সদাভক্তিরত
বিগত সংশয় মুরারী ॥

এই অধ্যায়ে মহাত্মা তুলসীদাস ভগবৎ প্রাপ্তির প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। হে মুরারী! যাঁহারা আপনার শ্রীচরণপল্লবকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং আপনার ভক্তিতে সর্ব্বদা রত অতএব ছিন্ন-সংশয় হইয়াছেন সেই শোক হরণশীল সাধু সৎসঙ্গ আমাকে প্রদান করুন অর্থাৎ আমাকে উদ্ধার করুন।

অসুর সুর নাগ নর যক্ষ গন্ধর্ব্ব খগ রজনিচর সিদ্ধ
যে চাপি অন্যে।
সন্তসংসর্গ ত্রয়বর্গ পর পরমপদ প্রাপ্য নিষ্প্রাপ্য
গতি ত্বয়ি প্রসন্নে॥

অসুর, সুর, সর্প, নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিদ্ধ এবং ইহা ভিন্ন অন্য জীবগণ একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা ত্রিবর্গের পর মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ গতি সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য সাধন দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন তবে কৃপা কটাক্ষ দ্বারা সাধুসঙ্গ করাইয়া দেন। তখন ভক্তি জ্ঞানাদি আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং জীবও কৃতার্থ হয়।

বৃত্র বলি বাণ প্রহ্লাদ ময় ব্যাধ গজ গৃদ্ধ দ্বিজবন্ধু
নিজ ধর্ম্মত্যাগী।
সাধুপদ সলিল নির্ধূত কল্মষসকল স্বপচ যবনাদি
কৈবল্যভাগী॥

বৃত্রাসুর, বলিরাজা, বাণাসুর, প্রহ্লাদ, ময়দানব, ব্যাধ, গজ, গৃদ্ধ ও নিজ ধর্ম্মত্যাগী দ্বিজবন্ধু অজামিল ইহারা সকলে এবং চণ্ডাল ও যবনাদি অনেকে শ্রীসাধু চরণামৃত দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন।

শান্ত নিরপেক্ষ নির্ম্মম নিরাময় অগুণ শব্দ ব্রহ্মৈক
পরব্রহ্ম জ্ঞানী।
দক্ষ সমদৃক স্বদৃক বিগত অতি স্বপরমতি
পরমরতি বিরতি তব চক্রপাণী॥

এক্ষণে সাধু কে তাহা বলিতেছেন। যাহার হৃদয় সঙ্কল্পবিকল্প-রহিত, যাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বাসনা নাই, যিনি পুত্রদ্বারা

গৃহাদিতে এমন কি দেহে পর্য্যন্ত মমতাশূন্য, যিনি কামক্রোধাদিরূপ রোগ-রহিত ও তামসাদি গুণশূন্য, যাহার শব্দব্রহ্ম বেদে ও পরব্রহ্মে জ্ঞান আছে। দক্ষ ভগবৎ সম্বন্ধি বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে সম সমদৃক অর্থাৎ সর্ব্বত্রে ঈশ্বর দৃষ্টি, স্বদৃক অর্থাৎ নিজস্বরূপ দর্শন। যাহার আমি ও আমার হইতে ভিন্ন ইত্যাকার বুদ্ধি অত্যন্তরূপে বিগত হইয়াছে। হে চক্রপাণি! আপনাতে যাহার পরমারতি সুতরাং সংসারে বিরতি অতএব "হে প্রভো আমি তোমার" এই বলিয়া যিনি অবস্থান করেন তিনিই সাধু।

বিশ্বউপকার হিতব্যগ্রচিত সর্ব্বদাত্যক্তমদমন্যু
কৃতপুণ্যরাশী।
যত্র তিষ্ঠন্তি তত্রৈব অজশর্ব্বহরিসহিত গচ্ছন্তি
ক্ষীরাব্ধিবাসী॥

বিশ্বস্থ জীবের উপকারে রত অতএব সর্ব্বসময়ে তাহাদিগের হিতানুষ্ঠানে ব্যগ্রচিত্ত। যেহেতু দম্ভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব ভূরি ভূরি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই পূজ্যপাদ সাধুগণ যেস্থানে অবস্থান করেন, সেইস্থানে হরিহর ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্ষীর সমুদ্রবাসী সিদ্ধ ভক্তগণ আগমন করেন।

বেদপয়সিন্ধু সুবিচারমন্দর মহা অখিলমুনিবৃন্দ
নির্ম্মথন কর্ত্তা।
সারসৎসঙ্গমুদ্ধৃত্য ইতি নিশ্চিতং বদত শ্রীকৃষ্ণ
বৈদর্ভিভর্ত্তা॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তাবৎ মহামুনিগণ সুবিচাররূপ মন্দর পর্ব্বত দ্বারা বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া সৎসঙ্গরূপ সার নবনীত উদ্ধার করিয়াছেন, এই কথা রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন।

শোকসন্দেহ ভয়হর্ষ তম তর্ষগণ সাধুসদ্‌যুক্তি
বিচ্ছেদকারী।
যথা রঘুনাথসায়ক নিশাচর চমু নিচয় নির্দ্দলন
পটু বেগভারী॥

সাধু সদ্‌যুক্তি সিদ্ধান্ত জীবের অনিষ্টকর জন্ম মরণাদি শোক, এই কর্ম্মদ্বারা আমার ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে কিনা ইত্যাদি সন্দেহ, যম যন্ত্রণাদির ভয়, বিষয়ে মন-সংযোগ জন্য ক্ষণিক সুখ, নিজ স্বরূপ বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান ও বিষয় তৃষ্ণাতুর বাসনা সমূহকে অতি শীঘ্র নষ্ট করিয়া থাকে। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের বাণ অতিবেগবান রাক্ষস সেনা সমূহকে অতি শীঘ্র বিনাশ করিতে পটু ছিল।

যত্রকুত্রাপি মম জন্ম নিজকর্ম্মবশ ভ্রমতজগযোনি
সঙ্কট অনেকং।
তত্র ত্বতভক্তি সজ্জন সমাগম সদাভবতু
মে রাম বিশ্রামমেকং॥

এই জগৎ মধ্যে নিজকৃত কর্ম্মের বশীভূত হইয়া অনেকানেক সঙ্কট যোনী পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার যে কোন যোনীতে জন্ম হউক না কেন, যেন সেখানে প্রভু আপনাতে ভক্তি ও সর্ব্বদা সাধু সমাগম হয়। কারণ উহাই একমাত্র রামাধারে বিশ্রাম করিবার উপায়।

প্রবল ভবজনিত ত্রৈব্যাধি ভেষজভক্তি ভক্ত
ভৈষজ্যমদ্বৈত দরসী।
সন্ত ভগবন্ত অন্তর নিরন্তর নহীং কিমপি
মতিমলিন কহ দাস তুলসী।

এই প্রবল সংসার হইতে উৎপন্ন ত্রৈব্যাধি অর্থাৎ ত্রিতাপ যথা আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। দৈবকৃত শীতোষ্ণাদি, ভূতকৃত সর্পব্যাঘ্রাদি ও দেহাধিকারে নানারোগাদি। হে প্রভো! ইহার একমাত্র ঔষধ ভক্তি। কারণ যখন আপনাতে ভক্তি হয় তখন জীবের দেহাভিমান থাকে না। সুতরাং দৈবকৃত শীতোষ্ণাদি অনুভব হয় না। এই প্রকার ভক্তি প্রভাবে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দৃষ্টি হয়। তখন ভূতকৃত অর্থাৎ সর্প ও ব্যাঘ্রাদির ভয় থাকে না। তথা ভক্তি হইলে ঐ জীব সর্ব্বদা সংযম ও নিয়মাদি করিতে থাকে। অতএব তাহার দেহকে কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে না। এইরূপে ভক্তি ত্রিতাপ জ্বালার মহৌষধ হইয়াছে। এক্ষণে এই ভক্তি ঔষধ কাহার শরীরে কি অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে এমত সদ্বৈদ্যের আবশ্যক। তজ্জন্য বলিতেছেন ভক্ত অর্থাৎ সাধুই সদ্বৈদ্য হইয়াছেন। যে হেতু তিনি অদ্বৈতব্যক্ত দর্শনশীল অর্থাৎ তাঁহার স্বগত ও পরগত কিছুমাত্র ভেদ নাই। অতএব নিজের মত করিয়া চিকিৎসা করেন। অপিচ ভগবানে ও সাধুতে নিরন্তর কিছুমাত্র ভেদ নাই। মলিন মতি তুলসীদাস বলিতেছেন।

॥ ৫৮ ॥

দেব দেহি অবলম্ব করকমল কমলারমণ দমন
দুখশমন সন্তাপভারী।
অজ্ঞান রাকেশ গ্রাসন বিধুন্তুদ গর্ব্বকামকরি
মত্ত হরি দূষণারি॥

হে দেব! আমি নিরাশ্রয় হইয়া ভবসমুদ্রে ভাসমান। হে কমলারমণ! আপনি কর কমল অর্পন করুন, উহা অবলম্বন করিয়া পারে গমন করি। হে দুঃখদমন! হে অতি সন্তাপশমন! অজ্ঞানরূপ রাকেশ চন্দ্রকে গ্রাস করিবার আপনি বিধুন্তুদ রাহুস্বরূপ এবং গর্ব্ব ও কামরূপ মত্তহস্তীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আপনি সিংহ স্বরূপ হইয়াছেন।

বপুষব্রহ্মাণ্ড সুপ্রবৃত্তি লঙ্কা দুর্গরচিত
মন দনুজময়রূপধারী।
বিবিধ কোশৌধ অতি রুচির মন্দিরনিকর
সত্বগুণ প্রমুখ ত্রয়কটককারী॥

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে, এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও সেই উপাদানে নির্ম্মিত অতএব ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, বর্ষ, নদ, নদী, বন, উপবন, দ্বীপ, উপদ্বীপ যাহা আছে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্ররূপে তাহা সকলই আছে এক্ষণে দেহ মধ্যে যে লঙ্কাদ্বীপ আছে তাহাই রূপক করিয়া দেখাইতেছে। এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডে বিষয় মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় প্রবৃত্তি অর্থাৎ ইহাই লঙ্কা নামে অজেয় স্থান। ময়দানব লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এই দেহস্থ লঙ্কা নির্ম্মাণ করিতে মন ময়দানবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। লঙ্কামধ্যে অনেকানেক সুন্দর গৃহ আছে। এখানেও অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ প্রভৃতি অতি মনোরম নানা প্রকার মন্দির আছে; এবং সত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় হইতে নানা মনোরথ উঠিতেছে। উহারাই কেহ সেনা কেহ বা সেনাপতি। এই প্রকারে গুণানুসারে জন্মিয়া সহস্র সহস্র কটক বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুনপ অভিমানসাগর ভয়ঙ্কর ঘোরবিপুল
অবগাহ দুস্তর অপারং।
নক্ররাগাদিসঙ্কুল মনোরথ সকলসঙ্গ
সংকল্পবীচী বিকারং॥

শরীরের চৈতন্য নাই কারণ মরিয়া গেলে উহাতে ব্যভিচার দেখা যায়। অতএব কুনপ অর্থাৎ শবতুল্য হইলেও দেহেতে যে অভিমান তাহাই

ভয়ঙ্কর ঘোর সমুদ্র। উহা অতি বিস্তৃত এবং কাছে নহে, অর্থাৎ উহাতে ডুবিয়া থাকা যায় না, এবং দুস্তর ও অপার। বিষয়ে যে অনুরাগ উহাই সমুদ্রে সঙ্কল্প বিকল্প রূপ নানা তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। এই প্রকার অভিমান সমুদ্র লঙ্কা দুর্গের পরিখা হইয়াছে।

মোহদশমৌলি তদভ্রাত অহঙ্কার পাকারিজিত
কাম বিশ্রামহারী।
লোভ অতিকায় মৎসর মহোদর দুষ্ট ক্রোধ
পাপিষ্ঠ বিবুধান্তকারী॥

যাহা দ্বারা নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইতে হয় সেই মোহই লঙ্কামধ্যে দশস্কন্ধ রাবণ। বস্তু বিস্মৃতির পরক্ষণেই অহং পৃথক ইত্যাদি যে অহঙ্কার হয় তাহাই রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। ঋষিদিগেরও আত্মবিশ্রাম নষ্ট করে এমত কামরুপি মেঘনাদ। লোভ অতিকায় রাক্ষস, মৎসর দোষ মহোদর রাক্ষস এবং ক্রোধ পাপিষ্ঠ দেবান্তক রাক্ষস।

দ্বেষদুর্ম্মুখ দম্ভখর অকম্পান কপট দর্পমনুজাদ
মদশূলপাণী।
অমিতবল পরম দুর্জ্জয় নিশাচরনিকর সহিত
ষড়বর্গ গো যাতুধানী॥

দ্বেষদুর্ম্মুখ, দম্ভখর, কপট অকম্পন, দর্পমনুজাদ রাক্ষস ও মদশূলপানী রাক্ষস। ইহারা অপরিমিত বলশালী ও অতি দুর্জ্জয়। ষড়বর্গ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য এই সকল নিশাচরের সহিত যে সকল গো অথাৎ ইন্দ্রিয় রমণ করে সে তাহার স্ত্রী রাক্ষসী।

জীবভবদঙ্ঘ্রি সেবক বিভীষণ বসতমধ্য
দুষ্টাটবীগ্রসিত চিন্তা।
নিয়ম যম সকল সুরলোক লোকেশ লঙ্কেশ
বশ নাথ অত্যন্তভীতা॥

হে নাথ ! আপনার শ্রীচরণসেবক জীবরূপ বিভীষণও দুষ্ট রাবণাদি রূপ অটবীমধ্যে কেমন করিয়া বাহির হইব এইরূপ চিন্তা কর্ত্তৃকগ্রস্ত হইয়া বাস করিতেছে ; এবং যম নিয়মাদি সাধনোপায় সকল দেবলোক কেহ বা দিকপাল ইহারা লঙ্কেশ রাবণের বশীভূত হইয়া ভীত।

জ্ঞান অবধেশ গৃহগেহনী ভক্তিশুভ তত্র
অবতার ভূভারহরতা।
ভক্ত সঙ্কষ্ট অবলোকপিতুবাক্য কৃতগমনকিয়
গহন বৈদিহিভরতা।

অনুভব রূপ সিদ্ধজ্ঞান অযোধ্যাধিপতি মহারাজা শ্রীদশরথ। তাঁহার গৃহগেহনি মঙ্গলময়ী কৌশল্যা। এই উভয়যোগে ভূভার হর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। ভাবার্থ এই যে জ্ঞান এবং ভক্তি পরস্পর বিরোধি হইলেও যেখানে উভয়ের সমাধান সেই স্থানেই শ্রীভগবানের প্রকাশ। পরন্তু শ্রীবৈদেহিভর্ত্তা ভক্তজনের অত্যন্ত কষ্ট অবলোকন করিয়া পিতৃবাক্য প্রতিপালনার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন।

কৈবল্যসাধন অখিলভালুমর্কট বিপুল জ্ঞান
সুগ্রীবকৃতজলধিসেতু।
প্রবলবৈরাগ্যদারুণ প্রভঞ্জন তনয়বিষয়বন
ভবনমিব ধূমকেতু॥

কৈবল্যসাধন, ক্ষমা, করুণা ; বিবেকাদি ভল্লুক ও মর্কটগণ এবং বিপুল-শাস্ত্রজ্ঞান সুগ্রীব। যত যত মুক্তির সাধন ক্ষমা ও করুণাদি আছে তাহার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অতএব সুগ্রীব উহাদিগের রাজা। ইহাদিগের দ্বারা সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় করিয়াছিলেন। যাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য

তুচ্ছজ্ঞান হয় সেই প্রবল বৈরাগ্য প্রভঞ্জন পুত্র হনুমান। ইনি রূপ-রসাদি বিষয়রূপ অশোকবনের ও লঙ্কাস্থিত গৃহ সমূহের সম্বন্ধে ধূমকেতু অর্থাৎ অগ্নিতুল্য।

দুষ্টঃদনুজেশ নির্ব্বংশকৃতদাসহিত বিশ্বদুঃখহরণ
বোধৈকরাসী।
অনুজনিজজানকীসহিত হরি সর্ব্বদা দাসতুলসী-
হৃদয়কমলবাসী॥

একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র দুষ্ট দনুজেশ রাবণকে নির্ব্বংশ করিয়া দাস বিভীষণের মঙ্গল করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিশ্বস্থিত সমস্ত ভক্তের মঙ্গল করেন। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে শ্রীভগবানের দুই প্রকার অবতার, তিনি সগুণাবতারে বাহ্যে রাবণাদি বিনাশ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও আনন্দাদি প্রদান করেন। আবার অন্তরে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রকাশ হইয়া মোহদিগকে বিনাশ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ও আনন্দাদি প্রদান করেন। রামায়ণ গ্রন্থে যে প্রকার মর্কট সঞ্চয় হইতে রাবণ বধাদি বর্ণিত হইয়াছে এই অধ্যায়ে অন্তঃশরীরে সেই প্রকার শাস্ত্রের জন্য সাধনজ্ঞান দ্বারা শরীরাভিমান হইতে উত্তীর্ণের উপায়, তাহার পরে প্রবল বৈরাগ্য ও তদ্দারা রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ শব্দাদি বিষয় দগ্ধ। পশ্চাৎ ভক্তি ও জ্ঞানের একত্র সমাবেশ। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল জ্ঞানরাশির উপায় তৎক্ষণাৎ মোহাদি নাশ ও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া পূর্ণানন্দ লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াঙ্গের অর্থ নিজ অনুজ ও জানকীর সহিত হরি যেন তুলসীদাসের হৃদয়কমলে বাস করেন।

॥ ৫৭ ॥

দেবদীন উদ্ধরণ রঘুবর্য্য করুণাভবন শমনসন্তাপ
পাপৌঘহারী।
বিমলবিজ্ঞানবিগ্রহ অনুগ্রহরূপ ভূপবর
বিবুধ নর্ম্মদ খরারী॥

হে দীন উদ্ধারণ দেব ! আমি অর্থতঃ ও জ্ঞানতঃ দীনভাবাপন্ন, এক্ষণে সংসারে পতিত হইয়াছি। আপনি রঘুরাজ কুলের শ্রেষ্ঠ ও দয়ার আশ্রয়, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি জীবের সন্তাপ উপশমন করিয়া থাকেন। আপনি থাকিতে আমি কেন সংসারের তাপে তাপিত হইব। যদি বলেন তুমি পাপী। তজ্জন্য বলিতেছেন—স্বভাবতঃ আপনি জীবের পাপ হরণ করিয়া থাকেন, কারণ আপনার উদয় মাত্র পাপ থাকিতে পারে না। আপনি যে নির্ম্মল বিজ্ঞানঘন মূর্ত্তি। হে খরারে ! আপনাকে ধ্যানে দেখিলে যেন বোধ হয় সাক্ষাৎ অনুগ্রহ যেন ভূপতিবর হইয়া বিবুধগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন।

সংসারকান্তার অতিঘোর গম্ভীর ঘন গহনতরু
কর্ম্মসঙ্কুল মুরারী।
বাসনাবল্লী খর কণ্টকাকুল বিপুলনিবিড়বিটপাটবী
কঠিনভারী॥

যে স্থানের পথ অতি দুর্গম তাহাকে কান্তার বলে। এক্ষণে সংসারকে কান্তাররূপে রূপক করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। লোক যেমন কান্তারে পড়িয়া বাহির হইবার পথ পায় না, আমিও এই সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই প্রকার হইয়াছি। হে মুরারে ! কান্তার যেমন অতি ভয়ানক স্তব্ধ ঘন বনবৃক্ষে ব্যাপ্ত থাকে সংসারও তদ্রূপ শুভ অশুভ কর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত। কান্তার যেমন সুতীক্ষ্ণ কণ্টক দ্বারা ও বৃহৎ ঘন বৃক্ষের বন দ্বারা ভারি কঠিন, সংসারও ঐরূপ বাসনা দ্বারা অতি কঠিন।

বিবিধচিতবৃত্তিখগনিকর সেনোলূককাকবকগৃদ্ধ
আমিষআহারা।
অখিলখলনিপুণ ছলছিদ্রনিরখত সদা জীবজন
পথিকমনখেদকারী॥

যথা কান্তার মধ্যে মৎস্যমাংসাহারী বাজ পেচক কাক বক গৃদ্ধ প্রভৃতি পক্ষিকুল বাস করে, সংসার মধ্যে তদ্রূপ নানা প্রকার পরস্ত্রী পরদ্রব্যাদি হরণরূপ ইচ্ছাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন কান্তার মধ্যে ছল করিতে নিপুণ এরূপ খলগণ পরছিদ্র নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা পথিক জীবগণের মনে দুঃখ দেয়, তদ্রূপ সংসার মধ্যে খলতাও পরছিদ্র অন্বেষণ করিয়া সর্ব্বদা জীবের সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত রহিয়াছে।

**ক্রোধকরি মনমৃগরাজ কন্দর্প মদদর্প বৃকভালু
অতিউগ্রকর্ম্মা।
মহিষমৎসরক্রুর লোভশূকররূপ ফেরুছল
দম্ভ মার্জ্জারধর্ম্মা॥**

এই প্রকার সংসার মধ্যে ক্রোধই উন্মত হস্তীতুল্য, বিচার করিবার ক্ষমতারহিত; কাম সিংহস্বরূপ সকল গুণ নাশকারী; মদ ঐশ্বর্য্যাদিহীন জীবের দুঃখদাতা বৃকস্বরূপ এবং দর্প ভল্লুকস্বরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে। পরের ভাল অসহন করা মৎসর দোষ বন্য মহিষ তুল্য ক্রুর। লোভ শূকরতুল্য নিষিদ্ধ ভোজনকারী, ছল শৃগালতুল্য, এবং দম্ভ মার্জ্জারধর্ম্মা অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিয়া অসাক্ষাতে হরণ করে।

**কপটমর্কটবিকট ব্যাঘ্র পাষণ্ডমুখ দুখদ মৃগবাত
উৎপাতকর্ত্তা।
হৃদয় অবলোকি যহশোক শরণাগতং পাহি মাং
পাহি ভো বিশ্বভর্ত্তা॥**

কপট বিকট মর্কটস্বরূপ, পাষণ্ডমুখ ব্যাঘ্র অর্থাৎ ব্যাঘ্রের মুখে পতিত হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। যদি দূর হইতে পলায়ন করে তবেই ভাল নচেৎ পাষণ্ডের নিকট আসিলেই সর্ব্বনাশ। উৎপাৎকারী লোক বাতমৃগের স্বরূপ অর্থাৎ বাতমৃগ যেমন অনিষ্ট করিয়া বায়ুর অগ্রে ধাবিত হয় তাহার মত। ভোঃ বিশ্বধারণ কর্ত্তা! এই সকল অবলোকন করিয়া আমি শোকগ্রস্ত, অতএব আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমার হৃদয় অবলোকন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

প্রবল অহঙ্কার দুর্ঘট মহিধর মহামোহগিরীগুহা
নিবিড়ান্ধকারং।
চিত্ত বেতাল মনুজাদ মন প্রেতগণ রোগ ভোগৌঘ
বৃশ্চিকবিকারং॥

কান্তার মধ্যে স্থানে স্থানে পর্ব্বত থাকে অতএব প্রবল অহঙ্কার যাহা হইতে পারে না এমত পর্ব্বত এই সংসার কান্তারে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতে আবার মহামোহ নামে গিরিগুহা সে আবার নিবিড় অন্ধকারময়। ঐ গুহায় চিত্তবেতাল, মনরূপ রাক্ষস, রোগসমূহ প্রেতগণ ও ভোগসকল ঐ নামে বৃশ্চিকের মত রহিয়াছে।

বিষয়সুখ লালসা দংশ মশকাদি খলঝিল্লি রূপাদি
সবসর্পস্বামী।
তত্র আক্ষিপ্ত তব বিষম মায়া নাথ অন্ধ মেং
মন্দ ব্যালাদগামী॥

উহাতে আবার বিষয়ভোগ জন্য সুখের লালসা, ডাঁশ ও মশক প্রভৃতি। খলজনেরা ঝিঁঝি পোকার মত রব করিয়া কর্ণ বধির করিয়াছে। রূপরসাদি সকল অজগর সর্প বাস করিতেছে। হে নাথ! তাহাতে আবার আপনি আপনার বিষয়মায়া ক্ষেপন পূর্ব্বক বিছাইয়া দিয়াছেন। হে গড়ুরগামিন! আমি আধিব্যাধি কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও অন্ধরূপে পূর্ব্বোক্ত সংসার কান্তারে পতিত রহিয়াছি। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুটী চক্ষু। যিনি ইহার একটী জানেন না তিনি কাণা আর যিনি দুটী জানেন না তিনি অন্ধ।

ঘোর অবগাহ ভব আপগা পাপজলপূর দুষ্প্রেক্ষ
দুস্তর অপারা।
মকরষড়বর্গ গোনক্র চক্রাকুলাকুল শুভাশুভ
দুখতীব্র ধারা॥

হে দেব! আমি ভবনদীতে পতিত রহিয়াছি। ইহার অবগাহ অতলস্পর্শ। ইহাতে ডুবু ডুবু হইয়াছি। এ নদী পাপ জলে পূর্ণা, দুস্প্রেক্ষ দুস্তরা ও অপার। ইহাতে কাম ক্রোধাদি ষড়বর্গ সকল মকর স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণ কুম্ভীর ও কচ্ছপকুল ব্যাপ্ত। অপিচ শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য গতাগতরূপ তীব্র দুঃখ ইহার স্রোত।

সকলসংঘট্ট পোচশোচবস সর্ব্বদা দাস তুলসী
বিষম গহনগ্রস্তং ॥
ত্রাহি রঘুবংশ ভূষণ কৃপাকর কঠিনকাল বিকরাল
কলিত্রাসত্রস্তং ॥

হে দেব! এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সকলই ঘটিয়াছে। তুলসী দাস শোকের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা বিষম জটীল সংসার কর্ত্তৃক গ্রস্ত। এই কলিকাল অতি কঠিন কাল, কারণ একালে যজ্ঞীয় বস্তু কিছু মিলে না। পূজা কি জপ করিবার স্থানাভাব, উহার উপকরণেরও অভাব, মনস্থিরও হয় না। অতএব হে রঘুবংশভূষণ! দয়া করুন, কলিভয় ভীত আমাকে রক্ষা করুন।

॥ ৬০ ॥

দেব নৌমি নারায়ণং নরং করুণায়নং
ধ্যানপারায়ণং জ্ঞানমূলং।
অখিল সংসার উপকার কারণ সদয়হৃদয়
তপনিরত প্রণতানুকূলং ॥

আমি নরনারায়ণ দেবকে স্তব করি, কিন্তু সেই করুণা নিধান হরি ধ্যানের পারে অবস্থান করেন, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর ও জ্ঞানোৎপত্তির কারণ অতএব তাঁহাকে স্তব করা সম্ভবে না। তথাপি তিনি এই অখিল সংসারের মঙ্গলের নিমিত্ত সদয় হৃদয়। এবং নিরন্তর তপস্যারত প্রণত ভক্তের প্রতি তিনি সর্ব্বদা অনুকূল।

শ্যাম নবতামরস দামদ্যুতি বপুষছবি কোটীমদনার্ক
অগণিত প্রকাশং।
তরণ রমণীয় রাজীব লোচন ললিতবদন
রাকেশ কর নিকর হাসং॥

শ্যামবর্ণ নূতন বিকশিত পদ্মপত্রের প্রভার ন্যায় দেহকান্তি, কোটী মদন এবং অগণিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অতি রমণীয় তরুণ পদ্মের ন্যায় নয়নযুগল দ্বারা বদন মণ্ডল সুললিত হইয়াছে। তাহাতে চন্দ্র-কিরণনিকর সদৃশ ঝলমলয়মান হাস্য।

সকল সৌন্দর্য্য নিধি বিপুল গুণধাম বিধি
বেদবুধ শম্ভু সেবিত অমানং।
অরুণপদকঞ্জ মকরন্দমন্দাকিনী মধুপমুনিবৃন্দ
কুর্ব্বন্তিপানং॥

সমস্ত সৌন্দর্য্যের সাগর, বিশিষ্ট গুণগণের আগার, বেদ, বুধ, বিধি ও শম্ভু কর্তৃক সেবিত এবং স্বয়ং অমানি। রক্তবর্ণপদকমলের মধু হইয়াছে মন্দাকিনী গঙ্গা। মুনিবৃন্দ ভ্রমরস্বরূপ হইয়া পদ কমলের চতুর্দ্দিকে নত মস্তক হইয়া উহা পান করিতেছেন।

শক্রপ্রেরিত ঘোরমারমদভঙ্গকৃত ক্রোধগত
বোধরত ব্রহ্মচারী।
মারকণ্ডেয় মুনিবর্য্যহিত কৌতুকী বিনহিং কল্পান্ত
প্রভু প্রলয়কারী॥

শ্রীভগবান নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মারাম রূপে উপবিষ্ট হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মহিমা না জানিয়া মনে করিয়াছিলেন ইনি ঘোর তপস্যা করিয়া আমার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিবেন।

অতএব মলয়ানিল বসন্ত ও অপ্সরাগণের সহিত কন্দর্পকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ভগবান সেই ঘোর মদনের মদ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি গতক্রোধ ছিলেন অতএব অপরাধির প্রতি ক্রোধ না করিয়া প্রত্যুত বলিয়াছিলেন—ওহে তোমাদিগের স্বর্গে উত্তমা স্ত্রী নাই। আমার দাসীজনের মধ্যে এই উর্ব্বসীকে লইয়া যাও। ইনি তোমাদিগের স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইবেন।· কোন সময়ে ভগবান শ্রীনারায়ণ মার্কণ্ডেয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য আগমন করিলে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন প্রভু আমি আপনার মায়া দর্শন করিব। এই সময় কল্পান্তকাল না হইলেও মহাপ্রলয় দেখাইয়াছিলেন।

পুণ্যবনশৈলসরি বদ্রিকাশ্রম সদাসীন পদ্মাসনং
একরূপং।
সিদ্ধযোগীন্দ্র বৃন্দারক.নন্দপ্রদ ভদ্রদায়ক দরশ
অতি অনুপং॥

সেই বদ্রিকাশ্রমে কত কত পুণ্য বন পর্ব্বত ও নদী আছে। তথায় একরূপ পদ্মাসন করিয়া সর্ব্বদা বসিয়া আছেন। তিনি সিদ্ধগণের, যোগীন্দ্রগণের ও দেবগণের আনন্দদায়ক এবং তাঁহার দর্শন জীবের কল্যাণদায়ক ও তিনি উপমা রহিত।

মানমনভঙ্গ চিতভঙ্গ মদ ক্রোধলোভাদি পর্ব্বত
দুর্গ ভুবন কর্ত্তা।
দ্বেষমৎসর রাগ প্রবল প্রত্যুহ প্রতি ভূরি
নির্দ্দয় ক্রূর কর্ম্ম কর্ত্তা॥

ঐ স্থানের পথ অতি দুর্গম। তুলসীদাস প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উহা জানাইতেছেন। ঐ পথে মানভঙ্গ নামক পর্ব্বত আছে, সেখানে কাহারও অভিমান থাকে না এবং মত্ততা ভঙ্গকারী কিন্তু ভঙ্গ নামে পর্ব্বত আছে। হে ভুবনপালক! তথায় ক্রোধ লোভাদি

অনেক কঠিন পর্ব্বত আছে। ঐ সকল স্থানে পথিমধ্যে কোথাও দ্বেষ, কোথাও মৎসর, কোথাও অনুরাগ এবং বলবান বিঘ্ন ও নিষ্ঠুর ক্রূরকর্ম্মা লোক আছে।

বিকটতর বক্রক্ষুরধার প্রমদা তীব্রদর্পকন্দর্প
খরখড়্গধারা।
ধীর গম্ভীর মনপীরকারক তত্র কে বরাকা বয়ং
বিগতসারা॥

সেখানে ভয়ানক বক্রক্ষুরধার নামে পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে কন্দর্পের তীব্র দর্পে দর্পিতা এবং তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের মত উত্তমাস্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্ত্রীগণ সুপণ্ডিত জ্ঞানীগণেরও মনঃপীড়া করেন। তখন আমরা কেহ অতি ক্ষুদ্র কপর্দ্দক তুল্য। তাহাতে আবার অসার অর্থাৎ সাধন শূন্য।

পরমদুর্ঘটপন্থ খল অসঙ্গত সাথ নাথ নহিং হাথ
বরবিরতি যষ্টী।
দরশনারত দাস ত্রসিত মায়াপাস ত্রাহি হরি
ত্রাহি হরিদাস কষ্টী॥

হে হরি! পথ অতিশয় দুর্গম, ঐ পথে বহুতর খল বাস করে। তাহাতে আবার আমার সঙ্গী কেহ নাই বা বরবৈরাগ্যরূপ যষ্টিও হাতে নাই। কিন্তু এ দাস আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে, অথচ আপনার মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া ভীত। হরি আমায় ত্রাণ করুন! হে হরি! কষ্টে পতিত এ দাসকে ত্রাণ করুন।

দাস তুলসী দীন ধর্ম্মসম্বলহীন শ্রমিত অতি
খেদমতি মোহনাশী।
দেহি অবলম্ব ন বিলম্ব অম্ভোজকর চক্রধর
তেজবল সর্ভরাশী॥

এক্ষণে তুলসীদাস দীনভাবাপন্ন, যাইতে হইলে কিছু সম্বলের আবশ্যক। যদি বলেন অনেক রাজা আছে কিছু ভিক্ষা কর। প্রভু ঐ অর্থ অনর্থের মূল। উহাতে আপনার কাছে যাওয়া হইতে পারে না। আপনার কাছে যাইতে হইলে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের আবশ্যক। কিন্তু আমি ধর্ম্মসম্বল হীন। তাহাতে আবার সংসার মধ্যে এক যোনী হইতে অন্য যোনী তথা হইতে অন্য যোনী এই প্রকার ভ্রমণ করিতেছি। যদিও আমার বুদ্ধিতে খেদ জন্মিয়াছে কি করি পথ পাইতেছি না কারণ মুগ্ধ হইয়াছি। প্রভো! আপনি বিলম্ব করিবেন না। আপনার শ্রীকরকমলকে অবলম্বন করিয়া দিউন। প্রভু যদি বলেন আমার হাত নাই। তাহা বলিতে পারেন না কারণ আপনি চক্রধর নামে খ্যাত ও তেজবল সূর্য্যের রশ্মি স্বরূপ।

৬১

দেবসকল সুখ কন্দ আনন্দবন পুণ্যকৃত
বিন্দুমাধব দ্বন্দ্ববিপতিহারী।
যস্যাঙ্ঘ্রি পাথোজ অজশম্ভুসনকাদি শুকশেষ
মুনিবৃন্দ অলি নিলয়কারী ॥

দেব বিন্দুমাধব সকল সুখের মূলীভূত; ইনি আনন্দ বনকে পুণ্যবন করিয়াছেন, এবং তিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ বিপত্তি হরণ করেন; তাঁহার পদপঙ্কজকে অজ, শম্ভু, সনকাদি, শুক, শেষ ও মুনিবৃন্দরূপ ভ্রমরগণ গৃহস্বরূপ করিয়াছেন।

অমল মরকত শ্যাম কামশতকোটীচ্ছবি
পীতপটতড়িত ইব জলদনীলং।
অরুণ শতপত্রলোচন বিলোকনিচারু প্রণতজন
সুখদ করুণাদ্র শীলং ॥

নির্ম্মল মরকত মণির ন্যায়, শতকোটী কামদেবের সদৃশ অঙ্গদ্যুতি, ঐ অঙ্গে নীল মেঘের কোণে সৌদামিনীর ন্যায় পীত বস্ত্র নীল শোভা পাইতেছে। রক্তপদ্মের ন্যায় নয়নযুগল উহাতে মনোহর দৃশ্য। ভক্তজনের সুখদাতা ও দয়ালু স্বভাব।

কাল গজরাজ মৃগরাজ দনুজেশ বন দহন পাবক
মোহনিশি দিনেশং।
চারি ভুজ চক্র কৌমোদকী জলজ দর সরসিজোপরি
যথা রাজহংসং॥

কলিকালরূপ মত্তহস্তীর সিংহ, রাবণাদি রাক্ষসগণ দগ্ধ করিবার অগ্নি ও মোহরূপ রাত্রির সূর্য্য। চারিটী ভুজ উহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। রাজহংস যদ্রূপ শতদলকমলে আরোহণ করে আপনিও তদ্রূপ পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট।

মুকুট কুণ্ডল তিলক অলক অলি ব্রাত ইব
ভৃকুটি দ্বিজ অধর বর চারু নাসা।
রুচির সুকপোল দর গ্রীব সুখসীব হরি ইন্দুকর
কুন্দমিব মধুর হাসা॥

মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কপালে তিলক ও অলকাশ্রেণী ইহাতে অতীব শোভিত। ভ্রূভঙ্গ, দন্তপংক্তি প্রসশিত অধর ও সুন্দর নাসিকা। মনোহর কপালদেশ, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা হরি এই প্রকার সুখাসীন। তাঁহার করযুগল চন্দ্রের ন্যায় এবং কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র বর্ণ তাঁহার হাস্য।

উরসি বনমাল সুবিশাল নব মঞ্জুরী ভ্রাজ শ্রীবৎস
লাঞ্ছন উদারং।
পরম ব্রহ্মণ্য অতিধন্য গতমন্যু অজ অমিতবল
বিপুল মহিমা অপারং॥

বক্ষঃস্থলে সুবিশাল বনমালা নূতন তুলসীমঞ্জরী দ্বারা শোভা পাইতেছে এবং উহা অতি মনোহর শ্রীবৎসলাঞ্ছনচিহ্নে সুশোভিত। পরম ব্রহ্মণ্যদেব অতিধন্য, ক্রোধশূন্য, জন্মরহিত, অপরিমিত বলশালী ও তাঁহার বিপুল মহিমার পার নাই।

হার কেয়ুর.কর কনক কঙ্কণ রতনজটিত মণি
মেখলা কটি প্রদেশং।
যুগল পদ নূপুরা মুখর কল হংসবত শুভগ সর্ব্বাঙ্গ
সৌন্দর্য্য বেশং॥

বক্ষঃস্থলে হার, বাহুতে অঙ্গদ, করে কনক কঙ্কণ এবং কটিদেশে নানা প্রকার রত্ন জড়িত মণিমেখলা। পদযুগলে নূপুর কলহংসের মত মুখর ও অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতেছে। শুভগ ও সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য বেশ।

সকল সৌভাগ্য সংযুক্ত ত্রৈলোক্য শ্রী দক্ষ দিশি
রুচির বারীশ কন্যা।
বসত বিবুধাপগা নিকট তট সদন বর নয়ন
নিরক্ষন্তি নর তেতিধন্যা॥

সমস্ত সৌভাগ্যসংযুক্ত, ত্রৈলোক্যের শোভাস্বরূপ মনোহর সমুদ্র-কন্যা লক্ষ্মী দক্ষিণদিকে অবস্থিতা। কাশীধামে দেবনদী গঙ্গাদেবীর নিকটে তটভূমিতে প্রাসাদ মধ্যে বিপরীত যুগল মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন। যে নরগণ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন তাঁহারা অতিধন্য।

অখিল মঙ্গল ভবন নিবিড়ি সংশয় শমন দমন
বৃজিনাটবী কষ্ট হর্ত্তা।
বিশ্ব ধৃত বিশ্ব হিত অজিত গোতীত শিব বিশ্ব
পালন হরণ বিশ্ব কর্ত্তা॥

হে অখিল মঙ্গল আলয়! আপনি ভক্তের নিবিড় সংশয় উপশম করেন এবং পাপাটবীর দমন করেন ও কষ্ট হরণ করেন। হে অজিত! এই বিশ্বস্থ জীবজনের হিতের নিমিত্ত বিশ্ব ধারণ করিয়াছেন। হে অতিন্দ্রিয় মঙ্গলময়! আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকারী।

জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য নিধি সিদ্ধি.অণিমাদি
দে ভূরি দানং।
গ্রসত ভয় ব্যাল অতিত্রাস তুলসীদাস ত্রাহি শ্রীরাম
উরগারি যানং।

আপনি জ্ঞান, বিজ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যনিধি ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ভূরি ভূরি দান দিয়া থাকেন। হে উরগারিবাহন শ্রীরাম! এক্ষণে ভয়রূপ উরগ আমায় গ্রাস করিতেছে। অতএব অতি ভীত এই তুলসীদাসকে ত্রাণ করুন।

ইহৈ পরম ফল পরম বড়াই।
নখ শিখ রুচির বিন্দমাধব ছবি নিরখহিং
নয়ন অঘাই॥

এই স্থানেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পরমফল পরমকীর্ত্তি লাভ হইবে। নখ ও শিখাযুক্ত মনোহর বেণীমাধবের কান্তি দর্শন করিয়া নয়নযুগলের পূর্ণ তৃপ্তি করাও।

বিশদ কিশোর পীন সুন্দর বপু শ্যাম সুরুচি
অধিকাই।
নীল কঞ্জ বারিদ তমালমণি ইহ্ন তন তেং
দ্যুতি পাই॥

নির্ম্মল ও কিশোরবয়স্ক, স্থূল এবং সুন্দর দেহ। তাহাতে শ্যামবর্ণ অধিক অন্ধজ্যোতি। নীলপদ্ম, জলধর মেঘ, তমালবৃক্ষ ও নীলকান্তমণি এই চারিটী দ্বারা তাঁহার তনুর কান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মৃদুল চরণ শুভ চিহ্ন পদজ নখ অতি অদ্ভূত
উপমাই।
অরুণ নীলপাথোজ প্রসব জনু মণি যুত দল
সমুদাই॥

চরণকমল যুগলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি শুভচিহ্নে ও পদজ নখরে অতি অদ্ভূত উপমাই হইয়াছে। যদি কখনও নীচে রক্তবর্ণ ও উপরে নীলবর্ণ পদ্ম হয় এবং সে যদি মণিযুক্ত পাপড়ীগুলি প্রসব করে তবেই উহার উপমা হইতে পারে। এখানে অরুণ বর্ণের সহিত পদতলের, নীলবর্ণের সহিত পদোপরির ও পথের সহিত পদের এবং মণিযুক্ত দলের সহিত সনখর অঙ্গুলির উপমা দেওয়া হইয়াছে।

জাতরূপ মণি জটিত মনোহর নূপুর জনসুখদাই।
জনু হর ডর হরি বিবিধ রূপ ধর রহে
বর ভবন বনাই॥

সুবর্ণে মণিজড়িত মনোহর নূপুর লোককে সুখী করিতেছে। যেন হরি অর্থাৎ কন্দর্প মহাদেবের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীভগবান বিন্দুমাধবের শ্রীচরণে নূপুর রূপ শ্রেষ্ঠ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং নানারূপ ধারণ করতঃ ঐ গৃহে বাস করিতেছেন। কন্দর্প ভাবিলেন যে আমি অপরাধ করিয়াছি। যেখানে যাই না কেন আমার আর রক্ষা নাই তাই তিনি শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া নূপুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শব্দচ্ছলে যেন আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিতেছেন।

কটি তট রটতি চারু কিঙ্কিণি রব অনুপম বরনি
ন জাই।
হেম জলজ কল কলিন মধ্য জনু মধুকর মুখর
সোহাই॥

কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণি নামক ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা রব করিতেছে। ঐ অনুপম শব্দের বর্ণনা করা যায় না। তথাপি অদ্ভুত উপমা দ্বারা কিঞ্চিৎ বলিতেছেন। যেন সুবর্ণের পীতবর্ণের পদ্ম রাত্রিকালে মুদ্রিত হইয়া কলিকার ন্যায় হইলে উহার মধ্যে দিবাভাগে মধুলোভে প্রবিষ্ট মধুকরের গুঞ্জনের ন্যায় ঝুনু ঝনু মুখর ধ্বনি করিতেছে।

উর বিশাল ভৃগুচরণ চারু অতি সূচিত কোমলতাই।
কঙ্কণ চারু বিবিধ ভূষণ বিধি রচি নিজকর
মন লাই॥

বিশাল বক্ষঃস্থলে মহাত্মা ভৃগুর চারু চরণচিহ্ন ঐ বক্ষঃস্থলের কোমলত্ব জানাইতেছে। করমধ্যে চারু কঙ্কণ ও অন্যান্য ভূষণ সকল যেন বিধাতা মনঃসংযোগ করতঃ নিজ করে রচনা করিয়াছেন।

জয় মণিমাল বীচ ভ্রাজত কহি জাত ন পদিক
নিকাই।
জনু উড়ুগণ মণ্ডল বারিদ পর নব গৃহ রচী অথাই॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণিমালার মধ্যে রত্ন পদক প্রকাশ পাইতেছে, উহার ভৃগুপদ চিহ্নের শোভা কহিতে পারা যায় না। যেন নব জলধরের উপরি নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে নব গ্রহের সভা রচিত হইয়াছে।

ভুজগ ভোগ ভুজ দণ্ড কঞ্জ দর চক্র গদা বনআই।
শোভা সীব গ্রীব চিবুকাধর বদন অমিত ছবি ছাই॥

সর্পশরীর তুল্য ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম সুশোভিত। গ্রীবা, চিবুক, অধর ও বদনের অসীম শোভা এই প্রকার অমিতকান্তি দ্বারা আচ্ছন্ন।

কুলিশ কুন্দ কুড়মল দামিনি দ্যুতি দশননি
দেখ লজাই ॥
নাসা নয়ন কপোল ললিত শ্রুতি কুণ্ডল
ভ্রূমোহিং ভাই ॥

বজ্র ও বিদ্যুত ইহারা প্রভুর দন্তশ্রেণী দর্শন করিয়া লজ্জিত। ভাবার্থক হীরকের উজ্জ্বলতা ও কুন্দ পুষ্পের আকার দর্শন করিয়া বিজলী লজ্জিত হইয়াছে। নাসিকা, নয়ন ও কুণ্ডলযুক্ত মনোহর শ্রুতিযুগল এবং ভ্রূদ্বয় দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অতএব ভাই কেমন করিয়া তাহা বর্ণনা করি।

কুঞ্চিত কচ শির মুকুট ভাল পর তিলক
কহোঁ সমুঝাই।
অলপ তড়িত যুগ রেখ ইন্দু মহ রহি তজি
চঞ্চলতাই ॥

তাঁহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত শিরোপরি মুকুট ও কপোলোপরি তিলক কেমন করিয়া বুঝাইব। তথাপি কিঞ্চিত বলি যদি চন্দ্রের উপরি দুই খণ্ড বিদ্যুতের রেখা চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার কতকটা বর্ণনা হইতে পারে।

নির্ম্মল পীত দুকূল অনুপম উপমা হিয় ন সমাই।
বহু মণি যুত গিরি নীল শিখর পর কনক বসন রুচিরাই।

নির্ম্মল পীতবর্ণের বহুমূল্য বস্ত্রের উপমা নাই। অতএব হৃদয়ে কোন উপমা আইসে না। তথাপি বলি মণিময় পর্ব্বতের নীলবর্ণ শিখরদেশে সুবর্ণ বসন যদি পরিধান করাইয়া দেওয়া হয় তবেই সেই মনোহর বস্ত্রের শোভা বর্ণিত হইতে পারে।

দক্ষ ভাগ অনুরাগ সহিত ইন্দিরা অধিক ললিতাই।
হেমলতা জনু তরু তমাল ঢিগ নীল নিচোল উঢ়াই॥

দক্ষিণদিকে অনুরাগের সহিত লক্ষ্মী থাকায় আরও মনোহর হইয়াছে। যেন তমালবৃক্ষের নিকটে সুবর্ণ লতা নীল বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে।

শত শারদা শেষ শ্রুতি মিল কর শোভা কহি
ন সিরাই।
তুলসীদাস মতি মন্দ দ্বন্দ রতি কহে কৌন বিধি গাই॥

যখন শত শত শারদা, শেষ ও শ্রুতি মিলিয়া শোভা বর্ণনা করিতে অসমর্থ তখন সুখদুঃখাদিতে রমণ করিতেছে অতএব মন্দমতি তুলসীদাস কেমন করিয়া উহা বর্ণনা করিবে।

৬৩ ॥

মন ইতনোই যা তন কো পরম ফল।
সব অঙ্গ সুভগ বিন্দুমাধব ছবি তজি স্বভাউ
অবলোকু এক পল॥

মন এইটীই এই তনুর পরমফল অর্থাৎ মাতৃজঠর হইতে কত শত কষ্ট সহ্য করিয়া দেহ রক্ষা করার পরম ফল। তুমি এক পলক মাত্র

সময় নিজ স্বভাব অর্থাৎ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীমাধবের মূর্ত্তি অবলোকন কর।

তরুণ অরুণ অম্ভোজ চরণ মৃদু নব দ্যুতি হৃদয়
তিমির হারী।
কুলিশ কেতু জব জলজ রেখ বর অঙ্কুশ মন
গজ বশ কারী।।

নবপ্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের ন্যায় সুশোভিত মৃদুল শ্রীচরণস্থিত নবজ্যোতিঃ হৃদয়ের অন্ধকার নষ্ট করে। উহাতে ধ্বজ, বজ্র, জব, জলজাদি চিহ্ন সকল মনরূপ গজ বশকারী অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়াছে।

কনক জটিত মণি নূপুর মেখল কটিতট রটতি
মধুর বানী।
ত্রিবলী উদর গম্ভীর নাভি সর জহঁ উপজে বিরঞ্চি
জ্ঞানী।।

সুবর্ণ জড়িত মণিময় নূপুর ও কটিতটে মেখলা মধুর শব্দ করিতেছে। উদর মধ্যে ত্রিবলিচিহ্ন ও সুগম্ভীর নাভিসরোজ যাহা হইতে জ্ঞানী বিরিঞ্চি জন্মিয়াছেন অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

উর বনমাল পদিক অতি শোভিত বিপ্র চরণ চিত্ত
কৈহঁ করষৈ।
শ্যাম তামরস দাম বরণ বপু পীত বসন শোভা বরষৈ।।

বক্ষঃস্থলে বনমালা, পদক ও ভৃগুপদ চিহ্ন অতীব শোভান্বিত। উহা ভক্তচিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। নীল পদ্মদলের সমান বর্ণ পীতাম্বর দেহের শোভা বর্ষণ করিতেছে।

কর কঙ্কণ কেয়ূর মনোহর দেত মোদ মুদ্রিক ন্যারী।
গদা কঞ্জ দর চারু চক্রধর নাগ শুণ্ড সম ভুজচারী॥

করযুগে কঙ্কণ, বাহুযুগে কেয়ূর, ও অঙ্গুলী সমূহে মুদ্রিকা ইহারা সকলেই মনোহর ও পৃথক্ পৃথক্ আনন্দ দিতেছে। হস্তিশুণ্ড সম চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়াছেন।

কম্বু গ্রীব ছবিসিব চিবুক দ্বিজ অধর অরুণ
উন্নত নাসা।
নব রাজীব নয়ন শশি আনন সেবক সুখদ
বিশদ হাসা॥

কম্বুসদৃশ গ্রীবা, চিবুকপ্রদেশ ও দ্বিজপঙ্ক্তি শোভার সীমা স্থানে অবস্থিত। অরুণ বর্ণ অধর ও ঈষৎ উন্নত নাসিকা এবং সদ্য বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়ন যুগলান্বিত মুখচন্দ্রে ভক্তজনসুখদ নির্ম্মল হাস্য।

রুচির কপোল শ্রবণ কুণ্ডল শির মুকুট সুতিলক
ভাল ভ্রাজৈ।
ললিত ভৃকুটি সুন্দর চিতবনি কচ নিরখি
মধুপ অবলী লাজৈ॥

মনোহর কপোল প্রদেশ, শ্রবণযুগলে কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট ও ভালোপরি সুতিলক শোভা পাইতেছে। সুন্দর ভ্রূভঙ্গীর সহিত সুললিত অবলোকন, অপিচ তাঁহার কেশ জাল নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রমরগণ লজ্জিত রহিয়াছে।

রূপ শীল গুণ খানি দক্ষ দিশি সিন্ধু সুতা রত পদ সেবা।
জা কী কৃপা কটাক্ষ চহত শিব বিধি মুনি মনুজ
দনুজ দেবা॥

তাঁহার দক্ষিণে রূপ, শীলও গুণের আকর রত্নাকরকন্যা পাদ সেবায় রত রহিয়াছেন। সেই লক্ষ্মীমাতার করুণাকটাক্ষ শিব, বিরিঞ্চি, মুনি, মনুষ্য ও সুরাসুরগণ সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন।

তুলসিদাস ভব ত্রাস মিটৈ তব জব মতি এহি
স্বরূপ অটকৈ।
নাহিং তৌ দীন মলিন হীন সুখ কোটী জনম ভ্রমি
ভ্রমি ভটকৈ ।।

যদি আপনার এই স্বরূপে তুলসীদাসের মতি আটকাইয়া যায় অর্থাৎ আবদ্ধ থাকে তবেই তাহার ভব ভয় মিটিবে। নচেৎ দীন মলিন ও হীনসুখ হইয়া কোটি কোটি জন্ম নিরর্থক ভ্রমণ করিয়া বিচরণ করিবে।

:৪

বন্দোং রঘুপতি করুণা নিধান।
জা তেং ছুটৈ ভব ভেদ জ্ঞান।

যাঁহার কৃপায় সংসারভেদজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক্ ও সংসার পৃথক্ অথবা সংসার মধ্যে দেব, তির্য্যক, নরাদির পৃথক্ জ্ঞান নষ্ট হয় সেই রঘুপতিকে বন্দনা করি।

রঘুবংশ কুমুদ সুখ প্রদ নিশেষ।
সেবিত পদ পঙ্কজ অজ মহেশ ॥

যিনি রঘুবংশরূপ কুমুদ পুষ্প সমূহের সুখপ্রদ চন্দ্রস্বরূপ হইয়াছেন এবং ব্রহ্মা ও মহেশ যাঁহার পদকমলের আরাধনা করেন।

নিজ ভক্ত হৃদয় পাথোজ ভৃঙ্গ।
লাবণ্য বপুষ অগণিত অনঙ্গ।।

যিনি নিজভক্তগণের হৃদ্‌পদ্মের ভ্রমর স্বরূপ হইয়াছেন এবং যাঁহার লাবণ্যময় দেহ অসংখ্য অনঙ্গের শোভা ধারণ করিয়াছে।

অতি প্রবল মোহ তম মারতণ্ড।
অজ্ঞান গহন পাবক প্রচণ্ড॥

যিনি মহা মোহরূপ অন্ধকারের মার্ত্তণ্ডস্বরূপ ও অজ্ঞানবনের প্রচণ্ড অগ্নিস্বরূপ।

অভিমান সিন্ধু কুম্ভজ উদার।
সুর রঞ্জন ভঞ্জন ভূমি ভার॥

যিনি অভিমানসমুদ্রের সম্বন্ধে কুম্ভজাত মহাত্মা অগস্ত্য ও দেবগণকে সন্তুষ্ট করেন এবং অবতীর্ণ হইয়া ভূভারস্বরূপ রাবণ ও কংসাদিকে বিনাশ করেন।

রাগাদি সর্প গণ পন্নগারি।
কন্দর্প নাগ মৃগপতি সুরারি॥

যিনি বিষয়ে অনুরাগরূপ সর্প সম্বন্ধে গরুড় ও কন্দর্পকুঞ্জরের পশুরাজ সিংহ এবং অসুরের শত্রু।

ভবজলধি পোত চরণারবিন্দ।
জানকী রমণ আনন্দ কন্দ॥

যাঁহার শ্রীচরণকমল ভবসমুদ্র পারের নৌকা ও সীতারমণ এবং আনন্দের মূল।

হনুমন্ত প্রেম বাপী মরাল।
নিষ্কাম কামধুক গো দয়াল॥

যিনি হনুমানের প্রেমরূপ দীর্ঘিকার রাজহংস এবং নিষ্কাম ভক্তগণের পক্ষে কামধেনু ও কৃপালু।

ত্রৈলোক্য তিলক গুণ গহন রাম।
কহ তুলসি দাস বিশ্রাম ধাম॥

এক্ষণে তুলসীদাস বলিতেছেন—সেই ত্রৈলোক্যভূষণ, গুণগম্ভীর শ্রীরামচন্দ্র অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণে শ্রান্তজনের বিশ্রাম আলয়।

॥ ৬৫

রাম রাম রমু রাম রাম রটু রাম রাম জপু জীহা।
রাম নাম নব নেহ মেহ কৌ মন হটি
হৌহি পপীহা।

ভাই জিহ্বা তুমি রাম রাম এই মন্ত্রে রমণ কর। অর্থাৎ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা হইয়া এমত ভ্রমে পতিত হইয়াছে যে উহাদিগের দাস-স্বরূপ হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গুলিকে সর্ব্বদা ভাবনা করতঃ শ্রান্ত হইয়াছে। উহাকে মহামন্ত্রে সংলগ্ন করাইয়া স্থির ভাবে আনন্দ উপভোগ কর এবং উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর ও জপের অনেক মন্ত্র থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিয়া এই মন্ত্র জপকর। মন তুমি হঠাৎ পপীহা অর্থাৎ শাবরাদি চাতক পক্ষী হও। সে যেমন মেঘ হইতে স্বাতী নক্ষত্রের নব বারি পান করে তুমিও সেরূপ সংসার মেঘ হইতে রাম নাম স্বরূপ নাম নব স্নেহ অর্থাৎ জল পান কর।

সব সাধন ফল কূপ সরিত সর সাগর
সলিল নিরাসা।
রাম নাম রতি স্বাতি সুধা শুভ সীকর
প্রেম পিয়াসা॥

দেখ সমস্ত সাধনার ফলে কেহ কূপের, কেহ নদীর, সরোবরের কিম্বা সাগরের জলস্বরূপ হইয়াছে। তুমি চাতকের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সকলের লোভ পরিত্যাগ করিয়া রাম নামে রতিরূপ স্বাতীনক্ষত্রের মণ্ডলরূপ সুধা উহার এক কণা মাত্র সপ্রেমে পান করিতে ইচ্ছা কর। অর্থাৎ সাগরের সমস্ত জলের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক বিন্দু স্বাতী জল পান কর অর্থাৎ স্বর্গাদি লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র রাম নাম পান কর।

গরজি তরজি পাষাণ বরষি পবি প্রীতি
পরখি জিয় জানৈ॥
অধিক অধিক অনুরাগ উমগ উর পর পরমিতি
পহিচানৈ॥

মেঘ যেমন চাতকের প্রীতি পরীক্ষা করিবার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক পাষাণ বর্ষণ ও বজ্রপাত করাইয়া মনে মনে উহার প্রণয় জ্ঞাত হয়। এই সকলের পশ্চাৎপদ না হইলে অপিচ অধিক অনুরাগ সহ নিকটে গমন করিলে উহার প্রেম পরাকাষ্ঠা জানিয়া উহাকে স্বাতী জল অর্পণ করেন। তদ্রূপ ভগবান ইহ সংসারে শত্রুদিগের শরীর সম্বন্ধে পীড়া ও পাষাণ বর্ষণরূপ পুত্রাদি নাশরূপ বজ্রপাত দ্বারা পরীক্ষা করতঃ পরে তাহাদের ইষ্ট লাভ করাইয়া দেন।

রাম নাম গতি রাম নাম মতি রাম নাম অনুরাগী।
হৈব গয়ে হেং জে হোহিঁগে আগে তেই গনিয়ত
ত্রিভুবন বড়ভাগী॥

যাহাদিগের রাম নামই গতি, রাম নামেতেই বুদ্ধি ও রাম নামে অনুরাগ হইয়াছিল বা হইয়াছে বা হইবে, তাহারাই এই ত্রিভুবন মধ্যে বড় ভাগ্যবান ও অগ্রগণ্য।

এক অঙ্গ মগ অগম গমন করি বিলম্ব ন ছিন
ছিন ছাহেং।
তুলসী হিত অপনো অপনী দিশি নিরুপাধি
নেম নিবাহেং॥

চাতকের একাঙ্গী মার্গ অতি অগম্য কারণ উহাতে নানা বিঘ্ন পাষাণ বর্ষণাদি সকল আছে। কিন্তু ঐ পথেই গমন করিতে হইবে। দেখিও যেন যাইতে যাইতে আপনার ছায়াকে দর্শন করিয়া বিলম্ব করিও না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবানের দিকে গমন করিতে হইলে ঐ পথে বিষয়বাসনা ও বিষয়সংযোগরূপ নানা বিঘ্ন এবং ছায়াসদৃশ মিথ্যা বিঘ্ন কত শত রহিয়াছে। এই স্থলে তুলসীদাস বলিতেছেন যে প্রভু আপনার দিকে নিষ্কপট প্রেম নির্ব্বাহ করিতে পারিলে তবে আমার মঙ্গল হয়।

॥ ৬৬

রাম জপু রাম জপু রাম জপু বাবরে।
ঘোর ভব নীরনিধি নাম নিজ নাব রে॥

ওরে আমার পাগল মন! তুই অন্যান্য কর্ম্মকাণ্ড, যাগ যজ্ঞাদি, জ্ঞান-কাণ্ড. শাস্ত্রাদি ও অন্যান্য মন্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাম নাম এই মন্ত্র জপ কর। পাগল বলিবার তাৎপর্য্য মনকে প্রবোধ দিলেও সে সর্ব্বদা বিষয়ে গিয়া পড়ে। দেখ এ ঘোর ভবসমুদ্রে রাম নামই স্বয়ং নৌকা হইয়াছে।

এক হী সাধন সব ঋধি সিধি সাধ রে।
গ্রসে কলিরোগ যোগ সংযম সমাধি রে॥

তোমার বহু আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। একমাত্র সাধনা দ্বারাই সকল ঋদ্ধি সিদ্ধি সাধন কর। কারণ এই কলিকাল সমস্ত যোগ

সংযম ও সমাধিকে গ্রাস করিতেছে। এই কলিকালে যোগ যাগাদি দ্বারা আর ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ভলো জোহৈ পোচ জোহৈ দাহিনো জো বাম রে।
রাম নাম হি সোং অন্ত সব হী কো কাম রে।।

অন্যান্য যুগে অন্যান্য সাধন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। কিন্তু কলিতে সে সব সাধন নাই। কেবল রাম নাম দ্বারা বর্ণাশ্রমবান কি নীচ, কি ঈশ্বরোন্মুখ, কি বিমুখ সকলেই কৃতার্থ হন এবং সকলেরই অন্তিমকালে রাম নামেই কামনা। অর্থাৎ শেষ সময়ে কেমন করিয়া হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই তারক ব্রহ্ম নাম বলিব ইহাই প্রার্থনা।

জগ নভ বাটিকা রহী হৈ ফল ফুল রে।
ধূমা কৈসে ধৌরহর দেখি তুং ন ভূল রে।।

এখন স্ত্রীপুত্রাদির উপর যে মমতা উহা হারাইবার জন্য বলিতেছেন। এই জগতে আকাশের ফুলবাগিচা হইতে পুত্রকন্যাদিরূপ নানা ফুল ফল রহিয়াছে। তাৎপর্য্য আকাশের পুষ্পবাটিকা হয় না। সে যেমন মিথ্যা তদ্রূপ তাহার ফল ফুলাদিও মিথ্যা। গৃহাদি পক্ষে বলিতেছেন। ধূম কেমন করিয়া ধৌর হয় অর্থাৎ অত্যুচ্চ অট্টালিকা হইবে! যাহা হউক তুমি উহা দেখিয়া ভুলিও না।

রাম নাম ছাংড়ি জো ভরসো করৈ ঔর রে।
তুলসী পরোসো ত্যাগ মাংগৈ কুর কৌর রে।।

তুলসীদাস বলিতেছেন—যে ব্যক্তি রাম নাম ত্যাগ করিয়া অন্য যোগ যাগাদির ভরসা করে সে নানোপকরণস্বরূপ পরিবেশনের খাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরের মত এক গ্রাস অন্নের জন্য প্রার্থনা করিয়া স্থানান্তরে ছুটিতে থাকে, অর্থাৎ সে কুকুর জাতি তুল্য।

॥ ৬৭ ॥

রাম নাম জপু জিয় সদা সানুরাগ রে।
কলি ন বিরাগ যোগ যাগ তপ ত্যাগ রে ॥

মন তুমি সানুরাগে শ্রীরাম নাম জপ কর। কারণ কলিকালে বৈরাগ্য, যোগ, যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্ন্যাস প্রভৃতি কিছুই নাই অর্থাৎ হইতে পারে না।

রাম নাম সুমিরণ সব বিধি হী কৌ রাজ রে।
রাম কৌ বিসারবৌ নিষেধ সিরতাজ রে ॥

বেদোক্ত বিধি ও নিষেধরূপ দুই প্রকার কর্ম্ম। তাহার মধ্যে বৈধ কর্ম্ম করিবে এবং নিষেধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। এইস্থানে বলিতেছেন শ্রীরাম নাম স্মরণ সমস্ত বৈধ কর্ম্মের রাজা এবং উহা বিস্মরণ সমস্ত নিষেধ কর্ম্মের শিরোভূষণ মুকুট।

রাম নাম মহামণি ফণি জগ জাল রে।
মণি লিয়ে ফণি জিয়ে ব্যাকুল বিহাল রে ॥

এই জগতে ফণধর সর্প আছে উহার মস্তকস্থিত মহামণি শ্রীরাম নাম তুল্য। যদি কেহ ঐ মণি গ্রহণ করে তবে কি ফণি জিয়ে অর্থাৎ জীবিত থাকে। কাকু অর্থাৎ থাকে না। যদি থাকে তবে ব্যাকুল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরাম নাম মহামন্ত্র মনে গ্রহণ করিলে তাহার সম্বন্ধে এই জগত প্রতিভাত হয় না। আর মন্বাদি শাস্ত্ররূপ মহামণি গ্রহণ করিলে এই জগত ব্যাকুল হইয়া যাই যাই করিয়া থাকে মাত্র।

রাম নাম কামতরু দেত ফল চারি রে।
কহত পুরাণ বেদ পণ্ডিত পুরারি রে ॥

শ্রীরাম নামরূপ মহামন্ত্রই কল্পবৃক্ষ। এই বৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রসব করিয়া থাকেন। এ কথা পুরাণ, বেদ, পণ্ডিতগণ ও ত্রিপুরারী বলিয়াছেন।

রাম নাম প্রেম পরমারথ কো সার রে।
রাম নাম তুলসী কো জীবন অধার রে॥

শ্রীরাম নামে যদি প্রেম হয় উহাই ধর্ম্মাদি পরমার্থ চতুষ্টয়ের সার। শ্রীরাম নাম তুলসীদাসের জীবনের আধার অর্থাৎ জলাধারে মৎস্য-জীবনের ন্যায়।

॥ ৬৮ ॥

রাম রাম রাম জীহ জৌলোং তূ ন জপি হৈ।
তৌলো তূ কহুং জায় তিহুং তাপ তপি হৈ॥

যাহার জিহ্বা রাম রাম রাম জপ করে তাহার কোথাও ভয় নাই। যদি কেহ জিহ্বায় রাম রাম রাম এই মন্ত্র জপ না করে তবে সে স্বর্গাদি যে কোন স্থানেই যাউক না কেন তথায় ত্রিতাপে তাপিত হইতে থাকে।

সুর সরি তীর বিনু নীর দুঃখ পাই হৈ।
সুর তরু তর তোহি দুঃখ দারিদ সতাই হৈ॥

এই রাম নাম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সুখী হইব বলিয়া এই প্রবল কলিতে নানা কর্ম্ম করিতে থাকে সে সুখী হইতে পারে না। যেমন সুরসরিৎ গঙ্গার তীরে থাকিয়া ভ্রমবশতঃ কোথায় জল পাইব বলিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুখী হইতে পারে না অথবা কল্পবৃক্ষের তলায় শয়ন করিয়া দারিদ্র দুঃখ অনুভব করিতে থাকে তাহার মত।

জাগত বাগত সুখ সপনে ন সোই হৈ।
জনম জনম যুগ যুগ জগ রোই হৈ॥

সে জীব অর্থাৎ রাম নাম ত্যাগকারী জাগ্রত থাকুক বা শয়নে থাকুক কিম্বা স্বপ্নাবস্থায় থাকুক যুগে যুগে জন্মে জন্মে এই জগতে কেবল রোদন করিতেই থাকে।

ছুটিবে কে যতন বিশেষ বান্ধো জায়গো।
হৈব হৈ বিষ ভোজন জো সুধা সানি খায়গো॥

সে মুক্তি পাইবার জন্য নানা যত্ন করিলেও বিশেষ বন্ধনে পতিত হয়। সে যদি এই কলিতে জ্ঞানকাণ্ডরূপ সুধা মিশ্রিত করিয়া ভোজন করে অর্থাৎ নানা কর্ম্ম করিতে থাকে তাহাও বিষ ভোজন তুল্য হয়।

তুলসী তিলোক তিহুং কাল তো সে দীন কো।
রামনাম হী কী গতি জৈসে জল মীন কো॥

তুলসীদাস বলিতেছেন এই স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে ও ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমানে দীন ব্যক্তির অর্থাৎ সাধন হীনের রাম নামই গতি। যেমন মীনের জল ভিন্ন অন্য গতি নাই তদ্রূপ।

॥ ৬৯ ॥

সুমির সনেহ সোং তু নাম রাম রায় কৌ।
সম্বর নিসম্বর কৌ সখা অসহায় কৌ॥

শ্রীরামরাজার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করাই নিসম্বল ব্যক্তির সম্বল ও সহায়শূন্যের সখা, অর্থাৎ ঐ নাম লোককে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করাইয়া দেয়।

ভাগ হৈ অভাগহু কৌ গুণ গুণ হীন কৌ।
গাহক গরীব কৌ দয়াল দানি দীন কৌ॥

তিনি ভাগ্যহীন ব্যক্তির সৌভাগ্য, গুণহীনের গুণ, গরীবের অর্থাৎ কেহ যাহাকে স্পর্শ করে না তাহার গ্রাহক এবং দীন ব্যক্তির দয়াল দাতা।

কুল অকুলীন কো সুন্যো হৈ বেদ সাখি হৈ।
পাঙ্গুর কো হাথ পাংব আন্ধরে কো আংখ হৈ॥

ঐ নাম কুলহীনের কুল। ইহা মহাত্মা মুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং বেদ ইহার সাক্ষী। উহা পঙ্গুর হস্তপদ ও অন্ধের নয়ন।

মায় বাপ ভূখে কো অধার নিরাধার কো।
সেতু ভবসাগর কো হেতু সুখসার কো॥

এই নাম ক্ষুধিতের মা বাপ, নিরাধারের আধার এবং ভবসাগরের সেতু ও সম্পূর্ণ সুখের কারণ।

পতিত পাবন রাম নাম সো ন দূসরো।
সুমিরি সুভূমি ভয়ো তুলসী সো উসরো॥

রাম নাম ব্যতীত আর কেহ পতিত পাবন নাই। মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহার অঙ্কুর হয় না। এইরূপ মরুভূমি তুল্য কত কত জীব সুভূমি অর্থাৎ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে কিন্তু তুলসী সেই মরুভূমি রহিয়াছে।

॥ ৭০ ॥

ভলো ভলি ভান্তি হৈ জো মেরে কহে লাগি হৈ।
মন রাম নাম সোঁ সুভাব অনুরাগ হৈ॥

মন! যদি তুমি আমার কথা মত কার্য্য কর তবে ভুল ভ্রান্তিতেও তোমার মঙ্গল হইবে। রাম নামে তোমার স্বভাবতঃ অনুরাগ হইবে।

রাম নাম কো প্রভাব জান জুড়ী আগি হৈ।
সহিত সহায় কলিকাল ভীরু ভাগি হৈ॥

তুমি রাম নামের প্রভাব জ্ঞাত হও। উহা স্নিগ্ধ অগ্নি অর্থাৎ বরফের মত। তাৎপর্য্য বরফ অন্যের নিকট স্নিগ্ধ হইলেও পদ্ম সম্বন্ধে অগ্নি তুল্য কারণ উহাকে দগ্ধ করিয়া দেয়। তদ্রূপ তুমি রাম নামে সংলগ্ন হইলে উহার প্রভাবে কলি ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইবে। তখন দেখিবে একে একে তোমার সকলই ভাল হইতেছে।

রাগ রাম নাম সোঁ বিরাগ যোগ জাগি হৈ।
বাম বিধি ভাল হুঁ ন কর্ম্ম দাগ দাগি হৈ॥

রাম নামে অনুরাগ জন্মিলে বৈরাগ্য ও যোগ জাগ্রত হয়। তখন প্রতিকূল বিধি আর তাহার কপালে কর্ম্মের দাগ অর্থাৎ চিহ্ন দেয় না। তাৎপর্য্য প্রতিকূল বিধাতা অনুকূল হইয়া তাহাকে আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে না দিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যায়।

রাম নাম মোদক সনেহ সুধা পাগি হৈ।
পাই পরিতোষ তুং ন দ্বার দ্বার বাগি হৈ॥

রাম নামরূপ লাড্ডু ভক্তি সুধায় পাক করিয়া খাও, পরিতুষ্ট হইবে। তখন তোমায় আর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে না, অর্থাৎ রাম নাম অবলম্বন করিলে পরমানন্দ লাভ করিবে। তখন আর তোমাকে নানা কর্ম্মের অনুসরণ লইতে হইবে না। কারণ বাসনা একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইবে।

কাম তরু রাম নাম জোই জোই মাঙ্গি হৈ।
তুলসীদাস স্বারথ পরমারথ ন খাঙ্গি হৈ॥

রাম নাম কামতরু অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ। ইহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে তুলসীদাস বলিতেছেন—আমি আমার নিজের স্বার্থ অর্থাৎ প্রয়োজন যে পরমার্থ নাম মোক্ষ তাহা নষ্ট করিব না অর্থাৎ বাঞ্ছা করিয়া লইব।

॥ ৭১ ॥

ঐসেউ সাহব কী সেবা সোঁ হোত চোর রে।
অপনী ন বুঝ ন কহে কৌ রাড রোর রে॥

মন ! তুমি এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাহব অর্থাৎ মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রের সেবা না করিয়া চোরের মত ভিন্ন স্থানে বসিয়া রহিয়াছ। ভাল তুমি নিজে বুঝিতে পার না স্বীকার করিলাম। কিন্তু যদি কেহ তোমায় বলিয়া দেয় তাহাও শুন না। অতএব বুঝিলাম তুমি রাড় অর্থাৎ নীচ এবং রোর অর্থাৎ ক্রুর।

মুনি মন অগম সুগম মায় বাপ সোঁ।
কৃপাসিন্ধু সহজ সনেহী আপ সোঁ॥

মুনিগণ তাঁহাকে মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু পিতামাতার পক্ষে অতি সুগম। ভাবার্থ এই যে তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রেম ভক্তি করিলেই তিনি অনায়াসসাধ্য। সেই অক্ষয় কৃপাসিন্ধু ভগবান স্বয়ং জীবের প্রতি স্নেহ করেন বলিয়া জীবের সখা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।

লোক বেদ বিদিত বড়ো রঘুনাথ সোঁ।
সব দিন সব দেশ সবহি কে সাথ সোঁ॥

শ্রীরঘুনাথের মত লোকবিদিত বা বেদবিদিত শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি সকল সময়ে সকল দেশে সকলের সহিত অবস্থান করেন।

স্বামী সর্ব্বজ্ঞ সোঁ চলৈ ন চোরি চার কী।
প্রীতি পহিচান যহ রীতি দরবার কী॥

অতএব সেই সর্ব্বজ্ঞ স্বামীর নিকট চুরি চলে না। অন্যান্য রাজন্যবর্গ চরের দ্বারা সংবাদ জানিতে পারেন, ইনি সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে সর্ব্বদা জীবের সহিত বাস করেন। ইঁহার কাছে কেমন করিয়া বঞ্চনাদি চলিবে। নৃপতিবৃন্দ সর্ব্বদা দরবার পছন্দ করেন, আর ভগবান ভক্তের প্রেমই পছন্দ করেন। ইহাই জীবের দরবার।

কায় ন ক্লেশ লেশ লেত মান মন কী।
সুমিরে সকুচি রুচি জোগবতি জন কী।

দৈহিক কোন ক্লেশ করিতে হয় না কেবল মনের দ্বারা তাঁহাকে মান্য ও স্মরণ করিলেই তিনি যে লোকের যাহা রুচি তাহা সংযোগ করিয়া দিয়াও সঙ্কুচিত হয়েন অর্থাৎ মনে করেন ইহার প্রার্থনা মত দেওয়া হইতেছে না।

রীঝেং বশ হোত খীঝেঁ দেত নিজ ধাম রে।
ফলত সকল ফল কামতরু নাম রে॥

যদি কাহার উপর সন্তুষ্ট হয়েন তবে তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন এবং যদি কাহারও প্রতি ক্রোধ করেন তাহাকে নিজ ধাম সমর্পণ করেন। যথা ভক্ত অর্জ্জুনের সহিত দাসবৎ ব্যবহার এবং রাবণাদির ন্যায় দুষ্ট জনকে ক্রোধ পূর্ব্বক হত্যা করিয়া পরে মোক্ষ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক কথা তাঁহার নাম যে কল্পবৃক্ষ। তিনি সফলতা প্রসব করেন। ফলিতার্থ কল্পবৃক্ষ মাত্রেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রদান করেন, কিন্তু নাম রূপ কল্পবৃক্ষ মূর্খকেও সর্ব্ব বর্গের ফল প্রদান করেন।

বেংচে খোটৌ দাম ন মিলৈ ন রাখৈ কাম রে।
সোউ তুলসী নিবাজ্যো ঐসে রাজা রাম রে॥

এই শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছেন। তুলসীদাস নিগু´ণ মনুষ্য ইহাকে বিক্রয় করিয়া দিলে স্বল্প দাম কপর্দ্দকও মিলে না। যদি রাখা হয় তাহাতেও এই নিরুদ্যম মনুষ্য দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। তাই মন! রাজারামচন্দ্র ইহা জানিয়াও এই তুলসীদাসকে আপনার করিয়া লইয়াছেন।

॥ ৭২ ॥

মেরৌ ভলৌ কিয়ৌ রাম অপনী ভলাই।
হোঁ তৌ সাঁই দ্রোহী পৈ সেবক হিত সাঁই॥

প্রভু নিগু´ণ আমাকে নিজের করিয়া লইয়া আমার ভাল করিয়াছেন তাহাতে নিজের সগুণেরই প্রকাশ করিয়াছেন। সেবক প্রভুদ্রোহি হইতে পারে। কিন্তু প্রভু স্বভাবতঃ সেবকের মঙ্গল করিয়া থাকেন। ভাবার্থ এই যে সেবক বিমুখ হইলেও ভগবান দয়া করিয়া তাহাকে নিজ গুণে সম্মুখ করাইয়া দেন।

রাম সৌ বড়ৌ হৈ কৌন মো সৌ কৌন ছোটৌ।
রাম সৌ খরৌ হৈ কৌন মো সৌ কৌন খোটৌ॥

রাম হইতে বড় কে ও আমা হইতে ছোট কে। রাম হইতে দোষ-রহিত কে আছে ও আমা হইতে দোষযুক্ত আর কে আছে। অর্থাৎ আর কেহ নাই। তাৎপর্য্য তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও সর্ব্ব-দোষের আকর অতি ক্ষুদ্র। আমাকে তিনি আপনার করিয়াছেন। অতএব মন! এমন প্রভুর সেবা করিতে কদাপি বিস্মৃত হইও না॥

লোক কহৈ রাম কৌ গুলাম হোঁ কহাবোঁ।
এতৌ বড়ৌ অপরাধ ভব ন মন বাবোঁ॥

লোকে বলে তুলসীদাস শ্রীরামেরও দাস বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। ইহাই বড় অপরাধ কারণ তাঁহার দাসের দাস হইবার আমার ক্ষমতা নাই। আমি কেমন করিয়া শ্রীরামের সাক্ষাৎ করিয়া দাস হইব। মন এমত অপরাধ করিলেও তিনি ভক্তের প্রতি চিত্ত চঞ্চল না করিয়া দয়াবশতঃ এ সকল ভুলিয়া গিয়া কল্যাণ করেন। অতএব মন! এমত প্রভুর সেবা ত্যাগ করিও না।

পাথ মাথে চঢ়ে তৃণ তুলসী জো নীচো।
বোরতি ন বারি তাহি জানি আপু সাঁচো॥

এই স্থলে তৃণ ও জলের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছেন। পাথ শব্দে জল উহার মস্তকে অতি নীচ তৃণ চড়িয়া থাকে। এই স্থানে তুলসীদাস বলিতেছেন। জলজাত তৃণ এমত অপরাধ করিলেও জল এই তৃণ আমার ভাবিয়া তাহাকে ন বোরতি অর্থাৎ ডুবায় না প্রত্যুত জলচ্যুত হইলে তরঙ্গচ্ছলে তাহার সেচন করে।

৭৩ ॥

জাগু জাগু জীব জড় জোহৈ জগ যামিনী।
দেহ গেহ নেহ জানি জৈসে ঘন দামিনী॥

জীব আপনার কল্যণ দেখিতে না পাইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কাল যাপন করিতেছে দেখিয়া মহাত্মা বলিতেছেন হে জড় জীব! জাগ জাগ! এই যে সম্মুখে জগৎরূপ রজনী উহাতে আর নিদ্রিত থাকিও না। যদি থাক তবে উহাতে বিচরণকারী কাম ক্রোধাদি নিশাচরগণ তোমার দয়াধর্ম্মাদি সঞ্চিত ধন লুণ্ঠন করিয়া লইবে। যেমন সৌদামিনী আপনার আশ্রয় স্থান মেঘাবৃত রাখে না। তদ্রূপ দেহ ও গৃহে মমতা শূন্য হওয়াই জাগা। অর্থাৎ ঐ মত থাকিলেই ভগবৎ তত্ত্ব আপনা আপনিই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

সোবত সপনে সহৈ সংস্থৃতি সন্তাপ রে।
বুড়্যো মৃগবারি খায়ো জেবরি কো সাঁপ রে॥

যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া থাকে সে স্বপ্নাবস্থায় শিরশ্ছেদনের ন্যায় সংসারের সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রখর সূর্য্যতাপে মরুভূমিতে যে জল ভ্রম হয় উহাকে মৃগতৃষ্ণা বা মৃগবারী কহে। উহাতে ডুবিয়া মরার মত মিথ্যা কষ্ট। এবং জেবরী অর্থাৎ রজ্জুরূপ সর্পদষ্ট হইয়া মিথ্যা কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। এ স্থলে মৃগতৃষ্ণা বা রজ্জুবিকার সর্প মিথ্যা হইলেও শোকসন্তপ্ত আর্ত্তনাদাদি সত্য।

কহৈ বেদ বুধ তু তৌ বুঝ মন মাহিঁ রে।
দোষ দুঃখ সপনে কে জাগে হী পৈ জাহিঁ রে॥

'আমার মন তুমি নিজে বুঝিয়া দেখ জাগিয়া থাকিলে স্বপ্নের যত দুঃখ সব যায়। এই কথা বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন।

তুলসী জাগে তেঁ জায় তাপ তিহুং তাপ রে।
রাম নাম শুচি রুচি সহজ সুভায় রে॥

তুলসী যদি জাগ্রত থাকে তবে তাহার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও ও আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপের তাপ অর্থাৎ দুঃখ যায় অর্থাৎ নষ্ট হয়। জাগ্রত হইলে রাম নামে সহজে পবিত্র রুচি হয়।

॥ ৭৪

জানকীশ কী কৃপা জগাবতী সুজান জীব জাগি
ত্যাগী দৃঢ়তানুরাগ শ্রীহরে।
করি বিচার তজ বিকার ভজ উদার রামচন্দ্র ভদ্রসিন্ধু
দীনবন্ধু বেদ বদত রে॥

জানকীশ শ্রীরঘুনাথের কৃপা জানাইয়া দেয়। তখন জাগ্রত ভাগ্যবান জীব মূঢ়ের ভাব ত্যাগ করতঃ শ্রীহরিতে অনুরাগ করিতে থাকে। অতএব মন! তুমি বিচার করিয়া মায়া ত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গলসমুদ্র, উদার, দীনবন্ধু শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা কর।

মোহময় কুহুনিশা বিশাল কাল বিপুল ব্যাল সয়ৌ
খোয়ৌ সো অনুপ রূপ স্বপ্ন জু পরে।
অব প্রভাত প্রগট জ্ঞান ভানু কে প্রকাশ বাসনা
সরোগ মোহ দোষ নিবিড় তম টরে॥

অজ্ঞান রূপ অমাবস্যার রাত্রি অতি বিশাল, কাহারও ভাগ্যে ইহা প্রভাত হয়, আবার কাহারও ভাগ্যে চিরকাল থাকিয়াই যায়। ঐ রাত্রিকালে কলিকালরূপ অতি বৃহৎ সর্প আসিয়া ঐ রজনীতে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে দেখিয়া উহার জ্ঞানরূপ অনুপম বস্তু খাইয়া ফেলে। তখন ঐ ব্যক্তি একটী নারকী জীব বলিয়া পরিচিত হয়। আবার যখন শ্রীভগবানের কৃপায় ঐ রাত্রি প্রভাত হয় তখন জ্ঞানসূর্য্যকে প্রকাশ্যে দর্শন করিয়া রোগের সহিত বাসনা সকল ও মোহদোষরূপ নিবিড় তম সরিয়া যায়। তখন জীব ভগবানের দাস হইয়া নির্ম্মলানন্দ ভোগ করিতে থাকে।

ভাগে মদ মান চোর ভোর জানি যাতুধান কাম
ক্রোধ লোভ ক্ষোভ নিকর অপড়রে।
দেখত রঘুবর প্রতাপ বীতে সন্তাপ পাপ তাপ
ত্রিবিধি প্রেম আপ দূর হি করে॥

তখন ভোর হইয়াছে জানিয়া মদমান প্রভৃতি চোরগণ ও কাম ক্রোধ লোভ ক্ষোভ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। রঘুকুল চূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্রের কি প্রতাপ দেখ দেখি সেই জীবের দুঃখ পাপ ও ত্রিতাপ সকল পলায়ন করে এবং প্রভু নিজ প্রেম রূপ জল দ্বারা সকল পাপ দূর করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া দেন।

শ্রবণ সুনি গিরা গম্ভীর জাগে অতি ধীর বীর বর
বিরাগ তোষ সকল সন্ত আদরে।
তুলসিদাস প্রভু কৃপাল নিরখি জীব জন বিহাল
ভঞ্জৌ ভবজাল পরম মঙ্গলাচারে॥

এই পূর্ব্বোক্ত ভাবগম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ধীর বীর পুরুষ-শ্রেষ্ঠ জীব জাগ্রত হয়। তাৎপর্য্য আর মায়া শয়নে শুইয়া থাকে না। তখন তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য ও সন্তোষ আসিয়া উদয় হয় এবং সাধু পুরুষ সকল তাহার আদর করে। এক্ষণে তুলসীদাস প্রভুর কৃপালুতা ও জীবগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া ভবজাল ভাঙ্গিবার জন্য পরম মঙ্গলাচার শ্রীরাম নাম গ্রহণ করিয়াছে।

॥ ৭৫ ॥

খোটো খরো রাবরো হোঁ রাবরে সো ঝুট ক্যোঁ
কহোঙ্গৌ জানো সবহি কে মন কী।
করম বচন হিয়ে কহোঁ ন কপট কিয়ে ঐসী হট
জৈসি গাঁটো পানী পরৈ সন কী॥

সত্য ও মিথ্যা এই দুইটী আপনারই। কোন ব্যক্তি আপনাকে মিথ্যা বলিবে। কারণ আপনি সকলেরই মনোভাব জ্ঞাত আছেন। আমি কার্য্যে বাক্যে ও হৃদয়ের সহিত বলিতেছি। ইহাতে কপট করি নাই। আপনার ভজনে আমার এমনই হট অর্থাৎ জিদ। সে কেমন, শণ দড়িতে গাঁইট পড়িলে উহা জলে ভিজিলে যেমন হয় তদ্রূপ।

দুসরো ভরোসো নাহিঁ বসনা উপাসনা কো বাসব
বিরঞ্চি সুর নর মুনি গণকী।
স্বারথ কে সাথী মেরে হাথী স্বান লেবা দেই কাহু
তৌন পার রঘুবর দীন জন কী॥

আমি আপনাকে পাইব বাসনা করি এবং আপনার উপাসনা করি। ইহা ব্যতীত বাসব, বিরিঞ্চি, সুর, নর ও মুনিগণের ভরসা করি না। স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ স্বার্থের সাথী অর্থাৎ যত দিন তাহাদের সেবা করা যায় তত দিন তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। উহাদিগের যে আমার প্রতি সেবা তাহা কুকুর তুল্য উহা স্পর্শ করিতে নাই। সেই কুকুর দিয়া আমার ভজন পূজন ও বাবুরূপ হাতীটীকে বিনিময় করিয়া লইতেছে। হে রঘুবর! ইহা কি এই দীন জনের পীড়া নহে!

সাঁপ সভা সাবর লবার ভয়ে দেবদিব্য
সাঁসতি কীজৌ আগে হী যা তন কী।
সাঁচে পরে পাউঁ পান পচন মেঁ পন প্রমাণ
তুলসী চাতক আশ রাম শ্যাম ঘন কী॥

অন্যান্য সাধন শাবর বিদ্যার ন্যায়। যদি কোন ব্যক্তি নানা কষ্ট ভোগ করিয়া ও বহুতর পরিশ্রম সহকারে শাবর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভা করিয়া ঐ সভায় সর্প দেখায়। যদি ঐ ব্যক্তি উহাতে পরাভব হয় তবে কিছুমাত্র পারিতোষিক পায় না। যদি জিতে তবে তুচ্ছ মাত্র এক দোনা পান পারিতোষিক পায়। এতএব অন্যান্য সাধনে পরিশ্রম মাত্র সার দেখিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন। চাতকের শ্যাম মেঘে যেমন আশা, পঞ্চজন ভদ্রসমাজে পণ করিয়া বলিতেছি আমারও তদ্রূপ শ্যাম মেঘ তুল্য শ্রীরামচন্দ্রেতেই আশা।

৭৬

রাম কে গুলাম নাম রাম বোলা রাখ্যৌ রাম
কাম যহৈ নাম হৈ হোঁ কবহুঁ কহত হোঁ।
রোটীলুঙ্গানীকে রাখে আগে কোঁ বেদ ভাখৈ
ভলৌ হ্বৈ হৈ তেরৌ তা তেঁ আনন্দ লহত হোঁ॥

এক্ষণে তুলসীদাস শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতেছেন। প্রভু আজ আমি আপনার দাস হইয়াছি। অতএব আমার নাম রামবোলা বলিয়া রাখুন। যদি কেহ নূতন দাস হয় তাহাকে কি করিতে হইবে, তাহা উহাকে উপদেশ দিতে হয়। তজ্জন্য আমাকে এই উপদেশ দেওয়া হউক যে তুলসী তুমি কখনও কখনও অর্থাৎ সর্ব্বদা নহে। দুই অক্ষরে দুটী নাম, যে সীতারাম, তাহাই বলিতে থাক। যদি বলেন যে আমার চাকরী করিলে তোমার কি হইবে সেজন্য বলিতেছি। ইহ লোকে উত্তম ভোজন ও বস্ত্রাদি সকলই পাওয়া যায়। পুনঃ বেদ বলিয়াছেন আগে অর্থাৎ পরলোকে ভাল হইবে। অতএব দেখিতেছি আপনার দাস হইলে কি ইহলোক কি পরলোক উভয় লোকেই ভাল হয় অর্থাৎ আনন্দ ভোগ করা যায়।

বাঁন্ধ্যো হৈ কর্ম্মজড় গর্ব্বগূঢ় নিগড়
সুনত দুসহ হোঁ সাঁসতি সহত হোঁ।
আরত অনাথ নাথ কৌশল পাল কৃপাল
লীন্হো ছিন দীন দেখ্যো দুরিত দহত হো॥

শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্কর হইবার পূর্ব্বে তিনি কি মত ছিলেন। তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। যে শুভাশুভরূপ কর্ম্মজড় আমাকে বন্ধন করিয়াছিল এবং দেহাদ্যভিমানরূপ গর্ব্ব যাহা ছুটিবার নহে এবম্বিধ নিগড় অর্থাৎ লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধ। হে কোশলদেশপ্রজাপালক কৃপালো অরক্ষকের রক্ষক! আপনি আমার বন্ধন অবস্থা ও আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতেছিলাম ও পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম আমাকে দীন ভাবাপন্ন দেখিয়া ঐ বন্ধন ছেদন করিয়া লইয়াছেন।

বুঝ্যো জ্যোঁহী কহ্যো মেঁ হুং চেরো হৈব হোঁ রাব-
রোজু মেরো কৌউ কহুং নাহিঁ চরণ গহত হোঁ।
মীংজো গুরু পীঠ অপনাহ গহি বাংহ
বেলী সেবক সুখদ সদা বিরদ বহত হোঁ॥

আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন—বাপুরে তোমার প্রয়োজন কি? জোঁ্যাহী অর্থাৎ স্বামী এই কথা শুধাইলে তখন আমি বলিব প্রভো! আমি আপনার দাস হইব। তথাপি যদি বলেন তুমি তোমার পুত্রাদির নিকট অবৈতনিক দাস হইয়া রহিয়াছ অতএব কেমন করিয়া আমার দাস হইবে। তখন আমি বলিব প্রভু আমার কোথায়ও কেহ নাই, তজ্জন্য আপনার শ্রীচরণারবিন্দ অবলম্বন করিয়াছি।

লোক কহেঁ পোচ সো ন শোচ সকোচ মেরে
ব্যাহ ন বরেখী জাতি পাতি ন চহত হোঁ।
তুলসী অকাজ কাজ রামহীসে রীঝে খীঝে
প্রীতি কী প্রতীতি মন মুদিত রহত হোঁ॥

আমি আপনার চির দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে যদি কেহ বলে এ লোকটা অতি নীচ তাহাতে আমার শোক বা মনে সঙ্কোচ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। কারণ আমাকে আর বিবাহ করিতে হইবে না বা বরকর্ত্তা সাজিয়া কোথাও যাইতে হইবে না এবং জাতি কিংবা একত্র মিলিয়া পঙ্‌ক্তি ভোজন চাই না। এক্ষণে তুলসীদাস এই স্থির করিয়াছে যে যাহাতে শ্রীরঘুনাথ জীউ রীঝে অর্থাৎ সন্তুষ্ট হন তাহাই সুকাজ আর যাহাতে তিনি খীঝে অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হয়েন তাহাই অকাজ।

॥ ৭৭ ॥

জানকী জীবন জগত জীবন জগত হিত
জগদীশ রঘুনাথ রাজীবলোচন রাম।
শরদ বিধু বদন সুখশীল শ্রী সদন
সহজ সুন্দর তন শোভা অগণিত কাম॥

হে জানকীজীবন জগতজীবন জগতহিতার্থী জগদীশ রঘুবংশপালক রাজীবলোচন রাম ! শরৎকালীন চন্দ্রের মত আপনার মুখমণ্ডল। আপনি সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করেন। সমস্ত শোভার আশ্রয় ও সহজ সুন্দর পুরুষ হইয়া অগণ্য কামদেবের সদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছেন।

জগ সুপিতা সুমাতু সুগুরু সুহিত সুমীত
সবকেঁ দাহিনী দীনবন্ধু কাহু কোন বাম।
আরতি হরণ শরনদ অতুলিত দানি প্রণত-
পাল কৃপাল পতিত পাবন নাম ॥

আপনি জগতের সুপিতা সুমাতা সুগুরু সুহিতকারী ও সুমিত্র। হে দীনবন্ধো ! আপনি সকলেরই অনুকূল অতএব কাহারও প্রতিকূল নহেন। হে আর্ত্তহরণ শরণদ ! আপনার তুল্য আর কেহ দাতা নাই। হে ভক্তপালক দয়াল ! পতিত পাবন আপনার একটি নাম।

সকল বিশ্ববন্দিত সকল সুরসেবিত
আগম নিগম কহৈ রাবরেই গুণগ্রাম।
হহৈঁ জানিকে তুলসী তিহারো জন ভয়ো
ন্যারো কৈঁ গনিবো জহাং গনে গরীব গুলাম ॥

আপনি সমস্ত বিশ্ববাসীদিগের বন্দিত। অতএব সুরগণ আপনার সেবা করেন। হে প্রভো ! বেদ বা পঞ্চরাত্র সকল আপনার গুণগ্রাম গান করে ইহা জানিয়া তুলসীদাস আপনার জন অর্থাৎ দাস হইয়াছে। এক্ষণে প্রার্থনা আপনার সনক সনাতন প্রভৃতি নিত্য সিদ্ধ ভক্তগণের স্থান চাই না। আপনার যে সকল গরীব গোলাম আছে তাহাদিগের মধ্যে এই গরীব গোলামকে গণনা করিবেন।

॥ ৭৮ ॥

দেব দীন কোঁ দয়াল দানি দুসরো ন কোই।
জাহি দীনতা কহোঁ হোঁ দীন দেখোঁ সোই ॥

আমি যে আঁপনার দাস হইয়াছি তাহার আরও কারণ আছে। দীন প্রতি দয়ালু হে দেব! আপনার ন্যায় দাতা পুরুষ দ্বিতীয় আর কেহ নাই।

মুনি সুর নর নাগ অসুর সাহব তৌ ঘনেরে।
পৈ তৌলোং জৌলোং রাবরে ন নেকু নয়নফেরে ॥

মুনি সুর নর নাগ ও অসুরাদি অনেকে আপন আপন গৃহে সাহব অর্থাৎ প্রধান হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তাহার সেই সাহেবী যে পর্য্যন্ত তাহার প্রতি আপনি কৃপা কটাক্ষ পাত করেন। তাৎপর্য্য আপনার দয়া ব্যতীত ইন্দ্রেরও ইন্দ্রত্ব থাকে না।

ত্রিভুবন তিহুঁ কাল বিদিত বদত বেদ চারী।
আদি অন্ত মধ্য রাম সাহিবী তিহারী ॥

ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ বলিয়াছেন, স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালে এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে সৃষ্টির আদি অন্ত ও মধ্য কালে হে রাম! সমস্ত ঐশ্বর্য্য উহা আপনার এই বলিয়া সিদ্ধ ঋষিগণ জ্ঞাত আছেন।

তোহি মাঙ্গি মাঙ্গনো ন মাঙ্গনো কহায়ো।
সুনি স্বভাব শীল সুযশ যাচক জন আয়ো ॥

যদি বলেন আমার কাছে প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি এবং তাহাতেই বা কি হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন। প্রভো! যে যাচক আপনার নিকট প্রার্থনা করে সে যাচক অন্য কাহার কাছে আমি যাচক বলিয়া বলে না। অর্থাৎ তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় সে অন্য ব্যক্তির বাঞ্ছা সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। আর এই জন্য আপনার শীল, স্বভাব ও সুযশ শ্রবণ করিয়া যাচকগণ আপনার নিকট আগমন করে।

পাহন পশু বিটপ বিহঙ্গ অপনে করি লীনহে।
মহারাজ দশরথকে রঙ্গ রাব কীন্হে॥

পাপী অহল্যা, পশু বানরাদি, বিটপ বিহঙ্গ গৃদ্ধ্র জটায়ু প্রভৃতি অনেককে আপনি আপনার করিয়া লইয়াছেন। হে মহারাজ দশরথের পুত্র! আপনি যাহাকে যাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন, সেই সেই দরিদ্রকে রাজা করিয়া দিয়াছেন।

তুং গরীব কৌ নিবাজ হেঁ৷ গরীব তেরো।
বারক কহিয়ে কৃপাল তুলসী দাস মেরো॥

এক্ষণে যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহা শ্রবণ করুন। আপনার স্বভাব গরীবকে রাজা করিয়া দেওয়া। কিন্তু আমি গরীব হইয়াও আপনার চতুর্ব্বর্গাদি ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিতেছি না। অতএব হে দেব! আপনি একবার মাত্র বলুন, "তুলসী তুমি আমার হইলে"।

॥ ৭৯ ॥

দেব তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী তু পাপ পুঞ্জহারী॥

হে দেব! আপনি দয়াল আর আমি দীন, আপনি দাতা ও আমি ভিখারী; আপনি পুঞ্জ পুঞ্জ পাপহারী ও আমি জগতে একজন প্রসিদ্ধ পাতকী।

নাথ তু অনাথ কৌ অনাথ কৌন মোসৌ।
মো সমান আরত নহীঁ আরত হর তোসৌ॥

আপনি অনাথের নাথ আর আমার সমান কেহ অনাথ নাই। আপনি জীবের দুঃখ হরণ করেন কিন্তু আমার সমান আর কেহ দুঃখী নাই।

ব্রহ্ম তু হৌঁ জীব হোঁ তু ঠাকুর হৌঁ চেরৌ।
তাত মাতু গুরু সখা তু সব বিধি হিত মেরৌ॥

আপনি ব্রহ্ম আর আমি জীব। আপনি ঠাকুর আর আমি দাস। অধিক কি আমার হিতের নিমিত্ত আপনি মাতা পিতা গুরু সখা এই সমস্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

তোহি মোহি নাতে অনেক মানিয়ে জো ভাবৈ।
জ্যোঁ ত্যোঁ তুলসী কৃপাল চরণ শরণ পাবৈ॥

আমি আপনাতে এ সকল সম্বন্ধ মানিতেছি। ইহাতে আপনার যেমন ভাব একটী মানিয়া লইবেন। যে কোন প্রকারে আপনার শ্রীচরণে শরণ পাইলেই তুলসী কৃতার্থ হইবে।

॥ ৮০ ॥

দেব ঔর কাহি মাঙ্গিবে কো মাঙ্গিবৌ নিবারৈ।
অভিমত দাতার কৌন দুখ দারিদ্র দারৈ॥

হে দেব! আপনি যদি অন্য কাহার কাছে যাচ্ঞা করিতে বলেন তাহা করিব না। কেন না এমন কে আছে যে যাচকের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দুঃখ দূর করে। অতএব আপনাকে অভিমত দাতা দেখিতেছি। আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দুঃখ দারিদ্র নষ্ট করিতে অক্ষম।

ধর্ম্ম ধাম রাম কাম কোটি রূপ রূরো।
সাহব সব বিধি সুজান দান খড়্গ সুরো॥

হে প্রভো! আপনি ধর্ম্মের আশ্রয় স্থান, আপনার কোটি কোটি কামদেবের ন্যায় অতি সুন্দর রূপ, তথা সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজ্ঞ অপিচ শূরব্যক্তি যেমন খড়্গ পাইলে আহ্লাদিত হয় তদ্রূপ আপনি দানরূপ খড়্গ পাইলে আহ্লাদিত হয়েন।

সুসময় দিন দ্বয় নিশান সব দ্বার বাজে।
কুসময় দশরথ কে দানি তেং গরীব নিবাজে॥

সুসময় কুসময় সকলেরই আছে। ইহার মধ্যে সুসময় হইলেই দুইদিনের জন্য সকলেরই দরজায় পতাকা উড়ে ও নহবত বাজে। কিন্তু আপনি পিত্রাজ্ঞা পালন জন্য বনে গমন করিলে এবং প্রাণাধিক প্রিয়া মহারাণী জানকীকে রাক্ষসরাজ রাবণ হরণ করিলেও ঐ দুঃসময়ে বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি দীনগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ কি ইহ লোকে কি পরলোকে রাজ্যাদি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন।

সেবা বিনু গুণ বিহীন দীনতা সুনায়ে।
জে জে তেঁ নিহাল কিয়ে ফুলে ফিরত পায়ে॥

প্রভো! যদি কেহ সেবাহীন বা গুণহীন হয়, আর যদি নিজের দীনতা আপনাকে শ্রবণ করায়, আপনি তাহার সেই দীনতা শ্রবণ করিয়া যাহার যাহার প্রতি কটাক্ষ করেন তাহারা আপনার কৃপাদান প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া আনন্দে নিমগ্ন হয়। তাৎপর্য্য অহল্যা ও শাবরী কোন সেবাই করে নাই এবং বানর ও যক্ষগণ নির্গুণ হইলেও উহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

তুলসীদাস যাচক রুচি জানি দান দীজে।
রামচন্দ্র চন্দ্র তূ চকোর মোহিঁ কীজে॥

এক্ষণে তুলসীদাস প্রার্থনা করিতেছেন। হে দয়াময়! আমি যাচক আমার অভিরুচি জানিয়া দান দিউন। হে রামচন্দ্র! আপনি চন্দ্র আর আমাকে চকোর করুন। প্রবাদ আছে যে চকোর চন্দ্রসুধা ভিন্ন অন্য কিছু পান করে না।

॥ ৮১ ॥

দীনবন্ধু সুখসিন্ধু কৃপাকর কারণীক রঘুরাই।
সুনহু নাথ মন জরত ত্রিবিধি জ্বর করত ফিরত বৌরাই॥

হে দীনবন্ধো! আপনি সুখসিন্ধু, কৃপাশ্রয় করুণাময় রঘুরাজ। হে নাথ! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় ত্রিদোষ ঘটিত জ্বর রূপে আমার মনকে জীর্ণ শীর্ণ করায় ঐ মন ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ভাব ধারণ করিতেছে।

কবহুঁ যোগ রত ভোগ নিরত-শঠ হঠ বিয়োগ বশ হোই।
কবহুঁ মোহ বশ দ্রোহ করত বহু কবহুঁ দয়া অতি সোই॥

অস্থির মন কখন মৃত্যু স্মরণ করিয়া যোগাবলম্বনে তৎপর। কখনও বা স্থূল শরীরের অচলতা দর্শনে ভোগ করিতে তৎপর। কখনও বা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কলহ করিয়া শঠ মন সহসা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে। মোহের বশীভূত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির মঙ্গল কামনায়

প্রাণীগণের দ্রোহ, কখনও বা সজ্জন সমাগমে জীবহিংসা দোষ শ্রবণ করিয়া জীবে অতিশয় দয়া করিতেছে।

কবহুঁ দীন মতি হীন রংক রত কবহুঁ ভূপ
অভিমানী।
কবহুঁ মূঢ় পণ্ডিত বিড়ম্বরত কবহুঁ ধর্ম্ম রত জ্ঞানী॥

কখনও প্রিয়বস্তু বিনাশে দীনভাবাপন্ন। কখনও স্বার্থের বশীভূত হইয়া মতিভ্রষ্ট, কখন বা কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উহাতে ফলসিদ্ধি না হইলে দরিদ্রভাবাপন্ন। কখনও বা রাজাভিমানী, কখন মুগ্ধ, কখন পণ্ডিত, কখনও লোক বিড়ম্বনায় রত, কখনও ধর্ম্মরত এবং কখনও জ্ঞানী।

কবহুঁ দেখ জগ ধনময় রিপুময় কবহুঁ নারিময়
ভাসৈ।
সংস্থিতি সন্নিপাত দারুণ দুখ বিনু হরি কৃপা ন
নাসৈ॥

কখন ধন কামনায় স্থির হইলে এই জগত ধনময় দর্শন। কখন রিপুময় কখনও নারীময় প্রতিভাত হইতেছে। এই সংসারে দারুণ দুঃখজনক ত্রিতাপরূপ সন্নিপাত জ্বর শ্রীহরি কৃপা ব্যতীত নষ্ট হইতে পারে না।

সংযম জপ তপ নেম ধর্ম্ম ব্রত বহু ভেষজ সমুদাই।
তুলসীদাস ভব রোগ রাম পদ প্রেমহীন নাহিং যাই॥

তুলসীদাস বলিতেছেন। সংযম জপ তপ নিয়ম ব্রত ধর্ম্ম প্রভৃতি সন্নিপাত জ্বর নাশক বহু প্রকার ঔষধি থাকিলেও শ্রীরামপদে প্রেম-হীন ব্যক্তির ভব ব্যাধি বিনাশ হইতে পারে না। যদিচ ঐ সকল নষ্ট হয় কিন্তু সমূলে নহে।

॥ ৮২ ॥

মোহ জনিত মল লাগ বিবিধ বিধি কোটিহুঁ
যত্ন ন জাই।
জন্ম জন্ম অভ্যাস নিরত চিত অধিক অধিক
লপটাই ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছেন সংসার ব্যাধি। এক্ষণে বলিতেছেন—ঐ ব্যাধির মুখ্য ঔষধই শ্রীভগবানে অনুরাগ। ঐ ব্যাধি কিরূপ কঠিন তাহাই দেখাইতেছেন। শ্রীভগবানে বিমুখ হওয়াতে জীব মুগ্ধ হয়। তজ্জন্য নানা প্রকার কাম ক্রোধাদি আসিয়া জীবে সংলগ্ন হয়। শ্রীভগবানে প্রেম ব্যতীত উহা কোটী কোটী যত্নেও যায় না। বরং জন্মে জন্মে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া অধিক রূপে চিত্তে সংলগ্ন হয়।

নয়ন মলিন পর নারি নিরখি মন মলিন বিষয়
সঙ্গ লাগে।
হৃদয় মলিন বাসনা মান মদ জীব সহজ সুখ
ত্যাগে ॥

এখন উহার প্রবলতা দেখাইতেছেন। পর স্ত্রী দর্শন জন্য চক্ষু মলিন হয় সুতরাং ভগবদ্দর্শনাদি হয় না। বিষয়সঙ্গে মন মলিন অতএব ভগবৎ স্ফূর্ত্তি পায় না। বাসনা মান মদাদিতে হৃদয় মলিন হয়। ইহার যথার্থ কারণ এই যে জীব মুগ্ধ হইয়া সহজসুখ যে ব্রহ্মানন্দ উহা ত্যাগ করে।

পর নিন্দা সুনি শ্রবণ মলিন ভয়ে বচন দোষ
পর গায়ে।
সব প্রকার মল ভার লাগ নিজ নাথ চরণ বিসরায়ে॥

পরনিন্দা শ্রবণ করিয়া শ্রবণ মলিন হইয়াছে। পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া বচন মলিন হইয়াছে। আর যে সব মলভার লাগিয়াছে উহার প্রকৃত কারণ নিজ নাথ শ্রীহরির শ্রীচরণ বিস্মরণ হওয়া।

তুলসিদাস ব্রত দান জ্ঞান তপ শুদ্ধ হেতু শ্রুতি
গাবৈ।
রাম চরণ অনুরাগ নীর বিনু মল অতি নাশ
ন পাবৈ।।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রত, দান, জ্ঞান, তপস্যা জীবের শুদ্ধি-কারণ। এ বিষয়ে তুলসীদাস বলিতেছেন। উহা সত্য কিন্তু শ্রীরাম চরণে অনুরাগরূপ জল ব্যতীত উহা অতিধৌত হইতে পারে না।

৮৩

কছু হৈব ন আই গয়ৌ জন্ম জায়।
অতি দুর্লভ তন পাই কপট তজ ভজে ন
রাম মন বচন কায়।।

হায়! আমার কিছু হইল না! কেবল সংসারে এলাম আর গেলাম। উপস্থিত যে কয়েকটা দিন বাকী তাহাও যাইতেছে। দেবতারাও প্রার্থনা করে এমত দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও কপটতা ত্যাগ করতঃ কায়মনোবাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করিলাম না।

লরিকাই বীতী অচেত চিত চঞ্চলতা চৌগুনী চায়।
যৌবন জ্বর যুবতী কুপথ্য কর ভয়ৌ ত্রিদোষ ভরি
মদন বায়।।

বাল্যাবস্থা অজ্ঞানে গিয়াছে। তখন ক্রীড়াশক্ত অতএব চঞ্চলমতি। কৌমার কি কিশোর অবস্থায় বাল্যাপেক্ষা চারিগুণ চঞ্চল ছিল। ক্রমে যৌবনরূপ জ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলে যুবতী সঙ্গরূপ কুপথ্য করিয়াছিলাম এ সময় মদনবায়ু ত্রিদোষ পূর্ণ করিয়া দিল।

মধ্য বয়স ধনহেতু গঁবাই কৃষি বনিজ নানা উপায়।
রাম বিমুখ সুখ লহ্যৌ ন স্বপনেহুঁ নিশিবাসর তপৌ
তিহুঁ তায়॥

এই প্রকার মধ্য বয়সে ধনের জন্য কৃষি বাণিজ্যাদি নানা উপায় করিয়া যাপন করিলাম। কিন্তু রামবিমুখ বলিয়া স্বপনেও আমার সুখ হইল না। প্রত্যুত দিবা রাত্রি ত্রিতাপে তাপিত হইতে রহিলাম।

সেযে নহিং সীতাপতি সেবক সাধু সুমতি
ভ'ল ভক্তি ভায়।
সুনে ন পুলকী তন কহে ন মুদিত মন কিয়ে
জে চরিত্র রঘুবর রায়॥

এইরূপ হইতে পারে যে আমি ভাল করিয়া ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীসীতাপতি রামচন্দ্রকে ও তাঁহার সেবক সাধু সুমতি জনের সেবা করি নাই। আর রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীমান রামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার তনু পুলকিত ও কীর্ত্তন করিয়া মন মুদিত হয় নাই।

অব শোচত মণি বিনু ভুজঙ্গ জ্যোঁ বিকল অঙ্গ দলে
জরা ঘায়।
সির ধুনি ধুনি পছতাত মীজকর কোউ ন
মীত হিত দুসহ দায়॥

এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা। জরা আসিয়া পীড়ন করিতেছে এবং ঐ প্রহারে বিকল অঙ্গকে দলন করিতেছে। মণিহারা ভুজঙ্গ যেমন শোক করে তাহার ন্যায় শোক করিতেছি। হস্ত দ্বারা হস্ত দলন করিয়া অনুতাপ করিতেছি এবং মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া ভূমিতে আঘাত করিতেছি। কিন্তু এই দুঃসহ দায়ে কোন হিতকারী মিত্রকে দেখিতেছি না।

জিন্‌হ লগি নিজ পর লোক বিগারথ্যো তে
লজাত হোত ঠাট ঠাঁয়।
তুলসী অজহুঁ সুমিরি রঘুনাথ হী তজ্যো
গয়ন্দ জা কে এক নায় ॥

যে স্ত্রীপুত্রাদির জন্য স্বজন বা অন্য লোক বিগারিয়া গিয়াছে, এবং নিজের পরলোক স্বর্গাদি স্থান অর্জ্জন করিতে পারি নাই, এই বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা নিকটে থাকিয়া জিজ্ঞাসাও করিতেছে না। তুলসীদাস বলিতেছেন।—মন! যদিও তোমার বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে তথাপি গজেন্দ্র যাঁহাকে একবার স্মরণ করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এখন তুমি সেই রঘুনাথকে স্মরণ কর।

॥ ৮৪ ॥

তু তৌ পছিতৈ হৈ মন মীঞ্জ হাথ।
ভয়ৌ হৈ সুগম তো কোঁ অমর অগম তনু
সমুঝ ধোঁ কত খোবত অকাথ।

মন! তুমি এখন করমর্দ্দন করিয়া অনুতাপ করিতেছ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ অমরদিগের অপ্রাপ্য এই মানব তনু প্রাপ্ত হইয়া কত কাল ব্যর্থ করিয়াছ।

সুখ সাধন হরি বিমুখ বৃথা জৈসে শ্রম ফল
ঘৃত হিত মথৈ পাথ।
যহ বিচার তজি কুপথ কুসঙ্গতি চলি সুপন্থ মিলি
ভলে সাথ ॥

হরিবিমুখ ব্যক্তি সুখের জন্য যে সমস্ত সাধন করে উহা বিফল অর্থাৎ শ্রমসার মাত্র। যথা ঘৃতপ্রার্থী ব্যক্তি দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র জল মন্থন করিলে তাহার পরিশ্রম মাত্র ফল। এই প্রকার বিচার করিয়া বেদনিষিদ্ধ কুপথ ও হরিবিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গে মিলিয়া বেদোক্ত সুপথে চল।

দেখু রাম সেবক সুনি কীরতি রটহি নাম
করি গান গাথ।
হৃদয় আনু ধনু বাণ পাণি প্রভু লসে মুনি পট কটি
কসে ভাথ।

নয়ন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন কর। বক্তা পাইলে শ্রীভগবানের যশ শ্রবণ কর। শ্রোতা পাইলে নিজে বলিয়া শোনাও। শ্রোতা ও বক্তার অভাব হইলে স্বয়ং নামগান গাও। কটিদেশ গৈরিক বস্ত্র পরিধানে শুশোভিত, পাণিযুগলে ধনুর্ব্বাণ বিলসিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান কর।

তুলসীদাস পরিহরি প্রপঞ্চ সব নাই রাম পদ-
কমল মাথ।
জনি উরপহি তোসে অনেক খল অপনায়ে
জানকী নাথ ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন।---এই মায়াময় প্রপঞ্চের সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের পদকমলে উত্তমাঙ্গ মস্তক নত কর। দেখ যেন ভীত হইও না কারণ তোমার মত অনেক খলকে শ্রীজানকীনাথ আপনার করিয়া লইয়াছেন।

॥ ৮৫

মন মাধব কোঁ নেকু নিহার হি।
সুনু শঠ সদা রংক কে ধন জ্যোঁ ক্ষণ ক্ষণ
প্রভু হি সম্ভারহি॥

রে শঠ মন! দরিদ্র ব্যক্তি যেমন হঠাৎ লভ্য ধনকে সর্ব্বদা স্মরণ ও দর্শন করে, তদ্রূপ তুমি জগৎ প্রভু মাধবকে প্রতিক্ষণ স্মরণ দর্শনাদি কর। যদি প্রতিক্ষণ দর্শন করিতে অসমর্থ হও তবে এক একবার দর্শন কর।

শোভা শীল জ্ঞান গুণ মন্দির সুন্দর পরম উদারহি।
রঞ্জন সন্ত অখিল অঘগঞ্জন ভঞ্জন বিষয় বিকারহি॥

তিনি কান্তিমান, সুশীল এবং জ্ঞান ও গুণের আকর; পরম সুন্দর অপিচ উদার। তিনি সাধুরঞ্জন, অখিল পাপহারী ও বিষয়বিকার নষ্ট কর্ত্তা।

জো বিন যোগ যজ্ঞ ব্রত সংযম গয়ো চহহি ভব
পারহি।
তৌ জনি তুলসীদাস নিশিবাসর হরিপদ
কমল বিসারহি॥

এক্ষণে তুলসীদাস কহিতেছেন ! মন ! যদি তুমি যাগ যোগ ব্রত সংযমাদি ব্যতিরেকেও ভবপার প্রার্থনা কর, তবে দিবা রাত্রি মধ্যে কখনও শ্রীহরির পদকমল বিস্মরণ হইও না ।

॥ ৮৬ ॥

ইহৈ কহ্যো স্মৃত বেদ চহুঁ ।
শ্রীরঘুবীর চরণ চিন্তন তজি নাহি ন ঠৌর কহুঁ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ রাজার সুনীতি ও সুরুচি নামে দুই স্ত্রী। সুরুচির পুত্র উত্তম ও সুনীতির পুত্র ধ্রুব মহাশয়। একদিন সুরুচির সমীপে উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব মহাশয় কতকগুলি বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে আসিয়া পিতৃ সিংহাসনের উপরি যাইতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা উত্তানপাদ সুরুচির প্রণয় ভঙ্গ ভয়ে তুষ্ণীভাব ধারণ করিলে সুরুচির মুখ হইতে কঠোর হইলেও এই সত্য বাক্য নিঃসৃত হইল।—"তুমি অজ্ঞান বালক তোমার যদি রাজসিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা হয় তবে তুমি তপস্যা দ্বারা শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করিয়া আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর। তখন তোমার রাজ্যপদ লাভ হইবে"। বিমাতার মুখে এই বাক্য শ্রবণ মাত্র ভ্রষ্ট সিংহের ন্যায় সেই ক্ষত্রিয় বালক ধ্রুব অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া রোদন করিতে করিতে নিজ জননী সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া ছিলেন। তখন হরিপরায়ণা সুনীতি এই কথা বলিয়াছিলেন। পুত্র ! চারিবেদ এই কথাই বলে যে শ্রীরঘুবীরের শ্রীচরণ চিন্তা না করিলে কোথায়ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

জাকে চরণ বিরঞ্চি সেহ নিত সিধি পাই শঙ্কর হুঁ ।
শুক সনকাদি মুক্ত বিচরত তেউ ভজন করত অজ হুঁ ॥

যাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিয়া বিরিঞ্চি এবং শঙ্কর নিত্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শুক সনকাদি মুক্ত হইলেও ঐ শ্রীচরণ ভজন করিয়া আজও করিতেছেন।

যদ্যপি পরম চপল শ্রী সতত থির ন রহত কতহুঁ।
হরি পদ পঙ্কজ পাই অচল ভই কর্ম্ম বচন মন হুঁ॥

যদিচ অতি চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও নিরন্তর স্থির থাকেন না তথাপি শ্রীহরি পদ প্রাপ্ত হইয়া কেমন কর্ম্ম মনো বাক্যে অচলা হইয়াছেন।

করুণা সিন্ধু ভক্ত চিন্তামণি শোভা সেবত হুঁ।
ঔর সকল সুর অসুর ঈশ সব খায়ে উরগ ছহুঁ॥

হে পুত্র! সেই করুণাসমুদ্র ভক্তচিন্তামণি শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম সেবা কর। চিন্তামণির রূপের বা শোভার সেবাধর্ম্ম চেয়ে শ্রীভগবানের চরণ সেবাই শ্রেষ্ঠতর। যে সকল সুর, অসুরপতি বড় হইয়াছেন তাঁহাদিগকে কালসর্প গ্রাস করে অর্থাৎ শোক, মোহ, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মরণ প্রভৃতি আচ্ছন্ন করে। এখন যাহা দুঃখ পরে তাহা তোমার সুখের কারণ হইবে।—ইহাই ভাবার্থ।

সুরুচি কহ্যৌ সোই সত্য তাত অতি
পরুষ বচন জবহুঁ।
তুলসী দাস রঘুনাথ বিমুখ নহিঁ মিটৈ বিপতি
কবহুঁ॥

সুনীতি বলিলেন—বৎস! সুরুচি যদিও অতি কঠোর বাক্য বলিয়াছে তথাপি উহা ভগবান প্রাপ্তী বিষয়ে সত্য। এই স্থানে তুলসীদাস বলিতেছেন, শ্রীরঘুনাথবিমুখ হইলে জীবের বিপত্তি কখনও মিটে না।

॥ ৮৭ ॥

সুনু মন মূঢ় সিখাবন মেরৌ।
হরিপদ বিমুখ কাহু ন লহ্যৌ সুখ শঠ য়হ
সমুঝ সংেরৌ।

রে মুগ্ধমন! আমার শিক্ষা শ্রবণ কর। হরিপদবিমুখ ব্যক্তি কোথাও সুখ পায় না। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি। রে শঠ মন! যতক্ষণ মনুষ্যদেহ আছে ততক্ষণ প্রভাত আছে আর যখন দেহ নাই তখনই রাত্রি সমাগত। ইহাই কূট অর্থ। ইহার ভাবার্থ বুঝিয়া লও।

বিচ্ছুরে শশি রবি মন নয়নন্‌হ তেঁ পাবত দুঃখ বহু
তেরৌ।
ভ্রমত শ্রমিত নিশি দিবস গগন মহং তহং রিপু
রাহু বড়েরৌ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি হরিপদবিমুখ ব্যক্তি কোথায়ও সুখ পায় না, তাই মন! এখন দেখ জগতের শোভা চন্দ্র ভগবানের মন হইতে ও সূর্য্য নয়ন হইতে বিচ্যুত হইয়া দিবারাত্র আকাশে ভ্রমণ জন্য শ্রম ও রাহু ভয়ে ভীত হইয়া বহু দুঃখ পাইতেছে।

যদ্যপি অতি পুনীত সুরসরিতা তিহু পুর সুযশ
ঘনেরৌ।
তজে চরণ অজহুঁ ন মিটত নিত বহিবৌ তাহু
কেরৌ॥

জগতের পুণ্যকারিণী অতি পবিত্র সুরসরিৎ গঙ্গা যাঁহার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে প্রচুর সুযশ রহিয়াছে, তিনি হরিচরণারবিন্দ ত্যাগ করায় তাঁহার আজও প্রবাহ গতি মিটে নাই। সেইরূপ হরিপদবিমুখ ব্যক্তি সংসার প্রবাহে বহিয়া যাইতেছে, তাহার স্থিরতা বা সুখ নাই।

ছুটৈ ন বিপতি ভজে বিনু রঘুপতি শ্রুতি সন্দেহ নিবেরৌ।
তুলসীদাস সব আস ছাড়ি কর হোহু রাম কর চেরৌ॥

রঘুপতির ভজন ব্যতীত জীবের বিপত্তি ছুটে না। এ বিষয়ে যাহা সন্দেহ আছে শ্রুতি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুলসীদাস বলিতেছেন - মন! সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচরণে দাস হও।

॥ ৮৮ ॥

কবহুঁ মন বিশ্রাম ন মান্যৌ।
নিশি দিন ভ্রমত বিসার সহজ সুখ জহঁ তহঁ ইন্দ্রিন্হ তান্যৌ॥

এখন জীবের দুর্দ্দশার কারণ বলিতেছেন। জীবের মন কখনও মানিতেছে না, অর্থাৎ স্থির হইতেছে না, কারণ সহজসুখ ব্রহ্মানন্দ বিস্মরণ হইয়া রাত্রি দিন ভ্রমণ করিতেছে। রূপরসাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়দিগকে যেখানে সেখানে টানিয়া লইতেছে। বিষয়াসক্ত মন ঠিক নটের সজ্জিত বানরের মত।

যদপি বিষয় সঙ্গ সহৈ দুসহ দুখ বিষম জাল অরুঝান্যৌ।
তদপি ন তজত মূঢ় মমতা বস জানত হুঁ নহিঁ জান্যৌ॥

যদিও মন বিষয়সঙ্গ জন্য দুঃসহ দুঃখরূপ বিষম জালে জড়িত হইয়াছে, তথাপি মুগ্ধ মন মমতার বশীভূত হইয়া বিষয়বাসনা ত্যাগ করিতেছে না। উহাকে উপদেশ দিলেও জানিয়াও জানিতেছে না।

জন্ম অনেক কিয়ে নানা বিধি কর্ম্ম কীচচিত সান্যো।
হোয় ন বিমল বিবেক নীর বিনু বেদ পুরাণ
বখান্যো॥

বার বার অশীতিলক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া মন সেই অনেকানেক জন্মের নানাবিধ কর্ম্মফলরূপ পঙ্ক চিত্তে ওতপ্রোতরূপে সংলগ্ন হইয়াছে। কিন্তু নির্ম্মল বিবেক হইতেছে না। বেদ ও পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যেমন নির্ম্মল জল ব্যতীত কাদা ধৌত হয় না সেইরূপ বিমল বিবেকরূপ জল ব্যতীত ঐ পঙ্ক পাপ অতিধোত হইবে না।

নিজ হিত নাথ পিতা গুরু হরি সোঁ হরষি হৃদয়
নহি আন্যো।
তুলসীদাস কব তৃষা জায় সর খনতহিঁ জন্ম
সিরায়ো॥

এক্ষণে তুলসীদাস বলিতেছেন। কোন ব্যক্তি জলপিপাসা দূর করিবার অভিপ্রায়ে জলাশয় খনন করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকার খনন করিতে করিতে তাহার সেই জন্মের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি সমাপ্ত হইল। কিন্তু জল উঠিল না। তবে আর কখন উহার তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। সেইরূপ বিষয়বাসনা সুখ কিরূপে মিটিবে যখন ভগবৎ কৃপায় বিবেক উদয় হইয়া বিষয়বাসনা মিথ্যা প্রতিভাত হইবে। সাধু-গুরুর কৃপায় বিবেক উদয় হইলে বিষয়বাসনা ত্যাগ করতঃ ভগবৎ ভজনায় নিষ্ঠা জন্মিলে তবে সংসারের দুঃখ দূর হয়—নতুবা এ জীবনে দুঃখ অন্য কিছুতেই দুরীভূত হইবে না। ইহাই অর্থ।

॥ ৮৯ ॥

মেরৌ মন হরি হঠ ন তজৈ।
নিশি দিন নাথ দেউঁ শিখি বহু বিধি করত
সুভাব নিজৈ॥

হে নাথ! আমি দিবা রাত্রি আমার মনকে নানা প্রকার ভাব করিয়া দিতেছি, তথাপি সে নিজের একগুঁয়ে স্বভাব ত্যাগ করিতেছে না। সে বিষয় বাসনায় সদা মত্ত।

জ্যোং যুবতী অনুভবতি প্রসব অতি দারুণ দুখ
উপজৈ।
হৈব অনুকুল বিসারি শূল শঠ পুনি খল পতিহি
ভজৈ।

যে যুবতী পুত্র প্রসব কালে অতি দারুণ দুঃখ অনুভব করে, সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, "আর আমি ঐ শঠ খল পতির ভজনা করিব না।" কিন্তু স্বভাবের কি শক্তি, ঐ স্ত্রী তৎকালের সেই কষ্ট বিস্মরণ পূর্ব্বক ভোগলালসায লালায়িত হইয়া ঐ পতিকেই ভজনা করে। সেইরূপ আমার মনের ভাব ঐ স্ত্রীর লালসারূপ বাসনা স্বরূপ হইয়াছে।

লোলুপ ভ্রমত গৃহ পশু জ্যোঁ জহঁ তহঁ সির পদত্রাণ
বজৈ।
তদপি অধম বিচরত তৈউ মারগ কবহুঁ ন মূঢ়
লজৈ॥

এখন বাসনারূপ কুকুরের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন। অতিশয় লোভাক্রান্ত গৃহপশু কুকুর যার তার গৃহে ভ্রমণ করে। যেখানে

যায় সেখানে মস্তকে পদত্রাণ জুতার আঘাৎ প্রাপ্ত হয়। তথাপি ঐ অধম আবার যায়। অমনি তাহারা আবার প্রহার করে। কিন্তু ঐ অধম গৃহপশু লজ্জা পায় না।

হোঁ হারথোঁ করি যত্ন বিবিধি বিধি অতিশয়
প্রবল অজৈ।
তুলসীদাস বশ হোয় তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু
বরজৈ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন।—আমি নানা প্রকার যত্ন করিয়া অতিশয় প্রবল ও অজেয় মানবস্বভাব ঘুচাইতে না পারিয়া হার মানিয়াছি। এক্ষণে বুঝিলাম মন তখন বশ হয় যখন ইন্দ্রিয়ের ও মনের প্রেরক প্রভু হরি উহাকে বশ করাইয়া দেন। নতুবা অন্য কোন উপায়ে উহা বশীভূত হয় না।

॥ ৯০ ॥

ঐসী মূঢ়তা যা মন কী।
পরিহরি রাম ভক্তি সুর সরিতা আস করত ওস
কণ কী॥

তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যেমন সুরসরিৎ গঙ্গাকে ত্যাগ করিয়া শিশির কণার আশা করে, তদ্রূপ মনের সুখ পাইবার জন্য রামভক্তিরূপ প্রধান সাধন ত্যাগ করিয়া মূঢ় মন অন্যান্য সাধনের আশা করে।

ধূম সমূহ নিরখি চাতক জ্যোঁ তৃষিত জান মতি
ঘন কী।
নহিঁ তহঁ শীতলতা ন বারি পুনি হানি হোত
লোচন কী॥

উহাতে মন কিরূপ ফল পাইতেছে। যেমন কোন সময় একটী তৃষ্ণাতুর চাতকপক্ষী একত্রিত ধূমরাশি নিরীক্ষণ করিয়া উহা মেঘ বিবেচনা করিয়া তথায় চলিয়া গেল। গিয়া দেখে সেখানে জল নাই। নাই বা থাকুক তথায় একটু স্নিগ্ধ গুণ থাকা উচিত। সে শীতলত্বও নাই। তৃষ্ণা দূর হওয়া দূরের কথা, পুনশ্চ তাহার চক্ষু দুইটীর হানি হইল।

জ্যো গচ কাঁচ বিলোকি সেন জড় ছাঁহ আপনে
তন কী।
টুটতি অতি আতুর আহার বশ ছতি বিসারি
আনন কী॥

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। কোন সময় একটা নির্ব্বোধ শ্যেন পক্ষী দর্পণের কাচে আপনার দেহের ছায়া অবলোকন করিয়া অন্য পক্ষী মনে করিয়া আহারের জন্য ব্যস্ত যে হেতু ক্ষুধায় কাতর অথচ নিজের মুখের ক্ষতি হইবে ইহা বিস্মরণ হইয়া ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। উহাতে এই ফল হইল যে তাহার ঠোঁট ভাঙ্গিয়া গেল।

কহঁ লোঁ কহোঁ কুচাল কৃপানিধি জানত হৌ গতি
জন কী।
তুলসীদাস প্রভু হরহু দুসহ দুখ করহু লাজ
নিজ পন কী॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—হে কৃপানিধি! মনের কুব্যবহার অনেকরূপে আপনাকে বলিলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনি লোকের মনোভাব জ্ঞাত আছেন। হে প্রভো! আপনার পতিতোদ্ধারণাদি প্রতিজ্ঞা আছে। আমার এই দুঃসহ দুঃখ হরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

॥ ৯১ ॥

নাচত হী নিশি দিবস মরয়ৌ।
তবহি তেঁ ন ভয়ো হরি থির জব তেঁ জীব নাম ধরয়ৌ॥

জীব জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটীকে নিত্যস্বরূপ মনে করিয়া দিন রাত্রি নাচিতেছে। এ নাচের আর বিরাম নাই। হে হরি! ততদিন পর্য্যন্ত এ স্থির হইবে না, যত দিন এ জীব নাম ধারণ করিবে অর্থাৎ যতদিন একভাবাপন্ন ছিল ততদিন স্থির ছিল। মায়াবৃত হইয়া জীব হইয়াছে।

বহু বাসনা বিবিধি কঞ্চুক ভূষণ লোভাদি ভরয়ৌ।
চর অরু অচর গগন জল থল গংমে কৌন স্বাঙ্গ করয়ৌ॥

নৃত্য করিতে হইলে নানা রঙ্গের বস্ত্র ও ভূষণের আবশ্যক হয়। তজ্জন্য বলিতেছি বহু বাসনা বিবিধ প্রকার বস্ত্র ও লোভাদি সকল আভরণ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারে জলে স্থলে গগনে কখনও বা চর কখনও বা অচর রূপে কত সঙ্ সাজিতেছে।

দেব দনুজ মুনি নাগ মনুজ নহিঁ যাচত কোউ উবরয়ৌ।
মেরৌ দুসহ দরিদ্র দোষ দুখ কাহু তৌ ন হরয়ৌ॥

এই প্রকার সাজ সজ্জা করিয়া নাচিতে নাচিতে আবার প্রার্থনা করে। আমিও দেব, সুর, মুনি, নাগ ও মানুষের নিকট অনেকবার প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু আমার দুঃসহ দারিদ্রদোষরূপ দুঃখ কেহ নষ্ট করিয়া দিল না।

থকে নয়ন পদ পাণি সুমতি বল সঙ্গ সকল
বিছুরয়ৌ।
অব রঘুনাথ শরণ আয়ৌ জন ভব ভয় বিকল
ডরয়ৌ॥

আমার চক্ষু, পদ, পাণি, সুমতি ও বল সকলই নষ্ট হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তিও গিয়াছে। হে রঘুনাথ! এক্ষণে সংসারভয়ে বিকলাঙ্গ হইয়া আপনার শ্রীচরণে শরণ লইয়াছি।

জেহ গুণ তেঁ বশ হোহু রীঝকর সো মোহি সব
বিসরয়ৌ।
তুলসী দাস নিজ ভবন দ্বার প্রভু দীজে রহন
পরয়ৌ॥

এক্ষণে আমার একটি চাকরী নাই। কিন্তু আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা আমি বিস্মরণ হইয়া গিয়াছি। অতএব প্রার্থনা করিতেছি হে প্রভো! আপনার নিজ ভবনের দরজার ধারে আমাকে থাকিতে স্থান দিউন।

॥ ৯২ ॥

মাধৌ জু মো সম মন্দ ন কৌউ।
যদ্যপি মীন পতঙ্গ হীন মতি মোহি নহী পূজে ওউ॥

হে মাধব! জগতে আমার সমান হীনমতি আর কেহ নাই, যদিও মৎস্য ও পতঙ্গ হীনমতি দেখা যায় তাহা হইলেও তাহাদের অপেক্ষা আমি হীনমতি।

রুচির রূপ আহার বশ্য উন পাবক লোহ ন জান্যো।
দেখত বিপতি বিষয় ন তজত হোঁ তা তেঁ অধিক
অয়ান্যো॥

পতঙ্গ অজ্ঞানহেতু প্রদীপের বশীভূত ও মৎস্য আহারের বশীভূত হইয়া পাবক এবং লৌহ না বুঝিয়াই বিপদে পতিত হয় এবং নিজের প্রাণ হারায়। কিন্তু আমার বিপত্তি দেখ দেখি। আমি জানি জীব বিষয়সেবা করিলেই অধঃপতিত হয়। তথাপি ঐ বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি না। বরং তাহাতে অধিকতর আসক্ত হইতে চলিলাম। অতএব আমি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানী।

মহা মোহ সরিতা অপার মহং সন্তত ফিরত বহোঁ।
শ্রীহরি চরণ কমল নৌকা তজি ফিরি ফিরি ফেন গহোঁ॥

মহা মোহরূপ অপার নদীতে আমি নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছি। কোন প্রকারে পার না পাইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। কারণ শ্রীহরির চরণকমলরূপ নৌকা ত্যাগ করিয়া অন্য নানা প্রকার সাধন-পুঞ্জ গ্রহণ করিতেছি।

অস্থি পুরাতন ক্ষুধিত শ্বান অতি জ্যোঁ ভরি মুখ পকরয়ৌ।
নিজ তালু গত রুধির পান করি মন সন্তোষ ধরয়ৌ॥

ইহাতে মন কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। যেমন ক্ষুধিত কুকুর কোন একটা পুরাতন হাঁড়ী পাইয়া অতি যত্নে মুখ পূর্ণ করতঃ চর্ব্বণ ও চোষন করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতেও তাহার মনস্তুষ্টি হয় না। ক্রমে এই প্রকার চর্ব্বনাদি করিতে করিতে যখন তাহার মুখ ক্ষত হয় তখন তাহার নিজ তালুগত রুধির পান করিয়া মনস্তুষ্টি লাভ করে।

পরম কঠিন ভব ব্যাল গ্রসিত হী ত্রসিত ভয়ো
অতি ভারী।
চাহত অভয় ভেক শরণাগত খগপতি নাথ বিসারী ॥

অতি কঠিন সংসাররূপ সর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত অতএব অত্যন্ত ভয়ভীত ব্যক্তির যেমন গরুড়বাহন শ্রীহরিকে বিস্মরণ হইয়া অভয় প্রার্থনা করতঃ ভেকের শরণাপন্ন হওয়া আমারও তদ্রূপ।

জলচর বৃন্দ জাল অন্তর গত হোত সিমিট
এক পাসা।
এক হি এক খাত লালচ বশ নহি দেখত
নিজ নাসা ॥

অথবা যেমন জলমধ্যে ক্ষিপ্ত কৈবর্ত্তের জালের মধ্যে পতিত মৎস্য-বৃন্দকে কৈবর্ত্ত এক পার্শ্বে আনিতে থাকে, সেখানেও জিহ্বার লালসার বশবর্ত্তী হইয়া একটী ক্ষুদ্র মৎস্য অন্য একটীকে ভক্ষণ করে কিন্তু সে নিজের দুর্দ্দশা একবারও দেখে না।

মেরে অঘ শারদ অনেক যুগ গণত পার
নাহিঁ পাবৈ।
তুলসী দাস পতিত পাবন প্রভু যহ ভরোস
জিয় আবৈ ॥

অধিক কি বলিব যদি স্বয়ং সরস্বতী আমার পাপ অনেকানেক যুগ গণনা করেন তথাপি উহার পারে যাইতে পারেন না। তবে প্রভু আপনি আমার পতিতপাবন এই ভরসাতে তুলসীদাসের জীবন আছে।

॥ ৯৩ ॥

কৃপা সো ধোঁ কহাং বিসারী রাম।
জেহি করুণা সুনি শ্রবণ দীন দুখ ধাবত হো
তজি ধাম

হে প্রভো রামচন্দ্র ! আপনার সেই কৃপাটি কোথায় গেল। যাহা থাকায় আপনি দীন জনের দুঃখ শ্রবণ করিয়া সেই দুঃখ মোচনের নিমিত্ত নিজ ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্ত সমীপে ধাবিত হইতেন।

নাগরাজ নিজ বল বিচার হিয় হার চরণ
চিত দীন্‌হ।
আরত গিরা সুনত খগপতি তজ চলত বিলম্ব ন
কীন্‌হ ॥

নাগরাজ গজেন্দ্র নিজ শক্তি বিচার করিয়া দেখিল যে তাহার হার হইয়াছে। সুতরাং নিজ গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকপটে আপনার শ্রীচরণে নিজ চিত্ত প্রদান করিয়াছিল। তখন আপনি সেই গজেন্দ্রের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া খগপতি গরুড়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলম্ব না করিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন।

দিতি সুত ত্রাস ত্রসিত নিশি দিন প্রহ্লাদ
প্রতিজ্ঞা রাখী।
অতুলিত বল মৃগরাজ মনুজ তনু দনুজ হত্যো
শ্রুতি সাখী,

দিতিসুত হিরণ্যকশিপুর ভয়ে দিবা রাত্র ভীত প্রহ্লাদ মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এই স্ফটিকস্তম্ভে হরি বিরাজ করিতেছেন। সেই প্রতিজ্ঞা রাখিবার জন্য এবং হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার জন্য অতুল বলশালী পবিত্র মৃগরাজ ও মনুজ মিশ্রদেহধারী শ্রীনৃসিংহ দেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভূপ সদসি সব নৃপ বিলোকি প্রভু রাখু কহৌ নর নারী।
বসন পূরি অরি দর্প দূরি কর ভূরি কৃপা দনুজারী॥

রাজসভামধ্যে দুঃশাসন ঋতুমতী অতএব একবস্ত্রা দ্রৌপদির বস্ত্র আকর্ষণ করিতে থাকিলে, নরাবতার অর্জ্জুনের নারী দ্রৌপদী ভাবিলেন। দেবাংশসম্ভূত মহাবীর পঞ্চপাণ্ডব আমার পতি থাকিতে দুঃশাসন কি করিবে। কিন্তু পূর্ব্বেই যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাভব হওয়ায় নতমস্তকে ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞাবহ ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ও ঐ অবস্থায় রহিলেন। অতুল পরাক্রমশালী গুরুজন ভীষ্মাদিরও তদবস্থা। তখন আপনাকে অবলা জানিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। তখন দনুজারি শ্রীকৃষ্ণ নিজ পূর্ণশক্তিতে বস্ত্র পূর্ণ করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি অত্যন্ত দয়া ও শত্রুর দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।

এক এক তে রিপু ত্রসিত জন তুম রাখে রঘুবীর।
অব মোহি দেত দুঃসহ দুখ বহু রিপু কস ন হরহু ভব পার॥

হে রঘুবীর! আপনি শত্রুভয়ভীত গজেন্দ্র, প্রহ্লাদ ও দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক রিপু আমায় মুগ্ধ করিয়া দুঃসহ দুঃখ দিতেছে। আপনি এই সংসারের মালিক হইয়া আমার এই

ভবদুঃখ হরণ করিতেছেন না কেন? এ স্থলে ভাবার্থ এই যে আপনি ইহাদের এক একটী রিপুজনিত দুঃখ নষ্ট করিয়া যশঃ লাভ করিয়াছেন। আমি বহু দুঃখে দুঃখিত, আমাকে রক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর যশঃ অর্জ্জন করা হইবে।

লোভ গ্রাম দনুজেশ ক্রোধ কুরুরাজ বন্ধুখল মার।
তুলসীদাস প্রভু যহ দারুণ দুঃখ ভঞ্জহু রাম উদার॥

যদি বলেন—তোমার বহু শত্রু বা বহু দুঃখ কোথায়? তজ্জন্য বলিতেছি গজেন্দ্রের শত্রু ছিলেন গ্রাহ, আমার শত্রু লোভরূপ গ্রাহ। প্রহ্লাদের শত্রু হিরণ্যকশিপু, আমার শত্রু ক্রোধরূপ হিরণ্যকশিপু। দ্রৌপদির শত্রু দুর্য্যোধনভ্রাতা খল দুঃশাস, আমার শত্রু কামরূপ খল কুরুরাজবন্ধু দুঃশাসন। হে প্রভো! আপনি তুলসীদাসের এই সব দারুণ দুঃখ ভঞ্জন করুন।

॥ ৯৪ ॥

কাহে তেঁ হরি মোহিঁ বিসারো।
জানত নিজ মহিমা মেরে অঘ তদপি ন
নাথ সম্হারো॥

হে গুরো! আপনি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি আপনার মহিমা ও আমার পাপ এ সকলই অবগত আছেন। তথাপি হে নাথ! আমাকে রক্ষা করিতেছেন না।

পতিত পুনীত দীন হিত অশরণ শরণ কহতি
শ্রুতি চারো।
হোঁ নহী অধম সভীত দীন কিধোঁ বেদন মৃষা
পুকারো॥

যদি বলেন আমার এমন কি গুণ আছে যাহা দ্বারা তোমাকে রক্ষা করিব। তাই বলিতেছি।—আপনি পতিতপাবন অর্থাৎ মহাপাতকীকেও পবিত্র করেন। যাহার অন্য কোন সাধন নাই আপনি সেই দীন ব্যক্তির মঙ্গল করেন; এবং অরক্ষকের রক্ষক। এ কথা আমি বলি নাই ইহা চারিবেদে বলিয়াছে। যদি বলেন তোমাতে এমন কি কারণ আছে যে তোমায় রক্ষা করিতে হইবে। তাই বলিতেছি।—আমি অধম মহাপাতকী নহি বা রক্ষক শূন্য হইয়া ভীত নহি কিম্বা অন্যান্য সাধনশূন্য দীন নহি। আমি একটী উদ্ধার করিবার প্রধান পাত্র। আমাকে যে উদ্ধার করিতেছেন না তবে কি তোষামোদকারী ব্যক্তির মত বেদ মিথ্যা এই চিৎকার করিয়া আপনার পতিতপাবনাদি গুণ গান গাহিয়াছি।

খগ গণিকা গজ ব্যাধ পাঁতি জহঁ তহঁ হোঁহুঁ
বৈঠারো
অব কেহি লাজ কৃপানিধান পরসত পনবারো
ফারো॥

জটায়ু, বেশ্যা, গজেন্দ্র ও ব্যাধের যেখানে পঙ্‌ক্তি তথায় আমাকে বসাইয়া দিয়া হে কৃপাসিন্ধো! আপনার কি একটা লজ্জা উপস্থিত হইল যে পরিবেশন করিবার সময় আমার পাতাখানি ছিঁড়িয়া দিয়া আমাকে উঠাইয়া দিলেন।

জো কলিকাল প্রবল অতি হো তো তব নিদেশ
তেঁ ন্যারো।
তো হরি রোষ ভরোস দোষ গুণ তেহি ভজতে
তজি গারো॥

যদি বলেন ঘোর কলিকাল আমার পতিতপাবনাদি গুণ সকল গ্রাস করিয়াছে। তজ্জন্য বলিতেছি আপনা হইতে কলিকাল যদি

প্রবল হইত তবে তাহার ক্রোধে ভীত হইয়া আপনার আজ্ঞা ত্যাগ করিতাম এবং তাহারই ভরসা করিতাম। আপনার যে সমস্ত দোষগুণ গান করিতেছি উহা পরিত্যাগ করিয়া কলিরই দোষগুণ গান করিতাম। কিন্তু তাহা নহে অর্থাৎ কলি সে বিষয়ে কীটানুকীট। তাহার সাধ্য কি যে আপনার গুণ সকল গ্রাস করে।

মসক বিরিঞ্চি বিরিঞ্চি মসক সম করহু প্রভাব
তুম্হারো।
যহ সামর্থ অছত মোহিং ত্যাগহু নাথ তহাঁ
কছু চারো॥

প্রভো! আপনার প্রভাব মশককে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকে মশক করাইয়া দেয়। হে নাথ! আপনার এ সমর্থ আছে। তথাপি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন তবে আমার কোন শক্তি নাই।

নাহি ন নরক পরত মো কহঁ ডর যদ্যপি হোঁ
অতি হারো।
যহ বড়ি ত্রাস দাস তুলসী প্রভু নামহুঁ
পাপ ন জাত্যো॥

যদি বলেন তুমি নরকের ভয়ে এই রূপ বলিতেছ, কিন্তু তাহা নহে। যদ্যপি আমি আপনার পতিতপাবনাদি গুণসকল বিশ্বাস করিয়া যাবজ্জীবন অধর্ম্মাদি কার্য্য করিয়া আসিতেছি ও কিছুমাত্র শুভ কর্ম্ম করি নাই, সেই জন্য এ জন্ম হার হইয়া গিয়াছে। তথাপি নরকে পড়িবার ভয় করি না। পুনশ্চ যদি বলেন—তবে তুমি এত চিৎকার করিতেছ কেন? তজ্জন্য বলিতেছি যে প্রভু আমার এইটী অতিশয় ভয় যে আপনার নামে তুলসীদাসের পাপ যাইতেছে না।

॥ ৯৫ ॥

তউঁ ন মেরে অব অবগুন গণি হেঁ।
জো যমরাজ কাজ সব পরিহরি যহী খ্যাল
উর অনি হেঁ॥

যমরাজ যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকার ত্যাগ করিয়া মনে কেবল আমার পাপের হিসাব করেন তাহা হইলে আমার পাপ গণনা করিতে পারিবেন না।

চলি হেঁ ছুটি পুঞ্জ পাপিন্‌হ কে অসমঞ্জস জিয়
জানি হেঁ।
দেখি খলল অধিকার প্রভু সোঁ মেরি ভূরি
ভলাই ভনি হেঁ॥

যদি বলেন তবে কি যমরাজের সে ক্ষমতা নাই। তজ্জন্য বলিতেছি যে যমরাজ বহুদিন ধরিয়া আমার হিসাব করিলে অন্যান্য পাপীদিগের বিচার হইবে না। তখন তাহারা চলিয়া যাইবে। এই সময় যমরাজ বুঝিবে এ কার্য্য ভাল হইল না। ইহাতে পক্ষপাত বিচার হইল। এবং যদি আপনি পশ্চাৎ বলেন "ওহে যম! তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডবিচারকের যোগ্য নহ। তোমাকে স্থানচ্যুত করিব।" এই সকল কারণে নিজ অধিকারের হানি দেখিয়া যম আপনার নিকট আমার প্রশংসা করিয়া বলিবেন, মহাশয়! এ ব্যক্তি অতি ভদ্রমনুষ্য, এ আপনার নিকট থাকিবার যোগ্য।

হঁসি করি হেঁ পরতীতি ভক্ত কী ভক্ত শিরোমণি
মনি হেঁ।
জেঁ্যা তেঁ্যা তুলসিদাস কোশলপতি
অপনায়হি পরি বনি হৈ॥

আপনি অন্তর্যামী পুরুষ, তখন যমরাজার এই কথা শুনিয়া বুঝিবেন যে একটা পাপী যমরাজাকে ঠকাইয়াছে। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বিশ্বাস করিয়া এই ভক্তকে ভক্তশিরোমণি মানিয়া লইবেন। হে কোশলপতে! আমি ভালই হই আর মন্দই হই যে কোন প্রকারে এই তুলসীদাসকে আপনার করিয়া লইতেই হইবে, নচেৎ আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না।

জো পৈ জিয় ধরি হৌ অবগুণ জন কে।
তৌ কোঁ। কটত সুকৃত নখ তেং মো পৈ
বিপুল বৃন্দ অঘ বন কে॥

যদি আপনি জীবের জীবনের পাপ ধরেন অর্থাৎ যদি বলেন তুমি পাপ করিয়াছ, আমি তোমায় কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। এক্ষণে তুমি নিজ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট কর। তজ্জন্য বলিতেছি আমার পুণ্যকর্ম্ম নখস্বরূপ ও বিপুল পাপবৃন্দ বনস্বরূপ। অতএব নখদ্বারা বন কেমন করিয়া কাটা যাইবে।

কহি হৈ কৌন কলুষ মেরে কৃত কর্ম্ম বচন মন কে।
হারহিঁ অমিত শেষ শারদা শ্রুতি গিণত এক
এক ছিন কে॥

যদি বলেন তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ যে এত করিয়া বলিতেছ। তজ্জন্য বলিতেছি। প্রভো! আমার কায়মনোবাক্যদ্বারা কৃত কলুষকর্ম্ম কেহ গণনা করিতে পারে না। মৎকৃত অশেষ কলুষকর্ম্ম শেষ, শারদা ও শ্রুতিগণ এক একটী করিয়া যদি গণনা করেন তাহা হইলেও শেষ করিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে হার মানিতে হইবে।

জ্যো চিত চঢ়ে নাম মহিমা নিজ গুণ গণ
পাবন পন কে।
তৌ তুল সহি তারি হৌ বিপ্র জোঁ দস ন
তোরি যম গণ কে॥

এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি নিজ কর্ম্মদ্বারা আমি উদ্ধার হইতে পারিব না। তবে যদি আপনার পতিতপাবনাদি নিজগুণগণ ও প্রতিজ্ঞা এবং নামমাহাত্ম আপনার মনোমধ্যে উদয় হয় তাহা হইলে ভবসমুদ্র হইতে তুলসীদাসকে উদ্ধার করাইবেন। যেমন বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া বিপ্র অজামিলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

॥ ৯৭ ॥

জৌ পৈ হরি জন কে গুণ গহতে।
তৌ সুরপতি কুরুরাজ বালি সোঁ কত হবি
বৈর বিসহতৈ॥

যদ্যপি শ্রীহরি লোকের গুণ গ্রহণ করেন তবে কি জন্য ইন্দ্র দুর্য্যোধন বালিরাজার সহিত হঠ করিয়া বৈরতা সহ্য করিবেন অর্থাৎ অন্যের শত্রুকে স্বয়ং শত্রু করিয়া লইবেন। ভাবার্থ এই যে কোন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে একটী পারিজাত পুষ্প আনয়ন করিলে শ্রীভগবান উহা রুক্মিণীকে সমর্পণ করেন। তখন সত্যভামার হৃদয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়। ভগবান সত্যভামার ঐ দ্বেষরূপ দোষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিরপরাধ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি শত্রুতা করতঃ পারিজাত হরণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার জারজ দোষ দর্শন না করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত বৈরতা করিয়াছিলেন; এবং সুগ্রীব বালিকে পর্ব্বতকন্দরে বদ্ধ করিয়া তারাকে উপভোগ করিলে তাহার অগম্যগমন জন্য দোষ দর্শন না করিয়া বালিকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে এইটি নিশ্চয় হইয়াছে যে শ্রীভগবান ভক্তের দোষ গ্রহণ করেন না। তিনি কেবল একমাত্র প্রেমের বশ।

জো জপ যজ্ঞ যোগ ব্রত বর্জ্জিত কেবল
প্রেম ন চহতে।
তৌ কত সুর মুনিবর বিহায় ব্রজ গোপ
গেহ বসি রহতে॥

তিনি জপ, যজ্ঞ, যোগ ও ব্রত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রেম চাহেন অর্থাৎ প্রেমই প্রার্থনা করেন। সেই জন্য কত কত সুর ও মুনিবরদিগকে পরিত্যগ করিয়া নন্দগোপের ব্রজ মধ্যে গোপ গোপীদিগের গৃহে বসিয়া থাকেন।

জো জহঁ তহঁ প্রণ রাখি ভক্ত কৌ ভজন
প্রভাব ন কহতে।
তৌ কলি কঠিন কর্ম্ম মারগ জড় হম কেহি
ভান্তি নিবহতে॥

তিনি যেখানে সেখানে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া ভক্তজনের প্রভাব বলেন না। তজ্জন্য এই কঠিন কলিতে কর্ম্মমার্গ অতি কঠিন। কারণ দ্রব্য ও বেদজ্ঞ ঋত্বিকের অভাব। এবং আমি একজন জড়; ঐ পথে গমন করিবার আমার কোন সাধ্য নাই। কিন্তু আমাকেও যেখানে সেখানে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন।

জো সুত হিত লিয় নাম অজামিল কে অঘ
অমিত ন দহতে।
তৌ যমভট শাসতি হর হম সে বৃষভ
খোজ খোজ নহতে॥

৯৮

ঐসী হরি করত দাস পর প্রীতি।
নিজ প্রভুতা বিসরি জন কে বশ হোত সদা যহ রীতি॥

দাসের উপরি শ্রীভগবানের এই প্রকার প্রীতিকরণ অর্থাৎ তিনি এইরূপ ভাল বাসেন। তিনি সর্ব্বদা এই নিয়মে কার্য্য করেন যে নিজের প্রভুত্ব বিস্মৃত হইয়া ভক্তের বশীভূত হয়েন।

বান্ধে সুর অসুর নাগ নর প্রবল কর্ম্ম কী
ডোরী।
সোই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যশুমতি বান্ধৌ হটি সকত
ন ছোরী॥

যে ভগবান অতি দৃঢ় কর্ম্মরূপ রজ্জু দ্বারা সুর অসুর, নাগ ও নর প্রভৃতিকে বন্ধন করিয়াছেন, আবার ব্রজে নন্দপত্নী যশোদা সেই অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু হরিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সে বন্ধন তাঁহার পক্ষে এত কঠিন যে তিনি কত চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়াইতে পারেন নাই।

জা কে মায়া বশ বিরঞ্চি শিব নাচত পার ন পায়ৌ।
করতল তাল বজাই গ্বাল যুবতীন সোই নাচ
নচায়ৌ॥

যাঁহার মায়ার বশীভূত হইয়া ভব ও বিরিঞ্চি চিরকাল নাচিতেছে এবং আরও কত কাল নাচিবে, যে মায়াসমুদ্রপারে যাই যাই মনে করিয়াও পার পাইতেছে না। কিন্তু সেই পর ব্রহ্ম ভগবানকে আবার গোয়াল যুবতিগণ করতলে তাল বাজাইয়া নাচ নাচাইতেছেন।

বিশ্বম্ভর শ্রীপতি ত্রিভুবন পতি বেদ বিদিত যহ লীখ।
বলি সোঁ কচ্ছু ন চলী প্রভুতা বরু হ্বৈ দ্বিজ মাঙ্গী ভীখ॥

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ইহা লিখিয়াছেন যে বলিরাজা কোথাও গমন করেন নাই। কিন্তু যিনি এই বিশ্বের ধারণকর্ত্তা, ত্রিভুবনের পালক শ্রীপতি হরি তিনি ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ং বলিরাজার কাছে গমন করিয়া তাঁহার প্রভুত্বাদি যশোগান করতঃ ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

জা কে নাম লিয়ে ছুটত ভব জন্ম মরণ দুঃখ ভার।
অম্বরীষ হিত লাগি কৃপা নিধি সোই জন্মো দশ বার॥

যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে জন্মমরণাদি দুঃখভাব সকল পলায়ন করে, সেই কৃপানিধি হরি মহারাজ অম্বরীষের মঙ্গলের জন্য দশবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যোগ বিরাগ ধ্যান জপ তপ করি জেহি খোজত মুনি জ্ঞানী।
বানর ভালু চপল পশু পাবর নাথ তহাঁ রবি মানী॥

মুনি ও জ্ঞানীগণ যোগ বৈরাগ্য ধ্যান জপ ও তপস্যা করতঃ যাঁহাকে অনুসন্ধান করেন সেই হরি বানর ভল্লুক ও চঞ্চল পশুদিগের গাঢ় ভক্তির মান্য করিয়া তথায় অবস্থান করেন।

লোকপাল যম কাল পবন রবি শশি সব আজ্ঞাকারী।
তুলসিদাস প্রভু উগ্রসেন কে দ্বার বেঁত কর ধারী।

লোকপাল যম ও পবন প্রভৃতি এবং কাল রবি শশী প্রভৃতি সকলে

যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই তুলসীদাসের করে প্রভু বেত্র ধারণ করিয়া মহারাজ উগ্রসেনের দ্বারে দ্বারবান সাজিয়া রহিয়াছেন।

৯৯

বিরদ গরীব নেবাজ রাম কৌ।
গাবত বেদ পুরাণ শম্ভু শুক প্রগট প্রভাব নাম কৌ॥

শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব এই যে তিনি গরীবের উদ্ধার কর্ত্তা। তজ্জন্য বেদ পুরাণ শম্ভু ও শুকদেব প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নামমাহাত্ম্য গান করিয়াছেন।

ধ্রুব প্রহ্লাদ বিভীষণ কপিপতি জড় পতঙ্গ পাণ্ডব সুদাম কৌ।
লোক সুযশ পরলোক সুগতি ইহ্ু মে কো হৈ রাম কাম কৌ॥

ধ্রুব, যাহার পিতা পঞ্চম বর্ষ বয়সে পরিত্যাগ করেন। প্রহ্লাদ, ইহাকেও ইহার পিতা হিরণ্যকশিপু বিনাশের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিভীষণ, রাবণ যাহার শত্রু; সুগ্রীব, বালী যাহার শত্রু; জড় যমলার্জ্জুন, যাহার একবার মাত্র প্রণাম করিবার শক্তি ছিল না। পতঙ্গ, যাহা জটায়ূ মাংসাহারীর খাদ্য; পাণ্ডব, যাঁহারা দুর্য্যোধনের ভয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন। সুদামা, যাহার একমুষ্টি তণ্ডুল শ্রীভগবান ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। যে হেতু শ্রীভগবানের ইহলোকের সুযশ ও পরলোকের সদ্গতির প্রয়োজন নাই।

গণিকা কোল কিরাত আদি কবি ইহুতেঁ অধিক বাম কো।
বাজিমেধ কব কিয়ৌ অজামিল গজ গায়ে কব সাম কো॥

পূর্ব্বে কেবল গরীবের কথা বলিয়াছিলেন। এক্ষণে গরীব হইয়া অধম জীবের কথা বলিতেছেন। গণিকা যে কুকর্ম্ম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছে। কোল ও কিরাত ইহারা চিত্রকুটবাসী হিংসাবৃত্তি পরায়ণ। আদি কবি বাল্মিকী, ইনি বাটপারী অর্থাৎ মনুষ্য মারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাদিগের মত অন্য কে অধম হইতে পারে! আর অজামিল কখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিল এবং গজেন্দ্রই বা কখন সাম বেদ গান করিয়াছে।

ছলী মলীন হীন সব হী অঙ্গ তুলসী সো ছীন ছাম কো।
নাম নরেশ প্রতাপ প্রবল জগ যুগ যুগ চলত চাম কো॥

এক্ষণে নামমাহাত্ম্য বলিতেছেন। কুটীল ও পাপী এবং সমস্ত শমদমাদি সাধনাঙ্গহীন তুলসীদাস পরমার্থহীন হইতেও হীন। তথাপি পরমার্থপথে চলিবেই চলিবে। কারণ শ্রীভগবানের নামরূপ প্রবল প্রতাপশালী একটী রাজা ছিলেন। এই জগতে তাঁহার অচল চর্ম্মমুদ্রাস্বরূপ সাধনহীন জীব যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে।

১০০

সুনি সীতাপতি শীল সুভাউ।
মোদ ন মন তন পুলক নয়নজল সো নর খেহর খাউ॥

এক্ষণে প্রভুর স্বভাব বর্ণনা করিতেছেন। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর স্বভাব শ্রবণ করিয়া যাহার মন আনন্দিত, তনু পুলকিত ও নয়ন প্রেমাশ্রু যুক্ত হয় না। সে ধূলা কিম্বা ঘাস খাউক। ভাবার্থ এই যে সে মুখে মাটী পুরুক কিম্বা গর্দ্দভ তুল্য হইয়া ঘাস খাউক।

শিশু পন তেঁ পিতু মাতু বন্ধু গুরু সেবক সচিব সখাউ।
কহত রাম বিধু বদন রিসৌহেঁ সপনেহুঁ লক্ষো
ন কাউ ॥

পিতা মাতা বন্ধু গুরু সেবক সচিব ও সখা সকলে শ্রীরামচন্দ্রকে বিধুবদন বলিতেন। শিশুকাল হইতে তাঁহাকে কেহ নিদ্রাকালেও ক্রোধযুক্ত দর্শন করেন নাই।

খেলত সঙ্গ অনুজ বালক নিত জুগবত অনট অপাউঁ।
জীতি হারী চুচিকার দুলারত দেত দিবাবত দাউ ॥

তিনি বাল্যকালে নিত্য নিত্য অনুজ ও প্রজাবালকদিগের সহিত যুগপৎ মিলিত হইয়া খেলা করিতেন। এ সময় যদি কোন বালক কোন্দল করিত কিম্বা হারিয়াও জিতিলাম্ বলিত তাহা হইলে তাহাদিগের অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতেন। জয় পরাজয় যাহারই হউক না কেন, বালকেরা তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া তাঁহাকে লালন করিতেন। ইনিও করাইতেন এবং করিতেন। বালকদিগের সহিত স্বামী-সেবক সম্বন্ধ রাখিতেন না।

শিলা শ্রাপ সন্তাপ বিগত ভই পরসত পাবন পাউ।
দই সুগতি সো ন হের হর্য হিয় চরণ ছুয়ে কৌ
পছিতাউ ॥

গৌতমের অভিশাপে অহল্যা শিলা হইয়াছিলেন। শ্রীরামের চরণ স্পর্শে যখন তাঁহার শাপ সন্তাপ নষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং পবিত্র হইলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র সুগতি দিয়া তাঁহাকে আনন্দ হৃদয়ে দর্শন করেন নাই। বরং একি করিলাম, ব্রাহ্মণীকে পদদ্বারা স্পর্শ করিলাম বলিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিয়াছিলেন।

ভব ধনু ভঞ্জি নিদারে ভূপতি ভৃগুনাথ পাই গয় তাউঁ।
ছমি অপরাধ ছমাই পাই পরি ইতনো ন অনত সমাউঁ॥

তিনি ভুপতিবৃন্দের অনাদর করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রতাপে ক্ষত্রিয় কুল উত্তাপিত সেই পরশুরামের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া কটু বাক্যে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন। এমত গুণ অন্য কাহারও নাই। অধিক কি ভগবানের অন্যান্য অবতারেরও নাই।

কহ্যৌ রাজ বন দিয়ৌ নারি বশ গরি গলানি গৌ রাউ।
তা কুমাতু কৌ মন যুগবত জোঁ নিজ তন মর্ম্ম কুধাউ॥

রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা উল্টা হইয়া গেল। দশরথ স্ত্রৈণ পুরুষ অতএব রাজ্য বিনিময়ে তাঁহাকে বনবাস দিয়াছিলেন। পরে উহা বিষম দুঃখের কারণ হওয়ায় দেহ ত্যাগ করিলেন। এই প্রকার শ্রীরামচন্দ্রকে বনে দিয়া পতিঘাতিনী কৈকেয়ীও স্বয়ং মরণান্ত দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে কৈকেয়ী কুমাতা হইলেও শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রতি মন রাখিতেন। যেমন কোন ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে ব্রণ হইলে তাহাতে সে সর্ব্বদা মন রাখে তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র ভাবিতেন এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া যেন তিনি অর্থাৎ কৈকেয়ী আত্মহত্যা না করেন।

কপি সেবা বশ ভয়ে কনৌড়ে কহ্যৌ পবন সুত আউ।
দৈবে কোঁ ন কছু রিনিয়াঁ হোঁ ধনিক তু পত্র লিখাউ।

হনুমানের সেবায় বশীভূত হইয়া যখন তাহার কোন প্রত্যুপকার করিতে শক্য হইলেন না তখন তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন পবন পুত্র! তুমি এখানে এস। আমার কাছে কিছু নাই। তজ্জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী রহিয়াছি। এক্ষণে তুমি উত্তমর্ণ আমার কাছে পত্র লিখিয়া লহ। অর্থাৎ আমি তোমার চিরদাস হইয়া রহিলাম। এমত পবিত্র গুণ কাহারও নাই।

অপনায়ে সুগ্রীব বিভীষণ তিনহ ন তজ্যো ছল ছাউ।
ভরত সভা সনমানি সরাহত হোত ন হৃদয় অধাউ॥

সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতিকে শ্রীভগবান আপনার করিয়া লইলেও তাহারা দুইজন ছল অর্থাৎ মায়ার ছায়া ছাড়িতে পারে নাই। তাহারা অগম্য-গমনরূপ মহাপাতকের কার্য্য করিয়াছিল। তথাপি শ্রীভগবান তাহাদিগের প্রতি এমত সন্তুষ্ট ছিলেন যে সর্ব্বদা তাহাদিগের প্রশংসা করিতেন এবং অযোধ্যার ভরতসভার সর্ব্বদা সন্মান করিয়া এমত প্রশংসা করিতেন যে তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি হইত না অর্থাৎ ঐ রুচি সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইতেন।

নিজ করুণা করতুতি ভক্ত পর চপত চলত চরচাউ।
সকৃত প্রণাম প্রণত যশ বরণত সুনত কহত ফির গাউ॥

নিজের করুণা ও পতিতপাবনাদি গুণ সমূহ ভক্তের প্রতি প্রদান করিয়া সর্ব্বদা ঐ ভক্তের চর্চ্চা করিয়া থাকেন এবং যে ভক্ত একবার মাত্র প্রণাম করিয়াছে স্বয়ং তাহার যশ বর্ণনা করেন। যদি বক্তা থাকে তবে তাহার দ্বারা গান করাইয়া ঐ ভক্তের গুণ স্বয়ং শ্রবণ করতঃ বলেন ওহে! তুমি আবার গাও আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

সমুঝি সমুঝি গুণ গ্রাম রাম কে উর অনুরাগ বঢ়াউ।
তুলসিদাস অনায়াস রাম পদ পাই হৈ প্রেম পসাউ॥

শ্রীরামচন্দ্রের গুণগ্রাম বুঝিয়া হৃদয় মধ্যে অনুরাগ বৃদ্ধি কর। তুলসীদাস বলিতেছেন। এই প্রকার করিলে অনায়াসে প্রেমফল শ্রীরামপদ প্রাপ্ত হইবে।

॥ ১০১ ॥

জাউং কহাং তজ চরণ তুম্‌হারে।
কা কো নাম পতিত পাবন জগ কেহি অতি দীন
পিয়ারে।

হে প্রভো! আপনার শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব। এই জগৎ মধ্যে আর কাহার নাম আপনার ন্যায় পতিতপাবন ও অত্যন্ত দীনজনপ্রিয়।

কৌন দেব বরাই বিরদ হিত হঠি হঠি অধম উধারে।
খগ মৃগ ব্যাধ পষাণ বিটপ জড় কবন
সুর তারে।

কোন দেব আপনার পতিতপাবন নামমাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া পুণ্যকৃত জনগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধম পামরকে উদ্ধার করেন। জটায়ু মৃগ ব্যাধ অহল্যা যমলার্জ্জুন জড় যবন কবন্ধ প্রভৃতিকে আপনি উদ্ধার করিয়াছেন।

দেব দনুজ মুনি নাগ মনুজ সব মায়া
বিবশ বিচারে।
তিন কে হাথ দাস তুলসী প্রভু কহা
অপনপৌ হারে।

এদিকে আবার দেব অসুর মুনি নাগ মনুষ্য ইহারা মায়াবিবশ হইয়া কেবল বিচার করিতেছে।

॥ ১০২ ॥

হরি তুম বহুত অনুগ্রহ কীন্হো।
সাধন ধাম বিবুধ দুর্লভ তনু মোহিঁ কৃপা কর দীন্হো॥

হে হরি! আপনি জীবের প্রতি দয়া করিয়া অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন। আপনি সকল সাধনার আশ্রয় অতএব বিবুধদিগেরও দুর্লভ। আপনি তাহাদিগকেও মুগ্ধ করিয়া দীন জনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

কোটিহুঁ মুখ কহি জাহি ন প্রভু কে এক এক উপকার।
তদপি নাথ কছু ঔর মাঙ্গি হোঁ দীজে পরম উদার॥

যদ্যপি উপকার করিয়াছেন তথাপি এক একটী উপকারের কথা কোটিমুখে বলা যায় না। যাহা হউক হে নাথ! আপনার নিকট আর কিছু প্রার্থনা করি। যেহেতু আপনি পরম উদার অর্থাৎ যাচকের প্রতি কখন প্রতিকূল নহেন।

বিষয় বারি মন মীন ভিন্ন নহিং হোত কবহু পল এক।
তা তেঁ সহিয়ে বিপতি অতি দারুণ জন্মত যোনি অনেক॥

কি প্রার্থনা বলিতেছেন। প্রভো! আমার মনোরূপ মৎস্য কখন একপলও বিষয়বারি ছাড়িতেছে না। তজ্জন্য আমি অনেকানেক যোনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি দারুণ বিপদ সহ্য করিতেছি।

কৃপা ডরী বনসী পদ অঙ্কুশ পরম প্রেম
মৃদু চারো।
যহ বিধি বেধি হরহু মেরৌ দুখ কৌতুক
রাম তুম্‌হারো॥

অতএব বলি যে আপনি ঐ মৎস্যটীকে ধরিয়া লউন। কি উপায়ে ধরিবেন তাহা বলিতেছি। আপনি নিজ কৃপাকে ডোর করুন। আপনার শ্রীচরণ মধ্যে যে অঙ্কুশ চিহ্ন তাহাকে বঁর্সী ও উহাতে দিবার জন্য প্রেমকে চার করুন। এ বিধি অনুসারে আমার মনোরূপ মৎস্যকে বিদ্ধ করিয়া আমার দুঃখ নষ্ট করুন এবং আপনার ও কৌতুক হউক।

হৈ শ্রুতি বিদিত উপায় সকল সুর কেহি
কেহি দীন নিহোরে।
তুলসীদাস এক জীব মোহ রজু জোহ বান্ধো
সোহ ছোরে॥

শ্রুতিবিদিত নানা উপায় ও নানা দেবতা প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু সাধনহীন অতএব দীন জীবের প্রতি কে কে নিরীক্ষণ করে। তুলসী-দাস এই সকল বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে মোহরূপ রজ্জু দ্বারা যিনি বন্ধন করিয়াছেন তিনিই মুক্ত করিবেন, অর্থাৎ রাজা যদি কাহাকে কয়েদ করেন প্রজারা কি তাহাকে মুক্ত করিতে পারে।

১০৩

ইহ বিনতী রঘুবীর গুঁসাই।
ঔর আশ বিশ্বাস ভরোসৌ হরৌ জীব জড়তাই॥

এক্ষণে নিজ প্রার্থনা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন। হে গোঁসাই রঘুবীর! আমার বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই যে আর আর যত সাধন ও দেবতা আছেন নিজ কল্যাণ জন্য উঁহাদিগের নিকট আশা, বিশ্বাস বা ভরসা অর্থাৎ ইহাতেই কল্যাণ হইবে এই প্রকার বুদ্ধি ইহাই জীবের জড়তা, আপনি উহাকে নষ্ট করিয়া দিউন।

চহেঁ। ন সুগতি সুমতি সম্পতি কছু রিধি
সিধি বিপুল বড়াই।
হেতু রহিত অনুরাগ রাম পদ বঢ়ে
অনুদিন অধিকাই॥

আমি নিজের সুগতি, সুমতি বা সম্পত্তি, ঋদ্ধি সিদ্ধির বিপুল আড়ম্বর প্রার্থনা করি না। তবে শ্রীরামপদে প্রতিদিন হেতুরহিত অনুরাগ অধিকার রূপে বৃদ্ধি পায় ইহাই প্রার্থনা।

কুটিল কর্ম্ম লৈ জায় মোহিঁ জহঁ জহঁ
অপনী বরিআই।
তহঁ তহঁ জিন ছোহ ছাঁড়িয়ে কমঠ
অণ্ড কী নাই॥

জীব কুটীল কর্ম্ম স্বয়ং বরণ করতঃ মুগ্ধ হইয়া যে যে যোনীতে যায়। কচ্ছপ যেমন অণ্ড প্রসব করিয়া উহা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু উহাকে কখন ভুলে না। তদ্রূপ সেই সেই যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যেন আপনাকে ভুলিয়া না যাই।

যহ জগমেং জহঁ লগ যা তনকী প্রীতি
প্রতীতি সগ ই।
তে সব তুলসীদাস প্রভুহী সোঁ হোহি
সিমিট এক ঠাঁই॥

এই জগতে দেহ সম্বন্ধে উপকারী বলিয়া পিতামাতা ও পুত্র পৌত্রাদিতে যে প্রেম হয় এবং সাধনান্তর মধ্যে যে বিশ্বাস আছে। তুলসী দাস বলিতেছেন হে প্রভো! ঐ সকল যেন আমার আপনার প্রতি হয়। ইহাই আমার প্রার্থনা।

১০৪

জানকী জীবন কী বলি জৈ হোঁ।
চিত কহৈ রাম সীয় পদ পরিহরি অব ন কহুঁ
চলি জৈহোঁ॥

জানকীজীবন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কি কর্ত্তব্য বলিতেছি। মন! তোমাকে বলি তুমি সীতা ও শ্রীরামচন্দ্রের পদকমল পরিহার করিয়া আর কুত্রাপি চলিয়া যাইও না। অর্থাৎ উহাতে স্থির হও।

উপজী উর প্রতীতি অপনেহুঁ সুখ প্রভু পদ
বিমুখ ন পৈহোঁ।
মন সমেত যা তন কে বাসিন্হ ইহৈ সিখাবন
দৈহোঁ॥

মনের সহিত যাহারা তনুমধ্যে বাস করিতেছে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যিনি হৃদয় মধ্যে আসিয়া স্বয়ং সুখ স্বরূপে প্রতীতি হইতেছেন। সেই প্রভুপাদ কখন বিমুখ হইও না।

শ্রবনন ঔর কথা নহিং সুনি হোঁ রসনা
ঔর ন গৈহোঁ।
রোকি হোং নয়ন বিলোকত ঔরহি শীশ
ঈশ হী নৈ হোঁ॥

কর্ণ! তুমি হরি কথা ভিন্ন অন্য কথা শ্রবণ করিও না। জিহ্বা! তুমি হরি গুণ ব্যতীত অন্য কিছু গান করিও না। নয়ন যুগল! তোমরা বিগ্রহ

অবলোকন ভিন্ন অন্য কিছু দেখিও না। মস্তক! তুমি হরিচরণারবিন্দে নত হও। অন্য কিছু করিও না।

নাতৌ নেহ নাথ সোঁ করি সব নাতৌ নেহ
বহৈ হোঁ।
যহ ছর ভার তাহি তুলসী জগ জা কৌ দাস
কহৈ হোঁ॥

পিতামাতাদিগকে যে স্নেহ অর্থাৎ ভক্তি কর, উহা ভগবানকে কর। উহা অন্য কাহাকেও করিও না। আর জগজ্জনেরা যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আপনাকে দাস বলে। তুলসী এই সকল ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

১০৫

অবলোঁ নসানী অব ন নসৈ হোঁ।
রাম কৃপা ভব নিশা সিরানী জাগে ফির ন উসৈ হোঁ॥

শ্রীভগবানে বিমুখ থাকিয়া যে কাল গত হইয়াছে তাহা বিফলে গিয়াছে। এক্ষণে সন্মুখ থাকিয়া আয়ুঃ ও বল আর বৃথা নষ্ট করিও না। শ্রীভগবানের কৃপা সংসাররজনীর বিনাশকারী। যদি কেহ উহাতে জাগিতে পারে অর্থাৎ স্নেহ মমতাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সন্মুখ হয় তবে আর তাহাকে সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় না।

পায়ৌ নাম রূপ চিন্তা মণি উর কর
তেঁ ন খসৈ হোঁ।
শ্যাম রূপ শুচি রুচির কসোটী চিত
কঞ্চনহি কসৈ হোঁ॥

বহু ভাগ্যে কেহ বা একটী চিন্তামণি পায়। তুমি সেই জন্মান্তর পুণ্য বলে ভাগ্যবশতঃ যদি নাম চিন্তামণি পাইয়াছ তবে হৃদয়রূপ করদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, দেখ যেন উহা খসিয়া না যায়। রামরূপ কষ্টিপাথরে চিত্তরূপ কাঞ্চন কসিলে সমল কি নির্ম্মল বুঝিতে পারিবে।

পর বশ জানি হস্যৌ ইন্হ ইন্দ্রিন্হ
নিজবশ হৈব ন হসৈ হোঁ॥
মন মধুকর পনকর তুলসী রঘুপতি
পদ কমল বসৈ হোঁ॥

ইন্দ্রিয়গণ জীবকে কামাদি রিপুর বশীভূত দেখিয়া হাস্য করিতেছে। কিন্তু জীব যদি নিজবশে অর্থাৎ আত্মারাম ভাবে থাকে তবে ইন্দ্রিয়গণের সে হাস্য থাকে না। এক্ষণে তুলসী দাস বলিতেছেন যদি ঐ টিটকারীর সহিত হাসি শুনিতে ইচ্ছা না কর তবে হে আমার মনোরূপ মধুকর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীপতি রঘুপতির পদকমলে বসিয়া মধু পান কর।

॥ ১০৬ ॥

মহারাজ রামাদরয়ো ধন্য সোই।
গরুয় গুণরাশি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি সুর শীল-
নিধি সাধু তেহি সম ন কোই॥

মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র যাহাকে আদর করেন সেই ব্যক্তিই ধন্য। কারণ তিনিই শ্রেষ্ঠ গুণরাশিভূষিত, সর্ব্বজ্ঞ, পুণ্যবান, বীরপুরুষ, সুস্বভাবসম্পন্ন ও সাধু। ইহ সংসারে তাঁহার মত আর কেহ নাই।

উপল কেবট কীশ ভালু নিশিচর
শবরি গীধশম দম দয়া দান হীনে।

নাম লিয়ে রাম কিয়ে পরম পাবন সকল
নর রত তিন্হ কে গুণ গান কানে ॥

অহল্যা, বানর, ভল্লুক, নিশাচর, শবরি, জটায়ু, ইহারা শমদমাদি সাধন এবং দয়া ও দানাদি হইতে রহিত। তবে নাম গ্রহণ করায় শ্রীভগবান ইহাদিগকে পরম পাবন করিয়াছেন। সমস্ত লোক তাঁহাদিগের নাম গুণগান করিযা সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ব্যাধ অপরাধ কী সাধ রখী কৌন পিঙ্গলা
কৌন মতি ভক্তি ভেই।
কৌন ধোঁ সোমযাজী অজামিল অধম কৌন
গজরাজ ধোঁ বাজপেই ॥

ব্যাধের যখন হিংসা বৃত্তি তখন সে কোন্ অপরাধ করে নাই? পিঙ্গলা যখন অবিশুদ্ধমতি তখন কিরূপে তাহার ভক্তি জন্মিবে? অজামিল কোন্ সোমযাজী ছিলেন? অধম গজেন্দ্রই বা কি বাজপেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন?

পাণ্ডুসুত গোপিকা বিদুর কুবরী সবহি শোধ
কিয়ো শুদ্ধতা লেশ কৈসো।
প্রেমলখি কৃষ্ণ কিয়ে আপনে তিন্হ কৌ।
অব সুযশসংসার হরি হর কৌ জৈসো।

পাণ্ডুপুত্রেরা জারজ, গোপিকারা বেদবাহ্য কর্ম্ম করিয়া উপপতি জ্ঞানে ভজনা করিয়াছিল। বিদুর দাসী পুত্র, কুবরি নীচকুলোৎপন্না বংশের দাসী। ইহারা পবিত্র না হইলেও ভগবান ইহাদিগের প্রেম লক্ষ্য করিয়া পবিত্র করিয়াছেন। লোকে হরিহর ব্রহ্মার যশোগান করিয়া যেমন মুক্ত হয়েন, তদ্রূপ ইহাদিগেরও সুযশ গান করিয়া মুক্ত হয়েন।

কোল খল ভিল্ল যবনাদি খলরাম কহি নীচ হ্বৈ
উঁচপদ কেন পায়ৌ
দীনদুখদমন শ্রীরমণ করুণা ভবন পতিত পাবন
বিরদ বেদ গায়ৌ ॥

চিত্রকুট পর্ব্বত নিবাসী হিংস্র কোল ভীল ও যবনাদি ইহারা অতি নীচ হইলেও শ্রীরামের নাম গ্রহণ করিয়া উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সেই করুণাশ্রয় শ্রীরমণ হরি দীনজনের দুঃখ দূর করেন। যেহেতু বেদ তাঁহার পতিতপাবনাদি যশঃ গান করেন।

মন্দমতি কুটীল খলতিলক তুলসী সরিস ভৌন
তিহুঁ লোক তিহুঁ কাল কোউ ॥
নাম কী কানি পহিচান জন অপনো গ্রসত
কলিব্যাল রখু শরণ সোউ ॥

তিন লোকে ও তিন কালের মধ্যে খলশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের অধিক মন্দমতি কুটীল আর কেহ নাই। কলিরূপ অজগর সর্প তাহাকে গ্রাস করিতেছে। অতএব সে আপনার শরণাপন্ন। হে প্রভো, আপনি আপনার নামমাহাত্ম্য জানিয়া তাহাকে রক্ষা করুন।

॥ ১০৭ ॥

হৈ নিকৌ মেরৌ দেবতা কৌশলপতি রাম।
সুভগ সরোরুহলোচন মুঠি সুন্দরশ্যাম ॥

এক্ষণে শ্রীভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন। আমার দেবতা কোশলদেশপতি শ্রীরামচন্দ্র। তিনি সৌভাগ্যশালী, পদ্মনয়ন, পবিত্র ও শ্যামবর্ণে সুন্দর।

সিয় সমেত শোভিত সদা ছবি অমিত অনঙ্গ।
ভুজ বিশাল শর ধনু ধরে কটী চারু নিষঙ্গ ॥

শ্রীরামচন্দ্রজী শ্রীসীতাদেবীর সহিত সুশোভিত এবং তিনি সর্ব্বদা অগণ্য অনঙ্গের কান্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশাল ভুজযুগলে ধনুর্ব্বাণ ও কটিদেশে মনোহর নিষঙ্গ শোভা পাইতেছে।

বলিপুজা চাহত নহীঁ চাহেঁ এক প্রীতি।
শুমিরত হী মানৈঁ ভলৌ পাবন সব রীতি॥

তিনি ভক্তের কাছে বলি কিম্বা পূজা প্রার্থনা করেন না। কিন্তু এক মাত্র প্রেম প্রার্থনা করেন।

দেহি সকল সুখ দুখ দহৈ আরত জন বন্ধু।
গুণ গহি অঘ অবগুণ হরৈ অস করুণাসিন্ধু॥

তিনি আর্ত্তজনের বন্ধু। তিনি সকল সুখ দান করেন ও সর্ব্ব দুঃখ নষ্ট করেন। সেই দয়াসিন্ধু হরি তাঁহার গুণগান করিলে, তিনি পাপ ও যাবত দোষ নষ্ট করেন।

দেশ কাল পুরণ সদা বদ বেদ পুরাণ।
সব কৌ প্রভু সবমেঁ বসৈ সব কা গতি জান॥

তিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বদা পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা বেদ ও পুরাণাদিতে বলিয়াছেন এবং তিনি সকলকার প্রভু, সর্ব্বত্রস্থিত এবং সকলের মনোভাব অবগত আছেন।

কো করি কোটিক কামনা পূজৈ বহু দেব।
তুলসীদাস তেহি সেইয়ে শঙ্কর জেহি সেব॥

এই প্রকার সুন্দর, সুস্বভাব, দাতা, ঐশ্বর্য্যশালী ও অদ্বিতীয় পুরুষকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকে কোটি কোটি কামনা করিয়া অন্য বহুদেবতার পূজা করে। তুলসী দাস বলিতেছেন—যে জগৎগুরু শঙ্কর যাঁহার সেবা করেন আমি তাঁহারই আরাধনা করি।

১০৮

বীর মহা অবরাধিয়ে সাধে সিধি হোয়।
সকল কাম পূরণ করৈ জানে সব কোয় ॥

যদি বল হৃদয় মধ্যে নানা কামনা জাগরুক রহিয়াছে, নানা দেবতার আরাধনা না করিলে সেই সকল কেমন করিয়া সিদ্ধি হইবে। তজ্জন্য বলিতেছেন—মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। সুতরাং সকল কামনা পূর্ণ হয়। তিনি ব্রহ্মালোক হইতে কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলকেই জানেন।

বেগি বিলম্ব ন কীজিয়ে লীজে উপদেশ।
মহামন্ত্র জপিয় সোই জো জপত মহেশ ॥

আমার উপদেশ লও। মহেশ যে মহামন্ত্র সর্ব্বদা জপ করেন সেই মহামন্ত্র অর্থাৎ রামনাম মহামন্ত্র শীঘ্র জপ কর। বিলম্ব করিও না।

প্রেম বারি তর্পণ ভলো ঘৃত সহজ সনেহু।
সংশয় সমিধ অগ্নি ক্ষমা মমতা বলি দেহু ॥

পূজান্তে তর্পণ আবশ্যক অতএব প্রেমরূপ জল দ্বারা তর্পণ করিবে। সংশয় হোম করিবার কাষ্ঠ, ক্ষমা অগ্নি, স্বাভাবিক স্নেহকে ঘৃত করিয়া পরে মমতাকে উহাতে বলি প্রদান কর।

অঘ উচাট মন বশ করৈ মারৈ মদ মার।
আকরষৈ সুখ সম্পদা সন্তোষ বিচার ॥

এই প্রকার কার্য্য করিলে পাপের উচাটণ, মনের বশীকরণ, মত্ত কামদেবের মারণ ও সুখ সম্পদ সন্তোষ বিচারাদির আকর্ষণ হইবে।

জে যহি ভাঁতি ভজন কিয়ো মিলে রঘুপতি তাহি।
তুলসীদাস প্রভু পথ চঢ্যো জো লেহু নিবাহি॥

যে এই প্রকার ভজন করে সে রঘুবরকে প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে তুলসীদাস বলিতেছেন। তাহারা সকলে যাউক কিন্তু তুলসী পথে পতিত রহিল। হে প্রভো! আপনি যদি নিজগুণে দয়া করিয়া তাহাকে লইয়া যান তবে সে মুক্তধামে পৌঁছিবে।

১০৯

কস ন করহু করুণা হরে দুঃখ শমন মুরারি।
ত্রিবিধি তাপ সন্দেহ শোক সংশয় ভয় হারি॥

হে দুঃখশমন মুরারে হরে! আপনি কেন দয়া করিতেছেন না। আপনি ত্রিতাপ, সন্দেহ, শোক, সংশয় ও ভয় হরণ করিয়া থাকেন।

যহ কলিকাল জনিত মল মতি মন্দ মলিন মন।
তেহ পর প্রভু নহিঁ কর সম্ভার কেহি ভাঁতি জিয়ৈ জন॥

এই কলিকাল জন্য বুদ্ধি মলিন, এবং মন রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত। অতএব মনও মলিন হইয়াছে। তাহার উপরি প্রভু আপনি যদি দয়া না করেন তবে জীব কেমন করিয়া বাঁচিবে।

সব প্রকার সমরথ প্রভো মৈঁ সব বিধি হীন।
যহ জিয় জানি দ্রবৌ নহীঁ মৈঁ কর্ম্ম বিহীন॥

আপনি সর্ব্বপ্রকার সমর্থ কিন্তু আমি বিধি বোধিত কর্ম্মশূন্য। আমার এই কঠিন অবস্থা জানিয়া যদি আপনার হৃদয় দ্রবীভূত না হয় তাহা

হইলে আমার দোষ কি? বুঝিব যে আমি কর্ম্ম অর্থাৎ ভাগ্য রহিত। যদি বুঝেন আশা ত্যাগ করিয়া ইহার অন্য গতি নাই ও আমি ইহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অথচ যদি দয়া করিয়া উদ্ধার না করেন তবে বুঝিব উহা আমার কর্ম্ম দোষ।

ভ্রমত অনেক যোনি রঘুপতি পতি আন ন মোরে।
দুঃখ সুখ সহোঁ রহোঁ সদা শরণাগত তোরে॥

নিজ কর্ম্মদোষে অনেকানেক যোনি যদি ভ্রমণ করিতে হয় তাহা করিব কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রই আমার লক্ষ্য দেবতা অন্য কেহ নহে। তবে সেই সেই যোনিতে যতই দুঃখ বা সুখ হউক সে সকল সহ্য করিয়া আমি সর্ব্বদা আপনার শরণাপন্ন হইয়া থাকিব।

তো সম দেব ন কোউ কৃপাল সমুঝোঁ মন মাহীঁ।
তুলসীদাস হরি তোষিয়ে সো সাধন নাহী॥

তুলসীদাস বলিতেছেন আপনার সমান আর দয়ালু দেবতা কেহ নাই। শ্রীহরিকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করি এমত আমার কোন সাধনা বা ক্ষমতা নাই।

১১০

কহু কেহি কহিয়ে কৃপা নিধে ভব জনিত
বিপতি অতি।
ইন্দ্রী সকল বিকল সদা নিজ নিজ স্বভাব রতি॥

হে কৃপানিধে! ভবজনিত অতি বিপত্তি উপস্থিত এ কথা আপনাকে ভিন্ন অন্য আর কাহাকে বলিব। ইন্দ্রিয় সকল সর্ব্বদা বিকল হইয়াছে। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া একক আমাকে নিজ নিজ স্বভাবানুসারে বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। ইহাদের আকর্ষণে আমাকে অস্থির করিয়াছে।

জে সুখ সম্পত্তি স্বর্গ নর্ক সন্তত সঙ্গ লাগী।
হরি পরিহরি সোই যত্ন করত মন মোর অভাগী ॥

যে সুখ সম্পত্তি নিরন্তর স্বর্গ ও নরককে সংলগ্ন করাইয়া দেয়। আমার এমনি অভাগা মন যে শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সুখ সম্পত্তি পাইবার জন্য যত্ন করিতেছে।

অতি দীন দয়াল দেব সুনি মন অনুরাগে।
জো ন দ্রবহু রঘুবীর ধীর কাহে ন দুখ লাগে ॥

শ্রীহরি অত্যন্ত দয়ালু এই কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিতে চাহে। কিন্তু ধীর রঘুবীর হরিতে যদি ঐ মন না গলে যায় তবে কেন না সে দুঃখ পাইবে।

যদ্যপি মেঁ অপরাধ ভবন দুখ শমন মুরারে।
তুলসীদাস কহঁ আস যহৈ বহু পতিত উধারে ॥

যদ্যপি আমি সর্ব্ব অপরাধের আশ্রয় অর্থাৎ সকল অপরাধ আমার আছে। কিন্তু আমি জানি যে মুরারি দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন। তুলসীদাস বলিতেছেন আমার এই মাত্র আশা যে তিনি আমার ন্যায় অনেকানেক পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন তখন আমাকেও দয়া করিবেন।

১১১

কেশব কহি ন জাই কা কহিয়ে।
দেখত তব রচনা বিচিত্র অতি সমুঝি
মনহিঁ মন রহিয়ে ॥

হে কেশব! আপানার কার্য্যকুশলতার সীমা কিছুই বলা যায় না। অতএব আমি আর কি বলিব। আপনার অতি বিচিত্র রচনা দেখিয়া যদি উহা বুঝা যায় তবে মনেরও মন হরণ করে।

শূন্য ভীতি পর চিত্র রঙ্গ নহীঁ তন বিন লিখা
চতেরে।
ধোয়ে মিটৈ ন মরে ভীতি দুখ পাইয়ে ঐহি
তন হেরে॥

তনুহীন একজন চিত্রকর বিনা রঙ্গে বিনা ভিত্তিতে বিচিত্র মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। ধৌত করিলে উহা ধোয়া যায় না। ইহা দর্শন করিলে মরণের ভয় ও দুঃখ এই বিচিত্র মূর্ত্তিতে আছে বলিয়া প্রতীতি হয়।

রবিকর নীর বসৈ অতি দারুণ মকররূপ
তেহি মাহীঁ।
বদনহীন সো গ্রসৈ চরাচর পান করন জে জাহীঁ॥

আরও একটী বিচিত্র রচনা দেখাইতেছেন। সূর্য্যের কিরণ নদীতে পড়িয়াছে এবং ইহার জলে মকর বাস করিতেছে। এই চরাচর জগত মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ জল পান করিতে আইসে মকর অমনি তাহাকে গ্রাস করে। অর্থাৎ বিষয়সুখরূপ সংসারনদীর সুস্নিগ্ধ জল যে ব্যক্তি পান করে অমনি কালরূপ মুখহীন অতি ভীষণ মকর তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

কোউ কহ সত্য ঝুট কহ কোউ যুগল প্রবল
করি মানে।
তুলসীদাস পরিহরৈ তীন ভ্রম সো আপন পহিচানে॥

কেহ সংসারকে সত্য, কেহ বা উহাকে মিথ্যা, কেহ বা উহাকে সত্য-মিথ্যা উভয়াত্মক বলিয়া মানে। যেমন পূর্ব্ব মীমাংসা কর্ম্মবাদী সংসারকে সত্য বলিয়া গিয়াছেন। এবং উত্তর মীমাংসা বেদান্তদর্শন উহাকে মিথ্যা বলিয়াছেন। আবার সাংখ্যদর্শন উহাকে সত্য-মিথ্যা উভয়াত্মক বলিয়াছেন। এ স্থলে তুলসীদাস বলিতেছেন যে শ্রীভগবানকে যে জানে সে এই তিনকেই ভ্রম বলিয়া থাকে। অর্থাৎ উহারা এক একটা বাদী সুতরাং কাহারও মত ঠিক নহে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "বাসুদেব সর্ব্বমিতি সম আত্মা সুদুর্লভ"।

১১২

কেশব কারণ কবন গুঁসাই।
জেহি অপরাধ অসাধু জানি মোহিঁ তজ্যো অজ্ঞ কী নাই॥

পুনর্ব্বার বিনয় করিতেছেন। হে কেশব! হে গোস্বামিন্! আপনি যে আমাকে অপরাধী ও অসাধু জানিয়া অজ্ঞের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহার বিশেষ কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারি না। অজ্ঞের মত বলিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য সমস্ত পাপাত্মার সম্বন্ধে বিজ্ঞের মত আর আমার পক্ষে অজ্ঞ হইয়াছেন। অর্থাৎ পশ্চাৎ কথিত পাপীদিগকে উদ্ধার করিলেন কিন্তু আমাকে একবার ও দেখিলেন না।

পরম পুনীত সন্ত কোমল চিত তিন্হহি তুমহিঁ বনি আই।
তৌ কত বিপ্র ব্যাধ গণিক হি তাজ্যো কছু রহী সগাই॥

যদি বলেন আমি পাপাত্মাকে গ্রহণ করি না। যাহারা পরম পবিত্র, সৎ এবং যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাহাদিগকে গ্রহণ করি। তবে দেখিতেছি যে অজামিল ব্যাধ গণিকা প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছেন তবে বোধ হয় ইহাদিগের নিকট আপনি কিছু সওগাদ পাইয়াছেন।

কাল কর্ম্ম গতি অগতি জীব কি সব হরি
হাথ তুম্‌হারে।
সোই কছুকরহু হরহু মমতা মম ফিরউঁ
ন তুম হি বিসারে॥

আপনি আপনার ঐশ্বর্য্যদর্শন (শাস্ত্র) দেখুন। সকলের নাশকর্ত্তা কাল, বন্ধন কর্ত্তা কর্ম্ম, বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তিরূপ গতি, নরকাদি প্রাপ্তিরূপ অগতি। এ সকল আপনারই হাত অর্থাৎ অধীন। সেই আপনি প্রভু আমার এই উপকারটী করুন। অনুগ্রহ করিয়া আমি আর আমার মমতাটীকে হরণ করুন। পুনর্ব্বার যেন আপনাকে বিস্মৃত না হই অর্থাৎ আপনাতে বিমুখ না থাকি।

জো তুম তজহু ভজোঁ ন আন প্রভু যহ প্রমাণ
পন মোরে।
মন বচ কর্ম্ম নর্ক সুরপুর জহঁ তহঁ রঘুবীর নিহোরে॥

হে প্রভো! এইটী আমার এ জীবনের প্রধান পণ যে যদি আপনি আমাকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ দয়া না করেন তাহা হইলেও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার ভজনা করিব না। হে রঘুবীর! আপনি আমাকে স্বর্গে বা নরকে যেখানেই রাখিবেন কায়মনোবাক্যে সেই স্থান হইতে আপনাকেই ভজনা করিব।

যদ্যপি নাথ উচিত ন হোত অস প্রভু সোঁ করোঁ
ঢিঠাই।
তুলসীদাস সীদত নিশি দিন দেখত
তুম্হার নিঠুরাই।

হে প্রভো! হে নাথ! যদিচ অজামিল ব্যাধ গণিকা প্রভৃতির নিকট "আপনি কি কিছু সওগাদ পাইয়াছেন" ইত্যাদি ঠাট্টাচ্ছলে যে কটু কথা প্রয়োগ করিযাছি। অনুগ্রহ করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন। কারণ আপনার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া তুলসীদাস দিন রাত্রি অবসন্ন হইতেছে।

১১৩ ॥

মাধব অব ন দ্রবহু কেহি লেখেঁ।
প্রণত পাল পন তোর মোর পন জিয়
কমলপদ দেখেঁ॥

নিজের অপরাধ ক্ষমা করাইয়া পুনশ্চ বিনয় করিতেছেন। হে মাধব! আমার ভাগ্য কি এতই মন্দ যে আমার প্রতি আপনার দয়া হইবে না। আপনার এই পণ যে আপনাকে কেহ একবার মাত্র "আমি আপনার" বলিয়া প্রণাম করিলেই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আর আমার এই পণ যে যদি শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হই তবেই বাঁচিব।

জব লগি মেঁ ন দীন দয়াল তেঁ মেঁ ন দাস তেঁ
স্বামী।
তব লগি জো দুখ সহেউঁ কহেউঁ নহীঁ
যদ্যপি অন্তর্য্যামী॥

আপনি যদি বলেন যে তবে একাল পর্য্যন্ত তুমি কোন হঠ কর নাই। তজ্জন্য তুলসীদাস বলিতেছেন—যতদিন পর্য্যন্ত আমি দীন হই নাই ও আপনাকে দয়াল বলিয়া জানি নাই। আর যতদিন পর্য্যন্ত আমি আপনার শ্রীচরণের দাস হই নাই ও আপনাকে প্রভু বলিয়া জানিতে পারি নাই তত দিন যে দুঃখ আপনার জন্য সহ্য করিয়াছি। যদ্যপি আপনি অন্তর্য্যামী তথাপি তাহা আমি বলিতে পারি না।

তেঁ উদার মেঁ কৃপণ পতিত মেঁ তেঁ পুনীত
শ্রুতি গাবৈ।
বহুত নাত রঘুনাথ তোহিঁ মোহিঁ অব ন
তজে বনিআবৈ॥

আপনি উদার গুণান্বিত আর আমি কৃপণ। আপনি পতিতপাবন ইহা বেদ গান করিয়াছেন। আর যদিও আমার কোন তুলনা হইতে পারে না তথাপি হে রঘুনাথ! আপনাতে ও আমাতে বহুতর সম্বন্ধ আছে, অতএব আমাকে ত্যাগ করিবেন না।

জনক জননি গুরু বন্ধু সুহৃদ পতি সব
প্রকার হিতকারী।
দ্বৈতরূপ তম কূপ পরোঁ নহিঁ অস কছু যতন
বিচারী॥

বহুতর সম্বন্ধ কিরূপ? আপনি পিতা মাতা গুরু বন্ধু সহৃদ পতি বা আপনাতে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি যাহাতে দ্বৈতরূপ অন্ধকূপ মধ্যে পতিত না হই তাহাই কৃপাপূর্ব্বক আপনি বিচার করুন।

সুন্নু অদভ্রকরুণা বারিজলোচন মোচন
ভয়ভারী।
তুলসিদাস প্রভু তব প্রকাশ বিন সংশয়
টরত ন টারী॥

হে অজস্র করুণান্বিত রাজিবলোচন ভয়মোচনকারিণ প্রভো! আপনার প্রকাশ ব্যতীত তুলসীদাস সংসাররূপ ক্লেশ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না। অতএব আপনি তাহাকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন।

১১৪

মাধো মো সমান জগ মাহীঁ।
সব বিধহীন দীন মলীন অতি লীন বিষয়
কোউ নাহীঁ॥

হে মাধব! এই জগতে আমার সমান নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেহ নাই। কারণ আমি সমস্ত বিধিহীন অর্থাৎ সকল সাধন রহিত। দীন অর্থাৎ পৌরুষহীন, মলিন পাপী এবং বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত অতএব আমার সদৃশ অন্য কেহ নাই।

তুম সম হেতু রহিত কৃপাল আরত হিত
ঈশ ত্যাগী।
মেঁ দুখ শোক বিকল কৃপাল কেহি কারণ
দয়া ন লাগী॥

হে প্রভো ! আপনার সমান কৃপালু এসংসারে আর কে আছে ! আপনি হেতুরহিত এবং কারণরহিত। হে নাথ ! আমি সর্ব্বদা দুঃখ সাগরে পড়িয়া রহিয়াছি। আমি ভক্ত মুখে শুনিয়াছি যে আপনি অতিশয় কৃপালু। এমন কৃপালু হইয়াও আমার উপর আপনার কৃপা হইতেছে না।

নাহিঁ ন কছু অবগুণ তুম্‌হার অপরাধ মোর মেঁ মানা।
জ্ঞান ভবন তন দিয়হু নাথ সো উপায় ন মেঁ প্রভু জানা॥

হে নাথ ! আপনার কিছু মাত্র অবগুণ নাই। কেবল মাত্র আমারই দোষ বিদিত হইতেছে। হে প্রভো ! এই মনুষ্য শরীর আমার জ্ঞানের দোষ দিয়াছে তথাপি হে নাথ ! এমন দুর্লভ মানবদেহ পাইয়া আপনাকে চিনিতে পারিলাম না।

বেণু করীল শ্রীখণ্ড বসন্ত হি দূষণ মৃষা লগাবৈ।
সার রহিত হত ভাগ্য সুরভি পল্লব সো কহহু কহঁ পাবৈ॥

বাঁশ যদি চন্দনের নিকট থাকিয়াও সুগন্ধি না হয় তাহা হইলে চন্দনের কি দোষ ? সেই রূপ বৃক্ষের যদি পাতা না হয় তবে বসন্ত ঋতুর কি দোষ। অর্থাৎ বাঁশ যে সে ফাঁপা হয় এবং ভাগ্যহীন সেজন্য সে কোনরূপ সুগন্ধ পায় না।

সব প্রকার মেঁ কঠিন মৃদুল হরি দৃঢ় বিচার জিয় মোরে।
তুলসীদাস প্রভু মোহ শৃঙ্খলা ছুটিহি তুম্‌হারে ছোরে॥

আমি সকল প্রকারেই অতি কঠোর। হে নাথ! আপনার হৃদয় অতিশয় কোমল এবং আমার হৃদয়ে অতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে এই অজ্ঞানরূপ শৃঙ্খলে আমি দিবা রাত্রি বান্ধা রহিয়াছি। হে নাথ! যে পর্য্যন্ত আপনার কৃপা না হইবে সে পর্য্যন্ত কদাচ আমি মুক্ত হইতে পারিব না।

॥ ১১৫

মাধৌ মোহ ফাঁস ক্যোঁ টুটৈ।
বাহির কোটি উপায় করিয় অভি অন্তর
গ্রন্থি ন ছুটৈ ॥

হে মাধব! এই মায়া ও মমতা কি প্রকারে দূর হয় সে জন্য বাহিরেতে অনেক প্রকার উপায় করিতেছি কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতরে যে মায়ার গ্রন্থি রহিয়াছে সে কোন রূপেই ত্যাগ হইতেছে না। এ কেবল আপনার মায়া।

ঘৃত পূরণ করাহ অন্তরগত শশি প্রতি বিম্ব
দেখাবৈ।
ইন্ধন অনল লগায় কল্পশত অবটত নাশ ন
পাবৈ ॥

ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া পুষ্ট করিতেছি। যেমন লৌহময় বড় কড়াইয়ের ভিতর ঘৃত পূর্ণ থাকাতে তাহার মধ্যে গগনের শশীর প্রতিবিম্ব দেখা যায় কিন্তু তাহার নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে যেমন চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব নাশ হয় না তদ্রূপ।

তরু কোটর মহঁ বস বিহঙ্গ তরু কাটে মরৈ
ন জৈসে।
সাধন করিয় বিচারহীন মন শুদ্ধ হোয় নহিঁ
তৈসে ॥

যেমন বৃক্ষের কোটরেতে পক্ষী বাস করে কিন্তু বৃক্ষ কাটা গেলে পক্ষী মারা যায় না, তদ্রূপ বিবেচনা না করিয়া সাধন করিলে কদাচ মন শুদ্ধ হয় না। সত্য পরমেশ্বর আর অসত্য সংসার ও দেহ। ঈশ্বরকে চিনিবার শক্তি জীবের নাই। সংসারের বাঁধন এই শরীর। এই রূপে বিচার না করিলে কদাচ মন শুদ্ধ হয় না।

অন্তর মলিন বিষয় মন অতি তন পাবন করিয়
পখারে
মরই ন উরগ অনেক যত্ন বল্মীক বিবিধ
বিধ মারে।

হে নাথ! এই মন আমার সদা বিষয়াশক্ত ও অন্তঃকরণ সদা মলিন কিন্তু জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণ ধৌত করাই কর্ত্তব্য কিন্তু অন্তঃকরণ না ধুইয়া গাত্র ধুইয়া পবিত্র করিতেছি। যেমন গর্ত্তের ভিতরে সর্প থাকে তাহাকে যদি অনেক প্রকার মারিবার উপায় করা যায় কিন্তু ভিতরের সর্প যেমন মারা যায় না তদ্রূপ।

তুলসীদাস হরি গুরু করুণা বিনু বিমল বিবেক
ন হোই।
বিন বিবেক সংসার ঘোর নিধি পার ন পাবৈ
কোই ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হইলে কদাচ বিমল জ্ঞান হয় না, আর বিবেক জ্ঞান না হইলে এই ভবসাগর তরিবার কোন উপায় নাই।

১১৬

মাধব অসি তুম্হারী যহ মায়া।
করি উপায় পচি মরিয় তরিয় নহিঁ জব লগ
করহু ন দায়া॥

হে নাথ! আপনার মায়া অতিশয় কঠিন। জীব জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অতিশয় পরিশ্রম করিয়াও আপনার মায়া জানিতে পারে না যে পর্য্যন্ত আপনার দয়া না হয়।

সুনিয় গুনিয় সমুঝিয় সমঝাইয় দশা হৃদয়
নহিঁ আবৈ।
জেহিঁ অনুভব বিন মোহ জনিত দারুণ ভব
বিপতি সতাবৈ॥

হে নাথ! শুনিয়া, বুঝিয়া ও বিচার করিয়া অনেক প্রকার দেখা যায় কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কোন রূপেই লক্ষ্য হয় না যেমন জ্ঞানশূন্য জীবের মোহ হইতে উৎপন্ন এই সংসারের বিপত্তি দুঃখ রূপেই প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম পিযূষ মধুর শীতল জোপৈ মন সো
রস পাবৈ।
তৌ কত মৃগ জল রূপ বিষয় কারণ নিশি
বাসর ধাবৈ॥

হে নাথ ! এ জীব যদি মধুর ও শীতল ব্রহ্মপীযূষ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে শান্তিরস পায় নতুবা মৃগতৃষ্ণার জলরূপ এই বিষয় ভোগ হইতে তৃষ্ণার তৃপ্তি নাই। রাত্র দিবস কেবল মিথ্যা ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে হইবে।

জেহ কে ভবন বিমল চিন্তামণি সো কত
কাঁচ বটোরে।
সপনে পরবশ পরয়ৌ জাগি দেখত কেহি
জাই নিহোরে॥

যাহার গৃহেতে নির্ম্মল চিন্তামণি আছে সে ব্যক্তি কেন কাচসমূহ একত্র করিবে ! হে নাথ ! তদ্রূপ যাহার হৃদয়ে আপনি বিরাজমান আছেন সে ব্যক্তি কেন বিষয়ের চেষ্টা করিবে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দ্বারা কাহাকেও বিনয় করিতেছে পরে স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে বলিতে লাগিল হায় ! এখন আমি কাহার বিনয় করি তদ্রূপ।

জ্ঞান ভক্তি সাধন অনেক সব সত্য ঝুট
কছু নাহীঁ।
তুলসীদাস হরি কৃপা মিটৈ ভ্রম যহ ভরোস
মন মাহীঁ॥

জ্ঞান, ভক্তি, সাধন, যাগ, যোগ ও তপ সকলই সত্য কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে আমার মনে এরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে শ্রীরঘুনাথের কৃপা ব্যতিরেকে আমার হৃদয়ের ভ্রম কদাচ দূর হইবে না।

॥ ১১৭ ॥

হে হরি কবন দোষ তোহি দীজে।
জেহি উপায় সপনেহুঁ দুর্লভ গতি সোই নিশি
বাসর কীজে ॥

হে ভগবন ! আপনাকে কি দোষ দিব। যে কার্য্য করিয়া স্বপ্ন দ্বারা দুর্লভ গতি পাওয়া যায় না সেই সকল কার্য্য আমি দিবা রাত্র করিতেছি।

জানত অর্থ অনর্থ রূপ তম কূপ পরব
যহি লাগে।
তদপি ন তজত শ্বান অজ খর জ্যোঁ ফিরত
বিষয় অনুরাগে ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ এ সকল নিরর্থক জানিয়াও আমি এ বিষয়রূপী কূপেতে বার বার পতিত হইতেছি। যেমন কুকুর, ছাগল ও গাধা বিষয়াশক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করিবার জন্য নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া শরীর নষ্ট করে। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করিয়াও স্ত্রীবিষয়ভোগ ছাড়িতে কদাচ সমর্থ হয় না তদ্রূপ।

ভূত দ্রোহ কৃত মোহ বশ্য হিত আপন মেঁ ন
বিচারো।
মদ মৎসর অভিমান জ্ঞান রিপু ইন মহঁ
রহনি অপারো ॥

হে নাথ ! জীব সদা অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সকল জীবের সঙ্গে বৈরতা করিতে থাকে কিন্তু নিজের কল্যাণ যে কিরূপে হইবে তাহা কখনও মনে বিবেচনা করে না। হে নাথ ! জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে শত্রু অহঙ্কার, ঈর্ষা ও গুমর এই তিনকে লইয়া আমি দিবা রাত্রি ক্ষেপণ করিতেছি।

বেদ পুরাণ সুনত সমুঝত রঘুনাথ সকল জগ ব্যাপী।
ভেদ নাহিঁ শ্রীখণ্ড বেণু ইব সার হীন মন
পাপী ॥

হে নাথ! এই সংসার আবরণ। ইহাতে কিছুই ভেদ নাই অর্থাৎ সকল জীব জানিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরকে চিনিতে পারে না। আবরণ নামে যে ভেদ নাই তাহার দৃষ্টান্ত যেমন চন্দনের নিকট যে সকল বৃক্ষাদি থাকে, চন্দন তাহাদিগকে সুগন্ধি প্রদান করে কিন্তু তাহার নিকট যদি বাঁশ থাকে তাহাতে সুগন্ধ প্রদান করে না, কারণ বাঁশ সার হীন। তদ্রূপ আমার মন সদা পাপ পূর্ণ, সেই জন্য বেদ পুরাণ শাস্ত্রের বচন হৃদয়ে প্রবেশ হয় না। কারণ আবরণ হীন।

মেঁ অপরাধ সিন্ধু করুণা কর জানত অন্তর্যামী।
তুলসীদাস ভব ব্যাল গ্রসিত তব শরণ উরগ
রিপু গামী ॥

হে নাথ! আমি অপরাধের সমুদ্র আর আপনি করুণার সমুদ্র। হে অন্তর্য্যামী! আপনি সকল জীব মাত্রের অন্তরের বিষয় জানেন, তজ্জন্য শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন—হে নাথ! এ সংসাররূপী সর্প সকল জীবমাত্রকে গ্রাস করিতেছে। হে নাথ! আপনার নাম ভক্তে "গড়ুরগামী" বলিয়া থাকে। যদি আপনি গড়ূরগামী তাহা হইলে সংসাররূপী সর্প আপনার ভক্তের কিছুই করিতে পারে না।

॥ ১১৮ ॥

হে হরি কবন যতন সুখ মানহু।
জ্যোঁ গজ দশন তথা মম করণী সব প্রকার
তুম জানহু ॥

হে নাথ ! আপনাকে কোন প্রকারে তুষ্ট করিব ! আমার যে আবরণ সে কেবল গজদন্তের ন্যায় অর্থাৎ হাতীর দাঁত বাহিরে দেখাইবার পৃথক থাকে আর খাইবার পৃথক থাকে তদ্রূপ। লোক দেখাইবার জন্য আপনার দাসত্ব বরণ করিতেছি। আর সকলের অন্তঃকরণের দাসত্ব ভাব আপনি জানেন। আপনি অন্তর্য্যামী। আপনার নিকট অন্তরের গুপ্ত কথা কিছুই গোপন করা যায় না। এখন পূর্ব্বোক্ত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছেন।

জো কছু কহিয় করিয় ভব সাগর
তরিয় বচ্ছ পগ জৈসে।
রহনি আনি বিধি কহিয় আন হরি পদ সুখ
পাইয় কৈসে॥

হে নাথ ! যেরূপ মুখে বলা যায় তদ্রূপ যদি কর্ম্ম ও আচরণ দ্বারা করা যায় তাহা হইলে এই ভবসমুদ্রে গোবৎসপদের জলরূপ বিষয় প্রয়াস পার হইতে পারে। হে নাথ ! আমরা আচরণ দ্বারা যাহা করিতেছি সে এক রকম আর বলিবার জন্য অন্য রকম। তজ্জন্য হে প্রভো ! আপনার শ্রীচরণারবিন্দের যে সুখ জীব কি প্রকারে তাহা পাইতে পারে ?

দেখত চারু ময়ূর নয়ন শুভ বোল সুধা ইব সানী।
সবিষ উরগ অহার নিঠুর অস যহ করণী বহবাণী॥

পুনরায় দৃষ্টান্ত দিয়া পুষ্ট করিতেছেন। যেমন বনের ময়ূর দেখিতে অতিশয় সুন্দর আর নয়নারাম ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্রিকা সে অতিশয় শুভ ও মঙ্গলপ্রদ। এস্থানে মঙ্গলপ্রদ বলার প্রয়োজন এই যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ নিজে উহা মুকুটের উপর ধারণ করিয়াছেন এজন্য শুভ আর

ময়ূরের রব অতিশয় অমৃত মাখা। উহা যে সময় রব করে সে সময় সকল প্রাণীকে উন্মত্ত করে। ময়ূরের বাণী অতিশয় মিষ্ট কিন্তু বক্ষঃস্থল অতি কঠোর যাহাতে বিষধর সর্প পরিপাক হইয়া যায়।

অখিল জীব বৎসল নির্ম্মৎসর চরণকমল অনুরাগী।
তে তব প্রিয় রঘুবীর ধীর মতি অতিশয়
নিজ পর ত্যাগী॥

হে প্রভো! মাৎসর্য্যরহিত যে জীব সে সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে ও আপনার চরণকমলানুরাগী হইয়া থাকে। হে নাথ! সেই ব্যক্তি আপনার অতি প্রিয় যাহার মতি অতি ধীর ও যাহাতে আপন ও পর সমবুদ্ধি দেখা যায় অর্থাৎ সমবুদ্ধি যাহাতে সেই ব্যক্তি আপনার প্রিয়।

যদ্যপি মম অব গুণ অপার সংসার যোগ্য রঘুরায়া।
তুলসীদাস নিজ গুণ বিচার করুণানিধান
করু দায়া॥

হে নাথ! যদ্যপি এই দেহ কেবল মাত্র অবগুণের পাত্র আমি এই সংসারের যোগ্য। শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে নিজ গুণের দ্বারা বিচার করিয়া হে করুণানিধান! আমার প্রতি কৃপা করুন।

১১৯

হে হরি কবন যতন ভ্রম ভাগৈ।
দেখত সুনত বিচারত যহ মন নিজ স্বভাব
নহিঁ ত্যাগৈ॥

হে হরি! কি প্রকারে আমার এই সংসার ভ্রম দূর হইবে! দেখিতেছি যে জগৎ মিথ্যা। সাধুমুখে এবং শাস্ত্রেও ইহা শুনিতেছি এবং মনেও ভাবনা করিতেছি কিন্তু এই মন নিজ স্বভাব কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না।

ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য সকল সাধন যহি লাগি উপাই।
কোউ ভল কহউ দেউ কছু কোউ অসি বাসনা হৃদয় তেঁ ন জাই॥

সংসারে যতই সাধন করা যায় সে সকল স্বার্থের উদ্দেশ্য। ভক্তি, জ্ঞান. বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন স্বার্থের জন্য। কোন ব্যক্তি আমাকে কিছু দিবে অথবা কেহ আমাকে ভাল বলিবে এই সকল বাসনা পরিত্যাগ হওয়া বড়ই কঠিন।

জোহি নিশি সকল জীব সূতহি তব কৃপাপাত্র জন জাগে।
নিজ করণী বিপরীতি দেখি মোহিঁ সমুঝ মহাভয় লাগে॥

অবিদ্যারূপ রাত্রিতে সকল জীব শুইয়া আছে। যে আপনার নিজদাস এবং ভক্ত সেই অবিদ্যারূপী রাত্রীকে দূর করিয়া জাগ্রত হইয়া থাকে। আমি নিজের কার্য্য নিজেই উল্‌টা দেখিতেছি এবং তাহা দেখিয়া আমার অতি ভয় হইতেছে।

যদ্যপি মগ্ন মনোরথ বিধি বশ সুখ ইচ্ছিত দুখ পাবৈ।
চিত্রকার কর হীন তথা স্বারথবিন চিত্র বনাবৈ॥

যদ্যপি বিষয় সম্বন্ধে নানা মনোরথ ব্রহ্মের অধীন প্রতীত হইতেছে এবং সুখের ইচ্ছা করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কোন চিত্রকরের হাত নষ্ট হইয়া গেলে সে যেমন মনে মনে চিত্র রচনা করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারে না তদ্রূপ অদৃষ্ট বিনা জীবের মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

হৃষীকেশ সুনি নাউ জাউঁ বলি অতি ভরোস
জিয় মোরে।
তুলসীদাস ইন্দ্রী সম্ভব দুখ হরে বনিহি প্রভু
তোরে॥

যদ্যপি আমি সকল প্রকার ভাগ্যহীন অথচ নরকগামী তথাপি আপনার নাম হৃষিকেশ। আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের স্বামী; আপনার নাম সকল বেদ পুরাণেতে শুনিয়াছি এবং আপনাকে সর্ব্বদা ভাবিতেছি। তুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে হে নাথ! এই ইন্দ্রিয়ের উৎপন্ন সংসাররূপী দুঃখ আপনাকে নিজগুণ দ্বারা হরণ করিতে হইবে।

১২০॥

হে হরি কস ন হরুহু ভ্রম ভারী।
যদ্যপি মৃষা সত্য ভাসে জব লগি নহিঁ কৃপ
তুম্হারী।

হে হরি! আপনার কৃপা হইলে এই সংসারের দুঃখ নাশ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে শরীর মিথ্যারূপী তাহাতে সত্যবুদ্ধি হওয়া তাহাকেই সংসার বলে।

অর্থ অবিদ্যমান জানিয় সংসৃতি নহিঁ জায়
গুঁসাই।
বিন বাঁধে নিজ হঠ শঠ পরবশ পর্যো
কীর কী নাঁই।

হে নাথ ! অর্থরূপে যে বিষয় অবিদ্যমান উহা মিথ্যা এই জানিতেছি। তথাপি সংসৃতি নাম যে ক্লেশ তাহা যায় না। এই জীব টীয়াপাখীর ন্যায় বাঁধনে না রহিলেও বাঁধন কাটিতে জানে অর্থাৎ যত ইন্দ্রিয়ের মন বুদ্ধি আদি বিষয় এ সমস্ত জড় বলা যায়, চৈতন্যের কিরূপ সাক্ষাৎ পাইবে তাহা দেখাইতেছেন।

সপনে ব্যাধি বিবিধ বাধা জনু মৃত্যু উপস্থিত
আই।
বৈদ্য অনেক উপায় করহিঁ জাগে বিনু পীর ন
জাই॥

হে নাথ ! মৃত্যুকালীন স্বপনেতে যেমন নানারূপ ব্যাধি ঘটনা হয় সেই স্বপনেতে বৈদ্য অনেক রকম উপায় করে কিন্তু ঘুম না ভাঙ্গিলে স্বপনের যে কষ্ট তাহা কখনই নিবারণ হয় না কারণ স্বপ্নবিষয়ে নিশ্চয়ের অভাব আছে।

শ্রুতি গুরু সাধু স্মৃতি সংমত যহ দৃশ্য সদা দুখকারী।
তেহি বিন তজে ভজে বিন রঘুবর বিপতি সকৈ
কো টারী॥

বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি সকলেতেই বর্ণন আছে যে দৃশ্যরূপী যে সংসার সে সকল দুঃখের দাতা, তাহাকে ত্যাগ না করিতে পারিলে ভগবানের ভজন হয় না, আর রঘুনাথের ভজন বিনা এ সংসারের দুঃখ মিটে না। সংসারকে মিথ্যা জ্ঞান আর ঈশ্বরের ভজন এই দুই জীবের কল্যাণের হেতু।

বহু উপায় সংসার তরণ কহঁ বিমল গিরা শ্রুতি
গাবৈ।
তুলসীদাস মেঁ মোর গয়ে বিনু জিয় সুখ কবহুঁ
ন পাবৈ॥

যদিও বেদ পুরাণাদি ভবসংসার পার হওয়ার জন্য অনেক নির্ম্মল বাণী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তথাপি এই যে "আমি" ইহা পরিত্যাগ না হইলে এই জীব কদাচ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি ও তুমি ইহা কেবল মাত্র সংসারের স্বরূপ।

১২১

হে হরি যহ ভ্রমকী অধিকাই।
দেখত সুনত কহত সমুঝত সংশয় সন্দেহ ন
জাই

এখন ভ্রমের অধিকতা বর্ণন করা যাইতেছে। আর একটা সন্দেহ মনে উদ্দীপন হইতেছে যদি এ জগৎ মিথ্যা, তাহা হইলে তাপত্রয় কেন অনুভব হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় সূত্রে দেখাইতেছেন।

জো জগ মৃষা তাপ ত্রয় অনুভব হোহি কহহু কেহি লেখে।
কহি ন জায় মৃগ বারি সত্য ভ্রম তে দুখ হোয় বিশেখে॥

এই দৃষ্টান্ত মৃগ যে হরিণ তাহার উপরে দেখাইতেছেন। যেমন মৃগতৃষ্ণার জল কোন কালেও দেখা যায় না তেমনি জীবের যে সত্য বলিয়া ভ্রম এ অতিশয় দুঃখের বিষয়। তদ্রূপ মিথ্যারূপ যে সংসার তন্মধ্যে যে অজ্ঞানী জীব তাহার তাপত্রয় অনুভব হয়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুভগ সেজ সোবত সপনেঁ জ্যোঁ বারিধি বুড়ত অতি ভয় লাগৈ।
কোটিহুঁ নাব ন পার পাব সো জব লগি আপ ন জাগৈ॥

যেমন নিদ্রা অবস্থায় জীব স্বপ্ন দেখে যে আমি জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি। তাহা দেখিয়া যেমন ভয় হয় তন্মধ্যে যদি অনেক নৌকা দেখা যায় তথাপিও জীবের ভয় দূর হয় না যে পর্য্যন্ত তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না হয়।

অন বিচার রমণীয় সদা সংসার ভয়ঙ্কর ভারী।
সম সন্তোষ দয়া বিবেক তেঁ ব্যবহারী সুখকারী॥

যদ্যপি এই সংসার মহা ভয়ঙ্কর দেখা যায় তথাপি এই সংসারের ব্যবহাররূপী সম, সন্তোষ, দয়া ও জ্ঞান যাহাতে বিদ্যমান পাওয়া যায় সে জীব সংসারে সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তুলসীদাস সব বিধি প্রপঞ্চ জগ যদপি ঝুট্
শ্রুতি গাবৈ।
রঘুপতি ভক্তি সন্ত সঙ্গতি বিনু কো ভব
ত্রাস নসাবৈ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে এই সংসাররূপী জ্ঞান যদি এ সব মিথ্যা প্রতীত হইতেছে তাহা হইলে এক ভগবানে ভক্তি ও সাধু সঙ্গ এই দুই সংসাররূপী যে বাঁধন তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

॥ ১২২ ॥

মেঁ হরি সাধন করৈ ন জানী।
জস কছু আময় ভেষজ ন কীনহ্ তস দোষ
কহা বর বানী॥

হে হরি! আমি আপনার ভজন সাধন কিছুই জানি না। তাহা দেখাইতেছেন যেমন রোগ তেমন ঔষধ না হইলে বৈদ্যের কি দোষ এবং শাস্ত্রের কি দোষ, অর্থাৎ রোগ এক ঔষধী আর।

সপনে নৃপ কহুঁ ঘটৈ বিপ্র বধ বিকল ফিরৈ
অঘ লাগে।
বাজিমেধি শত কোটী করৈ নহিঁ শুদ্ধ হোয়
বিনু জাগে॥

যদি স্বপ্নেতে রাজার ব্রহ্মহত্যা পাপ ঘটে এবং সেই পাপ মুক্ত করিবার জন্য যদি রাজা ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় এবং সেই স্বপ্নাবস্থায় রাজা

যদি শত শত যজ্ঞ করে তাহা হইলেও শুদ্ধ হয় না। জাগিলে পরে তাহা স্বপ্ন বিষয়ে নিশ্চয়ের অভাব এবং ব্রহ্মহত্যা মিথ্যা নিশ্চয়রূপে প্রতীত হইলে তবে কি প্রকার শুদ্ধ হয়। যদি হত্যা পাপ নাই তবে শুদ্ধ হইবে কি।

স্রগ মঁহ সর্প বিপুল ভয় দায়ক প্রগট হোয় অবিচারে।
বহু আয়ুধ ধরি বল অনেক করি হার হি মরই ন মারে॥

আবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পুষ্ট করিতেছেন। পুষ্পের মালার মধ্যে যেমন সর্প ভ্রম করিয়া তাহাকে অনেক অস্ত্রের দ্বারায় বধ করিতে করিতে হার মানিলাম কিন্তু সর্প মারা যায় না। ইহা বলার প্রয়োজন এই যে যদি সর্প নাই তবে মরিবে কে? এ দৃষ্টান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে এই সুখ দুঃখ মুর্খের হেতু।

নিজ ভ্রম তেঁ রবিকর সম্ভব সাগর অতি ভয় উপজাবৈ।
অবগাহত বোহিত নৌকা চঢ়ি কবহুঁ পার ন পাবৈ॥

নিজের ভ্রম হইতেছে যে সূর্য্যের কিরণ হইতে উৎপন্ন হয় যে সমুদ্র সেই সমুদ্রে নৌকার উপরে মন কৃত আরোহী হইয়া ঘুরিতেছি কিন্তু কখনও পার পাওয়া যায় না। যদি কাহারও কথাতে আপনার মনে এই প্রতীত করা যায় যে এই সকল মিথ্যা কেবল ভ্রম দ্বারায় সত্য বলা যাইতেছে। তবে কিরূপে পার হইতে পারে। পূর্ব্বে তিন দৃষ্টান্ত দ্বারা মিথ্যা ও ভ্রম দুই বলা হইল।

তুলসীদাস জগ আপ সহিত জব লগি নির্ম্মূল
ন জাই।
তব লগি কোটী কল্প উপায় করি মরিয়ে তরিয়ে
নহিঁ ভাই॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন—যে পর্য্যন্ত এ শরীর নির্ম্মূল না হইবে সে পর্য্যন্ত ভ্রম ও মিথ্যাবুদ্ধি কখনই নষ্ট হইতে পারে না। কোটী কোটী উপায় করিয়াও এ সংসার হইতে পার হওয়া যায় না। কি রকম? যেরূপ মালা হইতে সর্প উৎপত্তি হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ স্বপ্নেতে ব্রহ্ম হত্যা পাপ বোধ হইলে মৃগতৃষ্ণার সমুদ্রে রূপ হইয়া গেল। সেই রকম অজ্ঞান বুদ্ধি স্বপ্নবৎ। যখন পর্য্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধির সূর্য্যোদয় না হয় সেই অবধি অজ্ঞানরূপী রাত্রি দূর হয় না।

১২৩

অস কছু সমুঝি পরৈ রঘুরায়া।
বিন তব কৃপা দয়াল দাস হিত মোহ ন ছুটৈ মায়া॥

এখন বুঝিয়াছি যে পর্য্যন্ত আপনার কৃপা না হইবে সে পর্য্যন্ত এ দাসের মোহ ও মায়া কখনই নষ্ট হইবে না। তাহা পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন।

বাক্য জ্ঞান অত্যন্ত নিপুণ ভবপার ন পাবৈ কোই।
নিশি গৃহ মধ্য দীপ কি বাতিন্হ তম নিবৃত্ত
নহিঁ হোই।

বাক্য এবং জ্ঞান দ্বারা সংসার হইতে পার কোন রূপেই হওয়া যায় না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন। যে প্রকার বাক্যরূপ

প্রদীপ জ্বালিলে রাত্রিতে অন্ধকার নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ রাত্রি সদৃশ অবিদ্যা, গৃহ তুল্য দেহ অভিমান, অন্ধকার তুল্য অজ্ঞান সেই প্রকার কেবল বাক্য জ্ঞানের নিপুণতা সেই বাক্যরূপ আলো দ্বারা সংসার রূপ অন্ধকার কিরূপে দূর হয় ?

জৈসে কোউ এক দীন দুখিত অতি অশন হীন দুখ পাবৈ।
চিত্র কল্পতরু কাম ধেনু গ্রহ লিখে ন বিপতি নসাবৈ॥

যেরূপ কোন দীন দুঃখী জন অর্থ বস্ত্র বিনা অতিশয় কষ্ট পায়, সে ব্যক্তি যদি গৃহেতে কামধেনু কল্পতরুর চিত্র অঙ্কিত করে তাহা হইলে তাহার দারিদ্র ও বিপত্তি কি নষ্ট হইয়া যায় ? তাহা হয় না। আবার পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন।

ষট রস বহু প্রকার ভোজন কোউ দিন অরু রৈন বখানৈ।
বিন বোলে সন্তোষ জনিত সুখ খাই সোই পৈ জানৈ।

যেরূপ কোন ব্যক্তি বাক্য দ্বারা অনেক প্রকার তৃপ্তিকর খাদ্য পদার্থ বর্ণন করিয়া থাকে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহার আস্বাদন না করে সে পর্য্যন্ত তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন আর কোন ব্যক্তি তৃপ্তিকর খাদ্য পদার্থ আস্বাদন করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যেমন ভরত মহারাজ নামামৃত পান করিয়া অন্তরের সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। আর রাবণ বেদ ও পুরাণ এ সকলের তর্ক করিয়াও সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

জব লগি নহিঁ নিজ হৃদি প্রকাশ অরু বিষয় আশ
মন মাহীঁ।
তুলসিদাস তব লগি জগ যোনি ভ্রমত সপনেহু
সুখ নাহীঁ॥

যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ না হইয়া মন সদা সর্ব্বদা বিষয়ে মগ্ন থাকে। শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন সে পর্য্যন্ত এই জীব সকল যোনি ভ্রমণ করিয়াও স্বপ্নে সংসারের সুখ পাইতে পারে না।

১২৪

যো নিজ মন পরিহরৈ বিকারা।
তৌ কত দ্বৈত জনিত সংসৃতি দুখ সংশয়
শোক অপারা॥

পুনশ্চ। এই সংসারের বাঁধন ও মুক্তি এই দুই মনের অধীন। যে প্রকারে সংকল্প ও বিকল্প রূপে চঞ্চলতা ছাড়ে। দ্বয়িত বুদ্ধি দেহাদি বিষয় সত্য। তাহাতে উৎপত্তি, সংস্থিতি ও সংসার তথা সংশয়ের নিশ্চয়ের অভাব, শোক নাম মহাদুঃখ, যে পর্য্যন্ত মন স্থির না করা যায় সে পর্য্যন্ত দ্বয়িত বুদ্ধির নাশ হয় না। মানব কর্ত্তব্য দেখাইতেছেন।

শত্রু মিত্র মধ্যস্থ তীনি যে মনহিঁ কীহ্ন
বরি আই।
ত্যাগব গহব উপেক্ষনিয় অহি হাটক
তৃণ কী নাঁই॥

শত্রু যে অপকার করে আর মিত্র যে উপকার করে আর মধ্যস্থ যে সমদর্শী। শত্রু ও মিত্র এবং মধ্যস্থ এই সকল মনের অধীন। তাহা দেখাইতেছেন শত্রুর ত্যাগ আর মিত্রের গ্রহণ যে প্রকার, মধ্যস্থ জনের না ত্যাগ না গ্রহণ যে প্রকার, সর্পের ত্যাগ আর সুবর্ণের গ্রহণ, উপেক্ষা অর্থাৎ তৃণবৎ না গ্রহণ না ত্যাগ .তাহা দৃষ্টান্ত করিয়া দেখাইতেছেন। ভোজন নানা প্রকার বস্ত্র সকল মনের মধ্যে থাকে যেমন কোন অমূল্য মণির দ্বারায় সকল বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে।

অশন বসন পশু বস্তু বিবিধ বিধি সব মণি মহঁ
রহ জৈসে।
স্বর্গ নর্ক চর অচর লোক বহু বসত মধ্য
মন তৈসে॥

যেরূপ এই মনের মধ্যে স্বর্গ ও নরক চর ও অচর এ সকল ব্রহ্মাণ্ড মাত্র মনের মধ্যে বাস করিয়া থাকে চর অর্থাৎ চেতন আর অচর অর্থাৎ জড়। এই মনের মধ্যে যেমন যেমন বাসনা ও প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় সেই সেই কর্ম্মের দ্বারায় জীব স্বর্গাদি ভোগ করিয়া থাকে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পুষ্ট করিবার জন্য তৃতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

বিটপ মধ্য পুত্রিকা সূত্র মহঁ কঞ্চুক বিনহি বনায়ে।
মন মহঁ তথা লীন নানা তন প্রগটত অবসর পায়ে।

কদাচিত যদি মনে ইহা সন্দেহ হয় কি এক মনের দ্বারায় অনেক প্রকারের পদার্থ কিরূপে হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যেমন বৃক্ষের কাষ্ঠের মধ্যে নানা প্রকারের পুত্তলি প্রস্তুত হইয়া থাকে ও সুত্রের মধ্যে অনেক রূপ কঞ্চুকী বস্ত্র ইত্যাদি হইয়া থাকে নানারূপ প্রস্তুত করিয়াও তাহাতে আভাস পাওয়া যায় তদ্রূপ নানা প্রকারের শরীর এই মনের দ্বারায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রঘুপতি ভক্তি বারি ছালিত চিত বিনু
প্রয়াস হী সুঝৈ।
তুলসীদাস কহ চিদবিলাস জগ বুঝত বুঝৈ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন। যে পর্য্যন্ত শ্রীরঘুনাথের ভক্তিরূপ বারির দ্বারায় বাসনারূপ মল ধৌত না করা যায় সে পর্য্যন্ত জীব ঈশ্বরের মায়া কখনই বুঝিতে পারে না ও সংসারের ভ্রম কখনই নাশ হয় না। শ্রীরঘুনাথের ভক্তি হৃদয়ে উদয় হইলে ক্রমে সে সকলই বুঝিতে পারে। বুঝত বুঝত বুঝত এই যে তিনবার বলা হইয়াছে ও তাহা দেখাইতেছেন। প্রথমেতে এই শরীরকে মিথ্যাবুদ্ধি বুঝিতে হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক রচনা করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মিথ্যা বুঝিতে হয় ও মনের দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প ইহা দূর করা যায় অথবা বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ত্রিকাণ্ড বর্ণন করিতেছে। তাহার তিনটী নিমিত্ত সামগ্রী আছে স্থূল শরীর মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বাস আর দ্বিতীয় লিঙ্গ শরীর তাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার অন্তঃকরণের নিবাস স্থান আর তৃতীয় জীব আত্মা।

১২৫

মেঁ কেহি কহোঁ বিপতি অতি ভারী।
শ্রীরঘুবীর ধীর হিতকারী॥

পূর্ব্ব সকল কথা স্মরণ করিয়া শ্রীতুলসীদাসজী নিজ স্বামী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া নিজ বিপত্তি জানাইতেছেন। হে রঘুনাথ! আপনি অতি ধীর ও হিতৈষী বা হিতকারী তজ্জন্য নিজ বিপত্তি জানাইতেছেন।

মম হৃদয় ভবন প্রভু তোরা।
তহঁ বসে আই বহু চোরা॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন—হে নাথ! এই যে আমার হৃদয় ইহা আপনার ঘর, নিশ্চয় এই ঘরে নানা প্রকার চোর বাস করিতেছে।

অতি কঠিন করহিঁ বরজোরা।
মানহিঁ নহিঁ বিনয় নিহোরা॥

সেই চোর অনেক জবরদস্তী করিতেছে। আর এ এমন প্রবল চোর যে সাবধান থাকিতেও জ্ঞানবৈরাগ্যাদি যে ঐশ্বর্য্য তাহা হরণ করিতেছে। যদি বল প্রার্থনা করিয়া রক্ষা কর। তাহার উত্তর যে সে এমন দুষ্ট যে আমার বিনয়কে কখনই গ্রাহ্য করে না। আমাকে অসমর্থ জানিয়া সে উহা হরণ করিতেছে। এখন চোরদের নাম জ্ঞাত করান যাইতেছে।

তম মোহ লোভ অহঙ্কারা।
মদ ক্রোধ বোধ রিপু মারা॥

তম অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মদ, বোধ, ক্রোধ, রিপু অর্থাৎ অজ্ঞান, মার অর্থাৎ কামদেব।

অতি করহিঁ উপদ্রব নাথা।
মর্দ্দহিঁ মোহি জান অনাথা॥

এই যে সব চোর ইহারা আমাকে অতি উপদ্রব করিয়া অনেক প্রকার কষ্ট দিতেছে, অনাথ জানিয়া আমাকে মর্দ্দন করিতেছে। যদি বল অন্যের কাছে প্রার্থনা কর। তবে হে প্রভো!

মেঁ এক অমিত বটপারা।
কোউ সুনৈ ন মোর পুকারা ॥

হে প্রভো ! আমি একা আর ডাকাতগুলি অনেক, আমার সাহায্যের জন্য যদি কাহাকেও ডাকি তাহাতে কেহই আমার ডাক শুনে না। আর যদিও শুনে তাহা হইলেও ভয়াতুর হইয়া কেহ নিকটে আসে না। যদি বল তুমি পলাইয়া বাঁচিয়া যাও।

ভাগেহু নহিঁ নাথ উবারা।
রঘুনায়ক করহু সম্ভারা ॥

হে নাথ ! আমি যে পলাইয়া বাঁচিয়া যাইব তাহাতেও নিস্তার নাই। হে রঘুনায়ক ! আমায় রক্ষা করুন ! যদি বল তুমি অতি ভীত। সেই জন্য যে বার বার প্রার্থনা করিতেছি তাহা নয়।

কহ তুলসিদাস সুন রামা।
লুটহিঁ তসকর তব ধামা ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন হে প্রভো ! আপনার নিবাস স্থান যে আমার হৃদয়। সর্ব্বভূতের হৃদয়ই আপনার মন্দির। যদি বলেন কি প্রকারে আমার ঘরে ডাকাতি হইতেছে এবং আমার বারংবার বলিবার দরকার কি তাহার উত্তর এই যে :—

চিন্তা যহ মোহি অপার।
অপযশ নহিঁ হোই তুম্‌হার ॥

হে নাথ ! আমি এই কারণ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছি যে, সংসারে আপনার কোন প্রকার অপযশ না হয় অর্থাৎ জগতে সকলেই যেন না বলে যে শ্রীরঘুনাথের মহল এই সকল চোর একত্র হইয়া লুটিয়া লইল, কিন্তু রঘুনাথ কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহা অতিশয় অপযশ হইবে। তজ্জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতেছি কারণ সেবকের ধর্ম্ম এই যে, স্বামীর অপযশ না হয়। আমার তো এই ধর্ম্ম ও এই মাত্র শক্তি আপনাকে জানাইলাম। এখন আপনার যাহা রুচি হয় করুন।

॥ ১২৬ ॥

মন মেরে মানহি সিখ মেরী।
জো নিজ ভক্তি চহহি হরি কেরী॥

হে নাথ ! সংসারে বাঁধন ও মুক্তি এই দুইয়েরই হেতু কেবল মন। সেই মনকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে কি হে মন তুমি আমার শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি হরিভক্তি উপার্জ্জন করিতে চাহ, আর যদি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার বাসনা কর, তবে আমার শিক্ষা গ্রহণ কর। আর যদি সংসারেতে ডুবিতে ইচ্ছা কর তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এখন শিক্ষা বলা যাইতেছে।

উর আনহি প্রভু কৃত হিত জেতে।
সেবহি তে জে অপনপৌ চেতে॥

হে জীব ! হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা প্রভুর স্মরণ ও তাহার কর্ত্তব্য মনে আন। তিনি মনুষ্য শরীর দিলেন. গর্ভেতে প্রতিপালন করিলেন ও জ্ঞান দিলেন ; এই রকম তিনি জীবের অনেক উপকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। হে জীব ! যদি তুমি নিজের স্বরূপ নিজেই বুঝ, ভগবৎ ভক্তের সেবা কর যদ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি লাভ ও সাধু সঙ্গ হয়।

দুখ সুখ অরু অপমান বড়াই ।
সব সম লেখ হুঁ বিপতি বিহাই ॥

দুঃখ ও সুখ, অপমান ও বড়াই এই সকল বিপত্তি। এই সমস্তকে সমদর্শন করা কর্ত্তব্য, সমস্তই সমদর্শন করিলে সুখ দুঃখ বিপত্তি কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না।

সুনু শাঠ কাল গ্রসিত যহ দেহী ।
জনি তেহি লাগি বিদুষহি কেহি ॥

রে মন! এই যে শরীর সে কালের গ্রসিত ও নাশবান। ইহা জানিয়া অন্য জীব মাত্রকে দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কায়িক কৃত পীড়া, কটু বচন ও মানসিক পরের হানি করা এই তিন প্রকার হিংসা ত্যাগ করিয়া সমতা গ্রহণ করা উচিত।

তুলসীদাস বিনু অস মতি আয়ে।
মিলাহি ন রাম কপট লয় লায়ে ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে জীবের এরূপ মতি না হইলে ও হিংসা কপট ত্যাগ না করিলে ঈশ্বরকে সে কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হে মন! সদা নিষ্কপট হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা কর।

॥ ১২৭ ॥

মেঁ জানী হরিপদ রতি নাহী ।
সপনে হুঁ নহি বিরাগ মন মাহীঁ

পুনশ্চ—এখন শ্রীতুলসীদাস মহারাজ ভগবৎ অনুরাগ রহিত যে জন তাহা নিজের দ্বারা জানাইতেছেন। আমার মন শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দে প্রীতি হয় না? আমি সর্ব্বদা তাঁহার কেন সেবা, পূজা, পাঠ, প্রভৃতি সকল করিতেছি। তথাপি প্রীতি হয় না কেন তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। আমার মন স্বপনেও বৈরাগ্য লাভ করিল না। যদি বৈরাগ্য লাভ না হইল তবে ভগবৎ চরণারবিন্দ কিরূপে লাভ হইতে পারে, এখন বৈরাগ্যের পুষ্টতা দেখাইতেছেন কারণ মন এক।

জে রঘুবীর চরণ অনুরাগে।
তিন্‌হ সব ভোগ রোগ সম ত্যাগে॥

যে জন ভগবৎ চরণারবিন্দের অনুরাগী সেই জন এই সংসারভোগ রোগতুল্য জ্ঞান করিয়া দুঃখ বুঝিয়া ত্যাগ করিয়া দেন। আবার সংসারের ভোগ তাহা আপনার উপর দৃঢ় করিয়া দেখাইতেছেন।

কাম ভুজঙ্গ ডসত জব জাহী।
বিষয় নিম্বু কটু লগত ন তাহী॥

কামরূপী সর্প যাহাকে দংশন করিয়াছে সে বিষয়রূপ তিক্ত অর্থাৎ নিম্ কখনই কটু বোধ করিতে পারে না। কারণ যাহার দেহে কামনারূপ বিষ ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহাকে সংসারের যে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বিষ তাহা কখনই দুঃখ দিতে পারে না।

অসমঞ্জস অস হৃদয় বিচারী।
বঢ়ত শোচ নিত নুতন ভারী॥

এইরূপ সংশয় হৃদয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দিন দিন নূতন নূতন চিন্তা অতিশয় বাড়িতেছে অর্থাৎ আপন রুচি দেখিয়া নিশ্চয়ই ভগবৎ চরণার-

বিন্দে বিমুখতা প্রতীত হইতেছে। সেই জন্য নূতন নূতন চিন্তা বাড়িতেছে, নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিয়া নিজের কখনও প্রতীত হইতেছে না।

জব কব রাম কৃপা দুখ জাই।
তুলসীদাস নহিঁ আন উপাই॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন ওরে মন! কস্মিনকালে রঘুনাথের কৃপা ব্যতীত দুঃখ যাইবে না আর ইহা ভিন্ন দুঃখ দূর করিবার অন্য কোনই উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে।

॥ ১২৮

সুমিরু সনেহ সহিত সীতাপতি।
রাম চরণ তজি নহিঁন আন গতি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই নিজ শক্তি যেরূপ হয় তদ্বারা শ্রীভগবানের ভজন ও স্মরণ করাই কর্ত্তব্য। বড় ভাগ্য হইলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয়। শ্রীরঘুনাথের চরণ ত্যাগ করিয়া জীবের আর অন্য কোন গতি নাই।

জপ তপ তীরথ যোগ সমাধী।
কলি মতি বিকল ন কছু নিরুপাধী॥

জপ, তপ, যোগ, ধ্যান ও তীর্থ এই সকল অন্যান্য যুগে জীবকে মুক্তি করিয়াছে, কিন্তু এই কলিতে জীবের ব্যাকুলতা দূর করা অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধ হয় না! কেবল মাত্র রঘুনাথের চরণারবিন্দের ভজন ব্যতিরেকে জীবের কল্যাণ নাই কারণ ভজনই কল্যাণের হেতু।

করতহুঁ সুকৃত ন পাপ সিরাহীঁ ।
রক্ত বীজ জিমি বাঢ়ত জাহী ॥

পুণ্য না করিলে পাপের নিবৃত্তি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন রক্তবীজের রক্তবিন্দু যেখানে পতিত হয় সেইখানেই রক্তবীজের উৎপত্তি হয় সেই রকম পাপ করিতে গেলে পাপের বৃদ্ধি হয় সেই ভাব।

হরণি এক অঘ অসুর জালিকা ।
তুলসীদাস প্রভু কৃপা কালিকা ॥

যেমন রক্তবীজকে দুর্গা বিনাশ করিয়াছেন তেমনি কলিকালের যে পাপ তাহার বিনাশের কারণ কেবল এক মাত্র রাম নাম। ইহাই শ্রীতুলসীদাসের উপদেশ।

॥ ১২৯ ॥

রুচির রসনা তুং রাম রাম রাম ক্যোঁ ন রটত ।
সুমিরত সুখ সুকৃত বঢ়ত অঘ অমঙ্গল ঘটত ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে রে রসনা! তুমি রুচি সহিত রাম নাম জপ কর। রাম নাম জপিলে কি হইবে তাহা বলিতেছেন।

বিনু শ্রম কলি কলুষ জাল কটু কর্মাল কটত ।
দিনকর কে উদয় জৈসে তিমির তোম ফটত॥

রাম নামের প্রভাব দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন। যে রকম সূর্য্যের উদয় হইলে রাত্রের অন্ধকার দূর হয় সেই রকম রাম নামে জীবের পাপ দূর হয়।

যোগ যাগ জপ বিরাগ সুতীর্থ অটত।
বাঁধিবে কোঁ ভব গয়ন্দ রেনু কী রজু বটত॥

যোগ, যাগ, জপ, বৈরাগ্য ও সকল তীর্থ জায়গায় ভ্রমণ করিতেছি এই সংসাররূপ হস্তী বান্ধিবার জন্য ধূলার রজ্জু প্রস্তুত করিতেছি। এই সব কলিকালে যত সাধন তাহা কেবল মাত্র মিথ্যা, ইহা ধূলার রজ্জুবৎ। কেবল মাত্র এক রাম নাম সত্য।

পরিহরি সুমণি সুনাম গুঞ্জা লখি লটত।
লালচ লঘু তেরো লখি তুলসী তোহি হটত।

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন হে জীব! শ্রীরাম নামচিন্তামণি ছাড়িয়া কেন সংসার সুখ দেখিয়া লালসা বৃদ্ধি করিতেছ। অর্থাৎ যে প্রকার সংসার ছাড়াইবার নিমিত্ত চিন্তামণি, সেই প্রকার সংসার ছাড়িবার নিমিত্ত ঈশ্বরের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। আর সংসারিক সুখ ইহা অতিশয় তুচ্ছ লালসা। হে জীব! অন্য সকল ছাড়িয়া শ্রীরাম নাম বিষয় শিক্ষা কর।

১৩০

রাম রাম রাম রাম রাম রাম জপত।
মঙ্গল মুদ উদিত হোত কলি মল ছল ঝপত॥

পূর্ব্বোক্ত যে উপদেশ তাহাকে পুষ্ট করিতেছেন। এক শ্রীরামনাম লইবামাত্র কলিকালকৃত পাপরূপী যত অন্ধকার তাহা সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়! মঙ্গল ও আনন্দরূপী সূর্য্যের উদয় হয়।

কহু কে লহৈ ফল রসাল ববুর বীজ বপত।
হারহি জনি জন্ম জাই গালগুল গপত॥

হে মন! বুঝিয়া দেখ বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া কে আম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ রাম নাম রূপ আম ফল,"অন্য যত সাধন সে বাবলা গাছের সমান। এই মনুষ্য শরীর বৃথা অন্য গল্পের দ্বারা কাল ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে।

কাল কর্ম্ম গুণ স্বভাব সব কে শীশ তপত।
রাম নাম মহিমা কী চরচো চলেঁ চপত॥

কাল সকলের মাথার উপরে সদা সর্ব্বদা ফিরিতেছে। বৃক্ষাদি কীট পর্য্যন্ত সকলকে অধীন করিয়া দুঃখ দান করিতেছে কিন্তু যেখানে রামনাম কীর্ত্তন হয় তাহার মহিমা প্রভাবে সেখানকার দুঃখাদি তাপ দমন হইয়া যায়।

সাধন বিনু সিদ্ধি সকল বিকল লোগ লপত॥
কলিযুগ বর বণিজ বিপুল নাম নগর খপত॥

সাধন বিনা চেষ্টা বৃথা, সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত। সিদ্ধি কিরূপে প্রাপ্ত হয়? নামের প্রভাব এমন আছে কলিকালের যে কর্ত্তব্য তা সে বিধি-নিষেধময় সেই শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নাম রূপ নগর বিষয় বিক্রয় হইতেছে।

নাম সোঁ প্রতীতি প্রীতি হৃদয় সুথির থপত।
পাবন কিয় রাবণ রিপু তুলসীহু সে অপত॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতেছেন। নাম হইতেই রুচি, প্রীতি মনেতে সুন্দর স্থির করিয়া এমন যে অপবিত্র পাপ রূপ তুলসী তাহাকে ও রাবণ রিপুকে রামচন্দ্র পবিত্র করিয়াছেন।

১৩১

পাবন প্রেম রাম চরণ কমল জন্ম লাহু পর্ম।
রাম নাম লেত হোত সুলভ সকল ধর্ম্ম ॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরণবিষয়ে যে নিষ্কাম সেই প্রেম ভক্ত। মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম লাভ শ্রীরামনাম গ্রহণ করিলে সকল ধর্ম্ম সুন্দর রূপে সুলভ হইয়া থাকে। জীবের কল্যাণের এই দুই উপায়। মুখ্য এক রামনাম জপ করা আর দ্বিতীয় শ্রীরঘুনাথের চরণ হৃদয়ে ধ্যান করা। ইহা সকল সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ।

যোগ মখ বিবেক বিরতি বেদ বিদিত কর্ম্ম।
করিবে কহঁ কটু কঠোর সুনত মধুর নর্ম্ম ॥

বেদেতে যে সকল কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ যাগ, যোগ, জপ, তপ এবং বৈরাগ্য এই সকল শুনিতে অতিশয় মধুর কিন্তু করিতে গেলে বড়ই কঠিন বোধ হইয়া থাকে।

তুলসী সুনি জান বুঝি ভূলহি জনি ভর্ম্ম।
তেহ প্রভু কৌ তু হোহি জাহি সবহী কী শর্ম্ম ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন, হে জীব! জানিয়া শুনিয়া এ ভ্রমহেতু নাম বিস্মরণ হইও না কারণ অনেক শাস্ত্র দেখিয়া বা শুনিয়া

প্রভুর নাম কখনও বিস্মরণ হইও না। সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম এক রামনাম। হে জীব! তুমি সেই প্রভুর শরণাগত হও। যিনি জগতের হেতু ও রক্ষক এবং ব্রহ্মাদি কীট পতঙ্গের আশ্রয়স্থান তাঁহার শরণাগত সকলের হওয়াই উচিত।

১৩২

রাম সে প্রীতম কী প্রীতি রহিত জীব জায় জিয়ত।
জোহি সুখ মানি লেত সুখ সো সমুঝ কিয়ত॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরণে যাহার প্রীতি না জন্মিয়াছে সেই জীব সংসারে বৃথা জীবিত থাকিয়া নিজ মনে সুখ লাভ জানিয়া কি করিতেছে? সেই সুখ যে কি প্রকার তাহা মনে বুঝিয়া দেখ অর্থাৎ সে বস্তু কিছুই নহে। এখানে বিষয়সুখকে তুচ্ছ করিয়া দেখাইতেছেন।

জহঁ জহঁ জেহি যোনি জন্ম মহি পতাল বিয়ত।
তহঁ তহঁ তু বিষয় সুখ হি চহত লহত নিয়ত॥

যে যে যোনি পৃথিবী পাতাল ও আকাশ বিষয় সেই বিষয়-সুখ তুমি চাহিতেছ; সেই সুখ তুমি নিশ্চয় করিয়া পাইতেছ অর্থাৎ যে সুখকে সুখ বলিয়া তুমি মানিতেছ শূকর ও কুকুরের নরক যোনি তাহাদিগকে প্রাপ্তি হয়।

কত বিমোহ লট্যো ফট্যৌ গগন মগন সিয়ত।
তুলসী প্রভু সুযশ গায় ক্যোঁ ন সুধা পিয়ত॥

অজ্ঞানের দ্বারা লুব্ধ হইয়া মৃগতৃষ্ণার জলের অন্বেষণ করা যেমন বৃথা পরিশ্রম, যে প্রকার আকাশ ছিঁড়িষা গেলে তাহাতে যেমন মগ্ন হইয়া সিলাই করিতেছি সেইরূপ বিষয় সুখের চাহনা হইবার এই অর্থ শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে হে মন! প্রভুর যশ-রূপী অমৃত পান করিয়া সদা অমর কেন না হইয়া যাও, যশরূপী অমৃত পান করিলে জন্ম মরণ রহিত হইয়া যায়॥

॥ ১৩৩ ॥

তো সোঁ হোঁ ফিরি ফিরি হিত প্রিয় পুনীত সত্য
বচন কহত।
সুনি মন গুনি সমুঝি ক্যোঁ ন সুগম সুমগ গহত।

হে জীব! তোমাকে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে কত বার হিত আর প্রিয় বচন বলিতেছি। যাহাতে দুঃখ নাই সর্ব্বদা ভোগরহিত—সত্য কথা বলিতেছি সেই মনে বুঝিয়া সুন্দর মার্গ গ্রহণ কর।

ছোটৌ বড়ৌ খোটৌ খরৌ জগ জো জহঁা রহত।
অপনে অপনে কো ভলৌ কহু সো কো জো ন
চহত॥

ছোট যে পশু পক্ষী আদি, বড় যে বৃক্ষাদি, খাট যে পাপ কর্ত্তা, খরো যে পুণ্য কর্ত্তা, জগৎবিষয় যে যেখানে স্থিতি আছে নিজের আগ্রহ হইবে পরিবার সম্বন্ধে। আর নিজের ভাল কে না চায়? সুখ আর নিজের হিত সকলেই বাঞ্ছা করে।

বিধি লগি লঘু কীট অবধি সুখ সুখী দুখ দহত
পশু লোঁ পশুপাল ঈশ বান্ধত ছোরত তহত ॥

বড় ব্রহ্ম হইতে ছোট কীট পর্য্যন্ত সকলে সুখ পাইয়া সুখী হয় ও দুঃখ পাইয়া দুঃখী হয় কিন্তু কেহ সর্ব্বদা সুখী থাকিতে পারে না। যদ্যপি দুঃখের ইচ্ছা কেহ করে না কিন্তু কাল পাইয়া যেমন সুখ আসে অমনি দুঃখও ভোগ হয়। এইজন্য কেহ স্বতন্ত্র লাভ করিতে পারে না। যেমন পশুপালক পশুকে বন্ধন করিতেছে ও ছাড়িতেছে, সেই প্রকার ঈশ্বর ব্রহ্মাদি কীট সমস্ত জীবকে জগৎরূপ ক্রিড়ার অর্থ যে বিমুখ জীব তাহার বন্ধন করিতেছে ও সম্মুখ যে জীব তাহাকে ছাড়িতেছে।

বিষয় মুদ নিহার ভার শির কোঁ কন্ধে জ্যোঁ বহত।
যোঁ হী জিয় জানি মানি শঠ তু সা সাসতি সহত ॥

যখন কোন ব্যক্তি মাথার উপরে ভারী বোঝা লইয়া পথ দিয়া যায় এবং ভার বশতঃ মাথার অতিশয় কষ্ট বোধ হইলে সে যেমন স্কন্ধ দেশে বোঝা নামাইয়া লয় কিন্তু শরীরের উপরেই ভার রহিল অথচ ক্ষণমাত্র সাবকাশ বোধ জানা গেল সেই রকম ইন্দ্রিয়ের সুখ প্রতীত হইতেছে। যে রকম স্কন্ধের বোঝা মাথায় ও মাথার বোঝা স্কন্ধে সেইরূপ সুখের আগে দুঃখ ও দুঃখের আগে সুখ এইরূপ মনে বিশ্বাস করিয়া রে শঠ! তুমি কেন বৃথা ক্লেশ ভোগ করিতেছ।

পায়োঁ কেহি ঘৃত বিচারু হরিণ বারি মহত।
তুলসী তকু তাহি শরণ জা তেঁ সব লহত ॥

হে জীব ! মনে বিচার করিয়া দেখ যে মৃগতৃষ্ণার জল মথন করিলে তাহাতে কি কখনও ঘৃত বাহির হইয়া থাকে ? মৃগতৃষ্ণাতে সর্ব্বদা জলই থাকে না তবে ঘৃত কোথা হইতে পাইবে। সেই রকম মৃগতৃষ্ণাতুল্য বিষয় সর্ব্বদা মিথ্যা হইয়া থাকে। বিষয়ের ভোগরূপ যে মথন তাহাতে সুখরূপী যে ঘৃত তাহা কোন কালেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল মৃগতৃষ্ণারূপ বিষয়ে বৃথা সুখী হইবার বিশ্বাস করিতেছি। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন এক শ্রীরামেরই শরণাগত হও।

॥ ১৩৪ ॥

তা তেঁ হোঁ বার বার দেব দ্বার পরি পুকার করত।
আরতি নত দীনতা কহে প্রভু সঙ্কট হরত ॥

যে কেহ বারংবার বিনয় করে তাহাকে একবার কিম্বা দুইবার বিনয় করা উচিৎ। সেই জন্য আপনার দরজায় পড়িয়া চিৎকার করিতেছি। হে নাথ ! আপনাকে একবার প্রণাম করিবা মাত্রই জীবের সকল সঙ্কট দূর হইয়া থাকে, এরূপ দয়ালুতা স্বভাব আর কাহাতেও প্রকাশ হয় না। বিনয় করিয়া শরণ লইবা মাত্র যাহার দুঃখ হরণ করিয়াছেন তাহা বলিতেছি।

লোকপাল শোক বিকল রাবণ ডর ডরত।
কা সুন সকুচ কৃপাল নর শরীর ধরত ॥

লোকপাল যে ইন্দ্রাদি দেবগণ রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক আপনার শরণাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কষ্ট শুনিয়া আপনি মনুষ্য শরীর ধারন করিলেন, তাহাতে আপনার লজ্জা হয় নাই।

ঈশ্বর সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ও পিতা। তাঁহারা রাজপুত্র হওয়া অতি হীনতা, তাহাও দেবগণের জন্য আপনি স্বীকার করিলেন। আবার দ্বিতীয় প্রমাণ দেখাইয়া পুষ্ট করিতেছেন।

কৌশিক মুনিতীয় জনক শোচ অনলজরত।
সাধন কেহি শীতল ভয়ে সো ন সমুঝি পরত॥

বিশ্বামিত্র, তাড়কা, মারীচ আদি ও অহল্যা তথা জনক শোকরূপী অগ্নি দ্বারা জ্বলিতেছিলেন, তাঁহাদের যে কি সাধনা ছিল তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি না, কেবল মাত্র সাধনের মধ্যে এই জানা যাইতেছে যে বিশ্বামিত্র অযোধ্যাতে আসিয়া নিজ দুঃখ জানাইয়াছিলেন আর অহল্যা বাক্যহীন, কেবলমাত্র সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন আর জনক মহারাজের সঙ্গে সভ'তে সমাগম হইয়াছিলেন কেবল এই মাত্র সাধনের দ্বারায় তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন। আর তৃতীয় প্রমাণ দেখাইতেছেন।

কেবট খগ শবরী সহজ চরণ কমল ন রত।
সম্মুখ তোহি হোত নাথ কুতরু সুফল ফলত॥

কেবট যে নিষাদ, খগ অর্থাৎ জটায়ু আর শবরী ইহারা রামনামে ভক্ত ছিল, আপনি তাহাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন ও কৃতার্থ করিয়াছেন এবং তাহাদের গৃহে গমন করিয়াছেন। হে নাথ! যে কুতরু বাব্‌লার বৃক্ষ তাহাতে যে কণ্টকরূপ দুঃখ সেই কুতরু আম্র বৃক্ষ হইয়া উত্তম ফল লাভ করে। হে নাথ! যাহার সঙ্গ করিলে পাপ হইয়া থাকে সেই জীব আপনার সম্মুখতা লাভ করিয়া অন্যকে পবিত্র করিতে সমর্থ লাভ করিতেছে।

বন্ধু বৈর কপি বিভীষণ গুর গলানি গরত।
সেবা কেহি রীঝি রাম কিয়ে সরিস ভরত ॥

রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ ও বালির ভ্রাতা সুগ্রীব ইঁহারা উভয়ের ভয়ে উভয়ে কষ্ট পাইতেছিল। কিন্তু তাঁহাদের এমন কি সাধন ছিল যে আপনার শরণাগত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে ভরত সদৃশ আদর করিয়াছিলেন।

সেবক ভয়ৌ পবন পূত সাহিব অনুহরত।
তা কোঁ লিয়ে রাম নাম সব কোঁ সুঢর ঢরত ॥

হে নাথ! আপনার সেবকের মধ্যে উত্তম সেবক এক মাত্র বীর হনুমান হইয়াছিলেন। তাহার মহিমা দেখাইতেছেন। যেমন রামনাম লইবামাত্র দুঃখ দূর হইয়া থাকে তদ্রূপ হনুমানের নাম লইবামাত্র সমস্ত সঙ্কট হরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ আপনার সদৃশ ঐশ্বর্য্য জানিয়া জগতেই পূজা করিয়া থাকে। যদি বল কেবলমাত্র আমি জগতের শ্রেষ্ঠ তাহা হইলে অনেক জীব অনেক স্বামীকে কেন সেবা করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

জানে বিনু রাম রীতি পচি পচি জগ মরত।
পরিহরি ছল শরণ গয়ে তুলসীহুসে তরত ॥

হে নাথ! আপনার মহিমা না জানিয়া জীব অনেক রূপ সাধন দ্বারা ক্লেশ ভোগ করিতেছে; কেবল মাত্র মূর্খতার বশ হইয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকলের শ্রেষ্ঠ শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন সমস্ত ছল ও কপটতা দূর করিয়া শ্রীরঘুনাথের স্মরণ লইলে সমস্ত সংসাররূপ পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্য জীবের একমাত্র শ্রীরামের শরণাগত হওয়া সৌভাগ্য।

॥ ১৩৫ ॥

রাম সনেহী সোঁ তেঁ ন সনেহ কিয়ৌ।
অগম জো অমরনিহুং সো তন তোহি দিয়ৌ॥

হে মন! শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুমি স্নেহ করিতে পারিবে না। যে শরীর দেবতাদের দুর্লভ সেই মনুষ্যশরীর তোমাকে তিনি দিয়াছেন। মনুষ্যশরীর ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকারী। তিনি দয়া করিয়া তাহাই তোমাকে দিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতি কখনও বিমুখ হইও না।

দিয়ৌ সুকল জন্ম শরীর সুন্দর
হেতু জো ফল চারি কো।
জো পাই পণ্ডিত পরম পদ পাবত
পুরারি মুরারি কো॥

তিনি তোমাকে এমন উত্তম শরীর দিয়াছেন যাহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি পদার্থ তুমি সহজেই প্রাপ্ত হইতে পার। যে শরীর পাইয়া উত্তম পুরুষ শিবলোক ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইতে পারে।

যহ ভরত খণ্ড সমীপ সুরসরি
থল ভলো সঙ্গতি ভলী।
তেরী কুমতি কায়র কল্পবল্লী
চহতি হৈ বিষ ফল ফলী॥

এই ভারত খণ্ড উত্তম কর্ম্মভূমি। ইহার পার্শ্বে শ্রীগঙ্গা বর্ত্তমান। ইহা সাধনা পক্ষে উত্তম স্থান কিন্তু তোমার কুমতি ভীত হইয়া কল্পবৃক্ষ ছাড়িয়া বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতেছে। এই মানব দেহ কল্পবৃক্ষ তুল্য।

তুমি ইচ্ছা করিলে এই শরীর দ্বারা সাধনা করিয়া মুক্তির ফল প্রাপ্ত হইতে পার। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া বার বার জন্ম মৃত্যুরূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছ।

অজহুঁ সমুঝি চিত্ত দৈ সুনো পরমারথ।
হৈ হিতু সো জগ হু জাহি তেঁ স্বারথ ॥

এখনও মনে বুঝিয়া মন স্থির করিয়া অতিশয় সুখে শ্রবণ কর। সংসার মধ্যে তাহাই হিত যাহাতে আপনার ভাল হয়।

স্বারথহি প্রিয় স্বারথ সো কা তেঁ কৌন
বেদ বখানই।
দেখু খল অহি খেল পরিহরি সো প্রভুহি
পহি চানই ॥

নিজের স্বার্থই অতি প্রিয়। সেই স্বার্থই কিরূপ পরমার্থ ও বেদ কিরূপ বর্ণন করিতেছে। সেই স্বার্থরূপ যে নানা ভোগ তাহাও রামজীর কৃপা ব্যতীত হয় না। রে দুষ্ট মন! নিজের চোখে দেখ সর্পের খেলা ছাড়িয়া সেই প্রভুকে জানিবার ইচ্ছা কর। সর্পের সদৃশ এই সংসারের সুখ।

পিতু মাতু গুরু স্বামী অপনপৌ তিয় তনয় সেবক সখা।
প্রিয় লগত জা কে প্রেম সোঁ বিনু হেতু হিতু
নহিঁ তে লখা ॥

পিতা, মাতা, গুরু, স্বামী, পুত্র, সেবক, সখা ও মিত্র ইত্যাদির প্রেমে জীব সদা আবদ্ধ রহিয়াছে। বিনা কারণের যে হেতু সেই শ্রীরামচন্দ্রকে তুমি চিনিতে পারিলে না।

দূরি ন সো হিতু হেরু হিয়েঁ হো হৈ।
ছলহি ছাড়ি সুমিরে ছোই কিয়ে হো হৈ ॥

সেই স্বামী তোমা হইতে দূরবর্ত্তী নহেন। তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। ছল ছিদ্র ছাড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ কর; তাহা হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে তিনি সদৈব কাল কৃপা ভাবে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন।

কিয়ে ছোহাছায়া কমল কর কী
ভক্ত পর ভজ তেহি ভজৈ।
জগদীশ জীবন জীব কৌ
জো সাজ সব কে সজৈ ॥

সেই ঈশ্বর এমন দয়ালু যে নিজ ভক্তের উপরে নিজ করকমলের ছায়া সদা বিস্তার করিতেছেন। যিনি ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া থাকেন তাঁহাকে ঈশ্বরও ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি জীবের জীবন। সকল জীবকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হয়। তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অংশ সর্ব্বজীবে বিরাজমান।

হরিহি হরিতা বিধিহি বিধিতা শিবহি শিবতা
জো দই।
সোই জানকীপতি মধুর মুরতি মোদময় মঙ্গল মই ॥

তিনিই বিষ্ণুকে পালন শক্তি, ব্রহ্মাকে সৃজন শক্তি এবং শিবকে সংহার শক্তি দিয়াছেন। সেই শ্রীজানকীনাথ উৎসাহ আনন্দময় মধুর মুরতি। তিনিই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ। তিনি মঙ্গলময়।

ঠাকুর অতিহি বড়ো শীল সরল সুঠি
ধ্যান অগম শিব হুঁ ভেঁট্যৌ কেবট উঠি ॥

সেই স্বামী অত্যন্ত বড় কিন্তু অতি শীলবান আর তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত কোমল। শিবের ধ্যানের অগোচর এইরূপ যে কেবট অর্থাৎ নাবিককে নিজের হস্ত প্রসারণ করিয়া তিনি আলিঙ্গন করিয়াছেন।

ভরি অঙ্ক ভেট্যো সজল নয়ন সনেহ শিথিল শরীর সো।
সুর সিদ্ধ মুনি কবি কহত কোউ ন প্রেম প্রিয়
রঘুবীর সো ॥

সেই নাবিক নিজ কমলনেত্র হইতে প্রেমরূপ বারি সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তজ্জন্য সিদ্ধ, মুনিগণ ও কবিগণ বর্ণন করিতেছেন যে শ্রীরঘুনাথের মতন এমন প্রেমিক এবং প্রেমপরবশ আর জগতে কেহই নাই।

খগ শবরি নিশিচর ভালু কপি কিয়ে আপু তেঁ
বন্দিত বড়ে।
তাপর তিনহ কী সেবা সুমিরি জিয় জাত
জনু সকুচনি গড়ে ॥

তাহা কিরূপ তাহাই দেখাইতেছেন। জটায়ু, শবরী, ও রাক্ষস বিভীষণ ভালু বানরাদি ইহাদিগকে তিনি আপন হইতেই পুজ্যমান করিয়াছেন। তাহাদের সেবা স্মরণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইতেছেন কারণ ইহাদের সেবার আমি কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।

স্বামী কৌ স্বভাব কহ্যৌ সো জব উর আনি হৈ।
শোচ সকল মিটি হৈঁ রাম ভলো মন মানি হৈঁ ॥

আমি নিজ স্বামর যে স্বভাব তাহা বর্ণনা করিলাম। কিন্তু সেই স্বামীকে যদি একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে পার তাহা হইলে তোমার এই সংসারের চিন্তাসকল দূরীভূত হইয়া যাইবে আর শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে অতিশয় ভালবাসিবেন।

ভলৌ মানি হেঁ রঘুনাথ জোরি জো হাথ মাথো
নাই হেঁ।
তৎকাল তুলসদাস জীবন জন্ম কৌ ফল পাই হেঁ ॥

যদি তুমি কর জোড় করিয়া নমস্কার কর তাহা হইলে শ্রীরঘুনাথ অতিশয় ভালবাসিবেন। শ্রীতুলসদাস বলিতেছেন যে হে জীব! তুমি শীঘ্রই এই মনুষ্য জন্মের যে ফল তাহা লাভ করিবে।

জপি নাম করহি প্রণাম. কহি গুণগ্রাম রাম হি
ধরি হিয়ে।
বিচরহি অবনি অবনীশ চরণ সরোজ মন মধুকর
কিয়ে ॥

হে জীব! তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে সদাকাল শ্রীরঘুনাথের চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া হস্ত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম কর ও স্মরণ কর এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া এইরূপ ভাবে অবনীতে ভ্রমণ কর এবং সদাকাল নামামৃত পান করিয়া আনন্দ লাভ কর।

॥ ১৩৬ ॥

জিয় জব তেঁ হরি তেঁ বিলগান্যো।
তব তে দেহ গেহ নিজ জান্যো ॥

এই জীব যখন ঈশ্বর হইতে আলাদা হইল তখন হইতে নিজ গেহ ও নিজ দেহ জানিতে পারিল।

মায়া বশ স্বরূপ বিসরায়ৌ।
তেহি ভ্রম তে দারুণ দুখ পায়ৌ॥

এই জীব সদা মায়ার বশীভূত হইয়া আপন ইষ্টদেবকে ভুলিয়া এই সংসারে অতিশয় দুঃখ পাইতেছে।

পায়ৌ জো দারুণ দুসহ দুখ সুখ লেশ
সপনেহুঁ নহি মিল্যো।
ভব শুল শোক অনেক জেহি তেহি
পংথ তু হটি হঠি চল্যো॥

জীব আপন ইষ্টদেবকে ভুলিয়া সংসারের দারুণ দুঃখ সহ্য করিল কিন্তু সুখের লেশ মাত্র প্রাপ্ত হইল না। গর্ভবাস প্রভৃতি অনেক প্রকারের দুঃখ এবং স্ত্রীপুত্রাদি নাশে শোক পাইল এবং কখনও এপথে কখনও ওপথে এই রকম করিয়া চলিয়াছে কিন্তু এক পথে কখনও চলিল না।

বহু যোনি জন্ম জরা বিপত্তি মতিমন্দ হরি জান্যো নহী।
শ্রীরাম বিনু বিশ্রাম মূঢ় বিচার লখি পাযৌ কহী॥

অনেক যোনি জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ অবস্থার যে বিপত্তি সহ্য করিতে হইল মতিমন্দ জীব তুমি তাহাতেও শ্রীহরিকে চিনিতে পারিলে না। রে মূর্খ! বিচার করিয়া দেখ শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়িয়া কোথাও কি বিশ্রাম পাওয়া যায়?

আনন্দ সিন্ধু মধ্য তব বাসা।
বিনু জানে কতু মরসি পিয়াসা॥

হে জীব! আনন্দরূপ সমুদ্রেতে তোমার নিবাস তাহা না জানিয়া তুমি কেন পিপাসায় মরিতেছ। অর্থাৎ ভগবান আনন্দময় তাহা না জানিয়া কেবল অজ্ঞানরূপ ভোগ মোহতে জীব কষ্ট পাইতেছে।

মৃগ ভ্রম বারি সত্য জিয় জানী।
তহঁ তু মগন ভয়ৌ সুখ মানী॥

মৃগতৃষ্ণার জল সত্য মানিয়া ও তাহাকে তুমি সত্য বোধ করিয়া ভুলিয়া রহিয়াছ আর সত্যরূপ যে আনন্দ তাহা ভুলিয়া গিয়াছ।

তঁহ্ মগন মজ্জসি পান করি
ত্রয় কাল জল নাহী জহাঁ।
নিজ সহজ অনুভব রূপ তূ খল
ভূলি অব আয়ৌ তঁহা॥

রে মন! সেই মৃগতৃষ্ণার জলে তুমি সর্ব্বদা স্নান ও পান করিয়া থাক কিন্তু কোন কালেও তাহাতে জল থাকে না। রে দুষ্ট! তুমি নিজের সহজঅনুভব রূপ ভূলিয়া কেন অসত্যকে সত্য জানিতেছ।

নির্ম্মল নিরঞ্জন নির্ব্বিকার উদার সুখ তেঁ পরিহরৌ।
নিস্কাজ রাজ বিহায় নৃপ ইব স্বপ্ন কারাগৃহ পরৌ॥

হে জীব! তুমি এমন ঈশ্বরকে ভুলিয়া, নির্ব্বিকারস্বরূপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বপ্নরূপ বন্দিখানাতে পড়িয়া রহিয়াছ অর্থাৎ শরীরের অভিমান এই আমার দেহ ও গেহ এই বন্দিখানা এ যদি না জ্ঞান কর তাহা হইলে

তোমাকে কে বাঁধিতে পারে? আর ঈশ্বর কেমন নির্ম্মল, নির্ব্বিকার ও উদার। এমন ঈশ্বরকে কদাচ ভুলা কর্ত্তব্য নহে।

তেঁ নিজ কর্ম্ম ডোরি দৃঢ় কীন্হী।
অপনে করনি গাঁঠি গহি দীনহী ॥

যে কর্ম্মে সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, তুমি অজ্ঞানতা দ্বারা সেইরূপ দৃঢ় বন্ধন তৈয়ারী করিতেছ।

তা তেঁ পরবশ পরৌ অভাগে।
তা ফল গর্ভবাস দুখ আগে ॥

তাহা তুমি ভোগকর। এই জন্য পরবশ হইয়া কষ্টে পড়িয়াছ—সেই জন্য বার বার গর্ভবাসে পড়িতেছ। এই সংসার দুঃখের, অনেক গর্ভেতে বাস করিলে জানা যায়। তাহা দেখাইতেছেন।

আগে অনেক সমূহ সংস্থত
উদর গত জান্যৌ সোউ।
শিরহেঠ উপর চরণ সঙ্কট
বাত নহি পুছৈ কৌউ ॥

গর্ভবাসের কেমন যন্ত্রণা—মাথা নিচু পা উপরে মহান্ কষ্টে পড়িয়াছ। কেহ তোমায় কোন কথাও জিজ্ঞাসা করে না।

শোণিত পুরীষত জো মূত্র মল
কৃমি কর্দ্দমাবৃত সোবহী।
কোমল শরীর গম্ভীর বেদন
শীশ ধুনি ধুনি রোবহী ॥

রক্ত স্বেদাদি মল মুত্র ময়লা অনেক রকমের ক্বমি কাদাবৃত তাহার মধ্যে বাস করিয়া থাকে। জীবজীবন সেই কোমল শরীরেতে অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মাথা পিটে পিটে রোদন করিতে থাকে।

তু নিজ কর্ম্ম জাল জঁহ ঘেরৌ।
শ্রীহরি সঙ্গ ত্যজ্যো নহি তেরৌ ॥

তুমি নিজ কর্ম্মজালে যেখানে আবদ্ধ হইয়াছ সেখানেও শ্রীহরি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

বহু বিধি প্রতিপালন প্রভু কীন্হো।
পরম ক্বপাল জ্ঞান তেহি দীন্হো ॥

অনেক প্রকারে প্রভু তোমার প্রতিপালন করিয়াছেন আর যখন তোমার দুঃখ দেখা যায় না সেই সময় ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে জ্ঞান দিলেন।

তোহি দিয়ো জ্ঞান বিবেক জন্ম
অনেক কী তব সুধী ভই।
তেহি ঈশ কী হোঁ শরণ জা কী
বিষম মায়া গুণমই ॥

ভগবান যখন তোমাকে জ্ঞান দিলেন তখন তোমার অনেক জন্মের কথা স্মরণ হইল এবং তুমি অতিশয় বিনয় করিতে লাগিলে যে হে প্রভো! আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি আপনার যে ত্রিগুণরূপী মায়া সে অতি কঠিন।

জেহি কিয়ে জীব নিকায় বশ
রসহীন দিন দিন অতি নই।
সো করো বেগি সম্ভার শ্রীপতি
বিপত্তি মহঁ জিন মতি দঈ।

যে সমস্ত জীবগণকে বশ করিয়া সুখী করিয়াছেন আর নিত্য আপনার প্রতি নূতন নূতন অনুরাগ বাড়িতেছে এই প্রকার যে আপনার মায়া, তাহার সঙ্গে হে লক্ষ্মীপতি আমায় রক্ষা করুন! এমন বিপত্তির সময় আমার দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিয়া আমায় রক্ষা করুন।

পুনি বহু বিধি গলানি জিয় মানী।
অব জগ জায় ভজোঁ চক্রপানী॥

তখন জীব অনেক প্রকার দুঃখ করিয়া মনে মনে বলিল এবার সংসারে যাইয়া চক্রপাণি যে শ্রীরাম তাঁহার আরাধনা করিব।

ঐস হি করি বিচার চুপ সাধী।
প্রসব পবন প্রেরেউ অপরাধী॥

এই রকম মনে বিচার করিয়া মৌন হইয়া রহিল। এমন সময় প্রসব উৎপত্তি কালের বায়ু প্রেরণা করিয়া ঐ যে জ্ঞান যাহা গর্ভেতে ঈশ্বর দিয়াছিলেন তাহাকে জীব বিস্মরণ করাইয়া দিল।

প্রেরো জো পরম প্রচণ্ড মারুত কষ্ট নানা তৈ সহ্যো।
সো জ্ঞান ধ্যান বিরাগ অনুভব
যাতনা পাবক দহ্যো॥

ঐ উৎপত্তি কালের যে প্রচণ্ড বায়ু তাহাতে নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া জীবকে সে সকলই সহ্য করিতে হইল। সেই যে বিরাগরূপী জ্ঞান ধ্যান যাহা ঈশ্বর গর্ভেতে দিয়াছিলেন সেই সকল উৎপত্তি কালের কষ্টরূপ অগ্নিতে দহন হইয়া কাল আবার যে অজ্ঞান ছিল সেইরূপ অজ্ঞানই রহিল।

অতি খেদ ব্যাকুল অল্পবল ক্ষিণ এক বোল
ন আবঈ।
তব তীব্র কষ্ট ন জান কোউ সব লোগ
হর্ষিত গাবঈ ॥

তখন সেই গর্ভ যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃত হইয়া অতি ব্যাকুল হইয়া অল্পবল ক্ষণমাত্র কথা কহিতে পারা যায় না এমন তীব্র কষ্টের সময় জীবের যে কষ্ট তাহা জীব গ্রাহ্য করে না। অতি আনন্দে মগ্ন হইয়া গান বাদ্য ইত্যাদি করিতে থাকে। এখন বাল্যাবস্থার দুঃখ কিরূপ জীব তাহা জানিতে পারিবে।

বাল দশা জে তে দুখ পায়ে।
অতি অনীশ নহিঁ জাহিঁ গনায়ে ॥

তৎপরে জীব বাল্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ পাইয়াছিল তাহার গণনা কোন রূপেই করা যায় না। অত্যন্ত অসমর্থ অবস্থার গুণ আমি বর্ণন করিতেছি।

ক্ষুধা ব্যাধি বাধা ভই ভারী।
বেদন নহি জানে মহতারী ॥

সেই অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুধা ও রোগ, অনেক প্রকার বাধা ও ভয় হইতে লাগিল কিন্তু সেই যে কষ্ট তাহা মাতা অনুভব করিতে পারেন না।

জননী ন জানে পীর সো কহি হেতু
শিশু রোদন করৈ।
সোই করৈ বিবিধ উপায় জা তেঁ
অধিক তুব ছাত জরৈ॥

জননী এই সকল দুঃখ কদাচ জানিতে পারেন না যে শিশু কি কারণে রোদন করিতেছে। আর সেই রোদন দৃষ্ট করিয়া অনেক প্রকার যত্ন ও ঔষধি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে শিশুজীব দ্বিগুণ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে মহান্ কষ্ট ইহা পঞ্চবর্ষ অবস্থা পর্য্যন্ত থাকে।

কৌমার সেঁ সব অরু কিশোর অপার অঘ কো
কহি সকৈ।
ব্যতিরেক তোহি নির্দ্দয় মহা খল আন কাহু কো
কহি সকৈ॥

আর পঞ্চবর্ষ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার অবস্থা আর দশ বৎসর হইতে ষোড়ষবর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে জীব যে সমস্ত পাপ করে তাহা বর্ণন করা যায় না। তজ্জন্য বলা যাইতেছে রে জীব! তুমি ভিন্ন এই মহা কষ্ট কে সহ্য করিবে? কারণ তোমার মত খল ও নির্দ্দয় এ সংসারে আর কে আছে? এই কৈশোর অবস্থা পর্য্যন্ত বলা হইল।

যৌবন যুবতি সঙ্গ রঙ্গ রাত্যৌ।
তব তু মহা মোহ মদ মাত্যৌ॥

তৎপরে জীব যখন যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন যুবতীর সঙ্গে নানারূপ ক্রীড়াসক্ত হইয়া দিনপাত করিতে লাগিল, তখন মোহরূপ মদ পান করিয়া মত্ত হইয়া রহিল।

তা তেঁ ত্যাগি ধর্ম্ম মর্য্যাদা।
বিসরে তব সব প্রথম বিষাদা॥

জীব সেই সঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া যে সকল ধর্ম্ম মর্য্যাদা তাহা বিস্মরণ হইয়া গেল আর বাল্যকাল কৌমার এবং কৈশোর অবস্থার যে সকল কষ্ট তাহা ভুলিয়া গেল।

বিসরে বিষাদ নিকায় সঙ্কট সমুঝি নহি ফাটত হিঁয়ৌ।
ফিরি গর্ভ গত আবর্ত্ত সংস্থতি চক্র জেহি সোই
সোই কিয়ৌ॥

জীব এই সকল সঙ্কট মনে বুঝিয়াও তাহার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, পুনরায় সেই গর্ভ যন্ত্রনা পাইবার যে পথ তাহাই অন্বেষণ করিয়া সেই পথের আশ্রয়গামী হইল। সংসারে যে জন্ম মৃত্যু রূপ চক্র তাহাতে ঘুরিতে লাগিল।

কৃমি ভস্ম বিট পরিণাম তন তেহি লাগ
জগ বৈরী কিয়ৌ
পর দার পর ধন দ্রোহ পর সংসার বাঢ়ে
নিত নয়ৌ॥

আর পরদার ও পরধন হরণ এবং পরনিন্দা এ সকল নূতন নূতন বাড়িতে লাগিল আর এই কর্ম্মের দ্বারায় এই শরীরের তিন অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কৃমি ও ভস্ম ও বিষ্ঠা ইহাই পরিণাম। বৃথা বৈরঙ্গতা প্রাপ্ত হইল!

দেখত হী আঈ বিরুধাই।
জো তেঁ সপনেহুঁ নাহি বুলাই॥

দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আসিল যাহা তুমি স্বপনেও অন্বেষণ কর নাই।

তা কে গুণ কছু কহে ন জাহীঁ।
সো অব প্রগট দেখু জগ মাহী॥

সেই বৃদ্ধাবস্থার গুণ বর্ণন করা বড়ই কঠিন। সেই সকল এই সংসারে প্রকট দেখা যাইতেছে।

সো প্রগট তন জর্জ্জর জরা বশ ব্যাধি শূল সতাবঈ।
শিরকম্প ইন্দ্রীশক্তি প্রতিহত বচন কাহু ন ভাবঈ॥

এই বৃদ্ধাবস্থা প্রকট হইলে শরীর অতিশয় ক্ষীণ ও জরাতুর হয় এবং শূলব্যাধি, শিরকম্প ও ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া যায় তখন প্রতিহত বচন কাহারও সহ্য হয় না।

গৃহপাল হু তে অতি নিরাদর খান পান ন পাবঈ।
ঐসহু দশা বৈরাগ্য নহি তৃষ্ণা তরঙ্গ বঢ়াবঈ॥

সেই বৃদ্ধাবস্থায় কুকুর হইতেও জীবের অতি নিরাদর হইয়া থাকে ও আহারাদির অতি কষ্ট পাইতে থাকে। এমন দশাতেও তোমার বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইল না বরং দিন দিন নানা তৃষ্ণার তরঙ্গ বাড়িতে লাগিল।

কহি কো সকৈ মহা ভব তেরে।
জন্ম এক কে কছুক গনেরে॥

তোমার অনেক জন্মের দুঃখ যে কত তাহা গণনা করা যায় না। এক জন্মের যে কতকটা বিপদ তাহা বর্ণন করিয়াছি।

খানি চারি সন্তন অবগাহী।
অজহু ন করু বিচার মন মাহু॥

এই যে চারি যোনি। যেমন (১) পক্ষী যোনি, (২) উদ্ভিজ বৃক্ষ জাতি, (৩) স্বেদজ কীটাদি (৪) জরায়ুজ গর্ভ হইতে উৎপন্ন মনুষ্য এবং পশু এই যোনিতে জীব বিচার করে। এই সব বিচার করিলে তবে শিক্ষা হয়।

অজহু বিচারু বিকার তজ ভজু রাম জন সুখদায়কং।
ভব সিন্ধু দুস্তর জলরথং ভজু চক্রধর সুর নায়কং॥

হে জীব! এখন বিচার করিয়া বিষয় বাসনা বিকার ছাড়িয়া সেবকের সুখদাতা যে শ্রীরাম তাঁহার সেবা কর। কঠিন যে সংসারসমুদ্রে তন্মধ্যে যে জাহাজরূপ দেবতাদের যে স্বামী, চক্রধারী যে শ্রীভগবান তাঁহার সেবা কর।

বিনু হেতু করুণা কর উদার অপার মায়া তারণং।
কৈবল্যপতি জগপতি রামপতি প্রাণপতি গত কারণং॥

তিনি কারণ রহিত, করুণার পাত্র, এমন উদার যে মায়া হইতে উদ্ধারের হেতু তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। তিনি মোক্ষের স্বামী, শ্রীলক্ষ্মীর স্বামী। তিনি সংসারের স্বামী, জীবের স্বামী, তিনি কারণ রহিত, তাঁহার ন্যায় আর কেহই নাই।

রঘুপতি ভক্তি সুলভ সুখকারী।
সো ভয় তাপ শোক ভয় হারী॥

আর শ্রীরঘুনাথের যে ভক্তি তাহা সহজেই সুখের কারণ। ভয়, তাপ, সংসারের দুঃখ এবং শোক দূর করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই।

বিনু সত সঙ্গ ভক্তি নহী হোঈ।
তে তব মিলে দ্রবৈ জব সোঈ॥

আর সৎসঙ্গ না হইলে ভক্তি জন্মায় না। ভক্তি প্রাপ্তি হইলেই ভগবান প্রাপ্তি হন।

জব দ্রবৈ দীন দয়াল রাঘব সাধু সঙ্গতি পাইয়ৌ।
জেহি দরস পরস সমাগমাদিক পাপ রাশি নসা ইয়ৌ॥

যখন তাঁহার অনুগ্রহ হয় তখনই সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধুর যাহা লক্ষণ তাহা কহিতেছি। যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিবা মাত্র পাপের নাশ হয়, তিনিই সাধু।

জিন্হ কে মিলে লোভ দুখসুখ সমান
অমানতাদিক গুণ ভয়ে।
মদ মোহ লোভ বিষাদ ক্রোধ
সুবোধ তেঁ সহজহিঁ গয়ে॥

যাঁহাদের সঙ্গ করিলে সুখদুঃখ সমান জ্ঞান হয়, মান অপমানের কোনই ভয় থাকে না। যাঁহার মধ্যে এমন গুণ বর্ত্তমান আছে যে মদ মোহ লোভ শোক ক্রোধ এই যে সব অবগুণ ইহা সহজেই দূর হইয়া যায়। আর আর উত্তম নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয় তিনিই সাধু।

সেবত সাধু দ্বৈত ভয় ভাগে।
শ্রীরঘুবীর চরণ লয় লাগে॥

সাধুসেবা করিতে গেলেই আমার ও তোমার যে দ্বৈতভাব ইহা দূর হইয়া যায় আর শ্রীরঘুনাথের চরণে সমস্ত লয় হইয়া যায়।

দেহ জনিত বিকার সব ত্যাগে।
তব ফিরি নিজ স্বরূপ অনুরাগে ॥

আর দেহ হইতে উৎপন্ন যে বিকার তাহাকে ত্যাগ কর। তখন নিজের স্বরূপে অনুরাগ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মে অনুরাগ জন্মিবে।

অনুরাগ সোঁ নিজ রূপ জো জগ তেঁ বিলক্ষণ দেখিয়ে।
সন্তোষ সম শীতল সদা দম দেহবন্ত ন লেখিয়ে ॥

অনুরাগ হইতে নিজের স্বরূপ জানা যায় এবং ইহাতে সংসারের অনেক বিষয় জানা যায়। সন্তোষ, সমতা, শীতলতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সদয় প্রভৃতি জগতে দেখা যায় না। কিন্তু জীব নিজ দেহে তাহাকে দেখে না।

নির্ম্মল নিরাময় একরস তেহি হর্ষ শোক ন ব্যাপই।
ত্রৈলোক্য পাবন সো সদা জা কী দশা ঐসা ভই ॥

তাহার দশা যাহা হয় তাহা বলিতেছি, নির্ম্মল, মায়া-রহিত, সর্ব্বদা এক ভাবেই থাকে, হর্ষ শোক তাহাতে ব্যাপিত হয় না। যাহার এমন দশা হয় সে ত্রিলোকের মাঝে পবিত্র হইতে অতি পবিত্র হইয়া থাকে।

জো তেহি পন্থ চলৈ মন লাঈ।
তৌ হরি কাহে ন হোঁহি সহাঈ ॥

যে প্রকার বলিয়াছি সেই প্রকার যদি এই মার্গের উপরে চলা যায় তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার উপরে কেন দয়ালু হইবেন না! অবশ্যই হইবেন।

জো মারগ শ্রুতি সাধু দেখাবৈ।
তেহি পদ চলত সবৈ সুখ পাবৈ॥

যে পথ বেদ ও সাধু দেখাইতেছেন সেই পথে চলিলে সমস্ত সুখের প্রাপ্তি হয়।

পাবহিঁ সদা সুখ হরি কৃপা সংসার আশা তজি রহৈ।
সপনেহুঁ নহী দুখ দ্বৈত দরশন বাত কোটিক কো কহৈ॥

আর শ্রীহরির কৃপা হইলে সমস্ত সুখ পাওয়া যায়। আর যখন সংসারের আশা পরিত্যাগ হইয়া মন স্থির হয়, তখন ভগবানের কৃপায় সুখ মিলে। কোটী কোটী কথা কও কিন্তু ভেদ ভাব গেলে আর কোন দুঃখ দৃশ্য হয় না। তখন স্বপনেও কোন দুঃখ হয় না।

দ্বিজ দেব গুরু হরি সন্ত বিনু সংসার পার ন পাবঈ
যহ জানি তুলসীদাস ত্রাস হরণ রমাপতি গাবঈ

ব্রাহ্মণ, দেব, গুরু ও শ্রীহরি এবং সাধুসঙ্গ এই সকল বিনা সংসার হইতে পার পাওয়া যায় না। এই বুঝিয়া শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন হে জীব! দুঃখহর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মীপতির গুণানুবাদ গান কর।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিনয় পত্রিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ ১৩৭ ॥

জো হৈ কৃপা রঘুপতি কৃপালকী বৈর অবর কে
কহা সরৈ ।
হোয় না বাংকৌ বার ভক্তকৌ জো কোউ কোটী
উপায় করৈ ॥

যাঁহার উপরে শ্রীরঘুনাথের কৃপা হয় তাহার উপরে কেহ বৈরভাব করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারে না, যদি কেহ কোটী উপায় করে তাহা হইলেও তাহার একগাছি চুল ও বাঁকাইতে পারে না।

তকৈ নীচ জো মীচ সাধু কী সো পাবর তেহি
মীচ মরৈ।
বেদ বিদিত প্রহ্লাদ কথা সুনি কৌন ভক্ত পথ
পাব ধরৈ॥

যদি কেহ সাধু জনের মৃত্যু ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। সকল বেদেতে প্রহ্লাদ ভক্তের কথা বর্ণিত হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিষাও এমন কাহার মন্দ বুদ্ধি আছে যে ভক্তি-পথে বাধা দেয়।

গজ উধারি হরি থপ্যো বিভীষণ ধ্রুব অবিচল
কবহুঁ ন টরে।
অম্বরীষ কী শ্রাপ সুরতি কর অজহুঁ মহামুনি
গ্লানি গরৈ ॥

তিনি গজেন্দ্রকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং বিভীষণকে লঙ্কাপতি রাবণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় বালক এমত ভক্তি করিয়াছিলেন যে শ্রীরঘুনাথ তাহাকে মুনি ঋষিদের ধ্যানের অগোচর যে সত্যলোক তাহা প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। অম্বরীষকে দুর্ব্বাসা সাপ দিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। সেই সাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইল।

সো ধোঁ কহা জু ন কিয়ৌ সুযোধন অবুধ আপনে
মান জরৈ।
প্রভু প্রসাদ সৌভাগ্য বিজয় যশ পাণ্ডব নে বরি-
আই বরৈ ॥

দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে কষ্ট দিবার জন্য কত প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রতিফল নিজেকেই ভোগ করিতে হইল। ঈশ্বরের কৃপাতে পাণ্ডবগণ মহাযুদ্ধ হইতে জয় লাভ করিয়া যশঃপ্রাপ্তি হইলেন।

জো জো কুপ খনেগো পর কহঁ সো শঠ ফিরি
তেহি কুপ পরে।
সপনেহুঁ সুখ ন সন্ত দ্রোহী কহঁ সুরতরু সৌউ
বিষ ফরনি ফরৈ ॥

তজ্জন্য বলা হইয়াছে যে যদি কেহ অন্যের জন্য গর্ত্ত খনন করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঐ গর্ত্তে পড়িয়া থাকে। সাধুগণের যে শত্রু সে কখনও স্বপনেও সুখ পায় না। যদি কল্পবৃক্ষও তাহার সম্মুখে থাকে তাহা হইলেও সাধুর শত্রুগণকে বিষফল ভোগ করিতে হয়।

হেঁ কাকে দ্বৈ শীশ ঈশ কে জো হটি জন কী
সীম চরৈ।
তুলসীদাস রঘুবীর বাহুবলে সদা অভয়
কাহু ন ডরৈ॥

এমন সংসারে কে আছে যাহার দুই মাথা। কারণ ভক্তদ্রোহীজনের একটা মাথা নিশ্চয়ই কাটা যাইবে আর এক মাথা সংসারে কার্য্য করিতে থাকিবে। তজ্জন্য শ্রীতুলসীদাস মহারাজ শ্রীরঘুনাথের বাহুবলে সদা অভয় হইয়াছেন, কাহাকেও ভয় করেন না।

॥ ১৩৮

কবহু সো কর সরোজ রঘুনায়ক ধরি হৌ নাথ
শীশ মেরে।
জেহ কর অভয় কিয়েঁ জন আরত বারক
বিবশ নাম টেরে॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে হে শ্রীরঘুনাথ! আমার এমন সৌভাগ্যদিন কবে হবে যে প্রভু নিজ করকমল আমার মাথায় রাখবেন যে হস্তকমল দ্বারা একবার আপনাকে ডাকিলে আপনি উদ্ধার করিয়াছেন।

জেহি কর কমল কঠোর শম্ভু ধনু ভঞ্জি জনক
সংশয় মেট্যো।
জেহি কর কমল উঠায় জে্যা পরম প্রীতি
কেবট ভেট্যো॥

আবার যে করকমল দ্বারা শিবের যে এরূপ কঠিন ধনু তাহা ভগ্ন করিয়াছেন এবং জানকীর যে সংশয় তাহা দূর করিয়াছেন। যে করকমল দ্বারা যে কেবট জাতি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধুপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

জেহি করকমল কৃপাল গীধ কহঁ পিণ্ড দেই
নিজলোক দিয়ো।
জেহি কর বালি বিদারি দাস হিত কপি
কুলপতি সুগ্রীব কিয়ো॥

আর যে করকমলদ্বারা গৃদ্ধ যে পক্ষীরাজ তাহারও পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে নিজলোক দিয়াছেন। যে হস্তকমলদ্বারা বালিকে বধ করিয়া সুগ্রাবকে রক্ষা করিয়া কপিকুলের অধিপতি করিলেন।

অযৌ শরণ সভীত বিভীষণ জেহিকর কমল
তিলক কীনহো।
জেহি কর গহি শর চাপ অসুর হতি অভয়দান
দেবহু দীন্‌হো॥

যে হস্তকমলদ্বারা শরণাগত বিভীষণকে রাজ্যতিলক করিয়া লঙ্কার রাজ্য প্রদান করিলেন, যে হস্তকমল দ্বারা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া দেবতা-গণকে অভয়দান করিয়াছেন।

শীতল সুখদ ছাঁই জেহি কর কী মেটতি তাপ
পাপ মায়া।
নিশি বাসর তেহি কর সরোজ কী চাহত তুলসী
দাস ছায়া॥

যে হস্তকমলের ছায়া অতি শীতল ও সুখদায়ক; পাপ, তাপ ও মায়া এই সকল দূর করে, এরূপ শ্রীহস্তকমলের ছায়া শ্রীতুলসীদাস মহারাজ দিবানিশি প্রার্থনা করিতেছেন।

॥ ১৩৯ ॥

দীন দয়াল দুরিত দারিদ দুখ দুনী দুসহ তিহুঁ তাপ
তঈ হৈ।
দেব দুয়ার পুকারত আরত সব কী সব সুখহানি
ভঈ হৈ॥

হে দীনদয়াল! পাপ ও দারিদ্র আর দুঃখ এই যে ত্রিতাপ তাহাতে আমি দিবানিশি জ্বলিতেছি। আপনার দুয়ারে পড়িয়া চীৎকার করিতেছি যে অন্য সাধনা করিয়া আমার অনেকরূপ সুখের হানি হইয়াছে।

প্রভু কে বচন বেদ বুধ সম্মত মম মুরতি মহিদেব
মঈ হৈ।
তিন্হ কী মতি রিস রোগ মোহ মদ লোভ
লালচী লোলি লঈ হৈ॥

আপনার বচন ও বেদের সমস্ত এবং পণ্ডিতগণের সম্মতি যে পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণে তাহার যে মতি ক্রোধ লোভ মোহ ও মদ আর লালসা তাহাকে গিলিয়া গিয়াছেন।

রাজ সমাজ কুসাজ কোটী কটু কল্পত কলুষ
কুচাল নঈ হৈ।
নীতি প্রতীতি প্রীতি পরমতি পতি হেতু
বাদ হটি হেরি হঈ হৈ॥

আর রাজসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ বেদবিপরীত অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহার ফল অতি কটু, যাহা মনে ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন। রাজ্যনীতি, বেদের বচনে বিশ্বাস, সাধু ব্রাহ্মণের প্রতি নিজের বর্ণাশ্রমের সীমা ও ঈশ্বর এই জন্য হঠাৎকার করিয়া নাস্তিক বাদ করিয়া থাকেন।

আশ্রম বর্ণ ন ধর্ম্ম রহিত জগ লোক বেদ মর্য্যাদ
গঈ হৈ।
প্রজা পতিত পাখণ্ড পাপরত অপনে অপনে রঙ্গ
রঈ হৈ॥

আশ্রম বর্ণের ধর্ম্ম রহিত হয় নাই। সংসার ধর্ম্মরহিত হইয়া গিয়াছে, লোক ও বেদের মর্য্যাদা সকল লুপ্ত হইয়াছে। আর প্রজাবৃন্দ পাপেতে মগ্ন হইয়া নিজের নিজের খুসী অনুসারে চলিতেছে।

শান্তি সত্য শুভরীতি গঈ ঘটি বটি কুরীতি কপট
কলঈ হৈ।
সীদত সাধু সাধুতা শোধতি খল বিলসত হুলসতি
খলঈ হৈ॥

শান্তি, সত্য এবং ভাল ভাল যে কর্ত্তব্য কাজ তাহা অতি কম হইয়াছে। কুরীতি ও কপটতা বাড়িতেছে। সাধুগণ দুঃখ প্রাপ্ত

হইতেছেন এবং চিন্তামগ্ন থাকেন আর দুষ্টগণ বিলাস করিতেছেন ও বড়ই আহ্লাদিত হইতেছেন।

পরমারথ স্বারথ সাধন ভয়ে অফল সকল নহিঁ
সিদ্ধি সঙ্গ হৈ।
কাম ধেনু ধরণী কলি গোমর বিবশ বিকল
জামতি ন বঙ্গ হৈ॥

পরমার্থ ও স্বার্থ যে সব সাধনা সে সব নিস্ফল হইয়াছে আর তাহাতে সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্তী হয় না। কারণ কামধেনু রূপা পৃথিবী সে কলিকাল রূপা কসাইএর বশীভূত হইয়া অত্যন্ত বিকল হইতেছে। পৃথিবীতে ধান পুঁতিলে আর ধান হয় না॥

কলি করনী বরনিয়ে কহাঁ লো করত ফিরত বিন
টহল টঙ্গৈহৈ।
তাপর দাঁত পীস কর মীজত কো জানৈ চিত
কাহ টঙ্গৈহৈ॥

কলিকালে যে সকল কর্ত্তব্য সে সকল বর্ণন করা অতি কঠিন আর যদি কলিকালের সেবাও করি তাহা হইলেও নিজ স্বভাব ছাড়ে না তাহার উপরেও দন্ত কটমটী করিয়া আর হস্ত মীজীয়া তুমি যে কি কর্ত্তব্য আমার উপরে করিবে তাহা আমি জানি না।

ত্যোঁ ত্যোঁ নীচ চঢ়ত শির উপর জ্যোঁ জ্যোঁ শীল
বশ ঢীল দঙ্গৈ হৈ।
সরুষ বরজি তরজিয়ে তরজনী কুম্হিলৈ হৈ কৌহড়ে
কী জঙ্গৈ হৈ॥

আর দুষ্ট ব্যক্তিকে যত অনুগ্রহ করা যায় ততই মাথার উপরে চড়িয়া যায়। হে গোবিন্দ! আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে এই কলি কালকে আপনি এমন দমন করিয়া দেন যেমন কুমড়ার ফুলকে তর্জ্জনী অঙ্গুলি দেখাইলে শুষ্ক হইয়া যায় সেইরূপ।

দীজেঁ দাদি দেখ নাতৌ বলি মহী মোদ মঙ্গল
রিতঈ হৈ।
ভরে ভাগ অনুরাগ লোগ কহে রাম অবধি
চিতবনি চিতঈ হৈ॥

হে প্রভো! আমার বিনয় শ্রবণ করিয়া কলিকালকে আপনি দয়া করিয়া দমন করুন; নইলে আনন্দ ও উৎসাহ পৃথিবী হইতে রহিত হইয়া যাইবে। লোক বলিতেছে যে তোমার ভাগ্যেতে শ্রীরামের ভক্তি উদয় হইয়াছে যাহা সকল সুখ হইতে অধিক সুখ।

বিনতি সুন সানন্দ হেরি হঁসি করুণাবারি ভূমি
ভীজঈ হৈ।
রাম রাজ ভয়ো কাজ সগুণ শুভ রাজা রাম জগৎ
বিজঈ হৈ॥
সমরথ বড়ো সুজাম সু সাহিব সুকৃত সৈন
হারত জিতঈ হৈ।
সুজন স্বভাব সরাহত সাদর অনায়াস
সাসতি বিতঈ হৈ॥

আমার বিনয় শুনিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া আনন্দ দৃষ্টি দেখিয়া পৃথিবীকে আনন্দবারি দ্বারা ভিজাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাম রাজ্যে সকলের কার্য্যসমূহ গুণযুক্ত হইতে লাগিল। শ্রীরাম রূপ যে রাজা তিনি জগতের বিজয় কর্ত্তা ও বড়ই সমর্থ অন্তর্য্যামী। পুণ্যের যে সৈন্য তাহাদিগকে আপনি জিত করাইয়া ছিলেন আর সুজন স্বরূপগণ আপনার স্বভাবের প্রশংসা করিতেছেন। বিনা পরিশ্রমেই সমস্ত কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন।

উথপে থপন উজারি বসাবন গঙ্গী বহোরি বিরদ
সদঙ্গী হৈ।
তুলসী প্রভু আরত আরতি হর অভয় বাঁহ কেহি
কেহি ন দঙ্গী হৈ॥

হে প্রভো! যাহা নষ্ট হইয়াছে পুনঃ তাহাকে স্থাপন করা ও যাহার অবস্থা খারাপ হইয়াছে তাহাকে পুনরায় ভাল করিয়াছেন। শ্রীতুলসী দাস মহারাজ বলিতেছেন যে আমার ন্যায় দুঃখী জীবকে আপনি ভিন্ন উদ্ধার করিবার সামর্থ অন্য কাহারও নাই।

॥ ১৪০ ॥

তে নর নর্ক রূপ জীবত জগ ভব ভঞ্জন পদ বিমুখ
অভাগী।
নিশি বাসর রুচি পাপ অশুচি মন খলমতি মলিন
নিগম পথ ত্যাগী।

যে পুরুষ মানব জন্ম পাইয়া শ্রীরঘুনাথের চরণে রতি মতি না হইল ও বিমুখ রহিল তাহার মত আর এ সংসারে কেহ হতভাগ্য নাই। যাহার

রাত্রি দিন পাপেতে রুচি থাকে সে অতি দুষ্ট ও মন্দ ও মলিন মতি। বেদমার্গ হইতে বিমুখ, যাহার সৎসঙ্গ নাই আর যে কখন হরি ভজন করে নাই তাহার ন্যায় পতিত আর কেহ নাই।

নহি সত সঙ্গঁ ভজন নহিঁ হরি কৌ শ্রবণ ন রাম
কথা অনুরাগী।
সুত বিত দার ভবন মমতা নিশি সোঁবত অতি ন
কবহুঁ মতি জাগী॥

আর মানব দেহ পাইয়া যাহার সৎসঙ্গ নাই, যে হরি ভজন করে নাই ও যাহার রঘুনাথের কথা শ্রবণে অনুরাগ হয় নাই, নিজ গৃহ, পুত্র, ধন, দারা ও গৃহের মমতাদি ত্যাগ হয় নাই ও সদাকাল রাত্রি দিবায় ঘুম ভাঙ্গে না এইরূপ জীব বড়ই অধম।

তুলসীদাস হরিনাম সুধা তজি শঠ হটি পিয়ত
বিষয় বিষ মাঁগী।
শূকর শ্বান শৃগাল সরিস জন জন্মত জগ জননি
দুখ লা

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে যাহারা শ্রীহরিনামামৃত সুধা ত্যাগ করিয়া সদা কাল বিষয়রূপ বিষ প্রার্থনা করে পরিণামে তাহার শূকর কুকুর ও শৃগাল এই সকল যোনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা কেবল মাত্র জননীকে কষ্ট দিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে!

॥ ১৪১ ॥

রামচন্দ্র রঘুনায়ক তুমসোঁ হোঁ বিনতী কেহী
ভাঁতি করোঁ।
অঘ অনেক অবলোকী আপনে অনঘ নাম
অনুমান ডরোঁ ॥

আর আমার অনেকরূপ পাপ জানাইতেছি। পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী হই কারণ আমি নিজের অনেকরূপ পাপ দৃষ্টি করিতেছি ও আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া বিনয় করিতে ভয় প্রাপ্ত হইতেছি।

পরদুখ দুখী সুখী পর সুখ তেঁ সন্তশীল নহি
হৃদয় ধরোঁ।
দেখি আন কী বিপতি পরম সুখ সুন সংপতি
বিন আগি জরোঁ

পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী ও সাধুগণের শান্ত স্বভাব ইহা আমি স্বপনে ও অন্তঃকরণে ধারণ করি নাই আর পরের বিপত্তি দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি ও পরের সুখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং হৃদয়ে অনল সমান প্রজ্জ্বলিত প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভক্তি বিরাগ জ্ঞান সাধন কহি বহু বিধি ডহকত
লোক ফিরোঁ।
শিব সর্বস সুখ ধাম নাম তব বেঁচি নরক
প্রদ উদর ভরোঁ ॥

আর অন্যকে ঠগাইবার জন্য তাহাদিগকে ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও সাধন অনেক প্রকার উপদেশ দিতেছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শিবের সর্ব্বস্বধন সুখের ধাম যে আপনার নাম তাহাকে বিক্রয় করিয়া নিজের নরকরূপী যে উদর তাহাকে পালন করিতেছি।

জানত হু নিজ পাপ জলধি জিয় জল সীকর
সম সুনত লরোঁ।
রজসম পর অবগুণ সুমেরু করি গুণ গিরি-
সম রজ তেঁ নিদরোঁ॥

আর আমি ইহা খুব জানিতেছি যে আমার পাপ সমুদ্র হইতেও অধিক ইহা জানিয়াও অন্যের যে অতি লঘুরূপ পাপ দৃষ্ট করিয়া তাহার অতি অপমান করিতেছি। আর অন্যের লঘুপাপ তাহাকে সুমেরু তুল্য জ্ঞান করিতেছি। আর নিজের যে সুমেরু তুল্য অতি পাপ তাহাতেও ভয় প্রাপ্ত হই না।

নানা বেশ বনাই দিবস নিশি পরবিত জেহি
তেহি যুক্তি হরোঁ।
একৌ পল ন কবহুঁ অলোল চিত হিত দৈ পদ
সরোজ সুমিরোঁ॥

আর অনেকরূপ কপট বেশ ধারণ করিয়া যাহার তাহার দ্রব্য হরণ করিতেছি। হে নাথ! চিত্ত স্থির করিয়া আপনার যে শ্রীচরণকমল তাহা একপল মাত্র ও স্মরণ করি নাই।

জো আচরণ বিচারহু মেরৌকল্প কোটি লগি
অবটি মরোঁ।
তুলসীদাস প্রভু কৃপা বিলোকনি গোপদ
ভব সিন্ধু তরোঁ॥

হে নাথ! আমার আচরণের প্রতি যদি দৃষ্টি করেন কোটী কল্প পর্য্যন্ত যদি গরম তৈল আবৃত করিয়া তাহাতে ফেলিয়া দেন তাহা হইলেও দূর হয় না। শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে হে নাথ! আপনি যদি করুণা করিয়া একবার আমার প্রতি সুদৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে এই ভবরূপী যে সমুদ্র তাহা গোষ্পদের ন্যায় হইয়া যায় এবং আমি ভবসমুদ্র হইতে পার হইয়া যাই।

১৪২ ॥

সকুচতি হোঁ অতি রাম কৃপা নিধি ক্যোঁ কর
বিনয় শুনাবোঁ।
সকল ধর্ম্ম বিপরীত করত কেহি ভাঁতি নাথ
মন ভাবোঁ॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে হে নাথ! আমি সদাকাল মনে অতি সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতেছি যে আপনাকে কি প্রকারে বিনয় করিয়া সন্তুষ্ট করি কারণ আমি সর্ব্ব ধর্ম্ম রহিত ও ভক্তিহীন, আপনার কি প্রকারে মনোগত হইব।

জানত হু হরি রূপ চরাচর মে হটি নৈন ন লাবোঁ।
অঞ্জন কেশশিখা যুবতী তঁহ লোচন শলভ পটাবোঁ॥

হে নাথ ! আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি যে আপনি এই সকল চরাচরে ব্যাপ্ত ; ইহা জানিয়াও আপনার রূপদৃষ্টে কখনই দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করি না আর যেখানে যুবতীরূপে যে অগ্নির শিখা সেইখানে সদা সর্ব্বদা দৃষ্টিপাত করিতেছি। অগ্নিরূপী যে স্ত্রী তাহাতে পতঙ্গরূপী হইয়া পড়িতেছি ।

শ্রবণনি কৌ ফল কথা তুম্হারি যহ সমুঝোঁ
সমুঝাবোঁ ॥
তিন্হ শ্রবণন্হি পরদোষ নিরন্তর সুনি সুনি ভরি
ভরি তাবোঁ ।

হে নাথ ! কর্ণের ফল এই যে আপনার গুণানুবাদ শ্রবণ করা কিন্তু তাহা না করিয়া অন্যের যে দোষ ও পরনিন্দা ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি ।

জেহি রসনা গুণ গাই তিহারে বিনু প্রয়াস সুখ পাবোঁ
তেহি মুখ পর অপবাদ ভেক জ্যো রটি রটি
জন্ম নসাবো ॥

যে রসনা আপনার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া বিনা পরিশ্রমেই সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই রসনায় সদৈবকাল পরনিন্দা ও অপবাদ করিয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করিয়া এ মানব জন্ম বৃথাই কাটাইতেছি ।

করহু হৃদয় অতি বিমল বসহি হরি কহি কহি
সবহি সিখাবোঁ ।
হো নিজ উর অভিমান মোহ মদ খল মণ্ডলী
বসাবো ॥

আর অন্য জীবকে উপদেশ দিতেছি যে সরল চিত্ত হইয়া সদাকালে হরির ভজন ও সাধন কর কিন্তু আমি নিজের মনেতে মোহ মদাদি যে দুষ্টমণ্ডলীতে বাস করিতেছি !

জো তনু ধরি হরি পদ সাধহিঁ জন সো বিনু কাজ
'গবাবো।
হাটক ঘট ভরি ধরৌ সুধা গ্রহ তজি নভ
কুপ খনাবো॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে মানব দেহেতে হরিপদ সাধন করিয়া বিনা পরিশ্রমে ভবপার হইয়া যায় সেই মানব দেহ আমি বৃথা কাটাইতেছি। তাহা দৃষ্টান্ত করিয়া দেখাইতেছেন। যেমন অমৃত পূর্ণ স্বর্ণকলস ত্যাগ করিয়া আকাশের মধ্যে কুপ খনন করিতেছি।

মন ক্রম বচন লাই কীন্হে অঘ তে করি যত্ন
দুরাবো।
পর প্রেরিত ইরষা বশ কবহুঁক কিয়ৌ কছু
শুভ সো জনাবো।

আর মানসিক বাচনিক ও কায়িক যত পাপ করিয়াছি তাহা অতি যত্নের সহিত লুকাইতেছি। আর অন্য লোককে প্রেরণা করিয়া কিম্বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহা কিছু শুভকাজ করিয়াছি তাহাকে নিজের মুখে অনেক প্রকার বর্ণন করিতেছি।

বিপ্র দ্রোহ জনু বাঁট পরৌহটি সব সো বৈর
বঢ়াবো।
তাহু পর নিজ মতি বিলসি সব সন্তন মাংঝ গনাবো॥

আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে অত্যাচার করা সে যেমন আমারই ভাগে পড়িয়াছে এতদূর দোষ করিয়াও কিন্তু সাধু সমাজের মধ্যে নিজেকে গণনা করিতেছি।

নিগম শোষ শারদ নিহারে জো অপনো দোষ
কহাবো।
তৌ ন সিরাহি কল্প শত লগি প্রভু কহা এক
মুখ গাবো॥

হে নাথ! আমার এতদূর দোষ যে যদি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে ও অনন্ত সহস্র মুখে ও শিব পঞ্চমুখে সরস্বতী ইঁহারাও আমার দোষ বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন, যদি আমি নিজের দোষ কল্প ভরিয়া বর্ণন করি তাহা হইলেও শেষ হইবে না। তাহা এক মুখে কি বর্ণন করিব।

জো করনী অপনী বিচারো তৌ কি শরণ হোঁ
আবো।
মৃদুল সুভাব শীল রঘুপতি কৌ সোনব মনহিঁ
দিখাবো॥

যদি আমি নিজের কর্ত্তব্য বিচার করি তাহা হইলে আপনার আশ্রয় পাই কিন্তু শ্রীরঘুনাথের কোমল চিত্ত ও অতি মৃদুল স্বভাব জানিয়া মনে ধৈর্য্য হইতেছে ও সাহস হইতেছে যে আপনার মত দীন দয়ালু আর কেহ নাই।

তুলসীদাস প্রভু সো গুণ নহিঁ জেহিঁ সপনেহু তুম্হি
রিঝাবো।
নাথ কৃপা ভবসিন্ধু ধেনুপদ সম জো জানি
সিরাবো॥

তুলসীদাস বলিতেছেন যে, হে নাথ! আমার এমন কিছু গুণ নাই যাহা দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃপা যে তাহা ভবসাগর পার করিবার একমাত্র ঔষধ, ইহা আমার বিশ্বাস হইয়াছে। হে প্রভো! আমাকে উদ্ধার করুন।

॥ ১৪৩

সুনহু রাম রঘুবীর গুঁসাই মন অনীতি রত মেরো।
চরণ সরোজ বিসারি তুমহারে নিশি দিন ফিরত অনেরো॥

হে দীন দয়ার্দ্র নাথ শ্রীরামচন্দ্র! আমার যে নিবেদন তাহা একবার মাত্র শ্রবণ করুন। আমার মন সর্ব্বদাই কুপথে ধাবমান হইতেছে। হে নাথ! আপনার শ্রীচরণকমল বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য কার্য্য দিবারাত্র সম্পন্ন করিতেছি।

মানত নাহিঁ নিগম অনুশাসন ত্রাস ন কাহু কেরো।
ভূলো শূল কর্ম্ম কোলহূন তিল জ্যো বহু বারনি পেরো॥

আর বেদের যে আজ্ঞা তাহাকেও আমি অনাদর ও অগ্রাহ্য করিয়াছি এবং কাহাকেও ভয় করি নাই আর জন্ম মৃত্যুরূপ যে কোলু তাহার মধ্যে তিল রূপ যে আমি সে অনেকবার জন্মমৃত্যু গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি॥

জহঁ শত সঙ্গ কথা মাধব কী সপনেহু করত ন ফেরো।
লোভ মোহ মদ কাম ক্রোধ রত তিন্‌হ সোঁ প্রেম ঘনেরো॥

আর যে স্থানে গোবিন্দের কথা কীর্ত্তন হয়, সে স্থলে আমি ভুলিয়াও গমন করি নাই। লোভ, মোহ, লালসা ও ক্রোধ ইহাদের সঙ্গেই সদা সর্ব্বদা প্রেম করিতেছি।

পর গুণ সুনত দাহ পর দূষণ সুনত হর্ষ বহুতেরো।
আপ পাপ 'কে নগর বসাবত সহি ন সকত পর খেরো॥

পরের গুণ শ্রবণ করিয়া মনে অতিশয় দাহ হয়, আর পরের দোষ শুনিয়া মনে অতিশয় হর্ষ হয়। আমি নিজের যে পাপ তাহারই স্থাপন করিতেছি এবং আমার যে পাপরূপী নগর তাহারও স্থাপন করিতেছি, আর অন্যের যে ছোট পুণ্যরূপী গুণগ্রাম তাহাও সহ্য করিতে পারি না।

সাধন ফল শ্রুতিসার নাম তব ভব সরিতা কহঁ বেরো।
সোপর কর কাকিনী লাগি শঠ বেঁচি হোত হটি চেরো॥

আপনার যে সাধনের ফল ও আপনার নাম এ কেবলমাত্র ভবসমুদ্রে মধ্যে নৌকা, এই মন যেন দিবানিশি আপনারই সাধনা করে, সেই মন সামান্য কড়ির জন্য পরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছি ও আপনি দাসবৎ হইয়া রহিয়াছি।

কবহুঁ কহুঁ সংগতি সুভাবতে জাউঁ সুমারগনেরো।
তব করি ক্রোধ সঙ্গ কুমনোরথ দেও কঠিন ভয়
ভেরো॥

আর কদাচিৎ সৎসঙ্গের প্রভাবেতে কখনও যদি সৎপথে গমন করি, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিষয় বাসনা কুপথেতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়।

একহোঁ দীন মলীন হীন মতি বিপতি জাল অতিঘেরো।
তাপর সহিন জাই করুণা নিধি মন কৌ দুসহ দরেরো॥

একেত আমি অতি মলিন ও অতি হীন এবং বিপত্তির জালেতে আবদ্ধ আছি, তাহার উপর হে করুণানিদান, এই যে মন কঠিন ঠেলা দিয়া মরা যে আমি আমাকে ফেলিয়া দেয়॥

হারি পরত্যোঁ করি যত্ন বহুত বিধিতা তেঁ কহত বসেরো।
তুলসী দাস ইহ ত্রাস মিটৈ জব হৃদয় করহুঁ তুম্ ডেরো॥

আর আমি অতিশয় যত্ন করিয়া হার মানিয়াছি, হে নাথ! আপনার নিকট বার বার বিনয় করিতেছি, শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন যে, হে নাথ, যখন আপনি আমার হৃদয়ের মধ্যে বাস করিবেন তখনই আমার ত্রাস দূর হইবে।

॥ ১৪৪ ॥

সোধোঁ কো জো নাম লজ্জাতে নহি রাখ্যৌ রঘুবীর।
কারুণিক বিনু কারণ হি হরি হরৌ বিষয় ভব ভীর॥

হে রঘুনাথ! এমন কি জীব এই সৃষ্টির মধ্যে আছে, যে আপনার নাম লইয়া ভবসমুদ্র পার না হইয়াছে! হে করুণামূর্ত্তি, আপনি বিনা কারণে কঠিন যে সংসার তাহাকে হরণ করিবার সমস্ত কারণ, সেই জন্য আপনার নাম হরি বলিয়া বিদিত আছে।

বেদ বিদিত জগ বিদিত অজামিল বিপ্রবন্ধু অঘধাম।
ঘোর যমালয় জাত নিবারত্যো সুত হিত সুমিরত নাম॥

বেদেতে প্রসিদ্ধ ও জগতে বিদিত অজামিল ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনেক পাপে রত ছিল, কিন্তু পুত্রের নাম নারায়ণ লইয়া যমলোক হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।



পশু পাঁবর অভিমান সিন্ধু গজ গ্রসৌ আই জব গ্রাহ।
সুমিরত সকুত সপদ আয়ে প্রভু হরৌ দুসহ উর দাহ॥

দুষ্ট পশু গজেন্দ্রকে যখন গ্রাহ্য গ্রাসিত করিয়াছিল, সে আপনার নাম একবার গ্রহণ করিয়াছিল, আপনি গরুড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়াছিলেন।

ব্যাধ নিষাদ গৃদ্ধ গণিকাদিক অগণিত অবগুণ মূল।
নাম ওটতেঁ রাম সবন কো দূর করৌ ভবশূল॥

অন্য দৃষ্টান্ত দিয়া আবার দেখাইতেছেন, ব্যাধ যে শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দে বাস করিয়াছিল ও নিষাদ অতি পাপরূপ ও গৃধ্র, জটায়ু, গণিকা প্রভৃতি ইহারা অত্যন্ত অবগুণের মূল, হে নাথ, আপনার নামরূপী আবরণ দ্বারা সংসারের দুঃখ হইতে মোচন হইল।

কেহি আবরণ ঘাটি হোঁ তিনতেঁ রঘুকুল ভূষণ ভুপ।
সীদত তুলসীদাস নিশি বাসর পরৌ ভীম তমকূপ॥

হে নাথ, উপরে যে সকল পাপীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল পাপী হইতে আমি কোন অংশেই কম নহি। শ্রীতুলসীদাসজী বলিতেছেন, এই সংসাররূপী যে ভয়ঙ্কর কূপ তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছি, হে নাথ, ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন॥

১৪৫ ॥

কৃপাসিন্ধু জন দীন দুয়ারে দাদিন পাবত কাহে।
জব জহঁ তুম্হি পুকারত আরত তব তিন্হ কে দুখ দাহে॥

হে কৃপাসিন্ধু, এই দীন জীব আপনার দ্বারে পড়িয়া দিবারাত্র কষ্ট পাইতেছে, কেন এই সকল জীবের মীমাংসা ও রক্ষা করা যায় না ? হে প্রভু! যে কোন দীন জীব দুঃখী হইয়া আপনাকে স্মরণ করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আপনি.তাহার কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন।

গজ প্রহ্লাদ পাণ্ডুসুত কপি সবকে রিপু সঙ্কট মেটৌ।
প্রণত বন্ধু ভয় বিকল বিভীষণ উটি সো ভরত জ্যোঁ
ভেঁটৈ ॥

পুনঃ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, গজেন্দ্র, প্রহ্লাদ ও বানরাদি সকল জীবের কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন, দীন যে বিভীষণ রাবণের ভয়েতে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছিল তাহাকে আপনি ভরতের সমান আদর দিয়াছিলেন।

মেঁ তুম্হারো লৈ নাম গ্রাম এক উর আপনে বসাউ ।
ভজন বিবেক বিরাগ লোগ ভাল ক্রম ক্রম করি
ল্যাউঁ ॥

হে নাথ ! আপনার নামরূপী যে নগর তাহা হৃদয়ের মধ্যে বসাইতেছি, সেই নগরের মধ্যে প্রজা সকল ধীরে ধীরে আগমন করিতেছে, সে প্রজা ভজন, বিবেক ও বিরাগ।

সুনি রিসভরে কুটিল কামাদিক করাহিঁ জোর বরি
আই ।
তিন্হ হিঁ উজারি নারি অরিঘনপুর রাখহিঁ রাম
গুঁসাই ॥

এই নামরূপ নগরের নাম শ্রবণ করিয়া কুটিল যে কামাদি ক্রোধের বশীভূত হইয়া আমার উপরে অত্যন্ত তাড়না করিতেছে, হে শ্রীরামজী, এই শক্রগণ উত্তম যে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তাহাকে তাড়াইয়া আমার যে শত্রু স্ত্রী, তাহাকে বাস দিতেছে।

সমসেবাচ্ছল দান দণ্ডহোঁরচি উপায় পচিহারা।
বিণুকারণকে কলহ হড়ৌ দুখ প্রভুসো প্রঘট পুকারৌ॥

এই শত্রুদের ভোগ বিলাস দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তাহাদের আমার উপরে একটুও দয়া হয় নাই। পশ্চাৎ যোগ-সাধনাদি দ্বারা অনেক প্রকার শাসন করিয়া হার মানিয়াছি, তাহারা কোন প্রকারেই আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই, বিনা প্রয়োজনে নানা প্রকার ঝগড়া করিবার জন্য উপস্থিত। সেই জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

সুরস্বারথী অনীশ অলায়ক নিঠুর দয়াচিত নাহিঁ।
জাউ কাহাঁকো বিপতি নিবারক ভবতারক জগমাহী॥

দেবতাগণ কেবলমাত্র নিজ স্বার্থে যত্নবান, আমার দুঃখ দূর করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই। তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অতিশয় কঠোর, তাঁহাদের জীবের প্রতি কোন দয়া নাই। সেই জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমি আর কাহার কাছে যাই, কে আমার বিপত্তি হরণ করিবে? এই জগতের মধ্যে আপনার ন্যায় বিপত্তি নিবারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

[illegible] পাচতৌ [illegible] কাহকোরা।
দীজে ভক্তিবাঁহ বৈরক জ্যোঁ সুবস বসৈ অবঘেরো॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন, যদিও আমি অতি ক্ষুদ্র জীব তাহা হইলেও আপনারই আছি। এই যে রাম নামরূপী নগর আপনি তাহার রক্ষা করুন ও ভক্তিরূপী যে নিশান তাহা দেখিয়া কাম ক্রোধাদি যে সৈন্য তাহারা পলাইয়া যাইবে, কারণ বলবান দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়া থাকে।

হোঁ সববিধি রাম রাবরো চাহত ভয়োচেরো।
ঠৌর ঠৌর সাহিবী হোতহৈ খ্যাল কাল কলিকেরো॥

হে রঘুনাথ! আমি সকল প্রকারেই আপনার দাস হইবার চেষ্টা করিতেছি। কলিকালের কৌতুক দেখিয়া জায়গায় জায়গায় অনেকেই মালিক হইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমি কেবলমাত্র আপনারই দাস হইবার ইচ্ছা করি।

কাল কর্ম্ম ইন্দ্রী বিষয় গাহকগণ ঘেরো।
হোন কবুলত বাঁধিকে মোলকরত করেরো॥

হে নাথ! কাল, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়াদি এবং বিষয় বাসনা এই সকল গ্রাহকগণ মিলিয়া বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে স্বীকার করি নাই, তথাপিও ইহারা অতি জোর করিয়া আমার মূল্য করিতেছে এবং নানারূপ লালসারূপী ধন দেখাইয়া আমাকে বলিতেছে যে, তুমি আমার এখানে বিক্রী হও।

বন্দিছোর তেরো নাম হৈ বিরুদৈত বড়েরো।
মে কহ্যো তব ছল প্রীতিকেঁ কাগেউর ডেরো॥

আপনার যে নাম সে বাঁধন মুক্ত করিবার হেতু, যে কেহ আপনার শরণাগত হয়, তাহার বাঁধন মুক্ত করিয়া থাকেন। তজ্জন্য হে নাথ,

এ সময়ে আল্‌গা দেওয়া উচিত নহে তাহারা কপট প্রেমে আমাকে বলিতেছে, যদি আমাদের হাতে বিক্রীত না হও তাহা হইলে তুমি আপনার হৃদয়ে আমাদিগকে থাকিতে দাও। তাহাদের মনোগত ভাব এই যে, আমরা সময় পাইলেই উহাকে নষ্ট করিয়া দিব।

নাম ওট অবলগি বচ্যোমল যুগ জগজেরো।
অব গরীব জন পোষিয়ে পাইবো নহেরো॥

হে প্রভু! আপনার নামের আবরণ লইয়া এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি। এই যে কলিযুগ যে সংসারকে অতি ভয় ভীত করিয়াছে, তাহার ভয়ে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। এখন এই অতি দীন সেবককে পালন কর, না করিলে আমায় পাইবে না কারণ ইহারা সর্ব্বদাই আমার ঈর্ষা করিতেছে।

যোহি কৌতুক বকশ্বান কৌ প্রভুন্যাবনিবেরো।
তেহি হেতু করিয়ে কৃপান তুলসীহৈ মেরো॥

হে নাথ! কৌতুকের দ্বারা যেরূপ বক ও কুকুরের মীমাংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার উদ্ধার করুন, ইহার প্রমাণ যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে পাইবেন। শ্রীতুলসী বলিতেছেন, হে নাথ, আপনি একবার বলুন যে, হে তুলসীদাস, তুমি আমার, তাহা হইলে আমার উপর তাহারা আর প্রহার করিবে না।

কৃপাসিন্ধু তাতেঁ রহোঁ নিশিদিন মন মারে।
মহারাজ লাজ আপহি নিজজাংঘ উঘারে॥

হে কৃপাসিন্ধু! আমি আপনাকে কৃপার সমুদ্র জানিয়া দিবারাত্র মৌন ভাবে রহিয়াছি, কারণ নিজের জঙ্ঘা উদ্ঘাটন করিলে নিজেরই লজ্জা হইয়া থাকে।

মিল্যোরহেঁ মারৌচহেঁ কামাদি সংঘাতী।
মোবিন রহেঁ ন মেরিয়ে জারেঁ ছলছাতী॥

আর এই কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু ইহারাই আমার পরম শক্র, অহঃরহ আমাকে মারিবার চেষ্টাতেই থাকে ও আমার সঙ্গে সদা প্রণয় রাখিয়া থাকে। আমার সঙ্গ ছাড়া তিলমাত্র থাকে না এবং ছল করিয়া সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে।

বসতহিয়ে হিত জানিমেঁ সবকী রুচি পালি।
কিয়ৌ পথিক কৌ দণ্ডহোঁ জড় কর্ম্মকুচালী॥

ইহারা সদাই আমার হৃদয়ে বসবাস করে। ইহাদিগকে সৎপুরুষ জানিয়া ইহাদের অভিলাষানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু ইহারা অতি মূর্খ ও কুচক্রী। আমি যে সৎপথে চলিতে ইচ্ছুক ও সত্য বক্তা এই জানিয়া আমাকে ব্যর্থ দণ্ড বিধান করিয়াছে, দুষ্ট ও ঠগেরা যেরূপ পথিককে বিনা দোষে দণ্ড দিয়া থাকে। ঠগদের কর্ম্ম সদাই জড় হইয়া থাকে ইহাই বর্ণন করা হইয়াছে।

দেখি শুনি ন আজলোঁ অপনায়তি ঐসী।
করহিঁ সবৈ শিবমেরহি ফিরিপরৈ অনৈসী॥

আজ পর্য্যন্ত আমি এমন মিত্রভাব কাহার দেখি নাই যে পরের ধনের উপরে নিজের কার্য্য করিতে যায়। যেমন কাম ক্রোধাদি নিজে দোষ করে আর তাহাদের দোষ আমার মাথার উপরে পড়ে।

বড়ে অলেখি লখিপরৈ পমহরে ন জাহীঁ।
অসমঞ্জসমে মগন হোঁ নিজেগহিঁ বাহীঁ॥

এই কাম ক্রোধাদি আমার বড়ই শক্র, ইহাদিগকে দেখা যায় না আর যদিওবা দেখা যায়, তাহা হইলে ছাড়া যায় না। হে প্রভু, আমি

এমন অসামঞ্জস্যেই পড়িয়াছি। হে প্রভু, আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমার হাত ধরুন।

বারক বলি অবলকিয়ে কৌতুক জন জীকো।
অনায়াসসিট জায়গো সঙ্কট তুলসীকো॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, হে প্রভু, একবার আমার উপরে সুদৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলে আমার যে কষ্ট তাহা বিনা পরিশ্রমেই সফল হইবে।

॥ ১৪৮

কহোকৌন মূঁহ লাইকে রঘুবীর গুঁসাই।
সকুচত সমুঝত অপনী সব সাঁই দোঁহাই॥

হে রঘুনাথ, আমি কোন্ মুখে আপনার প্রার্থনা করি? আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি যদি নিজের কার্য্য বিবেচনা করি তাহা হইলে পৃথিবীতে মুখ দেখাইতে পারিব না।

সেবত বস সুমিরত সখা শরণাগত সো হোঁ।
গুণগন সীতানাথকে চিত করতন হোঁ হোঁ॥

হে জীব, শ্রীরঘুনাথের এমন স্বভাব যে, দাস অল্প সেবা করিবামাত্র বশীভূত হইয়া যান, শরণাগত হইবামাত্র মিত্র হইয়া যান এবং রক্ষা করেন। সীতাপতির এমন যে গুণসমূহ তাহাকে আমি মনে আনি না, এই আমার মূর্খতা।

কৃপাসিন্ধু বন্ধুদীন কে আরত হিতকারী।
প্রণত পাল বিরুদাবলী শুন জানি বিসারী॥

হে কৃপাসিন্ধু, হে দীনবন্ধু, দুঃখী জীবের হিতকারক প্রণতপালক, এই কীর্ত্তি শুনিয়া আবার আপনার মায়ার বশীভূত হইয়া ভুলিয়া যাই।

সেইন ধেইন সুমিরকে পদ প্রীতি সুধারী।
পাই সুসাহব রামসৌভরি পেট বিগারী॥

হে মন, না তুমি ঈশ্বরের সেবা করিলে, না ধ্যান করিলে, না স্মরণ করিলে, রে মূর্খ মন, শ্রীরামের মত উত্তম স্বামী পাইয়াও ঝগড়া করিয়াই সমস্ত নষ্ট করিলে। যেমন কোন দাতা পুরুষ' কাহাকেও পেট ভরিয়া আহার করায় ও তাহার পর যদি সে আবার খায়, তাহা হইলে তাহা জীর্ণ হয় না।

নাথ গরীব নিবাজ হেঁমেঁ গহিন গরীবী।
তুলসী প্রভু নিজ ঔরতে বনি পরৈসোকীবী॥

হে প্রভু, আপনি তো গরিব নিবাজ কিন্তু আমি গরীব হই নাই। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, হে নাথ, আমার দোষ অবলোকন করিবেন না। আপনি নিজগুণে আমায় উদ্ধার করিবেন।

॥ ১৪৯ ॥

কহাঁ জাউঁ কাসোঁ কহো ওর ঠৈরণ মেরে।
জন্ম গবায়োঁ তেরেহি দ্বার কিঙ্কর তেরে॥

হে নাথ, আর আমি কোথা যাই আর কাহাকে বলি আপনার দেউড়িতে সমস্ত আয়ুর্বল ব্যতীত হইয়া গিয়াছে আর আপনার সেবক-ভাব আমার আছে।

মেতৌ বিগারী নাথ সোঁ আরতি কেলিন্থে।
তোহি কৃপানিধি ক্যোঁযনে মেরী সাকীন্থে॥

হে নাথ, আমি ত আপনার সঙ্গে সর্ব্বদা বৈরভাব করিয়াছি কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

দিন দূর দিন দিন দুরদশা দিন দুঃখ দিন দুষণ।
জবলোঁ তুন বিলোকী হৈ রঘুবংশ বিভীষণ ॥

হে রঘুবংশমণি, যে পর্য্যন্ত আপনার কৃপা না হইবে সে পর্য্যন্ত আমার এই দুর্দ্দিন নষ্ট হইবে না ও দুর্দ্দশা দূর হইবে না ও দুঃখের নাশ হইবে না সর্ব্বদা এইরূপ দোষ হইতে থাকিবে।

দই পীঠ বিন টিটমেতুম্‌ বিশ্ববিলোচন।
তো সৌতুহীঁন দুসরো নত শোচ বিমোচন ॥

হে প্রভু, আমি ত অন্ধ আর আপনি ত বিশ্ববিলোচন আপনার মত সংসার শোক মোচন করিবার হেতু আর কেহ দ্বিতীয় প্রভু নাই।

পরাধীন দেবদিনহোঁ স্বাধীন গুঁসাই।
বোলনিহারে সোঁ করৈ বলি বিনয়কি ঝাঁই ॥

হে প্রভু, আমি যে দীন সে পরাধীন আছি কিন্তু আপনি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক আর আমি ইন্দ্রিয়গণের অধিন সেই জন্য যে প্রভু সাক্ষাৎ ব্যক্তিকে কি ছায়া বিনয় করিতে পারে।

আপ দেখি মোহি দেখিয়ে জন মানিয়ে সাঁচো।
বড়ীওট রাম নামকী জেহি লয়ৌ সোবাঁচো ॥

হে নাথ, নিজের দিকে দেখিয়া তারপর আমার দিকে দেখিবেন আপনি কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে নাচাইতেছেন কিন্তু শ্রীরাম নামরূপে আড়াল ধরিয়াছি যাঁহারা এই আড়াল ধরিয়াছেন তাঁহারা উদ্ধার হইয়াছেন।

রহনিরীতি রাম রাবরী নিতহিয় তুলসীহৈ।
জ্যোঁ ভাবৈ ত্যোঁকর কৃপাতেরো তুলসীহৈ ॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, আপনার কর্ত্তব্যতা দেখিয়া সদা মনে আনন্দ হইতেছে। হে নাথ, এই তুলসীদাস যেমনই হউক না কেন আপনারই আছে।

॥ ১৫০ ॥

রাম ভদ্রমোহি আপনো শোচ হৈ অরুনাহিঁ।
জীব সকল সন্তাপ কৌ ভাজন জগমাঁহিঁ ॥

হে কল্যাণমূর্ত্তি শ্রীরাম, আমার নিজের চিন্তা আছে ও নাই, কারণ সংসারে সকল জীবমাত্র দুঃখের পাত্র অর্থাৎ জীবের এ সংসারে দুঃখই হইয়া থাকে, এ দুঃখ জানিয়াও আমি আবার সেই কর্ত্তব্য করিতেছি।

নাতে বড়ে সনর্থ সোঁ এক ঔরকি ধোহুঁ।
তোকো মোমে অতিঘনে মোকোঁ একতোহুঁ ॥

হে নাথ, আমার উপরে ত একমাত্র আপনি আর আপনার জন্য আমার মত অনেক আছে।

বড়ি গলান হানি হৈ হিয়ে সরবজ্ঞ গুঁসাই।
কুরকুসেবক কহত হো সেবককী নাঁই ॥

আর আমার মনে এই বড় গ্লানি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহার সঙ্গে আমি ক্রুরসেবক হইয়া দাসভাব দেখাইতেছি, ঈশ্বর যেন কিছুই জানেন না।

ভলোপোচ রামকৌ কহে মোহি সব নরনারী।
বিগরে সেবক শ্বান জ্যোঁ সহিব শিবগারী ॥

হে নাথ, আমি ভাল হই আর মন্দই হই সে কেবল আপনি জানেন; কিন্তু সংসারেতে লোক আমাকে রামদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়া

থাকেন। যেমন কুকুর যদি কাহারও অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহা হইলে কুকুর পরায়ণ যে স্বামী তাহাকেই মন্দ বলিয়া থাকে।

অসমঞ্জস মনকৌমিটৈ সো উপায় ন সুঝৈ।
দীনবন্ধু কীজে সোঈ বনি পরৈ জো বুঝৈ॥

হে নাথ, আমার মনের যে এই অসামঞ্জস্যতা এবং সন্দেহে পড়িয়া আছি, কি প্রকারে আমার ভাল হইবে তাহা বুঝিতে পারি না।

বিরদা বলি বিলোকিয়ে তিন্‌হমে কোঈ হোঁ হোঁ।
তুলসী প্রভুকোঁ্যা পরিহরৈ শরণাগত সোঁ হোঁ॥

হে নাথ, আপনার যে বিরদাবলির যে সংখ্যা সেই পংক্তির দুষ্ট যে তুলসী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

॥ ১৫১

জোপৈ চেরাঈ রামকী করতে নলজাতো।
তৌতুদাম কুদাম জ্যোঁ কর করন বিকতো॥

যদি তুমি শ্রীরামের চাকরী করিতে লজ্জা না করিতে তাহা হইলে তুমি সাক্ষাৎ সুবর্ণ হইয়া রাঙ্গ, সীসার মত হাতে হাতে বিক্রী হইতে অর্থাৎ তোমার শ্রীরামরূপী সোণাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার সাধনা করিবার কি দরকার ছিল।

জপত জীহ রঘুনাথ কো নাম নহীঁ অলসাতো।
বাজীগরকে সুমজ্যোঁ খল খেহ ন খাতো॥

যদি তুলসীর জিহ্বা শ্রীরাম নাম লইতে আলস্য না করিত, তাহা হইলে বাজীকরের মতন অর্থাৎ যাহারা বাজী খেলা করিয়া থাকে তাহাদের কাছে একটা পুতুল থাকে, সেই বাজীকর খেলা সাঙ্গ হইলে তাহার মুখে ধূলা দিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ হইতে না।

জোতু মেরে কহে রাম কৌ নামক মাতো।
সীতাপতি সম্মুখ সুখীসব ঠাঁব সমাতো॥

যদি তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া রামনামরূপী ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে তাহা হইলে সীতাপতি শ্রীরঘুনাথ সম্মুখ হইবামাত্র সর্ব্ব জায়গায় সুখপ্রাপ্তি হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত সুখপ্রাপ্ত হইতে।

রাম সুহাতে তোহি জোতু সবাই সুহাতো।
কাল কর্ম্ম কুলকারণী কোউন কুহাভো॥

যদি তুমি শ্রীরামের প্রিয় হইতে অর্থাৎ রাম তোমাকে ভালবাসিতেন তাহা হইলে তোমাকে জগৎ ভালবাসিত। কাল ও কর্ম্ম ও কারণ ইহারা কেউ তোমার উপরে অপ্রসন্ন হইত না।

রাম নাম অনুরাগহি জিয় জোরতি আতো।
স্বারথ পরমারথ পথীতোহি সবপতি আতো॥

শ্রীরাম নামের অনুরাগ যদি তোমার হৃদয়ের মধ্যে আসিত তাহা হইলে সকলে তোমাকে বিশ্বাস করিত এবং স্বার্থ ও পরমার্থ লাভ করিতে।

সেই সাধু শুন সমুঝিকে পর পীর পিরাতো।
জন্ম কোটিকো কং দৈলো হৃদ হৃদয়থি রাতো॥

তুমি জগতের মধ্যে সাধু সমাজে পরিগণিত হইতে ও অন্যের কষ্ট নিবারণ করিতে, আর কোটি কোটি জন্মের তোমার হৃদয়ের যে কাদা তাহা নির্ম্মল হইয়া স্থির হইত।

ভবমগ অগম অনন্তহৈবিনু শ্রমহি সিরাতো।
মহিমাউলটে নামকৌ মুনি কিয়েকিরাতো॥

যদিও ভব সংস্রারের মার্গ অতি অগাধ ও অনন্ত তাহা হইলেও তুমি বিনা পরিশ্রমে পার হইয়া যাইতে, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, শ্রীবাল্মীক মুনি উল্টা নাম জপিয়া ভব সমুদ্র পার হইয়াছেন, পূর্ব্ব জন্মে ইনি রত্নাকর ব্যাধ নামে বিখ্যাত ছিলেন, পশু পক্ষী মারিয়া কালযাপন করিতেন নারদের উপদেশে মরা মরা বলিতে ব্রহ্মকোটি প্রাপ্ত হইলেন।

অমর অগমতন পাইসো জড় জায় নজাতো।
হোতো মঙ্গল মূলতু অনুকূল বিধাতা॥

আর এই মানব শরীর দেবতাদের অতি দুর্ল্লভ। তাহা পাইয়া তুমি যদি ঈশ্বরের বিমুখ না হইতে তাহা হইলে চিদানন্দময় শ্রীরাম তোমার উপরে সদা প্রসন্ন হইতেন।

জেমন প্রীতি প্রতীতি সোঁ রাম নামহি রাতে।
তুলসীরাম প্রসাদ সোতিহুঁ তাপ ন তাতো॥

হে মন, যদি তুমি উহাতে বিশ্বাস করিয়া শ্রীরামের প্রেমে সদা মগ্ন হইতে তাহা হইলে শ্রীতুলসী মহারাজ বলিতেছেন, তোমাকে ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিতে হইত না।

॥ ১৫২ ॥

রামভলাই আপনে ভলো কিযৌ ন কাকো।
যুগ যুগ জানকী নাথ জগ জাগত সাকো॥

হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি এই জগতের মধ্যে কার ভাল না করিয়া-ছেন, আপনার যে যশ কীর্ত্তি তাহা যুগে যুগে প্রকট রাহিয়াছে ও ভক্তগণ সদা গান করিতেছে ও বেদ বর্ণন করিতেছে।

ব্রহ্মাদিক বিনতী করী কহি দুখ বসুধাকো।
রবিকুলকৈরব চন্দভৌ আনন্দ সুধাকো॥

এই পৃথিবীর যে কষ্ট তাহা অতিশয় অকথ্য। সেই দুঃখ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিনয় করিয়া আপনার নিকট জানাইয়াছেন, হে শ্রীরঘুনাথ, আপনি সূর্য্যবংশের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ও আনন্দরূপী যে সুধা সেই সুধা দান করিবার জন্য চন্দ্ররূপ হইয়া প্রকট হইয়াছেন।

কৌশিক গরতভুসার জ্যোঁতক তেজ তিয়াকো।
প্রভু অনহিত হিত কো দিয়ৌ ফল কোপ
কৃপাকো॥

কৌশিক মুনি যে বিশ্বামিত্র তিনি তাড়কা রাক্ষসীর ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি ঐ তাড়কাকে অতি যে দুর্ল্লভগতি তাহা প্রদান করিয়াছেন, নচেৎ সেই রাক্ষসী অতিশয় অধোগতির ভাজন ছিল। আপনি কোপ করিয়াও তাহাকে কৃপা-রূপ ফল প্রদান করিয়াছেন।

হরেয় পাপ আপ যাইকে সন্তাপ শিলাকৌ।
শোচ মগন কাঢ়েহৌ সহী সাহিব মিথিলাকৌ॥

শ্রীরঘুনাথ, আপনি নিজে যাইয়া প্রস্তর যে শীলা পাপ বা দুঃখ হরণ করিয়াছেন সেই যে গৌতমনারী অহল্যা যে পাথরের মধ্যে সদা চিন্তাতে মগ্ন থাকিত, সেই অহল্যাকে জীবিত করিয়া পাথর হইতে বাহির করিয়া লইলেন; আর তদ্রূপ জনক মহারাজ চিন্তাতে মগ্ন ছিলেন তাঁহারও চিন্তা দূর করিলেন।

রোষরাশি ভৃগুপতি ধনী অহমিতি মমতাকৌ।
চিতবত ভাজন করি লিয়ৌ উপশম সমতাকৌ॥

হে রঘুনাথ, পরশুরাম মুনি ক্রোধের রাশি, অহঙ্কার ও মমতা ইহার রাজা ছিলেন, কিন্তু সেই পরশুরামকে আপনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া বৈরাগ্য ও সমদৃষ্টির পাত্র করিলেন।

মদিত মানি আয়ুষ চলে বন মাতু পিতাকো।
ধর্ম্ম ধুরন্ধর ধীরসে গুণ শীল জিতাকো ॥

হে শ্রীরঘুনাথ, আপনি অতি ধর্ম্মশালী, শীল ও গুণ ইহাদিগকে জয়লাভ করিয়াছেন, কারণ তাহার দৃষ্টান্ত আপনি মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য অতি হর্ষের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, এই জগতে অদ্যাপি ঘোষণা হইতেছে।

গুহ গরীব গত জাতি হুঁ জীব জে হিন ভখাকো।
পায়ৌ পাবত প্রেমতেঁ সনমান সখাকো ॥

গুহক যে চণ্ডাল সে অতি গরীব ছিল আর অতি নীচ জাতি ছিল আর সে কোন জীব ভক্ষণ না করিয়াছিল! হে শ্রীরাম, সে আপনার প্রেমের কারণ আপনার নিকট মিত্রের মত আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সদাগতি সবরী গীদ্ধ কী সাদর করতাকো।
সোচশীব সুগ্রীবকে সঙ্কট হরতাকো ॥

এমন অপবিত্র গৃধ্র, শবরী ও সুগ্রীব ইহাদের চিন্তা আপনি ব্যতিরেকে কে হরণ করিতে পারিত?

রাখি বিভীষণকো সকৈতেহি কাল কহাঁকো।
আজ বিরাজ রাজ হো দশকণ্ঠ জহাঁকো ॥

অপর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছেন যে, বিভীষণ অতিশয় ভয়ভীত যাহার রক্ষক কেহই নাই, আর রাবণের মত প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে লঙ্কার অধিপতি করিলেন।

বালিসবাসী অবধকে বুঝেয়ে যেন খাকো।
তে পাঁবর পঁহুচে তহাং জহ মুনি মন থাঁকো॥

বালিস নামক এক রজক অযোধ্যাতে থাকিত। সে সীতা মহারাণীর নিন্দা করিয়াছিল। সেই রজককে হে শ্রীরঘুনাথ, আপনি উত্তম গতি দিলেন, যে গতি মুনিগণের অতি দুর্ল্লভ।

গতি ন লাই রামনাম সোঁ বিধি সো সিরজাকো।
সুমিরত কহত প্রচারিকে বল্লভ গিরিজাকো॥

এমন কোন জীব ব্রহ্মা উৎপত্তি করিয়াছেন যে, রামনাম লইয়া কাহার উদ্ধার হয় নাই। শ্রীপার্ব্বতীনাথ মহাদেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, রাম নামে সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে।

অকনি অজামিলকী কথা সানন্দ ন ভাকো।
নাম লেও কলিকাল হুঁ হরি পুরাই নগাকো॥

হে নাথ, অজামিলের বৃত্তান্ত শুনিয়া কাহার আনন্দ প্রাপ্তি হয় নাই এবং কলিকালে রামনাম লইয়া কাহার উদ্ধার হয় নাই, ইহার সাক্ষী সমস্ত বেদ ও পুরাণে বর্ণিত আছে।

রামনাম মহিমা করে কাম ভরুহ আকো।
সাক্ষী বেদ পুরাণ হৈ তুলসী তন তাকো॥

শ্রীরাম নামের এমন মহিমা যে, অগ্নিবৃক্ষ হইতে কল্পবৃক্ষের মত

ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন যে, শ্রীতুলসীদাসের মত এমন অপবিত্র জীব এ সংসারে কেহই নাই তাহারও আপনি নিস্তার করিয়াছেন।

॥ ১৫৩ ॥

মেরে রাবরিয়ে গতি হৈ রঘুপতি বলি জাউঁ।
নিলজ নীচ নির্ধন নির্গুণ কহ জগ দুসরো ন ঠাকুর ঠাউঁ॥

হে রঘুনাথ, আপনাকে বারংবার বলিহারী যাইতেছি, আপনি ব্যতিরেকে আর আমার কোন গতি নাই। সমস্ত জগতের মধ্যে আমাকে নির্ধন, নির্লজ্জ ও মূর্খ বলিয়া থাকে। হে নাথ, আমার কোন স্থান নাই আর আপনি ভিন্ন কোন স্বামী নাই।

হে ঘর ঘর ভব ভরে সুসাহিব সুঝত সবনি আপন দাউঁ॥
বানর বন্ধু বিভীষণ হিত বিন কোশল পাল কহু ন সমাউ॥

সংসারেতে যত স্বামী তাঁহারা নিজের নিজের স্বার্থ দেখেন কিন্তু এমন দীন দয়াল কেহই নাই যেমন আপনি সুগ্রীব ও বিভীষণের উপর কৃপা করিয়াছেন সেই প্রকার আমার উপরে অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধার করিবেন।

প্রণতারতি ভঞ্জন জনরঞ্জন শরণাগত পবি পঞ্জর পাউ
কীজে দাস দাস তুলসী অব কৃপাসিন্ধু বিনু মোল বিকাউ॥

হে করুণানিদান, যে আপনার বন্দনা করে সেই জীবের সমস্ত কষ্ট হরণ করিয়া থাকেন, সেইজন্য আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে প্রভু, তুলসীদাস আপনার কিঙ্কর হইবার জন্য বিনামূল্যেই বিক্রয় হইয়াছি।

॥ ১৫৪ ॥

দেব দুসরো কৌ ন দীন কৌ দয়াল।
শীল নিধান সুজান শিরমনে শরণাগত প্রিয় প্রণত পাল॥

হে নাথ, দীন দুঃখীর উপরে দয়া করিয়া সমস্ত কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন, আপনার এ সংসারে এমন দয়াল কে আছে। হে নাথ, আপনি চোরের শিরোমণি, শান্ত স্বভাব ও শরণাপন্ন জনের রক্ষক।

কো সমর্থ সর্ব্বজ্ঞ সকল প্রভু শিব সনেহ মানস মরাল।
কৌ সাহিব কিয়ে মীত প্রীতিবশ খগনিশ্বর কপি ভীল ভাল॥

হে নাথ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও শিবের মানসরূপী যে সরোবর তাহার মধ্যে আপনি হংস। এমন জগতে কে স্বামী আছে যে, পক্ষী যে জটায়ু, কপি যে বানর, ভীল যে চণ্ডাল ও পশু যে ভালুক ইহাদের উপরে আপনি দয়া করিয়াছেন।

নাথ হাথ মায়া প্রপঞ্চ সব জীব দোষ গুণ কর্ম্ম কাল।
তুলসীদাস ভলো পোচ রাবরো নেকু নিরখি কীজেঁ নিহাল॥

হে প্রভু, জীবের যে কর্ম্মরূপী মায়াজাল, প্রপঞ্চ ও গুণ এ সকলই আপনার হাতে। হে নাথ, তুলসীদাস যেমনই কেন না হই ভাল হই বা মন্দ হই আপনারই নামে বিকাইয়াছি। হে নাথ, এই জানিয়া এ দীনের উপরে একটু শুভদৃষ্টি করিয়া এ দাসের উদ্ধার করুন।

॥ ১৫৫ ॥

বিশ্বাস এক রামনামকো।
মানত নহিঁ প্রতীতি অনত ঐ সোঈ স্বভাব
মন বামকো॥

শ্রীতুলসীদাস জীবের প্রতি উপদেশ দিতেছেন, আমার এমন প্রতীত হইয়াছে যে, কেবল রামনাম হইতে আমার উদ্ধার হইবে।

পঢবৌ পরয়ৌ ন ছটীছমত ঋগযজুরঅথর্ব্বসামকো।
ব্রত তীরথ তপ সুনি সহমত পচ মরৈকরৈ
তনছামকো॥

হে নাথ, আমার অদৃষ্টে যড়শাস্ত্রে আঠারো পুরাণ ও চারিবেদ না পড়িয়াও রামনামরূপী জপ করিতে পারি। ব্রত তীর্থ ও তপস্যা ইহাদের কষ্ট শুনিতেই মন ভয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই জন্ম শরীর অতি দুর্ব্বল ও কাতর হয় তাহার রামনামরূপী জপ, যাহাতে সকল সুবিধা থাকে কোন রকমে কষ্ট হয় না।

কর্ম্মজাল কলিকাল কঠোন আধীন সুসাধিত
দামকো।
জ্ঞান বিরাগ যোগ জপ তপ ভয় লোভ মোহ
কোহ কামকো॥

এই কলিকালে কর্ম্মকাণ্ড করা অতি কঠিন। যজ্ঞ ও হোম ইত্যাদি বড় পরিশ্রমে ও দ্রব্যের দ্বারা হইয়া থাকে। যে সকল কার্য্য করা অতি সহজ হয় না, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, জপ, তপ আদিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইহাদের সদা সর্ব্বদা ভয় থাকে।

**সব দিন সব লায়ক ভব গায়ক রঘুলায়ক
গুণগ্রামকো।
বৈঠে নাম কামতরু তর ডর কৌ ন ঘোর
ঘন ঘামক ॥**

শ্রীমহাদেবজী বলিতেছেন, হে জীব, তুমি যদি গান করিতে চাহ তাহা হইলে রঘুনাথের গুণসমূহ দিবানিশি গান কর। নামরূপী কল্প-বৃক্ষের নীচে বসিলে আর রাস্তা পথ যাইবার কোন ভয় থাকে না। আর অতি ভয়ঙ্কর মেঘ ও রৌদ্র ইহাদেরও কোন ভয় থাকে না।

**কো জানৈ কো জৈহৈ যমপুরকৈ সুরপুর
পর ধামকো।
তুলসী হি বহুত ভালো লাগত জগ জীবন
রাম গুলামকো ॥**

ইহা কে বলিতে পারে যে যমপুরে যাইবে কিম্বা দেবলোকে যাইবে অথবা কে মোক্ষ পাইবে। সেই জন্য তুলসীদাসকে শ্রীরামের কিঙ্কর হইয়া থাকা বড় ভাল লাগে।

১৫৬ ॥

**কলি নাম কামতরু রামকো।
দল নিহার দারিদ দুকান দুখ দোষ ঘোরঘন
ঘামকো**

এই কলিকালে রামনাম কল্পতরু। যেমন কল্পতরু সকল জীবের ইচ্ছা পূর্ণ করে সেইরূপ রামনাম সকল ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। দারিদ্র ও দুঃখরূপী যে ভয়ঙ্কর মেঘ তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য রৌদ্ররূপী একমাত্র রামনাম।

নামলেত দাহিনো হোত মন বাম বিধাতা
বামকো।
কহত মুনিশ মহেশ মহাতম উলটে সুধে নামকো॥

নাম করিবামাত্র যদি ব্রহ্মাও কুদৃষ্ট করিয়া দেখে তাহা হইলেও ঐ রামনাম জপিলে তিনিও প্রসন্ন হয়েন। বড় বড় মুনি ঋষিগণ বলিতেছেন ও মহাদেব বলিতেছেন যে উল্টা হউক বা সিধা হউক কিন্তু নামের মত জীবের রক্ষক আর কেহই নাই।

ভলো লোক পরলোক তাসুজাকে বল ললিত
ললামকো।
তুলসী জগ জানিয়ত নামতে শোচ নকুচ
মুকামকো॥

যাহার শ্রীরাম বল আছে তাহার ইহলোকে ও পরলোকে সকলই ভাল লাগে। এই জন্য তুলসীদাস জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। আপনার নামরূপী নগরে যাইবার আর কোনই ভয় নাই।

॥ ১৫৭ ॥

সেই যে মুসাহিব রামসো।
সুখদ সুশীল সুজান শূর সুচি সুন্দর কোটিক
কামসো॥

হে মন, যদি সেবা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শ্রীরাম নামের সেবা কর। কেমন শ্রীরাম নাম অতি সুখের দাতা এবং সুশীল অন্তর্য্যামী অতি পবিত্র অতি সুন্দর কোটী কামদেব হইতে অতি সুন্দর।

শারদ শেষ সাধু মহিমা কহেঁ গুণ গণ গায়ক
সাম সো।
সুমিরি সপ্রেম নাম জা সোঁ রতি চাহত চন্দ্র
ললাম সো॥

যাহার মহিমা সেবা ও সারোদ এবং সাধুগণ বর্ণন করিতেছেন যাহার গুণসমূহ সামবেদ গান করিতেছেন যাহার প্রেমেতে নাম স্মরণ করিয়া চন্দ্রিমা অতি সুন্দর তথা চন্দ্রশেখর যে মহাদেব তিনি সেই নামেতে অতি প্রীতি করিয়াছেন।

গমন বিদেশ ন লেশ কলেশ কৌ সকুচত সকৃত
প্রণাম সো।
বিদিত বিভীষণ বৈঠ্যৌ হৈ অবিচল ধাম সো॥

একবার সেই প্রণাম করিলে তখন শ্রীরঘুনাথ বলিয়া থাকেন যে এই ব্যক্তিকে আমি কি দিই, আর তাঁহার নাম লইয়া বিদেশ গমন করিলে তাহার কোনই কষ্ট থাকে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, জগৎ বিদিত যে বিভীষণ অদ্যাপি এমন স্থানে বসিয়া আছেন এধার ওধার হইবার কোনই সম্ভব নাই।

টহল সহজ জন মহল মহল জাগত চারোঁ যুগ
যাম সো।
দেখত দোষ ন খীঝত রীঝত সুনি সেবক
গুণ গ্রাম সো॥

ঈশ্বরের সেবা অতিশয় সুগম। একবার প্রণাম করিবামাত্র তাহার ফল এমন যে চারিযুগকে চারি প্রহরের মধ্যে গণনা করিয়া তাহার দুয়ারে প্রহরী হইয়া পাহারা দিয়া থাকেন। আর ভক্ত যদি কোন দোষ করে তাহা হইলে প্রভু তাহার দোষ গ্রহণ করেন না ও তাহার গুণ শ্রবণ করিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

জাকে ভয়ে তিলোক তিলক ভয়ে ত্রিজগ যোনি
তন তামসো।
তুলসী ঐসে প্রভুহিঁ ভজৌ জো ন তাহিঁ বিধাতা
বাম সো॥

যাহার শরণাগত হওয়ামাত্র জল, স্থল ও আকাশ এই ত্রিজগযোনীর যে জীব তামসী, ক্রোধী ও মাংস আহারী এমন অপবিত্র জীব সেই তিন-লোকের আভূষণ হইবার অর্থাৎ গ্রহা, ভালু গৃধ্রাদি তজ্জন্য তুলসীদাস বলিতেছেন যে এমন প্রভুকে যে না ভজিল তাহার উপরে নিশ্চয়ই বিধাতা বাম হইয়াছেন।

॥ ১৫৮ ॥

কৈসে দেউঁ নাথহিঁ খোরি।
কাম লোলুপ ভ্রমত মন হরি ভক্তি পরিহরি তোরি॥

হে নাথ, আপনাকে আমি কি প্রকারে দোষ দিই। হে নাথ, আপনার ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কামের বশীভূত হইয়া চারিদিকে ঘুরিতেছি। হে প্রভু, আপনার কিছুই দোষ নাই।

বহুত প্রীতি পূজাইবে পর পূজবে পর থোরি।
দেত শিখ শিখয়ৌ ন মানত মূঢ়তা অসি মোরি

হে প্রভু, পরের হাতে পূজা করাইতে আমাকে ভাল লাগে। এই জীবকে আমি অনেকবার শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তুও আমার শিক্ষা গ্রাহ্য করে নাই।

কিয়ে সহিত সনেহ জে অঘ হৃদয় রাখৈ চোরি।
সঙ্গ বস কিয়ে শুভ সুনায়ে সকল লোগ নিহোরি॥

হে নাথ, যে পাপ আমি করিয়াছি তাহা হৃদয়ের মাঝে লুকাইয়া রাখিয়াছি, আর কাহারও সৎসঙ্গ যাহা কিছু শুভ কাজ করিয়াছি, তাহা লোকদিগকে আদর করিয়া শুনাইতেছি যে আমি এমন পুণ্য করিয়াছি।

করৌঁ জো কছু ধরৌঁ সচি পচি সুকৃত শিলা বটোরি।
পৈঠি উর বর বশ দয়ানিধি দম্ভ লেত অঞ্জোরি॥

যাহা কিছু আমি পুণ্য করিতেছি তাহা অতি সাবধানে জড় করিয়া রাখিয়াছি, আর আমার হৃদয়ের মধ্যে পাপ ও দম্ভ ভরিয়া রাখিয়াছি, সেই জন্যই যে সঞ্চয় করা পুণ্য নষ্ট হইতেছে।

লোভ মনহি নচাব কপি জ্যোঁ গরেঁ আসা ডোরি।
বাত কহৌঁ বনায় বুধ জ্যোঁ বর বিরাগ নিচোরি॥

এই যে লোভ মনকে আশা ও তৃষ্ণারূপী ডুরি গলাতে বান্ধিয়া বানরের মত নৃত্য করাইতেছে অর্থাৎ তাহার উপরেও আমার এতদূর দোষ যে কথা আমি এরূপ বলিয়া থাকি, যে মহান্ পণ্ডিতের মত বৈরাগ্য উপদেশ করিতেছি।

ইতেহুঁ পর তুম্হারো কহাবত লাজ অচঙ্গী ঘোরি।
নিলজতা পর রীঝি রঘুবর দেব তুলসীহি ছোরি॥

তুলসীদাস বলিতেছেন যে, আমি এতদূর দোষী হইয়া তথাচও আপনার দাস বলিয়া গণিত হইতেছি, আর লজ্জাকে তো আমি ধুইয়া ফেলাইয়াছি, কিন্তু আমার নির্লজ্জতা দেখিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া আমার সংসার বাঁধন মুক্ত করিয়াছেন।

॥ ১৫৯ ॥

হৈ প্রভু মেরোঙ্গ সব দোষু।
শীলসিন্ধু কৃপাল নাথ অনাথ আরত পোষু॥

হে প্রভু, কেবল এ সমস্ত আমারই দোষ। আপনি শীলতার সমুদ্র, কৃপালু, অনাথের নাথ, নিরাধারের আধার ও দুঃখীজনের পালন পোষণ কর্ত্তা।

বেষ বচন বিরাগ মন অঘ অবগুণনি কৌ কোসু।
রাম প্রীতি প্রতীতি পোলৌ কপট করতব ঠোঁসু॥

আমার যে সাজ ও বচন সে সব সাধুর মত আর মন আমার অবগুণের কোষ আর আপনার যে প্রীতি তাহার অন্তই নাই; কপটতার যে কর্ত্তব্য সে অতিশয় বলবান।

রাগ রঙ্গ কুসঙ্গ হী সোঁ সাধু সঙ্গতি রোসু।
চহতি কেহরি যশহি সেই শৃগাল জ্যোঁ খরগোসু॥

হে নাথ, আমার কেবলমাত্র রাগ, রঙ্গ ও কুসঙ্গী ইহাদের সঙ্গে পরম মিত্রতা থাকে, আর সাধুসঙ্গ কখনই ভাল লাগে না। যেমন শশী শৃগালের সেবা করিয়া মনে করে যে আমি সিংহের সেবা করিয়াছি, সে কি কখন হয়?

শম্ভু শিখব নর সন হুঁ নিত রামনাম হি ঘোষু।
দম্ভ হুঁ কলি নাম কুম্ভজ শোচ সাগর সোসু॥

শ্রীমহাদেবের শিক্ষা আছে যে, হে রসনা, তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাম নাম জপ। যদি কেহ পরিহাস করিয়া রামনাম জপে তাহা হইলে শোক-রূপী সমুদ্রকে অনন্তরূপী রামনাম শুকাইয়া দেন।

মোদ মঙ্গল মূল অতি অনুকূল নিজ নিরযোস্থু।
রাম নাম প্রভাব শুনি তুলসীহু পরম সন্তোস্থু ॥

শ্রীরাম নাম অতি আনন্দ ও মঙ্গলরূপী শীকড়, ভক্তগণের অত্যন্ত অনুকুল, এমন শ্রীরাম নামের প্রভাব শুনিয়া তুলসী দাসের মনে অতি সন্তোষ হইতেছে।

॥ ১৬০ ॥

মেঁ হরি পতিত পাবন সুনে।
মেঁ পতিত তুম পতিত পাবন দোউ বাণিক বনে ॥

হে হরি, ভক্তগণের মুখে আপনার নাম পতিতপাবন শুনিয়াছি; আমার মত পতিত এ সংসারে কেহই নাই আর আপনি পতিতপাবন তজ্জন্য উভয় প্রকারই ঠিক হইয়াছে।

ব্যাধ গণিকা গজ অজামিল সাখি নিগমনি ভনে।
ঔর অধম অনেক তারে জাত কাপৈ গণে ॥

হে নাথ, আপনি যে যে পতিতকে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন ব্যাধ, গণিকা ও অজামিল ইহাদের সাক্ষি বেদ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ইহা ব্যতিরেকে আর আর অনেক পতিত উদ্ধার করিয়াছেন তাহা কে গণিতে পারে।

জানি নাম অজানি লীন্‌হে নরক যমপুর মনে।
দাস তুলসী শরণ আয়ৌ রাখিযে আপনে ॥

হে নাথ, আপনার নাম জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে কোন প্রকারেই লউক না কেন সে কখনই যমপুরে য়ায় না। এই জন্য তুলসীদাস আপনার শরণাগত হইয়াছে।

তো সো প্রভু জো পৈ কহুঁ কোউ হোতো।
তো সহি নিপট নিরাদর নিশিদিন রটি লটি ঐসো
ঘটি কোতো॥

হে নাথ, আপনার মত যদি কেহ অন্য স্বামী হইত তাহা হইলে আমি অনাদৃত হইয়া কেন রাত্র দিবস ভ্রমণ করিতাম।

॥ ১৬১ ॥

কৃপাসুধাজল দানি মানিবো কহে সো সাঁচনি
সোতো।
স্বাতি সনেহ সলিল সুখ চাহত চিত চাতক
কো পোতো॥

হে প্রভু, আপনি কৃপারূপী অমৃতজলের দাতা আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্যই জানিবেন, ইহার মধ্যে একটুও এদিক ওদিক হইবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আপনার কৃপারূপী স্বাতীনক্ষত্রের যে অমৃতজল পড়ে চাতকপক্ষীর বাচ্ছা সর্ব্বদা সেই জলের আশা করিয়া থাকে বড় কিছুকাল বাঁচে, বাচ্ছা ক্ষণকালও বাঁচে না।

কালকর্ম্মবশ মন কুমনোরথ কবহুঁ কবহুঁ কছু
ভোতো।
জেঁ্যা মুদ ময় বসি মীন বারি তজ উছরি ভভরি
লেত গোতো॥

সেই প্রকার আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কাল ও কর্ম্মের বশ হইয়া কখন কখন যদি কুবাসনা উৎপত্তি হয় যেমন মাছ আনন্দময় গভীর জলেতে বাস করে কখন কখন জলকে ছাড়িয়া উপরে লাফায় আবার ভয়ভীত হইয়া প্রবেশ করে সেই প্রকার আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু কখন কখন কর্ম্মবশ কুবাসনা করিয়া থাকি আবার যখন কষ্ট পাই তখন আপনার দিকে ফিরিয়া আসি।

জিতৌ দুরাউ দাস তুলসী উর ক্যোঁ কহি আবত ওতৌ।
তেরে রাজ রায় দশরথকে লয়ে বয়ে বিনু জোতৌ॥

হে প্রভু, যত কপট তুলসীর হৃদয়ে আছে সে প্রকার বলা যায় হে দশরথকুমার শ্রীরাম, আপনার রাজ্যেতে ধান না পুঁতিয়াও ধান কাটে।

॥ ১৬২ ॥

ঐসো কো উদার জগ মাহীঁ।
বিনু সেবা জো দ্রবৈ দীন পর রাম সরিস কোউ নাহিঁ॥

হে নাথ, এ সংসারে আপনার মত উদার কে আছে যে, সেবা না করিলেও জীবের প্রতি সদা দয়া করিয়া থাকেন, যে উত্তম গতি জ্ঞানি মুনি বৈরাগ্যেতে প্রাপ্ত হয় না, সেই উত্তম গতি জটায়ু ও সবরীকে দিয়াছেন আর মনে বুঝেন আমি কিছুই দিই নাই।

জো গতি যোগ বিরাগ যতন কর নহিঁ পাবত মুনি জ্ঞানী।
সো গতি দেত গীধ সবরী কহঁ প্রভু ন বহুত জিয় জানী॥

যে উত্তমগতি যোগ বৈরাগ্য করিয়া মুনি জ্ঞানি প্রাপ্ত হয় না সেই গতি গৃধ্র ও সবরীকে দিয়াছেন।

জো সম্পতি দশ শীশ সাধিকর রাবণ শিবপহং
লিন্হীঁ।
সো সম্পদা বিভীষণ কহঁ অতি সকুচ সহিত হরি
দীন্হীঁ॥

যে সম্পত্তি দয়াশীল মহাদেবকে সমর্পণ করিয়া মহাদেবের নিকট রাবণ পাইয়াছিল সেই সম্পত্তি আপনি অতি লজ্জিত হইয়া বিভীষণকে দিয়াছিলেন।

তুলসীদাস সব ভাঁতি সকল সুখ জো চাহসি মন
মেরো।
তো ভজু রাম কাম সব পূরণ করেঁ কৃপানিধি
তেরো॥

হে তুলসী, যদি তুমি সকল বিষয়ের সুখ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা কর তাহা হইলে শ্রীরঘুনাথের চরণ আশ্রয় গ্রহণ কর ও তাঁহার জপ ভজন কর তিনি কৃপানিধি, কৃপা করিয়া সকল মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

॥ ১৬৩ ॥

একই দানি শিরোমণি সাঁচো।
জেহিঁ যাচৌ সোই যাচকতা বশ ফিরি বহু নাচ ন
নাচ্যৌ॥

হে নাথ, আপনি দান দিবার শিরোমণি, যে আপনার কাছে যাচ্ঞা করিয়াছে সে অন্যের কাছে যাচ্ঞা করিতে ইচ্ছা করে নাই।

সব স্বারথী অসুর সুর নর মুনি কোউ ন দেত
বিনু পায়ে।
কৌশল পাল কৃপাল কল্পতরু বসিত সকৃত
শির নায়ে॥

দেবতাগণ স্বার্থের সঙ্গী এবং রাক্ষস, মনুষ্য ও মুনি সেবা না করিলে কেহ কিছু দেয় নাই। হে কৌশল্যানন্দন, আপনি অতি কৃপালু ও কল্পতরু, যে আপনাকে একবার প্রণাম করিয়াছে তাহারই উপরে দ্রবীভূত হইয়াছেন।

হরিহুঁ ঔর অবতার আপনে রাখী বেদ বড়াই।
লৈ চিউরা নিধি দই সুদামহিঁ যদ্যপি বাল মিতাই॥

বিষ্ণু ভগবানও কস্মিন কালে অন্য অবতার ধারণ করিয়া দেবের মর্য্যাদা রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ যে যেমন করে সে তেমন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদ্যপিও সুদামা বাল্যকালের মিত্র ছিলেন তথাপি দেবের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এক মুষ্টি চিড়া গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্ব সম্পত্তি দিয়াছিলেন।

কপি শবরী সুগ্রীব বিভীষণকো কো ন কিয়ৌ
অযাচী।
অব তুলসীহি দুখ দেত দয়ানিধি দারুণ আশ
পিশাচী॥

কিন্তু শ্রীরঘুনাথ বানর, সবরী, সুগ্রীব ও বিভীষণ আদি কাহাকে সন্তুষ্ট না করিয়াছেন, সকলকে তৃপ্ত করিয়াছেন। হে কৃপানিধে, তুলসীদাসকে এই আশা-পিশাচী বড় কষ্ট দিতেছে এই পিশাচীদিগকে ছাড়াইয়া দেন।

॥ ১৬৪ ॥

জানত প্রীতি-রীতি রঘুরাঈ।
নাতে সব হাতে কর রাখত রাম সনেহ সগাই॥

প্রীতি যে কি বস্তু তাহা কেবল একমাত্র রঘুনাথই জানেন। শ্রীরঘুনাথ সকল কুটুম্বিতা ত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র প্রেমেরই কুটুম্বিতা রাখিয়াছেন।

নেহ নিবাহি দেহ ত্যজি দশরথ কীরতি অচল চলাঈ।
ঐসেহুঁ পিতু তেঁ অধিক গিদ্ধ পর মমতা গুণ গরুয়াঈ॥

শ্রীদশরথ মহারাজ স্নেহের বশীভূত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া এই জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এমন পিতা দশরথ ইহা হইতেও জটায়ু যে পক্ষী তাহার উপরে অধিক দয়া করিয়া তাহার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তিয় বিরহী সুগ্রীব সখা লখি প্রাণপ্রিয়া বিসরাঈ।
রণ পর্য়ো বন্ধু বিভীষণ হি কৌ শোচ হৃদয় অধিকাঈ॥

নিজের সখা যে সুগ্রীব তাহাকে সুখ দিবার নিমিত্ত সীতাদেবীকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন অর্থাৎ যর্ত্তমাশ্যা সুগ্রীবকে সুখ দিবার জন্য ভগবান ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে বাস করিলেন। যখন লক্ষ্মণকে শক্তি লাগিয়াছিল তখন তাহার দুঃখ না স্মরণ করিয়া বিভীষণের যে দুঃখ তাহারই স্মরণ করিলেন।

ঘর গুরু গৃহ প্রিয় সদন সাসুরে ভই জব জহঁ
পহুনাই।
তব তহঁ কহে শবরীকে ফলনি কী রুচি মাধুরী ন
পাই॥

নিজের গৃহে যে ঘর দেখিয়া অষ্টসিদ্ধি ও নবসিদ্ধি চমৎকৃত হইয়া যায় শ্বশুর বাড়ী যে জনক রাজার ঘর যে যে স্থান নিমন্ত্রণ হইয়াছিল সেই সেই স্থানে শবরীর ফলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সহজ স্বরূপ কথা মুনি বর্ণন রহত শকুচি শির
নাই।
কেবট মিত কহত সুখ মানত বানর বন্ধু বড়াই॥

মুনিগণ সহজ স্বরূপ বর্ণন করিতে করিতে মাথা হেঁট করিয়া লয়েন সেই প্রভু কে বট কে মিত্র বলিলে অতি সুখী হন আর সুগ্রীব যে বানর তাহাকে ভ্রাতা বলিলে বড়ই সন্তুষ্ট হন।

প্রেম কনৌড়ো রাম সৌ প্রভু ত্রিভুবন তিহুঁ কাল
ন ভাই।
তেরৌ রিনি হোঁ কহ্যৌ কপিশ সোঁ ঐসী মানি
হৈ কো সেবকাই॥

শ্রীরঘুনাথের মত প্রেমের বাঁধন থাকিবার মত এই ত্রিভুবনেতে আর কেহ অন্য স্বামী নাই তাহার দৃষ্টান্ত হনুমানকে শ্রীরঘুনাথ নিজের মুখে বলিয়াছিলেন যে, হে হনুমান, তোমার ঋণী সর্ব্বদা থাকিব তোমা হইতে উদ্ধার নাই।

তুলসী রাম সনেহ শীল লখি জো ন ভক্ত উর
আঈ।
তৌ তোহি জন্মি জায় জননী জড় তন তরুণতা
গঁবাই॥

তুলসীদাস বলিতেছেন, হে জীব, এমন স্বামী পাইয়া তোমার হৃদয়ে যদি ভক্তি না হইল, তবে রে মূর্খ, তোমাকে তোমার মাতা জন্ম দিয়া নিজের যৌবনতা নষ্ট করিয়াছিলেন অর্থাৎ যৌবনরূপী বনেতে কুঠাররূপী উৎপত্তি করিলেন।

॥ ১৬৫ ॥

রঘুবর রাবরি যহৈ বড়াই।
নিদরি গনী আদর গরীব পর করত কৃপা অধিকাঈ॥

হে রঘুনাথ, আপনার এই যশ ঐশ্বর্য্যবান জীবের অনাদর করিয়া গরীব জীবের উপরে অধিক কৃপা করেন।

থকে দেব সাধন অনেক করি সপনেহুঁ নহিঁ
দঈ দিখাঈ।
কেবট কুটিল ভালু কপি কৌনপ কিয়ৌ সকুল
সঙ্গ ভাঈ॥

হে নাথ, দেবতাগণ অনেক সাধনা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন কিন্তু সেই অবস্থাতেও আপনি তাহাদিগকে দর্শন দেন নাই। সেই প্রভু কে ধট আর চঞ্চল স্বভাব ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণকে আপনি স্ব স্ব রূপ করিয়া দিলেন।

মিলি মুনিবৃন্দ ফিরত দণ্ডকবন সো চরচৌ ন চলাঈ।
বারহি বার গীধ শবরীকী বরনত প্রীতি সুহাঈ॥

মুনিদের মধ্যে দণ্ডকারণ্যেতে বিচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রসঙ্গ কাহারও নিকট বর্ণন করেন নাই কিন্তু বারংবার গৃধ্র ও শবরীর প্রীতি বর্ণন করিয়া থাকেন। হে নাথ, কুকুরের কথাতে সন্যাসীকে হস্তীর উপর বসাইয়া অযোধ্যা পুরীর বাহির করিয়া দিলেন এবং মহারাণী সীতার যে নিন্দক রজক তাহাকে নিজলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্বান কহে তেঁ কিয়ে পুর বাহর তজো গয়ন্দ বঢ়াই।
সিয় নিন্দক মতি মন্দ প্রজা রজ নিজ নয় নগর বসাই॥

হে নাথ, কুকুরের কথাতে সন্ন্যাসীকে হস্তীর উপর বসাইয়া অযোধ্যা পুরীর বাহির করিয়া দিলেন এবং মহারাণী সীতার যে নিন্দক রজক তাহাকে নিজলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

যহ দরবার দীনকৌ আদর রীতি সদা চলি আঈ।
দীন দয়াল দীন তুলসীকী কাহু ন স্মুরত করাঈ॥

হে প্রভু, আপনার যে দরবার সেইস্থানে দীন জীবের উপরে দয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু হে প্রভু, এক দীন জীব যে তুলসীদাস তাহার শরণ আপনাকে কেহ করায় নাই।

১৬৬

ঐসে রাম দীনহিতকারী।
অতি কোমল করুণানিধান বিনু কারণ পর উপকারী॥

শ্রীরঘুনাথজীর কেমন স্বভাব যে সর্ব্বদা দীনের উপরে হিতকারী সদা সর্ব্বদা দীনের উপরে দয়া করিয়া থাকেন আর কেমন কোমল চিত্ত অতি করুণাময় কারণ রহিত বিনা কারণেই সকলের উপকার করিয়া থাকেন, এ তাঁহার স্বাভাবিক স্বভাব।

সাধনহীন দীন নিজ অঘ বশ শিলা ভঈ মুনিনারী।
গৃহ তেঁ গবনি পরসি পদ পাবন ঘোর শ্রাপতেঁ
তারী ॥

মুনি নারী যে অহল্যা তাহার কোন সাধনা করিবার ক্ষমতা নাই, নিজের পাপেতে পাষাণ হইয়াছিল, তাহাকে নিজের ঘর হইতে যাইয়া ঘোর শাপ হইতে উদ্ধার করিলেন।

হিংসারত নিষাদ তামস বপু পশু সমান বনচারী।
ভেট্যৌ হৃদয় লগায় প্রেমবশ নহিঁ কুল জাত
বিচারী ॥

অন্য দৃষ্টান্ত দিয়া পুষ্ট করিতেছেন হিংসারত যে নিষাদ তামস দেহ পশুর সমান সদা বনে ভ্রমণ করিত তাহার প্রেমের বশীভূত হইয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তাহার জাতি বিচার করিলেন না।

যদ্যপি দ্রোহ কিয়ৌ সুরপতিসুত কহি ন জায়
অতি ভারী।
সকল লোক অবলোকি শোক হত শরণ গয়ে
ভয় টারী ॥

ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত সীতা মহারাণীর চরণে ঠোঁট মারিয়া রক্ত বাহির করিয়াছিল এমন অপরাধ করিলেও ভগবানের বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে কেহ আশ্রয় দেয় নাই, পশ্চাৎ শ্রীরামের শরণাগত হইলে তাহার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বিহঙ্গ যোনি আমিষ অহার বশ গীধ কবন
ব্রত ধারী।
জনক সমান ক্রিয়া তাকী নিজ কর সব বাত
সংবারী॥

পুনঃ দৃষ্টান্ত। বিহঙ্গ যে পক্ষী যোনী মাংসাহারী সে কোন ব্রত করিয়াছিল অর্থাৎ জটায়ুকে নিজের পিতার সমান ক্রিয়া করিয়া তাহাকে নিজলোক পাঠাইয়া দিলেন।

অধম জাতি শবরী যোষিত শঠ লোক বেদ তেঁ
ন্যারী।
জানি প্রীতি দৈ দরশ কৃপানিধি সোউ রঘুনাথ
উধারী॥

পুনঃ দৃষ্টান্ত। অধম জাতি যে সবরী লোক ও বেদের বাহির, তাহার প্রীতি দেখিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া, হে রঘুনাথ, তাহার উদ্ধার করিয়া দিলেন।

কপি সুগ্রীব বন্ধু ভয় ব্যাকুল আযৌ শরণ
পুকারী।
সহি ন সকে দারুণ দুখ জন কে হত্যৌ বালি
সহি গারী॥

কপি যে সুগ্রীব সে বালির ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া শরণাগত হইয়াছিল তাহাকে নিজের দিকে মন্দ কথা শুনিয়াও বালিকে বধ করিয়াছিলেন।

রিপুকৌ বন্ধু বিভীষণ নিশিচর কৌন ভজন
অধিকারী।
শরণ গয়ে আগে হৈ লীন্হোঁ ভেট্যৌ ভুজা
পসারী॥

শত্রু যে রাবণ তাহার বন্ধু যে বিভীষণ সে কোন ভজন সাধনের অধিকারী ছিল যে সে শরণাগত হইবামাত্র তাহাকে অগ্রগামী হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

অশুভ হোয় জিন্হকে সুমিরন তে বানর রীচ্ছ
বিকারী।
বেদবিদিত পাবন কিয়ে তে সব মহিমা নাথ
তুম্হারী॥

যাহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে সমস্ত দিবস অমঙ্গল ঘটনা হইয়া থাকে, সেই বানরগণকে বেদবিদিত পাবন করিয়া দিলেন।

কহঁ লগ কহোঁ দীন অগণিত জিন্হকী তুম বিপত্তি
নিবারী।
কলিমল গ্রসিত দাস তুলসী পর কাহে
কৃপা বিসারী॥

হে নাথ, আপনার মহিমা কোথায় কোথায় বর্ণন করা যায়, যাহাদের আপনি বিপত্তি দূর করিয়াছেন, কিন্তু হে প্রভু, একজন জীব যে তুলসী সে কলিকলুষগ্রস্ত হইয়া আপনার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়াছে তাহার উপরে এ পর্য্যন্ত কৃপা হইল না কেন।

॥ ১৬৭ ॥

রঘুপতি ভক্তি করত কঠিনাঈ।
কহত সুগম করনী অপার জানে সোই জেহি
বনিআঈ ॥

শ্রীরঘুনাথের যে ভক্তি সে অতিশয় কঠিন। বলা ত অতি সহজ কিন্তু ভক্তি আচরণ করা বড়ই কঠিন ইহার পরিশ্রম সেই জানে যিনি করিয়াছেন।

জো জেহি কাল কুশলতা কহঁ সোই সুলভ
সদা সুখকারী।
সফরী সম্মুখ জলপ্রবাহ সুরসরী বহ গজ ভারী ॥

যিনি যে কার্য্যে চতুরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও তদ্বারা তাহার ফল লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে সেই সেই কার্য্য ও চতুরতা সহজ বোধ হইয়া থাকে ও তাঁহাকে সেই কার্য্য অতি সুখকারী হইয়া থাকে ছোট ছোট যে মাছ সে গঙ্গার প্রবাহেতে কিনারায় আসিয়া পড়ে কিন্তু হস্তী যে বড় ভারী সে প্রবাহেতে ভাসিয়া যায়।

জেঁ্যা সর্করা মিলৈ শিকতা মহঁ বলতে ন কোউ
বিল গাবৈ।
অতি রসজ্ঞ সূক্ষ্ম পিপিলকা বিনু প্রয়াসহী পাবৈ ॥

আর যদি শর্করা কোন প্রকারে বালির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় তাহাকে কেহ আলাহিদা করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু পিপীলিকা যে অতি

ক্ষুদ্র জীব সে বিনা পরিশ্রমেই ঐ বালুর মধ্যস্থিত যে শর্করা তাহাকে সহজেই আলাহিদা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সেই প্রকার আপনার যে ভক্ত সেই আপনার মায়া ও আপনার স্বরূপ চিনিতে পারে।

সকল দৃশ্য নিজ উদর মেলিসোবৈ নিদ্রা তজ
যোগী।
সোই হরিপদ অনুভবী পরম সুখ অতিশয় দ্বৈত
বিয়োগী॥

সম্পূর্ণ জগতে বায়স্কোপের ন্যায় দেখিয়া হৃদয়েতে রাখিয়া ঘুমাইয়া যায় তখন শান্তি প্রাপ্তি হয় সেই ভগবানের চরণারবৃন্দকে পাইয়া পরম সুখী হয় যাহার মনেতে আমার তোমার দূর হয় সে দ্বৈত বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অনন্য ভগবৎরূপ সদাসর্ব্বদা দেখিয়া থাকে।

শোক মোহ ভয় হর্ষ দিবস নিশি দেশ কাল তঁহ
নাহী।
তুলসীদাস এহি দশাহীন সংশয় নির্ম্মুল ন জাহী॥

ভক্তের স্বরূপ দেখাইতেছেন যে, শোক, মোহ, ভয় ও হর্ষ দিবানিশি যেখানে কিছুই নাই, শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, এমন দশা প্রাপ্ত না হইলে এই যে সংসার সে নির্ম্মূল হয় না।

॥ ১৬৮ ॥

জো পৈ রাম চরণ রতি হোতী।
তৌ কত ত্রিবিধি শূল নিশি বাসর সহিতেঁ
বিপতি নিসোতী॥

হে জীব, যদি তোমার শ্রীরামচন্দ্রের চরণে রতি মতি হইত তাহা হইলে অধ্যাতম ও অধিভূত অধিদেব এই ভোগিতে ভোগিতে কি করিতে পার বুঝিতে পারা যাইত।

জো সন্তোষ সুধা নিশি বাসর সপনেহু কবহুঁক
পাবে।
তৌ কত বিলোকি ঝুঁঠ জল মন কুরঙ্গ জ্যোঁ ধাবৈ॥

আর যদি স্বপনেও কখন দিবা ও রাত্রির মধ্যে সন্তোষরূপী অমৃত পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিষয়রূপী যে শোক যেমন মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় তাহার ভ্রম হয় না।

জো শ্রীপতি মহিমা বিচার উর ভজতে ভাব
বঢ়ায়ে।
তৌ কত দ্বার দ্বার কুকর জ্যোঁ ফিরতে পেট
খলায়ে॥

আর যদি শ্রীলক্ষ্মীপতির মহিমা হৃদয়ের মধ্যে বিচার করিত অথবা তাহাকে ভজিত তাহা হইলে কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কেন ফিরিত, কারণ অন্যাকাঙ্ক্ষিত হইয়া অন্য দেবতার সাধন করিবার কি দরকার ছিল।

জে লোলুপ ভয়ে দাস আস কে তে সবহী
কে চেরে।
প্রভু বিশ্বাস আশ জীতী জিন্হ তে সেবক হরি
কেরে॥

আর যে লোভী আশার দাস হইয়া থাকে; তাহারা সর্ব্বদা ধনবান ব্যক্তির সেবা করিয়া থাকে, আর যিনি ভগবানের ভরসায় আশা দমন করিয়াছেন, তিনি ভগবানের ভক্তমধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন।

নহিঁ একৌ আচরণ ভজন কৌ বিনয় করত
হোঁ তা তেঁ।
কীজে কৃপা দাস তুলসী পর নাথ নাম কে নাতেঁ॥

তজ্জন্য শ্রীতুলসী দাসজী বলিতেছেন যে, প্রভু! আপনার ভজনের আচরণ আমাতে লেশমাত্র নাই কিন্তু আপনার নামের সম্বন্ধ ধরিয়া আছি। হে প্রভু, আমার উদ্ধার করুন।

॥ ১৬৯ ॥

জো মোহিঁ রাম লাগতে মীঠে।
তৌ নব রস ষট রস রস অনরস হ্বৈ জাতে
সব সীঠে॥

যদি শ্রীরাম আমার প্রিয় লাগিতেন তাহা হইলে নবরস ষট্‌রস এই যে সব রস সে সমস্ত রসহীন লাগিত তাহা দেখাইতেছেন। শৃঙ্গার, করুণা, সান্ত, বিভান্ত, ভয়ানক, রৌদ্র, বীর্য্য, হাস্য এই নবরস। খারা, খাট্টা, মিঠা, কটু, চিবপীরা, কষা এই ছয় রস।

বঞ্চক বিষয় বিবিধি তন ধরি অনুভবে সুনে
অরু ডীঠে।
য়হ জানত হোঁ হৃদয় আপনে সপনে ন অঘাই
উবীঠে॥

বিষয়রূপী যে টক তাহা নানারূপে ধারণ করিয়াছি ও দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি। নিজের মনে বিবেচনা করিতেছি, এই যে বিষয় তাহাতে স্বপ্নেতে যে তৃপ্তি হয় তাহাও হয় না।

তুলসি দাস প্রভু সো এক হি বল বচন কহত
অতি ঢীঠে।
নাম কি লাজ রাম করুণাকর কেহি ন দিয়ে
কর চীঠে॥

শ্রীতুলসীদাস কেবল মাত্র এক নামের বলেতে অনেক রকম দৃঢ় বচন বলিতে সমর্থ হয়। হে প্রভু, আপনি এই নামের প্রভাব করিয়া কাহাকে না উদ্ধার করিয়াছেন।

॥ ১৭০ ॥

যোঁ মন কবহুঁ তুমহিঁ ন লাগ্যো।
জ্যোঁ ছল ছাঁড়ি স্বভাব নিরন্তরে রহত বিষয়
অনুরাগ্যো॥

হে প্রভু, এই আমার মন আপনার চরণারবিন্দে কখনই লাগিল না, কেমন স্বাভাবিক ছল কপট ছাড়িয়া সর্ব্বদা এই বিষয় বাসনায় অবিরত লাগিয়া থাকে।

জ্যোঁ চিতঈ পরনারি সুনে পাতক প্রপঞ্চ ঘর
ঘর কে।
ত্যোঁ ন সাধু সুর সরিত তরঙ্গনি নির্ম্মল গুণ
রঘুবর কে॥

যে প্রকার পরের নারী অতি প্রেমের ও অতি আনন্দের সহিত দৃষ্ট করিয়া থাকে, আর পাপ, ছল ও ছিদ্র সকল ঘরের মানুষে শুনিয়া থাকে কিন্তু ঐ প্রকার সাধু, মহাত্মা ও ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি করে না। যাঁহারা অতি পবিত্র গঙ্গার প্রবাহের সমতুল বর্ণন করা যায় আর কখনও শ্রীহরির গুণানুবাদও যে কেমন অতি নির্ম্মল তাহাও শ্রবণ করে না, যাহাতে শ্রীরঘুনাথের আনন্দ বর্দ্ধন করায়।

জেঁ্যা নাসা সুগন্ধ রস বশ রসনা ষট রস
রতি মানী।
রাম প্রসাদ মাল জুঠন লগি ত্যোঁ ন ললকি
ললচানী॥

পুনঃ দৃষ্টান্ত। যেমন নাসিকা সুগন্ধ দ্রব্যের বশে বশীভূত হইয়া থাকে আর জিহ্বা যেমন ষড় রসের রসে অতি প্রীত হইয়া থাকে হে নাথ, সেই প্রকার আপনার প্রসাদী আর আপনার উচ্ছিষ্ট ভোগ প্রসাদের জন্য কখনও লালায়িত হইল না।

চন্দন চঁদবদনি ভূষণ পট জেঁ্যা চহ পাঁবর পরস্যৌ।
ত্যোঁ রঘুপতি পদ পদ্ম পরস কোঁ তন পাতকী
ন তরস্যৌ॥

এই দুষ্ট মন যেমন সুন্দরী স্ত্রী আভূষণ, চন্দন ও বস্ত্র ধারণ করিলে তাহাকে দেখিয়া স্পর্শ করিবার ইচ্ছা করে, তেমন শ্রীরঘুনাথের চরণ স্পর্শ করিবার জন্য এই পাপিষ্ঠ মন কখনই ইচ্ছা করিল না।

জেঁ্যা সব ভাঁতি কুদেব কুঠাকুর সেয়ে বপু
বচন হিয়ে হুঁ ।
তেঁ্যা ন রাম সুকৃতজ্ঞ জে সকুচত সকৃত প্রণাম
কিয়ে হুঁ ॥

যে প্রকার অন্য দেব ও ক্রোধী পুরুষগণের বাক্য আর হৃদয় দ্বারা সেবা করিয়াছ, সেই প্রকার শ্রীরামচন্দ্রকে কায়মন বাক্য দ্বারা কখনই সেবা করিলে না, সেবা করা দূরে থাক কখন প্রণামও করিলে না।

চঞ্চল চরণ লাভ লগি লোলুপ দ্বার দ্বার জগ বাগে।
রাম সীয় আশ্রম ন চলত সপনে ন ভয়ে শ্রমিত
অভাগে ॥

আর এই চঞ্চল চরণ নিজের লাভের জন্য অতি লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে কিন্তু শ্রীরামের যে লীলার আশ্রম সেখানে স্বপ্নেও গমন করিবার জন্য কখনও পরিশ্রম করিল না।

সকল অঙ্গ পদ বিমুখ নাথ মুখ নাম কী ওট
লঈ হৈ।
হৈ তুলসী হি পরতীতি এক প্রভু মূরতি কৃপা
মঈ হৈ ॥

হে প্রভু, সম্পূর্ণ সাধনা হইতে বিমুখ যে তুলসী সে আপনার নামের আড়াল লইয়া বাঁচিয়া আছে। হে স্বামী, আপনার যে মূর্ত্তি সে অতি কৃপাময় ও দয়ার স্বরূপ।

॥ ১৭১ ॥

কীজৈ মোকো জগ জাতনা মঙ্গ ।
রাম তুম সে শুচি সুহৃদয় সুসাহিবহি মেঁ শঠ
পীঠ দঙ্গ ॥

হে প্রভু, এই সংসারের যত যাতনা তাহা ভোগ করিবার যে কর্ত্তব্য তাহাই আমি করিতেছি, সে কর্ত্তব্য কি তাহা দেখাইতেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের মত এমন পবিত্র স্বামী ত্যাগ করিয়া তাহা হইতে আমি বিমুখ হইতেছি, উনি যাহা আমার উপকার করিয়াছেন তাহা দেখাইতেছেন।

গর্ভবাস দশ মাস পালি পিতু মাতু রূপ হিত
কীন্হোঁ।
জড়হি বিবেক সুশীল খলহি অপরাধিহি আদর
দীন্হোঁ ॥

যিনি মাতৃগর্ভে দশমাস প্রতিপালন করিয়াছেন, যে স্থানে পিতা মাতার কোন ক্ষমতা নাই, আর আমি যে অতি মূর্খ এমন মূর্খকেও জ্ঞান দিলেন।

কপট করোঁ অন্তর্যামিহি সোঁ অঘ ব্যাপকহি
দুরাবোঁ।
ঐসহু কুমতি কুসেবক পর রঘুপতি ন কিয়ৌ
মনবাবোঁ ॥

আমার যে কর্ত্তব্য অন্তর্য্যামী যে শ্রীরাম তাঁহার সঙ্গে কপট করিয়া নিজের যে পাপ তাহাকে লুকাইতেছি, মনে করি যে ঈশ্বর কিছুই জানেন না এমন যে কুবুদ্ধি ও কুসেবক তাহার প্রতিও আপনি অপ্রসন্ন হন নাই, সর্ব্বদা এই মনে করেন যে এ আমারই দাস।

উদর ভরোঁ কিঙ্কর কহায় বেচ্যৌ বিষয়ন হাথ হিয়ৌ হৈ।
মো সে বঞ্চক কোঁ কৃপাল ছল ছাঁড়কে ছোহ কিয়ৌ হৈ॥

হে নাথ, এই সংসারে আপনার দাস নামে প্রকাশ পাইয়া কেবল মাত্র নিজের উদর ভরণ পোষণ করিতেছি কিন্তু আমার মন সদা সর্ব্বদা বেশ্যাদের হাতে বিক্রয় করিয়াছি তথাচও শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর এমন দয়ালু স্বভাব যে আমার মত ঠগকেও নিজ ছল ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত কৃপা করিয়াছেন।

পল পল কে উপকার রাবরে জানি বুঝি সুনি নীকে।
ভিদ্যৌ ন কুলিশহু তেঁ কঠোর চিত কবহুঁ প্রেম সিয় পীকে॥

আপনার কৃত যে উপকার তাহা মনে বারংবার বুঝিয়াছি, আমার হৃদয় বজ্র হইতেও কঠিন, এমন যে রঘুনাথ তাঁহার চরণারবিন্দ ভজিবার জন্য কখনও ইচ্ছা হইল না

স্বামী কী সেবক হিততা সব কছু নিজ সাঁঈ দোহাঈ।
মেঁ মতি তুলা তোল দেখী ভঈ মেরিহি দিশ গরুআঈ॥

আর প্রভুর যে হিত তাহা সর্ব্বদা সেবকের প্রতি এক সমানই থাকে কিন্তু আমার মত সেবক সর্ব্বদা প্রভু হইতে বিমুখ থাকে। আমি মনরূপী যে তৌল তাহাতে ওজন করিয়া দেখিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে আমার মনই ভারী হইল।

এতহু পর হিত করত নাথ মেরৌ করি আয়ৌ
ঔর করি হেঁ।
তুলসী অপনী ওর জানিয়ত প্রভুহি কনৌড়ৌই
ভরি হেঁ॥

নাথ, আপনি এতদূর দোষ দেখিয়াও অদ্যাপিও আমার সর্ব্বদা হিত করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বেও করিয়াছেন। হে নাথ, তুলসীদাসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে, আপনি নিজের উদারতা বৃত্তি হইতে আমাকে পূর্ণ করিবেন।

॥ ১৭২ ॥

কবহুঁ কহা য়হ রহনি রহোঁগৌ।
শ্রীরঘুনাথ কৃপাল কৃপা তেঁ সঁত স্বভাব গহোঁগৌ॥

জীব প্রতি উপদেশ করিতেছেন যে, কখনও আমি শান্ত বৃত্তির দ্বারা কালক্ষেপন করিব আর শ্রীরঘুনাথের কৃপাতে সাধুর স্বভাব গ্রহণ করিব।

যথা লাভ সন্তোষ সদা কাহু সোঁ কছু ন চহোঁগৌ।
পর হিত নিরত নিরন্তর মন ক্রম বচন নেম
নিবহোঁগৌ॥

সাধুর স্বভাব জানাইতেছেন। যাহা কিছু লাভ হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব আর কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিব না এবং পরের হিত করিবার জন্য সদা তৎপর থাকিব। কায়মনোবাক্যে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

পরুষ বচন অতি দুসহ শ্রবণ সুন তেহি পাবক
ন দহোঁগো।
বিগত মান সম শীতল মন পর গুণ নহীঁ দোষ
কহোঁগো॥

আর যদি কোন পুরুষ আমাকে কটুবাক্য বলে তাহার সেই দুর্ব্বচনরূপী অগ্নিতে কদাচ দাহিত হইব না আর সর্ব্বদা মান ও স্তুতি মনে ধারণ করিব না এবং কাহারও গুণ ও অবগুণ কখনও মুখে আনিব না।

পরিহরি দেহ জনিত চিন্তা দুখ সুখ সম বুদ্ধি
সহোঁগো।
তুলসী দাস প্রভু য়হি পথ রহি অবিচল হরি
ভক্তি লহোঁগো॥

এই দেহ হইতে উৎপন্ন যে চিন্তা, দুঃখ ও সুখ ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সমবুদ্ধি স্থির চিত্ত ইহাই সুখ মনে করিয়া থাকিব ও তুলসীদাস বলিতেছেন যে, হে প্রভু, যদি এই পথে যাওয়া যায় তাহা হইলে কি আপনার যে অবিচল হরিভক্তি, তাহা প্রাপ্ত হইব? হে প্রভু, এমন দিন কবে হইবে যে আপনি আমার উপরে কৃপা করিবেন।

॥ ১৭৩ ॥

নাহিন আবত আন ভরোসো।
য়হ কলি কাল সকল সাধন তরু হৈ শ্রম ফলনি
করো সো॥

হে নাথ, আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও ভরসা করি না। এই যে কলিকাল এ সম্পূর্ণ সাধনার বৃক্ষ তাহাতে কেবলমাত্র পরিশ্রমই ফল।

তপ তীরথ উপবাস দান মখ জেহি জো রুচৈ
করো সো।
পাহি পৈ জানি বো কর্ম্ম ফল ভরি ভরি বেদ
পরোসো॥

তপ, তীর্থ, উপবাস, দান ও যজ্ঞ যাহা যাহার ভাল লাগে সে তাহাই করুক কিন্তু ঐ কর্ম্মের ফল যাহা বেদ বার বার বলিতেছে ঐ ফলের নিচু দিকে ছিদ্র।

আগম বিধি জপ যোগ করত নর সরত ন কাজ
খরোসো।
সুখ সপনেহুঁ ন যোগ সিধি সাধন রোগ বিয়োগ
ধরোসো॥

এই মনুষ্য আগম ও বেদের মার্গ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারে যে, এই কার্য্যের এই ফল। ইহা জানিয়াও এই করিতে কখনও সময় প্রাপ্ত হয় না যোগসিদ্ধি সাধনাতে স্বপনেও সুখ নাই কিন্তু রোগ আর বিয়োগ এই দুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ মিলি জ্ঞান বিরাগ
হরোসো।
বিগরত মন সন্ন্যাস লেত জল নাবত আম
ঘরোসো॥

যদি বলা যায় যে, রোগ আর বিয়োগ কি প্রকার প্রাপ্ত হয় তাহা বলিতেছি কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভ ইহারা সকলে মিলিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য নষ্ট করিয়া দেয় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবামাত্র মন শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় যেমন কাঁচা কলসে জল ঢালিলে কলস শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়।

বহু মত সুনি বহু পন্থ পুরাণনি জহাঁ তহাঁ
ঝগরোসো।
গুরু কহ্যৌ রাম ভজন নীকৌ মোহিঁ লাগ রাম
রাজ ডগরোসো॥

অনেক রকম মত শ্রবণ করিয়া আর অনেক পুরাণের মত শুনিয়া যেখানে সেখানে শুনা যায় যে বাদ বিবাদ হইতেছে। সেই জন্য শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞা হইল যে, শ্রীরঘুনাথের ভজনই সকলের শ্রেষ্ঠ, নামরূপী নগরের যে রাস্তা তাহা আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

তুলসী বিন পরতীতি প্রীতি ফিরি ফিরি পচ মরৈ
মরো সো।
রাম নাম বোহিত ভবসাগর চাহৈ তরন তরো সো॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, জীবের এতদূর শুনিয়া ও বুঝিয়াও যদি তাহাতে প্রীতি জন্মিল না তবে সে মরে ত মরুক আমার ত একমাত্র ভবসাগর তরিবার উপায় রামনাম জাহাজ করিয়াছি। এই অবলম্বন করিয়া যিনি ভবসাগর তরিবার ইচ্ছা করিবেন তিনি পার হইয়া যাইবেন।

॥ ১৭৪ ॥

জা কে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
সো ছাঁড়িয়ে কোটি বৈরী সম যদ্যপি পরম সনেহী॥

হে মন, যাহার রাম ও সীতা অতি প্রিয় না হয় তাহাকে কোটী শত্রুর সমান পরিত্যাগ করা উচিত। পরম স্নেহী যে মাতা ও পিতা সে যদি ঈশ্বরে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাকেও পরিত্যাগ করা উচিত।

তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ বন্ধু ভরত মহতারী।
বল গুরু তজ্যো কন্ত ব্রজ বনিতন্হি ভয় জগ
মঙ্গলকারী ॥

যদি বলা যায় যে মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহারা পরম পূজণীয় ইহা বেদে বলিতেছেন কিন্তু ঈশ্বরে বিমুখ হইলে কাহার সদ্গতি হইয়াছে? তাহার দৃষ্টান্ত করিয়া দেখাইতেছেন, পরমগুরু যে পিতা হিরণ্যকশিপু তাহাকে প্রহ্লাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে রাবণ তাহাকে বিভীষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর মাতা যে কৈকেয়ী তাহাকে ভরত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিরাজা গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন আর ব্রজাঙ্গনাগণ যে গোপী তাঁহারা স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জগতে মঙ্গলকারী হইলেন।

নাতে নেহ রাম কে মনিয়ত সুহৃদ সুসেব্য
জহাঁ লো।
অঞ্জন কহা আঁখি জেহ ফুটে বহুতো কহোঁ
কহাঁ লো ॥

আর জগতের মধ্যে যত স্নেহ ও সম্বন্ধ সে সব ঈশ্বরের সঙ্গেই করা উচিত কারণ নয়নে যে অঞ্জন দেওয়া যায় তাহা দৃষ্টির জ্যোতি বৃদ্ধি করিবার জন্য, যাহাতে চক্ষু নষ্ট হয় তাহাকে কি অঞ্জন বলা যায়?

তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত পূজ্য প্রাণ
তেঁ প্যারো।
জা সোঁ হোয় সনেহ রাম পদ এতো মতো হমারো॥

শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন, আমার একমাত্র চিত্তে দৃঢ়তা জন্মিয়াছে যে, যাহার সৎসঙ্গের দ্বারা শ্রীরঘুনাথের চরণে প্রীতি হয় সেই আমার পরম পূজ্য ও পরম হিতকারী। এই তুলসীদাসের মত।

॥ ১৭৫ ॥

জো পৈ রহনি রাম সোঁ নাহীঁ।
তৌ নর খর কুকর শূকর সে জায় জিয়ত জগ
মাহীঁ॥

যাহার শ্রীরামচন্দ্রের উপরে রতি মতি হইল না, সেই মনুষ্য গাধা, কুকুর এবং শূকর সমান হইয়া সংসারে বৃথা জীবিত থাকে।

কাম ক্রোধ মদ লোভ নীন্দ ভয় ভুখ প্যাস
সবহী কে।
মনুজ দেহ সুর সাধু সরাহত সো সনেহ সিয়
পী কে॥

যেমন ইহাদের শরীরে কাম, ক্রোধ ও লোভাদি বর্ত্তমান আছে সেইরূপ হরিভক্তিহীন মনুষ্য তাহাতেও আছে আর এই মানব শরীরকে দেবতাগণ ও সাধুগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন কেবলমাত্র শ্রীরামের প্রেমের সম্বন্ধের জন্য।

সূর সুজান সপুত সুলক্ষণ গণিয়ত গুণ গরুআঈ।
বিন হরি ভজন ইন্দারুণ কে ফল তজত নহীঁ
করুআঈ ॥

বীরতা, চতুরতা, সুপুত্র আর শুভলক্ষণ এই যতপ্রকার গুণ দেখা যায় হরিভজন না করিলে সে সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ইন্দ্র-লোকের যে ফল তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় না হইলে অতিশয় কটু হইয়া যায়।

কীরতি কুল করতুতি ভূতি ভলি শীল স্বরূপ
সলোনে।
তুলসী প্রভু অনুরাগ রহিত যশ সালল সাগ
অলোনে ॥

কুলের কীর্ত্তি, নিজের কর্ত্তব্য এবং শীলতা ও স্বরূপ এ জগতে এই সমস্ত সংসারের গুণ। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, যেমন লবণ ব্যতীত কোন ব্যঞ্জনাদি ভাল লাগে না, সেইরূপ প্রভু অনুরাগরহিত এই সকল গুণের কিছুই ভাল লাগে না।

॥ ১৭৬

রাখ্যো রাম সুস্বামী সোঁ নীচ নেহ ন নাতো।
ঐতে অনাদর হোত হু তেঁ ন হাতো ॥

রে নীচ মন, শ্রীরামের মত এমন স্বামী পাইয়া উঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে পারিলে না, আর যে সংসারের মিথ্যা সম্বন্ধ তাহা করিতে করিতেও তোমার তৃপ্তি হইল না।

জোরে নয়ে নাতে নেহ ফোকট ফীকে।
দেহ কে দাহক গাহক জী কে ॥

আর যত যত সম্বন্ধ সে সব সারহীন, সেই যে সম্বন্ধ সে কেবলমাত্র গাত্র দাহ করিবার জন্য ও প্রাণ শেষ করিবার জন্য উপস্থিত আছে।

অপনে আপনে কৌ সব চাহত নীকৌ।
মুল দুহুঁ কৌ দয়াল দুলহ সী কৌ ॥

নিজের নিজের যে ভাল তাহা সকলকেই ভাল লাগে, উভয়ের যে মূল ঈশ্বর সীতাপতি তাহাকে ভুলিয়া রহিয়াছ!

জীব কে জীবন প্রাণ কে প্যারে।
সুখ হু কৌ সুখ রাম সো বিসারে ॥

এই জীবের জীবন ও প্রাণের প্রিয় এবং সুখের সুখী যে শ্রীরাম তাঁহাকেও বিসর্জ্জন করিয়াছ।

কিয়ো করৈগো তো সে খল কো ভলো।
ঐসে সুসাহব সোঁ তুঁ কুচাল ক্যোঁ চলো ॥

রে মন, তোমার মত খলের তিনি সদাসর্ব্বদা ভাল করিয়াছেন ও করিবেন, এমন উত্তম স্বামী পাইয়া তথাপিও কুপথে কেন চলিতেছ!

তুলসী তেরী ভলাঈ অজহুঁ বূঝেঁ।
রাড়উ রাউত হোত ফির কেঁ জুঝেঁ ॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, তোর ভদ্রতা এখনও বুঝা যায়, যে অনেকবার যুদ্ধ হইতে পরাজয় পাইয়া পুনরায় যুদ্ধে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারও সৎগতি হইয়া থাকে।

॥ ১৭৭ ॥

জো তুম ত্যাগো রাম হোঁ তৌ নহিঁ ত্যাগোঁ।
পরিহরি পায় কাহি অনুরাগোঁ ॥

হে নাথ শ্রীরামজী, যদিও আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপিও আমি আপনাকে ছাড়িব না।

সুখদ সুপ্রভু তুমসো জগ মাহীঁ।
শ্রবণ নয়ন মন গোচর নাহীঁ ॥

হে নাথ, আপনার মত সুখের দাতা ও আপনার মত প্রভু এ জগতের মধ্যে কাণেও শুনি নাই, নয়নেও দেখি নাই এবং মনের গোচরও হয় নাই।

হোঁ জড় জীব ঈশ রঘুরায়া।
তুম মায়া পতি হোঁ বশ মায়া ॥

হে প্রভু, আমি যে জড় জীব সে কেবল মায়ার অধীন আর আপনি মায়ার পতি।

হোঁ তৌ কুযাচক স্বামী সুদাতা।
হোঁ কপূত তুমহীঁ পিতু মাতা ॥

হে নাথ, আমি অতি ক্ষুদ্র যাচক আপনি সম্পূর্ণ দাতা, আমি অতি কুপুত্র আপনি আমার পিতামাতা।

জো পৈ কহুঁ কো বুঝত বাতো।
তৌ তুলসী বিনু মোল বিকাতো ॥

হে নাথ, যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তুলসী বিনামূল্যেই বিক্রয় হইয়া যাইত এ পর্য্যন্ত এমনই থাকিত না, আপনার মত জগতে আর কে আছে।

ভয়ে হুঁ উদাস রাম মেরে আস রাবরী।
আরত স্বারথী সব কহেঁ বাত বাবরী॥

হে নাথ, আমি যদিও একবারেই নিরাশ হইয়াছি তথাপিও আপনার আশা ছাড়ি নাই। যেজন দুঃখী ও নিজ স্বার্থী তাহারা পাগলের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

॥ ১৭৮ ॥

জীবন কৌ দানী ঘন কহা তাহি চাহিয়ে।
প্রেম নেম কে নিবাহে চাতক সরাহিয়ে॥

চাতকের সঙ্গে মেঘের কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় নাই, তাহার সবাহনা ও কীর্ত্তি সদাসর্ব্বদা থাকে।

মীন তেঁ ন লাভ লেশ পানী পুণ্য পীন কৌ।
জল বিন থল কহাঁ মীচ বিনু মীন কোঁ॥

মাছ হইতে জলের কোনই লাভ হয় না, পুণ্যবান যে বড় মৎস্য তাহার জলেতে কখন মৃত্যু হয় না, জলের বাহিরে গেলেই মৃত্যু হয়।

বড়ে হী কী ওট বলি বাঁচ আয়ে ছোটে হেঁ।
চলত খরে কে সঙ্গ জহাঁ তহাঁ খোটে হেঁ॥

বড় জনের সাহায্য লইয়া ছোট বাঁচিয়া থাকে, যে প্রকার ভাল টাকার সঙ্গে মন্দ টাকাও দুই একটা চলিয়া যায়।

য়হ দরবার ভলো দাহিনে হু বাম কো।
মো কোঁ শুভ দায়ক ভরোসো রাম নাম কো॥

এই দরবারেতে সদাসর্ব্বদা সকলেরই ভাল হইয়া থাকে আর আমার ত আপনার মত আর কেহই শুভদাতা নাই।

কহত নশানী হৈ্ব হৈ কিয়ে নাথ নীকী।
জানত কৃপা নিধান তুলসী কে জীকী॥

দেখিবামাত্র আমার যে কাজ তাহা নষ্ট হইয়াছে কিন্তু মনে ভালই দেখিতেছি। হে নাথ, তুলসীদাসের যে অন্তরের কথা তাহা আপনি সকলই জানেন।

॥ ১৭৯ ॥

কহাঁ জাউঁ কাসোঁ কহোঁ কো সুনৈ দীন কী।
ত্রিভুবন তুহীঁ গন্তি সব অঙ্গ হীন কী॥

হে প্রভু, আমি কোথায় যাই আমার মনের কথা কাহার কাছে বলি আর এ দীনের কথা কে শ্রবণ করে, ত্রিভুবনের মাঝে অগতির গতি কেবলমাত্র আপনি।

জগ জগদীশ ঘর ঘরনি ঘনেরে হেঁ।
নিরাধার কো অধার গুণ গণ তেরে হেঁ॥

এই জগতের অধিপতি অনেকেই দেখা যায়, কিন্তু অবলম্বন-রহিত যে জীব তাহার উদ্ধার করিবার জন্য একমাত্র আপনাকেই দেখিতেছি।

গজরাজ কাজ খগরাজ তজি ধায়ো কো।
মোসে দোষ কোষ পোসে তো সে মায়
জায়ো কো॥

হে প্রভু! গজরাজের জন্য গরুড় পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছিলেন, আর আমার মত দেশের খাজনা কে জমা করিয়াছে, আমার মত দোষীকে উদ্ধার করিবার জন্য কাহাকেও দেখিতেছি না।

মোসে কুর কায়র কপুত কৌড়ী আধ কে।
কিয়ে বহু মোল তেঁ করৈয়া গীধ শ্রাধ কে॥

হে নাথ, আমার মত ক্রুর ও কুপুত্র এ অৰ্দ্ধকড়ি কাজের নয়। হে প্রভু, আপনি যে গৃধ্র পক্ষী তাহার শ্রাদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার দিলেন, হে নাথ, আমি সেই ভরসাতে আছি।

তুলসী কি তেরে হী বনায়ে বলি বনেগী।
প্রভু কী বিলম্ব অম্ব দোষ দুখ জনৈগী॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, হে প্রভু! আপনার বলিহারী, এখন যদি আমার প্রতি বিলম্ব করেন তাহা হইলে দোষরূপী মাতা দুঃখ-রূপী পুত্র উৎপন্ন করিবেন।

১৮০ ॥

বারক বিলোকী বলি কীজেঁ মোহিঁ আপনো
রায় দশরথ কে তু উত্থপন থাপনোঁ॥

একবার দয়াদৃষ্ট করিয়া আপনি আমাকে নিজের একজন গণনা করুন। হে দশরথ মহারাজার পুত্র, আপনি এমন দয়াল যে, যে আপনার নিকট হইতে পলায়ন করে, পুনরায় তাহাকে আপনার বলিয়া টানিয়া আনেন।

সাহিব শরণ পাল সবল ন দূসরো।
তেরো নাম লেত হী সুখেত হোত উসরো॥

হে নাথ! আপনার মত শরণাগত প্রতিপালক ও সকল হইতে বলবান এসংসারে আর কেহই নাই। হে নাথ, আপনার নাম লইবামাত্র যে ভূমিতে তৃণ উৎপন্ন হয় না, সেই ভূমিতে মুক্তা উৎপন্ন হইতে পারে।

বচন কর্ম্ম তেরে মেরে মন গড়ে হেঁ।
দেখে সুনে জানে মেঁ জহান জেতে বড়ে হেঁ॥

হে নাথ! আপনার যে মুখের বচন ও আপনার যে কর্ম্ম তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা আছে। এ সংসারেতে যত ঐশ্বর্য্যবান ও বলবান আছে তাহা আমি দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

কৌনে কিয়ৌ সমাধান সনমান শিলা কৌ।
ভৃগু নাথ সো ঋষি জিতৈয়া কৌন লীলা কৌ॥

হে নাথ! যদি বলা যায় আপনি কোন কোন ব্যক্তির সম্মান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অহল্যা যে পাষান তাহাকে আপনি চরণস্পর্শ করাইয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আর ভৃগু যে পরশুরাম তাহাকে আপনি লীলা ও কৌতুকের দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন।

মাতু পিতু বন্ধু হিত লোক বেদ পাল কো।
বোল কো অচল নত করত নিহাল কো॥

হে নাথ! আপনি মাতা, পিতা ও বন্ধু তাহাদের হিতের জন্য ও বেদের মর্য্যাদা পালন করিবার জন্য আপনার মত এ সংসারে আর কেহই নাই।

সংগ্রহী সনেহ বশ অধম অসাধু কো।
গীধ শবরী কৌ কহৌ করি হৈ শরাধ কো॥

হে নাথ! অধম ও অসাধু ইহাদের সঙ্গে স্নেহ কে করে, তাহার সাক্ষী গৃধ্র, পক্ষীরাজ ও সবরী ইহার শ্রাদ্ধ কে করিবে।

নিরাধার কো অধার দীন কে দয়ালু কো।
মীত কপি কেবট রজনিচর ভালু কো॥

নিরাধারের আধার ও দীনের উপরে দয়া আপনি ব্যতিরেকে আর কে করিবে। ভাহা দেখাইতেছেন যে, বানর, ভল্লুক, রাক্ষস ও কৈবর্ত্ত ইহাদের সঙ্গে বন্ধুতা কে করিবে।

রঙ্ক নিরগুণী নীচ জিতনে নিবাজে হেঁ।
মহারাজ সুজন সমাজ তে বিরাজে হেঁ॥

হে নাথ! এ সংসারে যত দরিদ্র, গুণহীন ও নীচ তাহার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহারা সাধুগণের সমাজে পরিগণিত হইয়াছেন।

সাঁচী বিরদাবলী ন বঢ়ি কহি গই হৈ।
শীলসিন্ধু ঢীল তুলসী কী বার ভই হৈ॥

হে নাথ! এই যে আপনার যশ ও কীর্ত্তি এ চারি যুগেই ঘোষণা আছে। আমি যে বেশী করিয়া বলিতেছি তাহা নয়। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, আমার উপরে যে দয়া প্রকাশ হইল না কেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

॥ ১৮১ ॥

কেহূ ভাঁতি কৃপাসিন্ধু মেরো ওর হেরিয়ে।
মো কোঁ ঔর ঠৌর ন সুটেক এক তেরিয়ে॥

হে নাথ! যে কোন প্রকারেই হোক্ না কেন এবার দয়াদৃষ্টি করিয়া আমার উপরে কৃপা করুন। হে নাথ, আর আমার কোথাও ঠিকানা নাই কেবলমাত্র আপনারই শ্রীচরণের ভরসা।

সহস শিলা তেঁ অতি মতি জড় ভই হৈ।
কা সোঁ কহোঁ কৌনে গতি পাহনহিঁ দই হৈ॥

হে নাথ! সহস্র সহস্র শিলা হইতেও আমার বুদ্ধি অতিশয় জড়। যদি বল পাথরকে কে উদ্ধার করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আপনি অহল্যা পাষানকে উদ্ধার করিয়াছেন।

পদ রাগ যাগ চহোঁ কৌশিক জ্যোঁ কিয়ৌ হৈ।
কলি মল খল দেখ ভারী ভীতি ভয়ৌ হৈ॥

হে নাথ! আমি কেবলমাত্র যাহাতে আপনার শ্রীচরণকমলে প্রীতি হয় সেই যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যে প্রকার কৌশিক মুনি শ্রীচরণ প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন কিন্তু এই কলি যে পাষণ্ড ইহাকে দেখিয়া ভয়ে ভীত হইতেছি।

কর্ম্ম কপীশ বালি বলী ত্রাস ত্রস্যৌ হোঁ।
চাহত অনাথ নাথ তেরী বাঁহ বস্যৌ হোঁ॥

হে নাথ! আমি যে সুগ্রীব মহা বলবান কর্ম্মরূপী যে বালি তাহার দুঃখ হইতে অতি দুঃখিত আছি। হে প্রভু, আপনি অনাথের নাথ, আমি কেবল আপনারই শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। হে নাথ, বিশ্বামিত্র মুনি যখন যজ্ঞ করিতেন তখন মারীচ আদি তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিত, সেইরূপ কাম ক্রোধাদি মিলিয়া আমাকে নষ্ট করিতেছে।

মহামোহ রাবণ বিভীষণ জোঁ হয়ৌ হৈ।
ত্রাহি তুলসীদাস ত্রাহি তিহুঁ তাপ তপৌ হৈ॥

তাহার দৃষ্টান্ত মোহরূপী যে রাবণ আর বিভীষণের মত আমি সেইরূপ শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, ত্রিতাপ জ্বালাতে আমি জ্বলিতেছি তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন।

॥ ১৮২ ॥

নাথ গুণ গাথ সুনি হোত চিত চাউ সো।
রাম রীঝিবে কোঁ জানোঁ ভক্তি ন ভাব সো॥

হে নাথ! আপনার গুণসমূহ শুনিয়া আমার মনে অতিশয় আনন্দ হইতেছে, কিন্তু হে নাথ, আপনাকে প্রণাম করিবার জন্য যে ভক্তি ও ভাব তাহা কিছুই জানি না।

কর্ম্ম সুভাব কাল ঠাকুর ন ঠাঁউ সো।
সুধন ন সুত ন সুমন ন সুয়াউ সো॥

হে নাথ! কর্ম্ম, স্বভাব ও সময় আর স্বামী এই সব পাওয়া কঠিন না উত্তম ধন আর না সুপুত্র না পবিত্র মন আর নহে সে রকম আয়ু কি প্রকারে আপনার সাধন করা যায়।

যাঁচৌ জল জাহি কহেঁ অমিয় পিয়াউ সো।
কা সোঁ কহোঁ কাহু সোঁ ন বঢ়ত হিয়াউ সো॥

হে নাথ! যাঁহার নিকট যাইয়া জল প্রার্থনা করি তিনিই বলেন যে, তুমিই আমাকে অমৃত পান করাইয়া দাও। বলুন, আমি কাহাকে বলি, আমি কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে উৎসাহ পাইতেছি না।

বাপ বলি জাউঁ আপ করিয়ে উপাউ সো।
তেরে হী নিহারেঁ পরে হারে হুঁ সুদাউ সো ॥

হে প্রভু ! আপনাকে বলিহারী যাইতেছি, আপনি আমার জন্য কিছু উপায় করুন। আপনার শুভদৃষ্ট হইলে সমস্ত কার্য্যই শুভ হইবে, হারা বাজী জিতিয়া যাইতে পারি।

তেরে হী সুঝায়েঁ সুঝে অসুঝ সুঝাউ সো।
তেরে হী বুঝায়ে বুঝে অবুঝ বুঝাউ সো ॥

হে নাথ ! আপনার শুভদৃষ্ট হইলে যাহা না দেখিবার জিনিষ তাহাও দেখা যাইতে পারে, যাহা না বুঝিবার যোগ্য তাহাও আপনি বুঝাইতে পারেন অর্থাৎ অবুঝ যে সংসারাগ্নি সেই অগ্নি নিভাইবার জন্য আপনাকে জল ও শান্তরূপ বর্ণন করা যাইতেছে।

নাম অবলম্ব অম্বু দীন মীন রাউ সো।
প্রভু সোঁ বনাই কহোঁ জীদ জাউ সো ॥

হে নাথ ! আপনার নামরূপী জলের আশ্রয় করিয়া আমার মনরূপী বড় মৎস্য আছে, বড় মৎস্য বলার কারণ এই যে, ছোট মৎস্য জল হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ বাঁচিতে পারে আর বড় মৎস্য শীঘ্রই মরিয়া যায় সেই জন্য বড় মাছের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার জিহ্বা পতিত হইয়া যাইবে।

সব ভাঁতি বিগরী হৈ এক সুবনাউ সো।
তুলসী সুসাহি হি দিয়ৌ হৈং জনাউ সো ॥

হে শ্রীরাম ! আপনি প্রীতির রীতি সকলই জানেন আর আমার যে কর্ত্তব্য তাহা সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, আমার পরম ইষ্টদেব তাঁহাকে সমস্ত কথা জ্ঞাত করাইয়াছি, তিনি আমার সদা ভালই করিবেন।

॥ ১৮৩ ॥

রাম প্রীতি কী রীতি আপ জনিয়ত হেঁ।
বড়ে কী বড়াই ছোটে কী ছুটাই দুরি করৈ
ঐসে বিরদাবলী বলি বেদ মনিয়ত হেঁ॥

হে শ্রীরামজী ! আপনি পিরীতির রীতি সকলই জানেন, আপনি বড়র যে অহঙ্কার তাহা নষ্ট করিয়া থাকেন, আর ছোটর যে দীনতা তাহাও নষ্ট করিয়া থাকেন, এই যে আপনার কীর্ত্তি তাহা সকল বেদই মানিয়া থাকেন।

গীধ কৌ কিয়ৌ শরাধ ভীলনী কৌ খায়ৌ ফল
সোউ সাধু সভা ভলী ভাঁতি ভনিয়ত হেঁ।
রাবরে আদরে লোক বেদ হুঁ আদরিয়ত
যোগ জ্ঞান হু তেঁ গরু গনিয়ত হেঁ॥

হে নাথ ! আপনি গৃধ্ররাজ যে জটায়ু তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন আর শবরীর ফল খাইয়াছেন। সাধুগণের সমাজে নিজেই প্রশংসা বর্ণন করিয়াছেন। আপনার আদর করিলে লোকেতে ও বেদেতে সৎকার পাওয়া যায়, যোগজ্ঞান হইতেও উত্তমগতি বলা যায়।

প্রভু কী কৃপা কৃপাল কঠিন কলি হু
কাল মহিমা সমঝ ঔর অনিয়ত হেঁ।
তুলসী পরায়ে বশ ভয়ে রস অনরস
দীন বন্ধু দ্বারে হঠ ঠনিয়ত হেঁ॥

হে প্রভু ! আপনাকে যে দয়ালু বর্ণন করা হইয়াছে ঐ কৃপা কলিকালে পাওয়া অতি কঠিন তথাপি আপনার মহিমা এই কঠিন কলিতেও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, পরবশ হইয়া রসের অনরস হইয়াছি। হে দীনবন্ধো, আমি আপনার দ্বারে পড়িয়া হট করিয়াছি যে আমি আপনার হইয়া যাই।

॥ ১৮৪ ॥

রাম নাম কে জপেঁ জায় জিয়কী জরনি।
কলিকাল অপর উপায় তেঁ অপায় ভয়ে
জৈসে তম নাশিবে কোঁ চিত্র কে তরনি॥

হে মন, শ্রীরামনাম নিরন্তর জপ করিলে হৃদয়ের ত্রিতাপ জ্বালা দূর হয়, কলিকালেতে কেবল নাম ব্যতিরেকে আর অন্য উপায় নাই, কারণ এই কলিতে যাগ-যজ্ঞ জপ-তপ সমস্তই নষ্ট হইয়াছে, যেমন অন্ধকার দূর করিবার জন্য চিত্রাঙ্কিত সূর্য্য ব্যর্থ বলা যায়।

করম কলাপ পরিতাপ পাপ সানে সব
জেঁ্যা সুফুল ফুলৈ তরু ফোকট ফরনি।
দম্ভ লোভ লালচ উপাসনা বিনাস নীকে
সুগতি সাধন ভই উদর ভরনি॥

সম্পূর্ণরূপা যে কর্ম্ম সে সকল কলহযুক্ত ও পাপগ্রস্ত হইয়াছে, যেমন বৃক্ষমধ্যে পুষ্প ত বর্ত্তমান উত্তম দেখা যায় কিন্তু ফল দেখা যায় না, দেখাইবার জন্য ভাল কিন্তু লোভ ও লালসা সেই উপাসনাকে ভালরূপে বিনাশ করিয়াছে, উত্তমগতির সাধনা যে সম্পূর্ণ উদর ভরিবার জন্য হইয়াছে।

যোগ ন সমাধি নিরূপাধি ন বিরাগ জ্ঞান
বচন বিশেষ বেশ কবহুঁ ন করনি।
কপট কুপথ কোটি কহনি রহনি খোটী
সকল সরাহেঁ নিজ নিজ আচরনি॥

এই কলিকালে যোগ, সমাধি ও বৈরাগ্য এই সকলেই বিঘ্ন আছে, কেবল কথামাত্রেতে জ্ঞান দেখা যায় অর্থাৎ সাধুর বেশ মাত্র দেখা যায় কর্ম্ম কিছু দেখা যায় না। আর কপটের যে পথ তাহাকে কোটী প্রকার বর্ণন করিতেছি কিন্তু আমার স্বভাব যে অতিশয় খারাপ নিজমুখে নিজের সবাহুল্য করিতেছি।

মরত মহেশ উপদেশ হেঁ কহা করত
স্বর সরি তীর কাশী ধরম ধরনি।
রাম নাম কৌ প্রতাপ হর কহেঁ জপেঁ আপ
যুগ যুগ জানে জগ বেদহুঁ বরনি॥

যদ্যপি গঙ্গায় আমার নিবাসস্থান আর পুণ্যভূমি যে কাশী এমন ভূমি কিন্তু মরিবার সময় কি মহাদেব উপদেশ দিতে আসিবেন। শ্রীরাম-নামের মহিমা নিজে শঙ্কর মহাদেব বর্ণন করিতেছেন এবং দিবানিশি জপ করিতেছেন। যুগে যুগে নাম বিদিত হইতেছে ও বেদও বর্ণন করিতেছে।

মতি রামনাম হী সোঁ রতি রামনাম হী সোঁ
গতি রামনাম হী কী বিপতি হরনি।
রামনাম সোঁ প্রতীতি প্রীতি রাখৈ কবহুঁ
কৈ তুলসী ঢরেঙ্গে রাম আপনী ঢরনি॥

শ্রীরামনামের উপরেই দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াছি আর রামনাম হইতেই আমার গতি এবং শ্রীরাম নামেতেই আমার বিপত্তি নষ্ট হইবে। শ্রীতুলসীদাস মহারাজ বলিতেছেন, যদি তুমি শ্রীরাম নামের উপরে বিশ্বাস রাখ তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র তোমার উপরে অবশ্যই কৃপা করিবেন।

॥ ১৮৫ ॥

লাজ ন লাগত দাস কহাবত।
সো আচরণ বিসারি শোচ তজি জো হরি তুম
কহুঁ ভাবত ॥

হে মন, তুমি আপনি দাস পদবীতে খ্যাত হইতেছ তাহাতে কি তোমার কিছু লজ্জাবোধ হয় না? হে নাথ, যে আচরণে আপনাকে সন্তোষ করা যায়, সে আচরণ আমি কখনই করি নাই।

সকল সঙ্গ তজি ভজত যাহি মুনি জপ তপ
যাগ বনাবত।
মো সম মন্দ মহাখল পাঁবর কৌন যতন
তেহি পাবত ॥

সকল কর্ম্ম ও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যে হরিকে যাগ, যজ্ঞ, জপ ও তপের দ্বারা মুনিগণ দিবানিশি আরাধনা করিতেছেন, সেই হরিকে আমি যে মহাখল, দুষ্টমতি ও অধম পামর বল কি প্রকারে ও কোনমতে পাইতে পারি।

হরি নির্ম্মল মল গ্রসিত হৃদয় অসমঞ্জস মোহি
জনাবত।
জেহি সর কাক কঙ্ক বক শূকর ক্যোঁ মরাল
তহুঁ আবত ॥

হে হরি! আপনি ত সদা নির্ম্মল, আর আমার হৃদয় অতিশয় মলিন। সেই জন্যই আমি চিন্তাগ্রস্ত হইতেছি। যে সরোবরের মধ্যে কাক, গৃধ্র ও শূকর সদাসর্ব্বদা বাস করে সেই সরোবরে হংস কি প্রকারে আসিতে পারে।

জা কী শরণ্ জাই কোবিদ দারুণ ত্রৈতাপ বুঝাবত।
তহুঁ গয়ে মদ মোহ লোভ অতি সরগহুঁ মিটত
নসাবত॥

যাঁহার শরণাগত হইয়া পণ্ডিতগণ ও সাধুগণ ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিয়া থাকেন তত্মাপি কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভ ইহা স্বর্গেতে গেলেও মিটে না।

ভব সরিতা কহ নাব সন্ত য়হ কহি ঔরনি
সমুঝাবত।
হোঁ তিহ্ন সোঁ হরি পরম বৈর করি তুম সো
ভলো মনাবত॥

যেরূপ সমুদ্রেতে নৌকা না হইলে পার হওয়া যায় না, সেইরূপ সাধুগণের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এই ভবসমুদ্র পার হওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু হে নাথ, আমি সেই সাধুগণের সহিত বৈরতা করিয়া আপনার শ্রীচরণ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিতেছি।

নাহিন ঔর ঠৌর মো কহঁ তা তেঁ হঠ নাতৌ
লাবত।
রাখু শরণ উদার চুড়ামণি তুলসীদাস গুণ গাবত॥

হে নাথ! আর আমার কোথাও স্থান নাই, সেই জন্য হঠ করিয়া আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ করিতেছি। হে উদারের চূড়ামণি, আমাকে নিজের শরণাগত রাখুন, শ্রীতুলসীদাস আপনার গুণানুবাদ সদা গান করিতেছে।

॥ ১৮৬ ॥

কৌন যতন বিনতী করিয়ে।
নিজ আচরণ বিচারি হারি হিয় মানি জানি ডরিয়ে॥

হে নাথ! আপনার বিনয় আমি কোন উপায় দ্বারা করি, নিজের আচরণ মনে ভাবিয়া হার মানিয়া ভয় খাইয়াছি।

জেহি সাধন হরি দ্রবহু জানি জন সো হঠি পরিহরিয়ে।
জা তেঁ বিপতি জাল নিশি দিন দুখ তেহি পথ অনুসরিয়ে॥

হে হরি! যে সাধনার দ্বারা আপনি নিজ দাস বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, সেই সাধন আমি হঠ করিয়া ত্যাগ করিয়াছি। যে সাধনের দ্বারা দিবানিশি বিপত্তির ঘটনা হইতেছে সেই পথে আবার আমি চলিতেছি।

জানত হুঁ মন কর্ম্ম বচন পরহিত কীন্হে তরিয়ে।
সো বিপরীত দেখি পর সুখ বিন কারণ হী জরিয়ে।

হে নাথ! আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, পরের উপকার করিলে নিশ্চয়ই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় কিন্তু তাহার বিপরীত আমার কার্য্য যে পরের সুখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে সদাসর্ব্বদা দাহ হইয়া থাকে।

শ্রুতি পুরাণ সব কৌ মত য়হ সৎসঙ্গ সুদৃঢ় ধরিয়ে।
নিজ অভিমান মোহ ঈর্ষা বশ তিন্হ হিন আদরিয়ে॥

বেদ, শ্রুতি ও পুরাণ সকলেরই এই মত যে সাধুসঙ্গ দৃঢ় করিয়া ধরা কর্ত্তব্য কিন্তু আমি নিজ অভিমান, মোহ ও ঈর্ষার বশীভূত হইয়া সেই সাধুগণের অনাদর করিয়াছি।

সন্তত সোই প্রিয় মোহিঁ সদা জা তেঁ ভব নিধি
পরিয়ে।
কহো অব নাথ কবন বল তেঁ সংসার শোক হরিয়ে॥

হে নাথ! আমাকে সেই বড় ভাল লাগে যাহাতে আমি ভবসমুদ্রে পড়িয়া থাকি। হে নাথ, আপনি বলুন দেখি আমি কাহার বলেতে এই সংসারের শোক দূর করি।

জব কব নিজ করুণা সুভাব তেঁ দ্রবহু তৌ
নিস্তরিয়ে।
তুলসী দাস বিশ্বাস আন নহিঁ কত পচি পচি
মরিয়ে॥

হে নাথ! যদি আপনি কখনও দয়াদৃষ্টি করেন তাহা হইলেই নিস্তার হইতে পারি। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, হে নাথ, আর আমার কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বৃথা অন্য দেবতার সাধন করিয়া কেন পচিয়া মরি।

॥ ১৮৭ ॥

তাহি তেঁ আয়ো শরণ সবেরে।
জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সাধন কছু সপনেহু নাথ
ন মেরে॥

হে নাথ! সেই জন্য আমি আপনার শীঘ্রই শরণাগত হইয়াছি। হে প্রভু, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও সাধন এ সকল আমি স্বপ্নেতেও জানি না।

লোভ মোহ মদ ক্রোধ বোধ রিপু ফিরত রৈন
দিন ঘেরে।
তিন্হহিঁ মিলে মন ভয়ো কুপথ রত ফিরৈ
তিহারিহি ফেরে॥

হে নাথ! লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ এই যে ছয় রিপু ইহারা আমাকে দিবানিশি বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, এই সকলের সঙ্গে যোগ হওয়াতে আমার মন কুপথগামী হইয়া যাইতেছে, সে কেবল আপনি ফিরাইলেই ফিরিবে।

দোষনিলয় য়হ বিষয় শোকপ্রদ কহত সন্ত
শ্রুতি টেরে।
জানত হুঁ অনুরাগ তহাঁ অতি সো হরি তুম্হারে
হি প্রেরে॥

হে নাথ! এই অবগুণের ঘর বিষয় সে শোক এবং চিন্তা এ কেবল দুঃখের দাতা এই প্রকার বেদ ফুকারিয়া বলিতেছেন, তাহা জানিয়াও বিষয়েতে অনুরাগ আছে সে আপনার প্রেরণ করা।

বিষ পিয়ুষ সম করহু অগ্নি হিম তারি সকহু
বিনু বেরে।
তুম সম ঈশ কৃপালু পরম হিত পুনি ন পাই
হো হেরে॥

হে নাথ! আপনি বিষকে অমৃত করিয়া দিতে পারেন, আর অগ্নিকে অতিশয় শীতল করিতে পারেন, হে নাথ, আপনার মত কৃপালু ও পরম হিতকারী স্বামী আমি খুঁজিলেও পাইব না।

য়হি জিয় জানি রহোঁ সব তজি রঘুবীর
ভরোসে তেরে।
তুলসীদাস য়হ বিপতি বাগুরৌ তুম সোঁ বনিহি
নিবেরে॥

এই প্রকার মনেতে জানিয়া হে রঘুনাথ, সকলকে ছাড়িয়া কেবল আপনারই ভরসা করিয়াছি। শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, হে নাথ, এই বিপত্তির ফাঁসি আপনি ছাড়াইলেই ছাড়িবে।

॥ ১৮৮ ॥

মেঁ তু অব জান্যৌ সংসার।
বান্ধি ন সকহি মোহি হরি কে বল প্রগট কপট
আগার॥

হে সংসার, আমি তোমাকে ভালরূপেই জানিয়াছি কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপাবলেতে তুমি আমাকে বাঁধিতে পার না কারণ তুমি কপটের স্থান।

দেখত হী কমনীয় কছু নাহিন পুনি পুনি কিয়ে
বিচার।
জ্যোঁ কদলী তরু মধ্য নিহারত কবহুঁ ন নিসরত সার।

এই সংসার দেখিতে অতি সুন্দর, বিচার করিয়া দেখিলে কিছুই নয়। বিচার করিলে জানা যায়, কদলী গাছে যেমন পাতা ফুল সকলই দেখা যায় কিন্তু সাররূপী যে বস্তু তাহা কিছুই দেখা যায় না।

তেরে লিয়ে জন্ম অনেক মেঁ ফিরত ন পায়োঁ পার।
মহা মোহ মৃগ জল সরিতা মহঁ বোরৌ বারহিঁ
বার ॥

হে সংসার, তোমার জন্য আমি অনেক জন্ম ফিরিয়াছি কিন্তু তোমার পার পাইলাম না। যেমন মহা মোহ ও অজ্ঞানরূপ মৃগতৃষ্ণার জলের যে নদী তাহাতে বার বার আমাকে ডুব দেওয়াইয়াছে।

সুনু খল ছল বল কোটি কিয়ে বশ হোঁহি ন
ভক্ত উদার।
সহিত সহায় তহাঁ বশ অব জেহি হৃদয় ন
নন্দকুমার ॥

হে খল, তুমি শুন যে কোটী ছল ও বল করিতে গেলেও 'উদার ভক্ত যে পুরুষ সে কখনও তোর বশীভূত হইবে না। এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্য এই যে তুমি এমন জায়গায় যাইয়া নিবাস কর যাহার হৃদয়েতে শ্রীনন্দনন্দনের স্থিতি না থাকে।

তা সোঁ করহু চাতুরি জো নহিঁ জানহি মরম
তুম্‌হার।
সো পরি মরৈ ডরৈ রজু অহি তেঁ বুঝৈ নহিঁ
ব্যবহার ॥

হে সংসার, তুমি নিজের চতুরতা তাহার সঙ্গে কর, যে তোমার মর্ম্ম জানে না। যে প্রকার রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভয় খাইয়া মরে সেই প্রকার তোমার ব্যবহার না বুঝিয়া মরে।

নিজ হিত সুন শঠ হঠ ন করহি জো চহহি
কুশল পরিবার।
তুলসীদাস প্রভু কে দাসন্‌হ তজি ভজহি জহঁা
মদ মার॥

রে শঠ জীব! নিজের হিতের কথা শুনিয়া হঠ করিও না, নিজ পরিবারের কুশল চাহ শ্রীতুলসীদাসের স্বামী তাহার যে দাস তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যাও যেখানে কামাদি বাস করিতেছে সেইখানেই তুমি যাও।

॥ ১৮৯ ॥

রাম কহত চলু রাম কহত চলু রাম কহত
চলু ভাই রে।

শ্রীতুলসীদাস জীবকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, রে ভাই জীব! রাম নাম বলিতে বলিতে চল, এরূপ তিনবার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কায়মনোবাক্যে রাম নাম বল, শরীরে রামদাসের চিহ্ন ধারণ কর, বাক্যে রামনাম বল, মনে স্মরণ কর, এইরূপেই জীবন অতিবাহিত কর।

নাহী তৌ ভব বেগারি মঁহ পরি হৌ
ছুটত অতি কঠিনাই রে॥

যদি কায়মনোবাক্যে রামনাম স্মরণ না কর, তাহা হইলে সংসাররূপ রাজার বেগারে পড়িতে হইবে। কখনও তাহা হইতে ছুটি পাইবে না অর্থাৎ সংসারে যদি কোন লোক কোন বড় লোকের বেগারে পড়ে তাহা হইলে দুই তিন ক্রোশ গিয়া ছুটি পায়, কিন্তু এ এমন জবরদস্ত রাজা যে, জন্ম জন্মান্তরেও ছুটি পাওয়া যায় না। এই সব বিচার করিয়া রাম বলিতে বলিতে জীবন অতিবাহিত কর অর্থাৎ

চক্রবর্ত্তী রাজার দাস হইলে পর যেমন কেহ তাহাকে ধরিতে পারে না, সেইরূপ রামচন্দ্রের দাস মনে করিলে সংসার তাহাকে ধরিতে পারে না অর্থাৎ সংসারের মোহজালে আর সে কখনও পড়ে না। সংসারের বেগারে পতিত হইলে বেহারারূপ অর্থাৎ ডুলির দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়।

বাঁস পুরান সাজ সব অঠ কঠ সরল তিকোন খটোলা রে।

ডুলিতে বাঁশ চাই, কিন্তু সংসারে অবিদ্যারূপ বাঁশ আশ্রয়, পুরাণ নাম অনাদি, পুরাণ বাঁশ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, অনেক দিনের বাঁশ ভেঙ্গে যায়, সেই হেতু সংসারে কোন কোন ভক্তেরও নাশ হয় এজন্য পুরাণ বাঁশের সহিত তুলনা দিয়াছেন, সমস্ত সাজ অট-কট, অর্থাৎ সোজা নয়। সংসারে পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আটটী অটকট এবং শরীররূপ ডুলিকে জোড়তুল্য ধারণ করিয়া আছেন। সরল নাম বলহীন, ডুলির তিন কোণ, সংসারে ডুলিরূপ শরীরকে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, এ তিনটী আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতেই ত্রিকোণ। শরীর বিনাশমান, এহেতু সরল বলিয়াছেন।

হমহিঁ দিহল করি কুটিল কর্ম্ম চন্দ মন্দ মোল বিনু ডোলা রে॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, প্রভো! তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখদায়ক সূত্রধরের নিকৃষ্ট কর্ম্ম ডুলির সামগ্রীর সহিত দিয়াছ। ডুলি আমাকে চাহে না। কিন্তু যেরূপ বেগারীর মস্তকের উপর জবরদস্তী করিয়া বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাকে, সেরূপ আমার উপরেও দিতেছ অর্থাৎ কর্ম্মাধীন শরীর ইহা শাস্ত্রসম্মত।

বিষম কহার মার মদ মাতে চলহিঁ ন পাঁও
বটোরে রে।

শরীররূপ ডুলি, ডুলিকে চালাইবার বেহারা আছে। এখানে পঞ্চ জতীনেন্দ্রিয়রূপ বেহারা, ইহারা আপন আপন বিষয়ের কামনারূপ যে মদিরা, তাহা পান করিয়াই তাহারা উন্মত্ত হইয়া সমভাবে চলিতে পারে না অর্থাৎ যখন বেহারা আরোহীকে লইয়া সমভাবে চলিতে থাকে, তখন আরোহী সুখ পায় কিন্তু এখানে বিষম, তাহাতে উভয়ের মিল নাই, অধিকন্তু উন্মত্ত বেহারার উপর আরোহণ করিয়া চলিলে গন্তব্যস্থানেও পঁহুছিতে পারে না। মধ্যস্থানে স্খলিত হইয়া অঙ্গভঙ্গ হইয়া পড়ে। তদ্রূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ যে বেহারা কামিনীরূপ মদ্য পান করিয়া শরীররূপ ডুলিকে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কাহারও মিল নাই, আপনা আপনি খেচাখেচি করিয়া মধ্যস্থানেই ফেলিয়া দেয়, অর্থাৎ ডুলির উপরস্থিত জীবরূপ যে আরোহী সে ভগবানরূপ নগর পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না, শরীররূপ ডুলি নাশ হইয়া যায়, অতএব বেহারা এবং ডুলির স্বরূপ বলিয়া রাস্তার দুর্গমতা দেখাইতেছেন।

মন্দ বিলন্দ অভেরা দলকন পাইয়ে দুখ
ঝাক ঝোরে রে॥

আরোহির গন্তব্য পথ দুর্গম হইলে সে বড় দুঃখ পায়। কিন্তু এখানে মন্দতুল্য তুচ্ছ বাসনা ভোজন বস্ত্র মাত্র, বিলন্দ নাম, উচু ভূমি, এখানে উচুভূমি সদৃশ রাজ ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে স্বর্গসুখ কামনা, অভেরা নাম ফুটো ভূমি, এখানে ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ ফুটোভূমি খালি হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও সারহীন, দলকন নাম পাঁক তুল্য, তাহাতে যে পতিত হয়, সে আর বাহির হইতে পারে না, সেরূপ বিষয়মোহে পতিত হইলে জীব আর তাহাকে ছাড়িতে পারে না। (পাইয়ে) এতেক

রাস্তা দুর্গম, তাহাতে মদোন্মত্ত বেহারা, তাহারা যখন সে দুর্গম রাস্তা দিয়া চলে, তখন আরোহী অত্যন্ত দুলিতে থাকে, তাহাতে বহু দুঃখ পায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যে মনোরথ সেও অতিশয় দুঃখদায়ক।

কাঁট কুরায় লপেটন লোটন ঠাবেঁঠাও বঝাউ রে।

আরও রাস্তার দুর্গমতা দেখাইতেছেন, রাস্তায় কাঁটা হয়, এখানে বিষয়রূপ কাঁটা, কুরায় নামক কুপথ, অর্থাৎ কুপথে চলিলে যেরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ এখানেও উপায় নিষ্ফল হয় এবং মনোরাজ্য নষ্ট হয়, লপেটন নাম, জঙ্গলের রাস্তা, দুই পার্শ্ব হইতে লতা ও ডাল আসিয়া পড়ায় রাস্তাকে আটক করে। তদ্রূপ এখানেও জন্মান্তরীয় কর্ম্মরূপ লতা ও ডাল মনোরথ সিদ্ধ হইতে দেয় না। লোটন নাম, মৃত্তিকার ঢেলা, তাহা রাস্তায় পতিত হইলে বেহারা এবং আরোহী উভয়ই দুঃখ পায় তত্তুল্য এখানেও উদ্দেশ্য সাধনে বহু দুঃখ আছে, সুখ প্রাপ্তির জন্য বহু পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, ঠাবে নাম, প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশ্রাম করে। এখানে বহু সাধনারূপ বিশ্রাম, তাহাতেই আয়ু এবং বল অতীত হইয়া যায়।

জস জস চলিয় দূরি তস তস নিজ বাস ন
ভেঁট লগাউঁ রে॥

আমি গন্তব্য স্থানকে উদ্দেশ করিয়া যতই যাইতেছি ততই দূর হইতেছে, অর্থাৎ চলিলে পর গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু এখানে অধিক দূর হইতেছে। নভেট নাম, উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিতে পারি না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ শরীররূপ ডুলি অবল, তাহাকে ভাঙ্গিতে দেরি হয় না, তাহার উপর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য বেহারা কামনারূপ মদ্য পান করিয়াছে এবং রাস্তার কঠিনতা বর্ণনা করা যায় না। এতাদৃশ বেহারার উপর আরোহণ করিয়া এ জীব নিজের

বাসস্থান যে প্রাণরূপ ভগবান তাহার উদ্দেশে চলিয়াছে। চলিবার সামগ্রী আয়ু বল অতীত হইলে কিরূপে তথায় পঁহুছিবে। আমার উদ্দেশ্য পথ পূর্ব্ব, কিন্তু যাইতেছি পশ্চিম, সমস্ত কর্ত্তব্য তাই ওলট পালট হইয়া যাইতেছে।

মারগ অগম সঙ্গ নহিঁ সম্বল নাঁও গাঁও.
কর ভুলো রে।

একেতো রাস্তা দুর্গম, অপর কোন সঙ্গী নাই অর্থাৎ সাধু গুরু পরমেশ্বরের অনুগ্রহ নাই এবং পথ গমনের কোন খাদ্যসামগ্রীও নাই অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য পথে যাইতে হইলে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি প্রয়োজন তাহা নাই, তথায় গ্রাম নৌকাতুল্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। এখানে ভগবানরূপ ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই গন্তব্য স্থান, অর্থাৎ যদি কাহারও গন্তব্য স্থানের নাম স্মরণ থাকে তাহা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিয়া উদ্দেশ্য স্থানে পঁহুছিতে পারে, এখানে জিজ্ঞাসা করিলে সাধু গুরু যদি কৃপা করে তাহা হইলে পঁহুছিতে পারে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। হে রঘুবর, সমস্তই ডুবাইতে চাহিতেছ।

তুলসীদাস ভব ত্রাস হরতু অব হোহু
রাম অনুকুলা রে॥

শ্রীতুলসীদাস বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে রাম! আমি অতিশয় দীন, আমার প্রতি সানুকূল হইয়া এ সংসারত্রাস নাশ করুন।

॥ ১৯০ ॥

সহজ সনেহী রাম সোঁ তৈঁ কিয়ৌ ন সহজ সনেহ।
তা তেঁ ভব ভাজন ভয়ৌ সুনু অজহুঁ
সিখাবন এহ॥

শ্রীতুলসীদাস জীবের প্রতি উপদেশ দিতেছেন, যিনি ভগবৎ আরাধনায় বিমুখ, তিনি সংসারের যাবতীয় দুঃখের পাত্র হন, সংসার সম্বন্ধ সমস্ত মিথ্যা, তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন।

য়্যোঁ মুখ মুকুর বিলোকিয়ে অরু চিত ন রহৈ অনুহারি।

যেরূপ দর্পণে নিজের মুখ দেখিতে গেলে চিত্তের বৃত্তি স্থির থাকে না, অনেক বিষয়ে যায়।

ত্যোঁ সেবতহুঁ ন আপনো মাতু পিতা সুত নারি॥

তদ্রূপ পুত্রাদি যে সংবন্ধী, তাহাদিগকে পুত্রত্বাদিরূপে ব্যবহার করিলেও তাহারা আপন হয় না। ইহার এই ভাব যে, যদিও মুখের প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তাহা যেরূপ প্রকৃত মুখ নহে এবং চিত্তাদি ইন্দ্রিয় সকল শরীরের আপন বস্তু বলিয়া জানা হয়, কিন্তু তাহারা সকল সময় বিষয়েতে আকর্ষণ করিয়া স্থির থাকে না। এরূপ সংসারে যত সংবন্ধী আছে তাহাদিগকে আপন বলিয়া জ্ঞান করা হয় কিন্তু তাহারা আপন নহে। যেরূপ চিত্ত চঞ্চল তদ্বৎ জগতের সংবন্ধী এক স্থানে থাকে না, কেননা তাহারা নশ্বর, ইহার পর সংসার সংবন্ধ প্রীতি মিথ্যা দেখাইতেছেন।

দৈ দৈ সুমন তিল বাস কৈ অরু খরি পরি হরি রস লেত।

তিলকে অনেক পুষ্পাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া তিলাদি হইতে রস গ্রহণ করতঃ অবশিষ্ট পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তিল তুল্য যে শরীর, তাহাকে পুষ্প সদৃশ নানা বিষয়ের দ্বারা সুগন্ধ তুল্য পুষ্টতা করে পশ্চাৎ পৌরষতুল্য রস লইয়া জীর্ণ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত শরীরকে ত্যাগ করে।

স্বারথ হিত ভূতল ভরে মন মেচক তন সেত ॥

এ জগতে সমস্ত বন্ধু বলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিপূর্ণ, শরীর দেখিতে বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু মন কাল অর্থাৎ কেবল বচন দ্বারা প্রীতিরূপ উজ্জ্বলতা দেখাইয়া থাকে কিন্তু অন্তঃকরণ স্বার্থরূপা কাল।

করি বীত্যো অব করত হেঁা করিয়ে হিত
মীত অপার।
কবহুঁ ন কোউ রঘুবীর সো নেহ নিবাহন হার ॥

অতীত কালে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়া, বহু সম্বন্ধী করিয়াছিলে, বর্ত্তমানেও অনেক সম্বন্ধী করিতেছ ; সেরূপ ভবিষ্যৎ কালেও অনেক হিত মিত্র করিবে কিন্তু শ্রীরঘুবীরের সদৃশ কোন স্থানেই এতাদৃশ লোক নাই যে, তাঁহার মত প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে অর্থাৎ সর্ব্বকালে একরস, প্রীতি এবং সঙ্গ কেবল পরমেশ্বরের হইতেই পাওয়া যায়।

জা সোঁ সব নাতো ফুরে তাসোঁ ন করি পহিচানি।
তা তেঁ কছু মমুঝৈ নহিঁ কহা লাভ কহ হানি ॥

পরমেশ্বরের অংশ চৈতন্য জীব যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত সম্বন্ধ থাকে, সে সমস্ত সম্বন্ধের আধার ভূত যে পরমেশ্বর তাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে কি লাভ আর কি হানি ইহার জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানা সে নিজের ভাল আর তাঁহাকে ভুলে থাকা তাহা হানির সীমা, সে হানি এবং লাভ যাহার জ্ঞান নাই সে পশুতুল্য হয়।

সাঁচো জান্যো ঝুঠ কোঁ ঝুঠে কহঁ সাচো জানি।
কোন গয়ৌ কোন জাত হৈ কোন জৈহৈ
করি হিত হানি ॥

সংসারে মানবের ইহাই বিষম ভুল যে, সত্য যে পদার্থ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করিতেছে এবং নশ্বর পদার্থকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ আত্মা সচ্চিদানন্দরূপ এক যে রস তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং মিথ্যা অর্থাৎ নশ্বর পদার্থ যে দেহাদি তাহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। এই রীতি অনুসারে নিজের কল্যাণকে নাশ করিয়া কোন ব্যক্তি অতীত কালে যায় নাই বর্ত্তমান কালে কোন ব্যক্তি যাইতেছে না এবং ভবিষ্যৎ কালেও কোন ব্যক্তি যাইবে না অর্থাৎ অনাদি যে সংসার প্রবাহ তাহাতে ভগবৎ বিমুখ হইয়া জীবনিচয় অনবরত ভ্রমণ করিতেছে।

বেদ কহ্যৌ বুধ কহত হেঁ অরু হোঁহু
কহত হোঁ টেরি।
তুলসী প্রভু সাঁচো হিতু তু হিয় কী
আঁখিন হেরি॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, হে প্রভো! তুমি সত্য বন্ধু তাহা আমি অন্তঃকরণে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ চর্ম্মদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে সক্ষম হইতেছি।

॥ ১৯১ ॥

এক সনেহী সাঁচিলো কেবল কোশল পাল।
প্রেম কনৌডৌ রাম সো নহিঁ দুসরো দয়াল॥

প্রেমাধীন রঘুবরের স্নেহই নিত্য, অপর সমস্ত মিথ্যা, এই দেখাইতে-ছেন।

তন সাথী সব স্বারথী সুর ব্যবহার সুজান।
আরত অধম অনাথ হিত কো রঘুবীর সমান॥

জগতে যত শরীরের সহচর আছে অর্থাৎ পিতাপুত্রাদি সকলই স্বার্থময়, উদ্যোগী পুরুষের উপর সকলেরই মমতা আছে এবং দেবতারা যিনি সেবা পূজাদিতে নিপুণ তাহার উপর প্রসন্ন হন কিন্তু আরত নাম ক্লেশ ভাগী অধম নাম পাপরূপ অনাথ নাম যাহার তাহার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে রঘুবরের সদৃশ আর কেহ নাই।

নাদ নিঠুর সমচর শিখী সলিল সনেহ ন শূর।
শশি সরোগ দিনকর বড়ে পয়দ প্রেম পথ ক্রুর॥

শ্রীতুলসীদাস জীবনিবহকে জানাইতেছেন যে, মধুর যে শব্দ সে অতিশয় নিষ্ঠুর অর্থাৎ সে মধুর শব্দেতে মৃগ মোহিত-হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর প্রদীপও মধুর শব্দ সদৃশ অর্থাৎ পতঙ্গ প্রদীপ দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাতেই পতিত হয় ও জীবনকে আহুতি প্রদান করে, কিন্তু প্রদীপ তাহার প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করে না। জল ব্যতিরেকে মৎস্য এক পলও জীবিত থাকিতে পারে না কিন্তু জল মৎস্যের প্রতি একটুও দয়া প্রকাশ করে না, অর্থাৎ শব্দ, প্রদীপ ও জল এই তিন পদার্থ স্নেহে স্থির নহে। তদ্রূপ চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত হইলেও চকোরের প্রীতি তাঁহার প্রতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে আর জগতের কারণ সদৃশ যে সূর্য্য তাহার প্রতি কমলের এতাদৃশ প্রীতি যে তাঁহার উদয় ব্যতিরেকে তাহার বিকাশও হয় না, কিন্তু সূর্য্যদেব প্রখর তেজে তাহাকে পোড়াইয়া দেয়; আর নবোদিত মেঘের প্রতি পপীহার কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি যে, জগতের সমস্ত জল পরিত্যাগ করিয়া তাহার জলকণার জন্য ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকে কিন্তু মেঘ পাষাণময় বৃষ্টিতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। এজন্যই চন্দ্রমা, সূর্য্য ও মেঘ এই তিন জন প্রেমমার্গে অতীব বিমুখ অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি কণাদৃষ্টিও করে না।

জা কৌ মন জা সোঁ বঁধ্যৌ তা কোঁ সুখ
দায়ক সোই।
সরল শীল সাহিব সদা পতি সরিত ন কোই॥

যাহার প্রতি যাহার অতীব আসক্তি সে শরীর পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দেয়, পরন্তু সে তাহা সুখ বলিয়া মনে করে। ইহার মুখ্য ফলিত অর্থ এই যে, পশু, কীট, জলজন্তু, পক্ষী এবং জড় যে পুষ্প ইহারা অতিশয় নীচ; ইহারাও যাহাদের সহিত প্রীতি করে তাহারা অত্যন্ত ক্রূর, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ হইলেও তাহারা দেখে না, তাহারা আপন প্রীতি নির্ব্বাহ করে। সরল স্বভাব সর্ব্বদাই প্রভু তাদৃশ শ্রীরামচন্দ্রের সমান কৃপালু জগতে দ্বিতীয় আর নাই। সেই শ্রীরামচন্দ্র প্রভু হইতে জ্ঞান স্বরূপ জীব দুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি যদি বিমুখ হয়, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীটাদি হইতেও অধম এবং মন্দবুদ্ধি স্বরূপ হয়, ইহাই ইহার অভিপ্রায়। ইহার পর শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর গুণ দেখাইতেছেন।

সুনি সেবা সহি কো করৈ পরিহরৈ কো
দূষণ দেখি।
কেহি দিবান দিন হীন কো আদর
অনুরাগ বিশেষি॥

শ্রীরামচন্দ্রের দাসের আচরণ শ্রবণ মাত্র তাহাকে মানিয়া লওয়া উচিত এবং প্রভু দাসের দোষ দেখিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে কোন সভায় দীন জীবের প্রতি প্রভুর আদর এবং প্রীতি বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে।

খগ সবরী পিতু মাতু জ্যেঁা মানে কপি
কোঁ কিয়ে মীত।
কেবট ভেঁট্যো ভরত জ্যেঁা ঐসী কো
কহু পতিত পুনীত॥

গৃধ্র, শবরী এবং নিষাদ ইহাদের প্রমাণ দেখাইয়া দীনজনের প্রতি যে বন্ধুতা তাহা দৃঢ় করিয়াছেন এবং শরণাগতকে রক্ষা করা ইহা মানবের মোক্ষ গুণ তাহা বেদাদির বচন প্রমাণ করিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ভরত সদৃশ অর্থাৎ ভরতকে যেরূপ আলিঙ্গনাদি করেন গুহক চণ্ডালকেও তাদৃশ ভাবে আলিঙ্গনাদি করিয়াছেন। এতাদৃশ পতিতপাবন জগতে কোথায় পাওয়া যায়।

দেই অভাগহি ভাগ কো রাখে শরণ সভীত।
বেদ বিদিত বিরদাবলী কবি কোবিদ গাবত গীত॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রভু যাহার ভাগ্য নাই তাহাকে ভাগ্য প্রদান করেন, আর যিনি ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হন তাহাকে আশ্রয় দান করেন। এরূপ প্রভুর মাহাত্ম্য পরম্পরা বেদে উক্ত আছে এবং কবি ও পণ্ডিত তাঁহার গুণাবলী অনবরত মুখে গান করিতেছেন।

কৈসেউ পাঁবর পাতকী জেহি লই নাম কী ওট।
গাঁঠী বাঁধ্যো দাম সো পরিখ্যো ন ফির
খর খোট॥

শ্রীরঘুবরের নিকট নামাবলম্বী জীব যেই হোক না কেন অর্থাৎ নীচ হউক আর পাতকী হউক তাহাকে তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেরূপ কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া কোন দ্রব্যাদি দিলে সে যেরূপ

পরীক্ষা না করিয়াই বান্ধিয়া লয়, রঘুবরও নামাবলম্বী মাত্রকেই গ্রহণ করেন, তাহার কোন দোষ গুণ বিচার করেন না। ইহার প্রমাণ দেখাইতেছি।

মন মলীন কল কিলবিষী সুনত জাসু কৃত কাজ।
সোউ তুলসী কিয়ৌ আপনো রঘুবীর
গরীব নেবাজ॥

শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, কলুষিত মন, কলিবিষে পাপাত্মা, যাহার নাম শ্রবণে লোক কর্ণে হাত দেয়, সেরূপ তুলসীদাসকে যিনি আপন মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাদৃশ শ্রীরঘুবর সদৃশ দীনদুঃখী পালন-কর্ত্তা জগতে আর কে আছে। সেরূপ স্বামী হইতে যে বিমুখ হয়, সে কুকুর ও শূকর হইতেও মন্দ হয়।

॥ ১৯২ ॥

জো পৈ জানকীনাথ সোঁ নাতৌ নেহ ন নীচ।
স্বারথ পরমারথ কহাঁ কলি কুটিল বিগোয়ৌ বীচ॥

রে জীব! যে ব্যক্তি শ্রীজানকীনাথকে সেবা ও ভক্তি করে না, সে অতীব নীচ। স্বার্থ এবং পরমার্থকে কুটিল কলি মধ্যভাগেই গুপ্ত করিয়া দেয় অর্থাৎ মুক্তিমার্গের মধ্যেই কুটিল কলি সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়, গন্তব্যস্থানে যাইতে দেয় না।

ধর্ম্ম বরণ আশ্রমনি কে পৈয়ত পোথিহী পুরাণ।
করবত বিন বেষ দেখিয়ে জ্যোঁ শরীর বিন প্রাণ॥

বর্ণাশ্রমের যে ধর্ম্ম, তাহা পুরাণাদিতে লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু যাহারাই সে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা কর্ত্তব্যতা বিহীন কেবল পরিচ্ছদ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন প্রাণ বিহীন শরীর কোন কাজেই আসে না, সেরূপ কর্ত্তব্যতা বিহীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও কোন প্রয়োজন হয় না।

বেদ বিদিত সাধন সবৈ সুনিয়ত দায়ক ফল চারি।
রাম প্রেম বিন জানিয়ো জৈসে সর সরিতা
বিন বারি॥

জগতে অনেক প্রকার সাধনা আছে, তাহা সমস্তই বেদ বিদিত, তাহাদিগের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু শ্রীরাম-প্রেম ব্যতিরেকে সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। যেরূপ জল ব্যতিরেকে তড়াগ এবং নদী অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবৎ অনুরাগ বিহীন চতুর্ব্বর্গ ফলও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে।

নানা পথ নির্বাণ কে নানা বিধান বহু ভাঁতি।
তুলসী তু মেরে কহে জপু রাম নাম দিন রাতি॥

যদিও শাস্ত্রে মোক্ষ প্রাপ্তির অনেক পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং অনেক বিধানেও বলিয়াছেন, তথাপি শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, রে জীব, তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি রাম নাম জপ কর।

॥ ১৯৩ ॥

অজহু আপনে রাম কে করতব সমুঝত
হিত হোই।
কহঁ তু কহঁ কৌশল ধনী তো কোঁ কহা
কহত সব কোই॥

শ্রীতুলসীদাস জীব-নিবহকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত আয়ু এবং বল বাকী আছে, ততদিন পর্য্যন্ত নিজের আত্মা যে শ্রীরঘুবর তাঁহার কর্ত্তব্যতা যদি পালন কর, তাহা হইলে অবশ্যই মঙ্গল হইবে। বিচার ক'রে দেখ, তুমি ত অতিশয় তুচ্ছ জীব, যে শ্রীরামচন্দ্রের দাস হইবার জন্য ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিতেছেন, সে তুমি অতিশয় তুচ্ছ জীব ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের দাস হইলে জগতের লোক তোমাকে রামদাস বলিয়া বলিবে। সে জীব অতিশয় ভাগ্যবান, যাহার প্রতি ভগবান কৃপা করেন, তথাপি তাঁহার কৃপা প্রার্থনা ক'রে তাঁহার আরাধনা করা উচিত।

রীঝ নিবাজ্যৌ কবহি তু কব খীজি দই
তোহি গারি।
দর্পণ বদন নিহারিকে সুবিচার মানি হিয় হারি॥

রে জীব! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরঘুবর তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে গালি দিবেন অর্থাৎ প্রসন্ন হওয়া এবং ক্রুদ্ধ হওয়া উভয়টী তাঁহার উপর নির্ভর, যাহার প্রভু, তাহাকে নিজেই সে সব মানিয়া লইতে হইবে। তাহা প্রথমেই বিচাররূপ দর্পণে আপনার যোগ্যতারূপ মুখ দেখে হৃদয়ে হার মানে অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরের শরণযোগ্য নহি, ইহা বুঝিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, তাহা উচিত হয় না, কিন্তু যথাশক্তি প্রভুর প্রসন্নতা লাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত। যে স্বামী সেবককে নিজের মনে করিয়া না লয়, তাহা হইলে সেবকের সমস্ত কর্ত্তব্যতাই ব্যর্থ হয়। ইহা বুঝিয়া স্বামীর প্রসন্নতা লাভের জন্য সতত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিগরী জন্ম অনেক কী সুধরত পল লগৈ ন আধু।
পাহি কৃপানিধি প্রেম সোঁ কহে কো ন রাম
কিয়ো সাধু॥

সম্মুখেও অনেক জন্ম অতীত হইয়া যাইবে, শ্রীরঘুবরের কৃপা হইলে অর্দ্ধ পলের মধ্যেও তিনি তাঁহার পরম ভক্ত করিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না, অর্থাৎ নিজেই নিশ্চল হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে নিজেই কৃতার্থ হইবে। হে কৃপানিধি! আমাকে ত্রাণ করুন, এইটুকু মাত্র উক্তিতে আপনি একেবারেই আমাকে পরিত্রাণ করুন, শ্রীরঘুবর কাহাকে সাধু করে নাই? অর্থাৎ যে লোক তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে তাহাকেই সাধু করিয়াছেন।

বালমীক কেবট কথা কপি ভীল ভালু সনমান।
সুনি সন্মুখ জো ন রাম সোঁ তেহি কো
উপদেশ হি জ্ঞান॥

পূর্ব্বকথিত যে সিদ্ধান্ত তাহাতে বাল্মীকাদির প্রসঙ্গের প্রমাণ দেখাইতেছেন, অর্থাৎ বাল্মীক কেবট কথাতে কপি, ভীল এবং ভাল্লুকদিগকে শ্রীরঘুবর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্ততে বাল্মীকাদির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া যে জীব শ্রীরঘুবরের শরণাগত না হইবেন, সে উপদেশের অধিকারী হইতে পারে না, ইহার পর সুগ্রীবের প্রসঙ্গ দেখাইতেছেন।

কা সেবা সুগ্রীব কী কা প্রীতি রীতি নির্বাহু।
জা সু বন্ধু বধ্যো ব্যাধ জোঁ সো সুনত
সোহাত ন কাহু॥

সুগ্রীবের কিরূপ সেবা ছিল এবং কিরূপ রীতিতে প্রীতি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেছেন, যাহার বন্ধুকে ব্যাধ সদৃশ বধ-করিয়াছিল। তাহা শ্রবণ করিলে কোন প্রিয় কাজ করে নাই অর্থাৎ

নিজের নিন্দাও সহ্য করিয়া সুগ্রীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আর বালীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হইয়া তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই সেবা এবং প্রীতি-রীতির নির্ব্বাহ পরে জানিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে প্রথমে সুগ্রীব সদৃশ বিভীষণ প্রসঙ্গ দেখাইতেছেন।

ভজন বিভীষণ কো কহা ফল কহা দিয়ৌ রঘুরাজ।
রাম গরীব নেবাজ কে বড়ী বাঁহ বোল কী লাজ॥

বিভীষণ এমন কি ভগবানের তপস্যা করিয়াছিল যে, যাহার জন্য সে শ্রীরঘুবরের কৃপা লাভ করিয়া এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, শ্রীরঘুবর তিনি গরিবের উপরই অতিশয় দয়া করেন। বিভীষণ প্রভুর শরণাগত হইয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, শরণাগতকে রক্ষা করা তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল।

জপহি নাম রঘুনাথ কৌ চরচা দুসরী ন চালু।
সুমুখ সুখদ সাহব শুভী সমরথ কৃপাল নত পালু॥

শ্রীরঘুবর সর্ব্বদাই প্রসন্ন, সুখদাতা, সর্ব্বস্বামী মঙ্গলদায়ক সর্ব্ব-শক্তিমান কৃপালু এবং যে শরণাগত তাহার পালনকর্ত্তা এইরূপ রাম, তাঁহার নামই সর্ব্বদা জপ কর, অপর কোন আলোচনা করিও না।

সজল নয়ন গদগদ গিরা গহ্বর মন পুলক শরীর।
গাবত গুণ গণ রাম কে কেহি কী ন
মিটি ভবভীর॥

রে জীব! স্বামীর গুণ স্মরণ করিলে নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায় আর বাক্য অস্ফুট হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যায়। শ্রীরঘুবরের গুণাবলী গান করিলে কোন ব্যক্তির সংসাররূপ বোঝা নাশ হইয়া যায় না?

প্রভু কৃতজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হেঁ পরিহরু পাছিলী গলানি।
তুলসী তো সোঁ রামসোঁ কছু নই ন জান
পহিচানি॥

প্রভু কৃতজ্ঞ অর্থাৎ মানবের অল্প কর্ত্তব্যতাকেই বহু মানিয়া লয়েন, এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ এইরূপ জানিয়া অতীত যে গ্লানি তাহাকে পরিত্যাগ কর, আর তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া যত দিন অতীত হইয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ না করিয়া আয়ু বল যতটুকু আছে, তাহার দ্বারা প্রভুকে প্রসন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে, কাহারও আশ্রয় লইয়া তাঁহার নিকট যাইবার চিন্তা করিও না। হে তুলসীদাস, তোমার সহিত শ্রীরঘুবরের কোন পরিচয় নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহিত জীবের অনাদি সম্বন্ধ ইহা নিশ্চয় করিয়া ভগবানের শরণাগত হওয়া ইহা মনুষ্য শরীরের একমাত্র ফল।

১৭৪ ॥

জো অনুরাগ ন রাম সনেহী সোঁ।
তৌ লহ্যৌ লাহ কহা নর দেহী সোঁ॥

যে অনুরাগ শ্রীরঘুবরের প্রতি নহে, তাহা অনুরাগও নয়, সে নরদেহী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লাভ কি? ভগবৎ শরণ ব্যতিরেকে মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি শ্রীরঘুবরের শরণাগত না হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বৃথা।

জো তন ধরি পরিহরি সব সুখ ভয় সুমতি
রাম অনুরাগী।
সো তন পাই অঘায় কিয়ে অঘ অবগুণ
অধম অভাগী॥

যে শরীর ধারণ করিয়া, সুবুদ্ধি জীব সংসারের সমস্ত সুখ ভোগ করিতে সক্ষম এবং নরকাদির ভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের প্রতি অনুরাগী হইতে পারে, সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাপ সঞ্চয় করতঃ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া জন্ম ক্ষয় করে, তাহা হইলে সে অত্যন্ত অধম এবং দুরদৃষ্টশালী। যদি কেহ বলেন, জ্ঞানাদি অনেক, সাধন আছে, কেবল শরণাগত হইবার এত আগ্রহ কেন? তাহা দেখাইতেছেন।

জ্ঞান বিরাগ যোগ জপ তপ মখ জগ মুদ মগ
নহিঁ থোরে।
রাম প্রেম বিনু নেম জায় জৈসে মৃগজল
জলনিধি হিলোরে॥

সংসারে জ্ঞানাদির দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তির রাস্তা যথেষ্ট আছে কিন্তু রামপ্রেম ব্যতিরেকে যত প্রকার সাধনমার্গের নিয়ম আছে, সে সমস্তই ব্যর্থ, যেরূপ মৃগতৃষ্ণায় সমুদ্র তরঙ্গ, অর্থাৎ স্নানের সুখ এবং জল যেরূপ মৃগতৃষ্ণায় মিলে না, সেরূপ ভগবৎ অনুরাগ ব্যতিরেকে জীবের তিন কালেতেও সুখ মিলে না।

লোক বিলোকি পুরাণ বেদ সুনি সমুঝ
বুঝ গুরু জ্ঞানী।
প্রীতি প্রতীতি রাম পদ পঙ্কজ সকল
সুমঙ্গল খানী॥

লোকের বাণী বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া আর বেদ পুরাণের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং গুরু জ্ঞানি লোকের উপদেশ অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া কেবল রামানুরাগই সমস্ত মঙ্গলের কারণ, ইহা নিশ্চয় হইতেছে।

অজহু জানি জিয় হারি মান হিয় হোয়
পলক মঁহ নীকো।
সুমিরু সনেহ সহিত হিত রামহিঁ মান
মতৌ তুলসী কো।

যে সমস্ত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বিফলেই গিয়াছে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অন্তঃকরণে জানিয়া সংসারকে এবং তোমার হৃদয়কে হার মানিয়া প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইলে, এক পলের মধ্যেই তোমার কল্যাণ হইবে, শ্রীতুলসীদাসের মত এই যে, তুমি যদি ভাল মনে কর তাহা হইলে তাহা মানিয়া লও, অর্থাৎ জগতে কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীরঘুবরের শরণাগত হওয়া উচিত।

॥ ১৯৫ ॥

বলি জাউঁ হোয় রাম গুসাঁই।
কীজিয়ে কৃপা আপনী নাই

হে প্রভু রাম, আপনারই জয়, প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি হউন।

পরমারথ সুর পুর সাধন সব স্বারথ সুখদ ভলাই।
কলি সকোপ লোপী সুচাল নিজ কঠিন
কুচাল চলাই॥

পরমার্থ যে মোক্ষ, আর দেবলোক প্রাপ্তির জন্য যে তপস্যা, স্বার্থ, সুখদ নাম, ইহলোকের সুখদায়ক যে আচরণ ঐশ্বর্য্যাদি এবং উৎকৃষ্ট যত কার্য্যাদি, সে সমস্ত কলিযুগ কোপ পরবশ হইয়া সংসারে যত প্রকার উৎকৃষ্ট কার্য্যাদি আছে, তাহা নাশ করিয়া দিয়াছে। যে সমস্ত কুৎসিত কার্য্যাদি আছে, তাহা জগতের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছে।

জহঁ জহঁ চিত চিতবত হিত তহঁ নিত নব
বিষাদ অধিকাই।
রুচি ভাবতী ভভরি ভাগহিঁ সমুহাহিঁ
অমিত অনভাই॥

যেখানে যেখানে আমার চিত্তের বৃত্তি ভাল বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তথায় তথায় নিত্য নূতন বিষাদ অধিকরূপে আসিয়া পড়িতেছে এবং যাহা ভাবনার দ্বারা মনেতে রুচি হইতেছে, তাহা কলিকালের ভয়ে দূরে পলাইয়া গিয়াছে এবং যাহা আমি স্বপ্নেও রুচিদায়ক মনে করি নাই, তাহাই আমাকে প্রাপ্ত হইতেছে।

আধি মগন মন ব্যাধি বিকল তন বচন
মলীন ঝুঠাই।
এতেহুঁ পর তুম সোঁ তুলসী কী প্রভু
সকল সনেহ সগাই॥

আমাদের মন মানসিক পীড়াতে মগ্ন হইয়া আছে ও শরীর রোগের দ্বারা ব্যাকুল এবং বচন মিথ্যা বাক্যের দ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে। এরূপ দশাতেও শ্রীতুলসীদাসের সকল সম্বন্ধ, হে প্রভু! আপনার সঙ্গেই আছে, ইহাতে আপনি যেরূপ বুঝিবেন সেরূপ করুন, অর্থাৎ হে প্রভু! আমি শত অপরাধ করিয়াও তোমার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করি না, তুমি ইহা বুঝিয়া আমাকে মারিতে হয় মারিও, রাখিতে হয় রাখিও॥

॥ ১৯৬ ॥

কাহে কো ফিরত মন করত বহু যতন
মিটৈ ন দুখ বিমুখ রঘুকুল বীর।
কীজৈ কোটি উপায় ত্রিবিধ তাপ ন জায়
কহ্যো জো ভুজ উঠায় মুনিবর কীর॥

রে মন! তুমি কি নিমিত্ত এত যত্ন ও এত চেষ্টা করিতেছ? শ্রীরঘুবরের প্রতি বিমুখ হইলে তোমার কিছুতেই দুঃখের অবসান হইবে না, কোটী কোটী যত্ন করিলেও ত্রিতাপ জ্বালার অবসান হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীশুকদেব বার বার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছেন, ভগবৎবিমুখ জীবের ত্রিকালে কখনও সুখ মিলে না।

সহজ টেব বিসারি তুহিঁ ধোঁ দেখু বিচারি
মিলৈ ন মথত বারি ঘৃত বিন ক্ষীর।
সমুঝি তজহি ভ্রম ভজহি পদ যুগ্ম সেবত
সুগম গুণ গহন গম্ভীর॥

হে তুলসী! তোর স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থরূপে বিচার করিয়া দেখ, দুগ্ধ বিনা জল মন্থন করিলে কি কখনও ঘৃত উৎপন্ন হয়? সেরূপ অনেক সাধনারূপ জল মন্থন করিলে ভগবৎ অনুরাগ রূপ দুগ্ধ বিনা জীবনিবহের সুখরূপ ঘৃত কখনও উৎপন্ন হয় না, এইরূপ বুঝিয়া অনেকে সাধনা ভ্রমমূলক মনে করে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। সেই ভগবানের দুইটী চরণ কমলকে ভজনা কর। সেই চরণ কমল ভজনাতে কোনরূপ পরিশ্রম নাই এবং তাহাতে সমস্ত গুণ বিরাজমান। অর্থাৎ সেই চরণ কমল ভজনাতে বিনা পরিশ্রমে সমস্ত গুণের আধার হইতে পারিবে।

আগম নিগম গ্রন্থ ঋষি মুনি সুর সন্ত
সব হী কৌ এক মত সুনু মতি ধীর।
তুলসীদাস প্রভু বিন প্যাস মরৈ পশু যদ্যপি
হৈ নিকট সুরসরি তীর॥

বেদাদি সব গ্রন্থের এই মতই নিশ্চয়, তাহা শ্রবণ করিয়া মতিকে ধীর কর। হে তুলসীদাস! আপনার স্বামি ব্যতিরেকে পশু প্রভৃতিরও পিপাসাতে প্রাণ যায়, যদিও গঙ্গাতীরেই আছে, তাহা হইলেও স্বামী বদ্ধ পশুর নিকটে আসিয়া যদি জল পান না করায়, তাহা হইলে তাহার পিপাসা কি প্রকারে অপনোদন হয়? সেরূপ এ জীব অবিদ্যাতে অন্ধ হইয়া আছে, যদিও আনন্দরূপ প্রভুর নিকটে আছে তাহা হইলেও স্বামীর অনুগ্রহ ভিন্ন সেই বন্ধন মুক্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতে সক্ষম হয় না। ইহজগতে সর্ব্বসম্মত বিচার এই যে, ভগবানের শরণাগত হওয়া জীবের মহান্ পৌরুষ।

॥ ১৯৭ ॥

নাহিন চরণ রতি তাহি তেঁ সহোঁ বিপত্তি
কহত শ্রুতি সকল মুনি মতি ধীর।
বসৈ জো শশি উছঙ্গ সুধা স্বাদিত কুরঙ্গ
তাহি কোঁ ভ্রম নিরখি রবি কর নীর॥

হে প্রভো! আপনার চরণ কমলে আমার প্রীতি নাই, তাহাতেই আমাকে এত বিপত্তি সহ্য করিতে হইতেছে, ইহা সকল বেদে এবং স্থির বুদ্ধি মুনিরা বলিয়া থাকেন। কেননা হরিণ সর্ব্বদা চন্দ্রের সমীপে থাকিয়া অমৃতের রসাস্বাদ পান করিতেছে, তাহার কখনও মৃগতৃষ্ণা দেখিয়া ভ্রম হয় কি? কখনও নয়, অর্থাৎ জঙ্গলের হরিণের মৃগতৃষ্ণা মধ্যে জলের ভ্রম হয়, আর চন্দ্রের বাহন যে মৃগ, সে অমৃত পান সর্ব্বদাই করিতেছে, সে মৃগতৃষ্ণা দেখিয়া কেন ভুলিবে, সেরূপ ভগবৎ বিমুখ ব্যক্তি সংসার প্রবাহকে সত্য বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় নানা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবানের অনুরাগী জীবের দৃষ্টিতে শরীরাদি বস্তুও নাই, তাহারা কেন দুঃখ পাইবে, তাহাতে যে ভ্রম হয় তাহার কারণ বলিতেছেন।

সুনিয় নানা পুরাণ মিটত নহিঁ অজ্ঞান
পঢ়িয় ন সমুঝিয়ে জিমি খগ কীর।
বুঝত বিনহিঁ পাঁস সেমর সুমন আশ
করত চরত তেই ফল বিনু হীর ॥

যদিও নানা পুরাণ এবং বেদাদি শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে অজ্ঞানতা নাশ হয় না। যেরূপ টিয়াপাখী যতই কেননা ভগবানের নাম শ্রবণ করুক সে ভগবানের যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সে সিমুল ফলের আশা করিয়া তাহার বীজ ঠোঁটের দ্বারা কাটিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে যেরূপ কোনও সারাংশ পায় না, সেরূপ এই জীব সারহীন যে সংসাররূপ দেহাদির ভোগ বিষয়াদিতে আশক্ত হইয়া নিজেই অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হয়।

কছু ন সাধন সিদ্ধি জানোঁ ন নিগম
বিধি নহিঁ জপ তপ বশ মন ন সমীর।
তুলসীদাস ভরোস পরম করুণা কোস
প্রভু হরি হেঁ বিষম ভবভীর ॥

হে রঘুবর! আমি সাধন কিছুই জানি না এবং সে সাধনার যে সিদ্ধি তাহাও কিছু জানি না এবং বেদাদির যে নিয়ম তাহাও জানি না, আর জপ, তপস্যা করিয়া মন এবং প্রাণকেও বশীভূত করি নাই। শ্রীতুলসীদাসের কেবলমাত্র ভরসা এই যে, প্রভু পরম করুণার সাগর, তিনিই এ কঠিন সংসারের যে বোঝা তাহা কৃপা করিয়া দূর করিবেন।

১৭৮ ॥

মন পছিতৈ হৈ অবসর বীতেঁ।
দুর্লভ দেহ পাই হরি পদ ভজু করম বচন অরু হী তেঁ ॥

রে মন! তোমাকে বলিতেছি, এ দুর্ল্লভ দেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের পদ ভজনা কর, কর্ম্মের দ্বারা, বচনের দ্বারা বা শত্রুরূপেতেই হউক তাঁহার আরাধনা কর। যদি সময় থাকিতে শ্রীরঘুবরের ভজনা না করিস্, তাহা হইলে পরে অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।

সহসবাহু দশবদন আদি নৃপ বচে ন কাল
বলী তেঁ।
হম হম করি ধন ধাম সঁবারে অন্ত চলে
উঠি রীতেঁ॥

সহস্রার্জ্জুন রাবণ প্রভৃতি কত বড় বড় রাজা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেহই কালের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, কেবল আমার আমার করিয়া শেষ সময়ে ধনাদি কেহই পথের সঙ্গী হয় নাই। কেবল নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্মই সঙ্গী রহিয়াছিল।

সুত বনিতাদি জানি স্বারথ রত ন করু নেহ
সব হী তেঁ।
অন্তহু তোহি তজেঁগে পামর তু ন
তজহি অবহী তেঁ॥

যে সুত বনিতাদির উপর তোর এত মমতা, তাহারা তোর অন্তিম সময়ে তোকে পরিত্যাগ করিবে। রে পামর! তজ্জন্য তোর পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ তুমি যদি নিজেই পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে শেষ সময়ে তোমার কষ্ট হইবে না।

অব নাথহি অনুরাগ জাগ জড় ত্যাগ
দুরাশা জী তেঁ।
বুঝৈ ন কাম অগ্নি তুলসী কহুঁ বিষয়
ভোগ বহু ঘী তেঁ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি বিচার করিয়া প্রভুর প্রতি অনুরাগী হও। রে জড়! সংসার হইতে যে সুখের আশা, তাহা জীব বিষয়ে ত্যাগ কর, যদি বলিস্ বিষয় ভোগে তৃপ্ত হইয়া পরে পরিত্যাগ করিব, এরূপ মতি কখনও করিস্ না। কারণ কামনারূপ যে অগ্নি, সে বিষয় ভোগ-রূপ ঘৃতে পরিতৃপ্ত হয় না, এরূপ বিচার করিয়া সংসার সম্বন্ধীয় যে কামনা তাহাকে পরিত্যাগ কর, ইহাই শ্রীতুলসীদাসের উপদেশ।

॥ ১৯৯ ॥

কাহে কোঁ ফিরত মূঢ় মন ধায়ৌ।
তজি হরি চরণ সরোজ সুধা রস রবি কর
জল লয় লায়ৌ॥

রে মন! তোমাকে বলিতেছি, কি নিমিত্ত ভগবৎ বিমুখ হইয়া মিথ্যা বিষয় যে ভোগ বিলাসাদি, তাহার জন্য এত চেষ্টা করিতেছ? শ্রীহরির চরণ কমলের অমৃত রস পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণার জলেতে মন ক্ষেপন করিতেছ।

ত্রিজগ দেব নর অসুর অপর জগ যোনি
সকল ভ্রমি আয়ৌ।
গৃহ বনিতা সুত বন্ধু ভয়ে বহু মাতু
পিতা জিন্‌হ জায়ৌ॥

ইহসংসারে যে সংবন্ধী পিতা, মাতা, পুত্র, বনিতা প্রভৃতি যাহা-দিগকে তুমি আপনার পরম হিতকারী বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা কেহই প্রকৃত হিতকারী নহে। ইহা বিচার করিয়া দেখ, তুমি কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যেখানেই জন্ম গ্রহণ কর না কেন, সেখানেই সমস্ত সংবন্ধী মিলিয়া যাইবে।

জা তেঁ নিরয় নিকায় নিরন্তর সোহি ন
তোহি সিখায়ৌ।
তব হিত হোয় কটহি ভববন্ধন সো মগ
তোহি ন বতায়ৌ॥

কিন্তু যেই কর্ত্তব্যতাতে তোমার সংসাররূপ দুঃখ হয়। সেই সমস্তই তোমাকে শিক্ষা দেয়, যাহাতে তোমার কল্যাণ হয় এবং সংসারের বন্ধন ছিন্ন হয়, সেরূপ উপদেশ কেহই করে না, তাহাতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার প্রবাহে নানা দুঃখভোগ অনুভব করিতে হয়।

অজহুঁ বিষয় কহঁ যত্ন করত যদ্যপি
বহু বিধি ডহকায়ৌ।
পাবক কাম ভোগ ঘৃত তেঁ শঠ কৈসে
পরত বুঝায়ৌ॥

বর্ত্তমানেও সেই বিষয়ের জন্য যত্ন করিতেছ, যদিও অনেক প্রকার প্রতারিত হইয়াছ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগ করিয়া অনেক জন্ম ক্ষয় করিয়াছ, তথাপি সেই বিষয় ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিতেছ, কিন্তু তুমি বিচার করিয়া দেখ কামনারূপ যে অগ্নি, সে ভোগরূপ ঘৃতে কখনও কি শান্ত হয়? কখনও হয় না, কিন্তু তুমি ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।

বিষয় হীন দুখ বিপতি অতি সুখ সপনেহুঁ
নহিঁ পায়ৌ।
উভয় প্রকার প্রেত পাবক জ্যেঁা ধন
দুখপ্রদ শ্রুতি গায়ৌ।

যেই জন্মে তুমি বিষয়হীন হইয়া জন্মগ্রহণ কর, তাহাতে অতি দীন হইয়া দুঃখ পাও, আর যেই জন্মে কর্ম্মবশে যদি কিছু ধন মিলে, তাহাতেই অনেক সুখ ভোগ কর, কেননা অর্থ ই সমস্ত দুঃখের আকর, ইহা সমস্ত বেদে বলিতেছে, সুখ স্বপ্নেও মিলে না। উভয় প্রকারেই ধন প্রেতের অগ্নি সদৃশ, ধন যে দুঃখ দাতা ইহা বেদে বলিতেছে, অর্থাৎ রাক্ষসের যে অগ্নি সে যেমন প্রকৃত অগ্নি নহে এবং তাহার জন্য চেষ্টা করিলে পরিশ্রম মাত্র ফলই হয় এবং নিকটে গেলে শরীরেরও নাশ হইয়া যায়, সেরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যদি ভাগ্য বশতঃ কিছু মিলে, তাহা হইলে চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত জীবন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে মরণান্ত ক্লেশ হয়, অতএব এই রীতিতে প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত দুই প্রকারেতেই ধন দুঃখভাজন, ইহা সর্ব্বজন সম্মত।

ছিন ছিন ছীন হোত জীবন দুর্ল্লভ তন বৃথা গবায়ৌ।
তুলসীদাস হরি ভজহি আস তজি কাল উরগ জগ খায়ৌ॥

সংসারের কার্য্যাদিতে পলে পলে জীবনের ক্ষয় হইতেছে, দুর্ল্লভ যে মনুষ্য শরীর তাহা বৃথা ক্ষয় করিতেছ, এইরূপ বিচারে শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনা কর, সমস্ত জগতকে কালরূপী সর্প গ্রাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যু হাত হইতে কেহই মুক্তি পাইতে পারে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যখন কাল মাথার উপর চাপিয়া বসে, তখন ভগবানের শরণাগত হয়। এ কারণে প্রথমেই জগতকে নাশবান মনে করিয়া পরমেশ্বরের ভজন করা ইহাই পরম কল্যাণের কারণ।

॥ ২০০ ॥

তাঁবে সো পীটি মনহুং তন পায়ো।
নীচ মীচন জানত শীশ পর ঈশ নিপট বিসরায়ো ॥

তাম্র যেরূপ লগুড়ের দ্বারা শত শত প্রহৃত হইয়া তাঁবা প্রস্তুত হয়, সেরূপ শত শত যোনি পরিভ্রমণরূপ বহু দুঃখ ভোগ করিয়া এ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। রে নীচ! তোমার মাথার উপর মৃত্যু রহিয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না, যেহেতু তুমি পরমেশ্বরের নাম একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ।

অবণী রবণী ধন ধাম সুহৃদ সুতকে ন ইন্‌হহি
অপনায়ো।
কাকে ভয়ে গয়ে সঙ্গ কাকে সব সনেহ ছল
ছায়ো ॥

পৃথিবী, বনিতা, ধন, গৃহ, মিত্র, পুত্রকে জগতে কে আপনার বলিয়া মনে করে না, অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি অনুরাগী কে হয় না? পরন্তু দেখ, কে কাহার হইয়াছে, কে কাহার সহিত গিয়াছে, এই সমস্ত সংবন্ধীর স্নেহ প্রতারণারূপ মাত্র, অর্থাৎ কেহ কাহারও নয়।

জিন্‌হ ভুপন্‌হি জগ জীতি বাধি যম আপনি বাঁহ
বসায়ো।
তেউ কাল কলেউ কীন্‌হে তু গিনতী কব আয়ো ॥

পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা বড় বড় রাজাকে এবং জগতকে এমন কি ব্যাধি যম প্রভৃতিকেও নিজ বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারাও কালের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমিত কোন ছার, অর্থাৎ তুমিত গণনাতেই আস না।

দেখু বিচারি সারকা সাঁচৌ কহা নিগম নিজ
গায়ৌ।
ভজহি ন অজহুঁ সমুঝি তুলসী তেহি জেহি মহেশ
মন লায়ৌ॥

বিচার করিয়া দেখ, যে আয়ু এবং বল অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বিফলেই গিয়াছে, জগতের মধ্যে সার এবং সত্য বেদ কাহাকে বলে তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, এখনও যদি তাহাকে ভজনা না কর, তাহা হইলে বিশেষ হানি হইবে, অর্থাৎ শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, যাঁহাকে মহাদেব পর্য্যন্ত পাইবার জন্য তপস্যা করেন, তাঁহাকে বিমুখ হইলে অতিশয় হানি হইবে।

॥ ২০১ ॥

লাভ কহা মানুষ তন পায়ে।
কায় বচন মন সপনেহুঁ কবহুঁক ঘটত ন কাজ
পরায়ে॥

যদি কায়মনোবাক্যে পরোপকার করিবার জন্য মন না দাও, তাহা হইলে এ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া লাভ কি? অর্থাৎ যদি কখনও কায়মনোবাক্যে পরোপকার করা না হয়, তাহা হইলে এ মনুষ্য শরীর ধারণ করা বৃথা।

জো সুখ সুরপুর নরক গেহ বন আবত বিনহিঁ
বুলায়ে।
তেহ সুখ কহঁ বহু যত্ন করন মন সমুঝত নহিঁ
সমুঝায়ে॥

যে সুখ স্বর্গ নরক আর গৃহ এবং বনেতে হয়, তাহা অনায়াসে সর্ব্বযোনিতে সমস্ত স্থানেতে পাওয়া যায়, সেই সুখের জন্য রে মন! তুমি এত যত্ন করিতেছ, তুমি বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।

পরদারা পরদ্রোহ মোহ বশ কিয়ে মূঢ় মন ভায়ে।
গর্ভ বাস দুখ রাশি যাতনা তীব্র বিপতি বিসরায়ে॥

রে মন! মোহের বশীভূত হইয়া পরদারাভিগমন, পরদ্রব্য অপহরণ প্রভৃতি কত কার্য্যই করিয়াছ, জন্ম-মৃত্যুরূপ তীব্র যাতনা ভুলিয়া সর্ব্বথা নিষেধ কার্য্য করিতেছ।

ভয় নিদ্রা মৈথুন আহার সব কে সমান জগ জায়ে।
সুর দুর্লভ তন ধরি ন ভয়ে হরি মদ অভিমান
গবায়ে॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি জগতের মধ্যে সকলের সমান, অর্থাৎ শূকর কুকুর প্রভৃতি যোনিতেও বরাবর মিলিয়া থাকে, কিন্তু দেবতার দুর্ল্লভ যে শরীর, তাহা প্রাপ্ত হইয়া হরিকে ভজনা করিলে না, কেবল মত্ততায় এবং অভিমানে জীবন অতীত করিয়া দিলে।

য়ী ন নিজ পর বুদ্ধি শুদ্ধ হৈ রহে রাম লয় লায়ে।
তুলসীদাস য়হি অবসর বীতে কা পুনি কে
পছিতায়ে॥

তুমি সমস্ত জীবন লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে, কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে কিছুই করিলে না। ইহার কারণ তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া ভগবত চরণে আশ্রয় লয় নাই। শ্রীতুলসী বলিতেছেন,

যদি এ অবসর অতীত হয়, তাহা হইলে পরে অনুতাপ করিলে কি হইবে, অর্থাৎ মনুষ্য শরীর নষ্ট করিয়া অপর যোনি প্রাপ্ত হইয়াও শরীরকে নষ্ট করে, জীবকেও নষ্ট করে, পরে কল্যাণের উপায় করিতে সক্ষম হয় না।

॥ ২০২ ॥

কাজ কহা নর তন ধরি সার্‌য়ো।
পর উপকার সার শ্রুতি কো তৌ ধোখেউ মেঁ
ন বিচার্‌য়ো॥
দ্বৈত মূল ভয় শূল শোক ফল ভব তরু টরৈ
ন টার্‌য়ো।
রাম ভজন তীক্ষ্ণ কুঠার লৈ সো নহিঁ
কাটি নিবার্‌য়ো॥

এ মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া কাজ কি, তুমি পরোপকার এবং শ্রুতিতে যাহাকে সত্য বল, তাহা ভুলেও কখনও চিন্তা করিলে না। শরীর মধ্যে যে আত্মা এবং বুদ্ধি, তাহাই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল, আর যমাদি হইতে যে ভয়, এবং ত্রিতাপাদি, আর বন্ধু বিয়োগাদিতে যে শোক তাহাই বৃক্ষের ফল স্বরূপ, এই যে বৃক্ষ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। তাহাকে কাটিবার জন্য রামভজনরূপ তীক্ষ্ণ কুঠার অবলম্বন কর, তাহা গ্রহণ করিয়া তাহা কাটিয়া যদি দূর না কর, তাহা হইলে তোমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ।

সংশয় সিন্ধু নাম বোহিত ভজি নিজ আত্মা
ন তার্‌য়ো।
জন্ম অনেক বিবেক হীন বহু যোগি ভ্রমত নহিঁ
হার্‌য়ো॥

সংশয়রূপ সমুদ্রে রাম নাম রূপ জাহাজকে আশ্রয় করিলে নিজের আত্মাকে কখনও পার করিতে পারিবে না। অনেক জন্ম বিবেকহীন হয়ে বহু যোগি ভ্রমণ করতঃ এখন হার মানিতেছে না।

দেখি আন কী সহজ সম্পদা দ্বেষ অনল মন
জারেয়ৌ।
সম দম দয়া দীন পালন শীতল হিয় হরি ন
সম্ভারেয়ৌ॥

অপরের বহু সম্পৎ দেখিয়া বিদ্বেষরূপ অগ্নিতে মনকে জ্বালিয়া দিয়াছ। সম, দম, দয়া, দীন পালন করতঃ এবং শীতল হৃদয়ে হরি কখনও ধারণ কর নাই।

প্রভু গুরু পিতা সখা রঘুপতি মেঁ মন ক্রম বচন
বিসারেয়ৌ।
তুলসিদাস য়হি ত্রাস শরণ রাখহি জেহি গীধ
উধারেয়ৌ॥

সকলের হিতকারী আর পূজ্যরূপ যে শ্রীরঘুবর, তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়াগিয়াছ, অর্থাৎ যেন তুমি নিষেধ কর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপ। শ্রীতুলসি দাসকে এরূপ ত্রাস হইতে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই, একমাত্র যিনি গৃদ্ধকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

। ২০৩ ॥

শ্রীহরি গুরু পদ কমল ভজহু মন তজি অভিমান।
জেহি সেবত পাইয়ে হরি সুখ নিধান ভগবান ॥

শ্রীহরিরূপ যে গুরু, তাঁহার চরণকমল ভজনা কর রে মন! সমস্ত অভিমান ত্যাগ কর, অর্থাৎ অভিমানে ভজনফল কখনও পাওয়া যায় না, যে জীব তাহার চরণকমল ভজনা করে, তিনি মুখ্য সাধন এবং সমস্ত সুখের আধার যে ভগবান, তাহাকে প্রাপ্ত হয়।

পরিবা প্রথম প্রেম বিনু রাম মিলন অতি দূর।
যদ্যপি নিকট হৃদয় নিজ রহে সকল ভরি পূর ॥

এ পদে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রতিপদে প্রথম তিথি; সে না হইলে যেরূপ শেষ পর্য্যন্ত হয় না, সেরূপ প্রথমে প্রেম না হইলে শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাঁহার মিলন অতি দূর। যদ্যপি প্রেম হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে; তাহা হইলেও বহির্ভাগতিক প্রেম কোন সাধনে প্রবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্ব অনুরাগ ব্যতিরেকে সাধনে প্রবৃত্তি হয় না।

দুইজ দ্বৈত মতি ছাঁড়ি চরহিঁ মহি মণ্ডল ধীর।
বিগত মোহ মায়া মদ হৃদয় সদা রঘুবীর ॥

দ্বিতীয়ারূপ দ্বৈতবুদ্ধি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বীর পুরুষ পৃথিবী-তলে বিচরণ করিতেছে, সেই দ্বৈত বুদ্ধিকে যদি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে মোহ, মায়া সকলি ছাড়িয়া যাইবে। আর হৃদয়ে রঘুবর সর্ব্বদা বিরাজ করিতে সক্ষম হইবে।

তীজ ত্রিগুণ পর পরম পুরুষ শ্রী রমণ মুকুন্দ।
গুণ সুভাব ত্যাগে বিনু দুর্লভ পরমানন্দ॥

তৃতীয়ারূপ ত্রিগুণ, তাহা হইতে অতীত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত, সে গুণ স্বভাব ত্যাগ করা ব্যতিরেকে পরমানন্দ নাম পরমেশ্বর স্বরূপানন্দকে প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্ল্লভ।

চৌথি চারি পরি হরহু বুদ্ধি মন চিত অহঙ্কার।
বিমল বিচার পরম পদ নিজ সুখ সহজ উদার॥

চতুর্থীরূপ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মনের কর্ত্তব্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, চিত্তের স্মরণ, অহঙ্কারের আগ্রহ, এই ভেদরূপ যে চারি বৃত্তি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে নির্ম্মল বিচার মোক্ষ স্বরূপ, নিজ স্বরূপের প্রকাশ, যাহাতে সুখ স্বাভাবিক এক মনুনিরস যাহা হইতে অপর সুখ নাই, তাহার আবির্ভাব হয় অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি বৃত্তি মিটিলে পর পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অপর বস্তু জগতে আর নাই ইহা সম্পূর্ণ চেতনের উদয় হয়।

পাঁচই পাঁচ পরস রস শব্দ গন্ধ অরু রূপ।
ইন্হ কর কহা ন কীজে বহুরি পরম ভব কূপ॥

পঞ্চমীরূপ পাঁচটী যে বিষয়, ত্বকের স্পর্শ, জিহ্বার রস, কর্ণের শব্দ, নাসিকার গন্ধ, নেত্রের রূপ, ইহাদের পরিচালিত পথে চলিও না, যদি

চল তাহা হইলে সংসাররূপ কূপে পতিত হইবে, অর্থাৎ মুখ্য যে জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহারা আপন আপন বিষয়ে জীবনিবহকে বশীভূত করিয়া ফেলে।

ছঠি ষট বর্গ করিয়ে জয় জনকসুতাপতি লাগি।
রঘুপতি কৃপা বারি বিন নহীঁ বুতাই লোভাগি॥

শ্রীরাম আমার প্রভু হয় এ নিমিত্ত আমি ষষ্ঠীরূপ যে ষড়বর্গ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, তাহাদিগকে জয় করিয়াছি অর্থাৎ যতদিন কামাদির অধীন থাকিবে, ততদিন শ্রীরাম প্রভু হইতে পারে না আর রঘুপতির কৃপাবারী ব্যতিরেকে লোভরূপ যে পুঞ্জীভূত অগ্নি, তাহা নির্ব্বাপিত হয় না।

সাতেঁ সপ্ত ধাতু নিৰ্ম্মিত তন করিয়ে বিচার।
তেই তন কের এক ফল কিজিয়ে পর উপকার।

সপ্তমীরূপ সপ্তধাতু হাড়, চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মর্জ্জা, মেদ, শুক্র, ইহাদের দ্বারা নিৰ্ম্মিত এ শরীর বিচার করিয়া জীব মাত্রেরই দয়া করা শরীরের একমাত্র কর্ত্তব্য।

অঠইঁ আঠ প্রকৃতি পর নির্বিকার শ্রীরাম।
কেহি প্রকার পাইয়ে হরি হৃদয় বসহিঁ বহু কাম॥

অষ্টমীরূপ আট প্রকৃতি, পঞ্চভূত, আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এ প্রকৃতি হইতে অতীত বিচার রহিত, শ্রীরাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহাতে হরিকে কি প্রকারে পাইবে যে হেতু হৃদয়ে অনেক কাম স্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ শুদ্ধরূপ পরমেশ্বর মলিন হৃদয়ে আবির্ভূত হন না।

নবমী নব দ্বার পুর বসি জেহি ন আপু ভল কীন।
তে নর যোনি অনেক ভ্রমত দারুণ দুখ দীন॥

নবমীরূপ যে নব দ্বার নেত্র, কর্ণ, নাসিকা ছয়টী, আর মুখ, লিঙ্গ, গুদা, এ তিনকে নিয়ে নয়টী দ্বারে পরিপূর্ণ যে শরীর, তাহাদের বশীভূত হইয়া নিজের কল্যাণকর কার্য্য করে না। তাহাতে জীব অনেক যোনি ভ্রমণ করতঃ কঠিন দুঃখে পতিত হইয়া অতি দীন হয় অর্থাৎ দুর্ল্লভ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া যদি আপনার কল্যাণকর কার্য্য না করে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মরণ হইতে ত্রাণ পাওয়া অতিশয় সুকঠিন।

দশই দশহুঁ কর সংযম জো ন করিয়ে জিয়ে জানি।
সাধন বৃথা হোহিঁ সব মিলহিঁ ন সারঙ্গপানি॥

দশমীরূপ যে দশ ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, চরণ, গুদা, লিঙ্গ, বচন, এ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এ দশেন্দ্রিয়কে নিজের মঙ্গল মনে করিয়া যে আপনার বশীভূত না করে তাহা হইলে সমস্ত সাধন ব্যর্থ হয়, আর ভগবানকেও প্রাপ্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে বশ করা ব্যতিরেকে আপনার কল্যাণ সাধন হয় না।

একাদশী এক মন বশ কে সেবহু জাই।
সোই ব্রত কর ফল পাবৈ আবা গমন নসাই॥

একাদশীরূপ যে এক মন, যে দশইন্দ্রিয়ের রাজা, তাহাকে বশীভূত করে যদি ব্রতানুষ্ঠানে যায় অর্থাৎ যদি সংসার বিষয় হইতে বিমুখ

হইয়া ব্রতানুষ্ঠানের সম্মুখী হয়, তাহা হইলে একাদশীব্রতের জন্ম মৃত্যু নাশরূপ যে ফল তাহা প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মনকে বশীভূত করা ব্যতিরেকে যে কোন সাধন কর না কেন জন্ম মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

দ্বাদশী দান দেহু অস অভয় হোই ত্রৈলোক।
পর হিত নিরত সো পারন বহুরি ন ব্যাপৈ শোক ॥

যদি দ্বাদশীরূপ দান দিবে, যাহাতে ত্রিলোক ভয় হয় না সর্ব্বদা অভয় হইতে পারে, তাহা হইলে পরহিতে তৎপর হইবে, সেইটী পারণ করা হইবে তাহা হইলে পুনরায় শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না অর্থাৎ দ্বাদশী দিনে যে দান দিয়া পারণ করা হয়, তাহাতে আত্মা জন্ম মরণ রহিত একরস আনন্দস্বরূপ হয়, এই জ্ঞান করিয়া যে অভয় হয় সেইটী দান হয় আর স্বয়ংই নির্ভয় হইয়া জীবের হিত করিবার জন্য যে তৎপর হওয়া সেইটীই পারণ হয়, এই রীতি অনুসারে ব্রত করিলে সংসার শোকের নাশ হইয়া যায়।

তেরসি তীনি অবস্থা তজহু ভজহু ভগবন্ত।
মন ক্রম বচন অগোচর ব্যাপক ব্যাপ্য অনন্ত ॥

ত্রয়োদশী নাম যে তিনটী অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনা কর। যিনি মন, কর্ম্ম এবং বচনের অগোচর, যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যিনি নিত্য জ্ঞানের স্বরূপ পরমেশ্বর এবং তিন অবস্থার অতীত যে চতুর্থ সেই যে ভগবান তাহাকে ভজনা কর।

চৌদসী চৌদহ ভুবনং অচর রূপ গোপাল।
ভেদ গয়ে বিনা রঘুপতি অতি ন রহহিঁ জগ জাল॥

চতুর্দ্দশীরূপ যে চতুর্দ্দশ ভুবন যথা ভূ র্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, ঊর্দ্ধে এ সপ্ত ভুবন, আর অধভাগে তল, তলাতল, মহাতল, সুতল, বিতল, রসাতল, পাতাল এ সপ্ত ভুবন নিয়ে যে চতুর্দ্দশ ভুবন এবং জড় চৈতন্য যত জীব, সে সমস্ত কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ সমস্তই জগৎস্বামীর রূপ সদৃশ। ভেদ, বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের শ্রীরাম অত্যন্ত যে জগতাজাল তাহা হরণ করেন না অর্থাৎ অন্য সাধনে জগৎরূপ ক্লেশে কিছু হ্রাস হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হয় না, যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভেদ বুদ্ধি থাকে।

পুনিউ প্রেম ভক্তি রস হরি রস জানহিঁ দাস।
সম শীতল গত·মান জ্ঞান রত বিষয় উদাস॥

পূর্ণমাসীরূপ যে সিদ্ধ প্রেম, ভক্তি-রসরূপা যে নিষ্কামা, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সাধন সম্পন্ন জীবেরই আবির্ভাব হয়, তাহাদের যে রস সে কেবল হরিদাসই জানেন। তাহা প্রাপ্ত হইলে যাহা হয় তাহা বলা হইতেছে সেই রসযুক্ত জীবের সমতা জ্ঞান আর শীতল হৃদয় অভিমান রহিত জ্ঞানে তৎপর, বিষয় ভোগে উদাসীন হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত মুখ্য সাধন জীবের কল্যাণের কারণ সেইটী বলিতেছেন, পূর্ব্বানুরাগ সাধন ভক্তি প্রথম, আর সেই প্রেম অনেক সাধন সম্পন্ন হইয়া নিষ্কামা এবং অবিনাশিনী তুল্য সিদ্ধাভক্তি পূর্ণমাসীরূপ সমস্ত সাধনের ফলরূপ উদয় হয় ইহার পূর্ব্বে কিছুই কর্ত্তব্যতা নাই, কেননা সেইটী ফলরূপ, দ্বিতীয়া থেকে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত যে সাধন সে সিদ্ধাভক্তিকে প্রাপ্তি হইবার দ্বার-সদৃশ শ্রীগুরু। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবানকেও বশীভূত করা যায়, অধিক আর ফল কি বলিব। ফাল্গুনের পূর্ণিমা আর প্রতিপদের যে সন্ধি তাহাকে হোলি বলি, এখানে সিদ্ধাভক্তিরূপ পূর্ণিমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাহা হয় তাহা বলিতেছেন।

ত্রিবিধি শূল হোলিয়ে জালিয়ে খেলিয়ে অব ফাগু।
জো জিয়ে চহসি পরম সুখ তৌ য়হি মারগ লাগু॥

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এ ত্রিবিধ শূলনাম যে ক্লেশ, সেই হোলি নাম তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়, প্রথমে আবির দ্বারা খেলা হয়, অর্থাৎ আনন্দের উল্লাস করে আবির খেলা হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে আবির্ভূত করে স্বয়ং আনন্দরূপী হয়েত সুখপূর্ব্বক বিলাস করিতে সক্ষম হয়, এখানে সংসারের নাশ, আর পরমেশ্বরের আবির্ভাব সেইটী সন্ধা হয়। রে জীব! যে পরম সুখ চাহিবে সে পূর্ব্ব কথিতমার্গে চলিও অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত পথানুসারে গমন কর, তাহা হইলে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে, সমস্ত বেদ শাস্ত্রের এই মাত্র ফল।

শ্রুতি পুরাণ বুধ সম্মত চাঁচরি চরিত মুরারি।
করি বিচার ভব তরিয়ে পরিয়ে ন কবহু যম ধারি॥

এই চাচরি যে গীত, ভগবানের চরিত্ররূপ তাহা বেদ পুরাণ আর সমস্ত সজ্জন লোকের সম্মত। অর্থাৎ ভগবানের যে যথার্থ এবং তাঁহার যে নিরূপণ তাহা বেদাদির হৃদয় সদৃশ। সেই রহস্যের বিচার করিয়া জীব সংসাররূপ সমুদ্র হইতে পার হইয়া যায়। অর্থাৎ জন্ম মরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও যমের দ্বারে যাইতে হয় না। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সংশয় শমন দমন দুখ সুখ নিধান হরি এক।
সাধু কৃপা বিন মিলহিঁ ন করিয়ে উপায় অনেক॥

সমস্ত সংশয়ের নাশকারী, মৃত্যু দমনকারী, দুঃখ বিনাশকারী এবং সুখের আধার একমাত্র সেই হরিই। অন্য কোটী উপায় অবলম্বন করিলেও সাধুকৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

ভব সাগর কহঁ নাব শুদ্ধ সন্তন কে চরণ।
তুলসিদাস প্রয়াস বিনু মিলহি রাম দুখ হরণ॥

সংসাররূপ সমুদ্র হইতে পার হইবার সম্বল একমাত্র শুদ্ধ যে সজ্জন অর্থাৎ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ক্ষমা করুণাদিযুক্ত যে সাধু তাঁহার চরণরূপ নৌকা। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি হয় তাহা বলিতেছেন। শ্রীতুলসিদাসের সিদ্ধান্ত এই যে কেবলমাত্র শুদ্ধ সাধু-চরণ আশ্রয়ে পরিশ্রম রহিত দুঃখ বিনাশকারী শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইতে পারে। এই পদে প্রথমে গুরুপদ নিরূপণ করিয়াছেন, মধ্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়াছে তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ের জন্য সিদ্ধাভক্তি বলিয়াছেন, তাহার পর জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত মুখ্য সাধনের বর্ণনা করিয়াছেন। সাধু পদ বলেন নাই তাহা অন্তে বলিয়াছেন, ইহার অভিপ্রায় এই যে, গুরুপদ আর সাধুপদ দুইটীই বিচারে একই, কেননা সাধুতা ব্যতিরেকে গুরুত্ব-পদ পাইতে পারে না। নারদ প্রভৃতি যে সাধু তাঁহারা জগতের গুরু কিন্তু শাস্ত্রে দুইপদ ভিন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীতুলসিদাস প্রথমে গুরুপদ অন্তে সাধু চরণ স্মরণ করিয়াছেন অর্থাৎ কৃতার্থ হইবার জন্য গুরুর শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপাবলে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ জীব জীবন্মুক্তি যে সাধু গুরু হরিরূপ, তাঁহাদের চরণে ভক্তি-সম্পন্ন হইয়া সেবন করা ইহার সিদ্ধান্ত রহস্য।

॥ ২০৪ ॥

জো মন লাগৈ রাম চরণ অস।
দেহ গেহ সুত বিত কলত্র মহঁ মগন হোত বিন
যতন কিয়ে জস॥

এই পদে প্রথম সাধন পক্ষ, দ্বিতীয় সিদ্ধ পক্ষ, দুই অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। যদি এমন ভাবে শ্রীরাম চরণে মন লাগে যেমন শরীর,

দেহ, পুত্র, ধন, স্ত্রীতে যত্ন ব্যতিরেকেও মগ্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীব মাত্রেরই দেহাদির প্রতি স্বাভাবিক যেরূপ প্রীতি লেগেই থাকে সেরূপ শ্রীরামের প্রতি যদি হয়। এরূপ প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যাহার মন শ্রীরাম চরণারবৃন্দতে লেগে থাকে, তাহার সেই চরণ দেহরূপ হয়। অর্থাৎ সামান্য জীব যাহা কিছু করুন না কেন তাহা আপনার দেহের সুখের নিমিত্ত, যেরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের যাহা কিছু কর্ত্তব্যতা তাহা ভগবৎ চরণে সমর্পিত হয় আমিই কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এরূপ জ্ঞান হয় না, গেহ নাম, বিষয়ী জীব স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া গৃহেতে যখন আসে, তখন বিশ্রাম সুখ অনুভব করে, যেরূপ জীবন্মুক্তের চরণরূপ গৃহই বিশ্রাম স্থান হয়, সংসারী জীবের পুত্রের উপর আপনার শরীর হইতেও অধিক প্রীতি হয়। সেরূপ জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক প্রেম চরণরূপ পুত্রে হয়। সামান্য জীব ধন উপার্জ্জন করতঃ নানা সুখভোগ করে। বিপদকালে সেই ধন সম্পূর্ণ সহায়ক হয়, সেরূপ জীবন্মুক্তের সমস্ত ভোগ আর সর্ব্বকাল সহায়ক চরণরূপ ধন হয়, বিষয়ী জীব স্ত্রীতে রমণ করে সেরূপ জীবন্মুক্তের চরণরূপ স্ত্রীতে রমণ করিয়া সুখ হয় অন্যত্র হয় না। মোহ নাম চরণরূপ দেহাদি সে এক রসাস্থিত থাকে, তাহাতে একাগ্রচিত্ত হয়ত আনন্দরূপ প্রাপ্ত হয়। যদিও জীবন্মুক্তের আপনার যশের কামনা নাই, তথাপি যত্ন ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ তাঁহার যশ গান করে।

দ্বন্দ্ব রহিত গত মান জ্ঞান রত বিষয় বিরত খা
নানা কস।
সুখ নিধান সুজান কৌশল পতি হৈ প্রসন্ন কহু
ক্যোঁ ন হোহিঁ বস॥

দ্বন্দ্ব নাম, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, তাহাতে রহিত অর্থাৎ প্রথমে উদ্বেগ করিয়া ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর, অভিমানকে ছাড়িয়া দাও,

জ্ঞানেতে তৎপর হও, বিষয়েতে বিরাগ হও, তিক্তাদি ষষ্ঠ কষায়েতে যেরূপ স্বাভাবিক তোমার অরুচি হয় সেরূপ বিষয়কেও পরিত্যাগ কর, আর সুখের নিধান, অতীব সুচতুর শ্রীরাম, তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে কে বশ হয় না, অর্থাৎ রে জীব! যিনি আপনার ভক্তকে দেখিয়া অধীন হয়, তাঁহার মতন জগতে কে আর আছে। অর্থাৎ তিনি কেন বশীভূত হইবেন না? দ্বন্দ্ব যে সুখ দুঃখাদি সংসারের ধর্ম্ম, তাহা ভগবৎ অনুরাগী স্বয়ংই ছাড়িয়া যায় আর অভিমানও ত্যাগ করে এবং তিক্তাদি ষষ্ঠ কষাদি তাহা যেরূপ মনুষ্যের অরুচি, সেরূপ বিষয়াদিও রাম ভক্তির প্রতি বিরাগ হয়, যেরূপ শীত অগ্নিকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক নিষেধ সমূহই সম্মুখ থেকে দূর হইয়া যায়, আর জ্ঞানাদি যে মহান্ সাধন, তাহারা বলে এরূপ মহাত্মাকে ছেড়ে কোথায় যাইব, অন্যত্র যাওয়া আমাদের শোভা পায় না, ইহা বুঝিয়া তৎপর হইয়া রামানুরাগীর সেবন করিতে থাকে। তজ্জন্য বলিতেছেন রে মন! সুখের পাত্র অন্তর্য্যামী যে শ্রীরাম তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ আপনার ভক্তকে দেখিয়া প্রসন্ন হন, কেন বশীভূত হইবেন না। অর্থাৎ রে মন! স্বামী এরূপ যে, ভক্তের দাসবৎ অধীন হয়।

সর্ব্বভুত হিত নির্ব্যলীক চিত ভক্তি প্রেম দৃঢ়
নেম এক রস।
তুলসিদাস য়হ হোয়ে তবহিঁ জব দ্রবৈ ঈশ জেহি
হত্যো শীশ দশ॥

সমস্ত প্রাণীতে হিতকর বুদ্ধি এবং মিথ্যা রহিত মন আর দৃঢ় যে এক রস, তাহা নিয়ম করিয়া প্রেমাভক্তিকে গ্রহণ কর কিন্তু শ্রীতুলসিদাস বলিতেছেন, তখনই পূর্ব্বোক্ত সাধন সম্পন্ন জীব হইবে, যখন যে পরমেশ্বর দশস্কন্ধ রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনি যদি কৃপা করেন

অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কল্যাণমার্গে প্রবৃত্তি হয় না ইহা মুমুক্ষুর প্রতি উপদেশ। পূর্ব্ব কথিত যে জীবন্মুক্ত রামানুরাগী তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন কোন কালেই কোন প্রাণীই দেখা যায় না। কে কাহার সহিত শত্রুতা করিবে। নাম দেব-নামক রাম ভক্তের মৃত শরীর হইতে বাহির হইয়া প্রভু দেখা দিয়া-ছিলেন ইহা ভক্তমাল গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। আর নির্ব্বল্লীক চিত্ত নাম মহাত্মার চিত্তকে মিথ্যা স্বয়ংই ছাড়িয়া যায়, আর সিদ্ধা, প্রেমা, ভক্তি নিয়মপূর্ব্বক এক দৃঢ় রস রামভক্তের হৃদয়ে স্থিত থাকে অর্থাৎ এরূপ মহাত্মাকে ছাড়িয়া ভক্তি মহারাণী কোথায় যায় তজ্জন্য শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন, জীবন্মুক্তের অবস্থার ফল তখনই হয়, যখন পরমেশ্বর কৃপা করেন, তাহাতে বলিতেছেন, প্রথমে যখন জীব কিছু কর্ত্তব্যতা করে, তখন ঈশ্বর কৃপা করেন। সে কর্ত্তব্যতা কি তাহা দেখাইতেছেন, পূর্ব্ব সাধনা অবস্থায় এ জীব দশ যে ইন্দ্রিয়, তাহার শীশ নাম যে মস্তকরূপ মন তাহার সমস্ত বিষয় সম্বন্ধিনী বৃত্তি তাহাকে বিনাশ কর। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আর মনকে সংসার বিষয় হইতে ফিরাইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখ করিলে তখন স্বামীর পূর্ণ অনুগ্রহলাভ করিতে সক্ষম হয়। সেই অনুগ্রহের ফল জীবন্মুক্তির দশা, আর নিষ্ঠা ও ভক্তের সেবন করা ইহাই অর্থ।

॥ ২০৫ ॥

জো মন ভজৌ চহৈ হরি সুর তরু।
তৌ তজি বিষয় বিকার সার ভজু অজহুঁ জো
মৈঁ কহোঁ সোই করু॥

মনকে উপদেশ দিতেছেন, যদি মন হরিরূপ কল্পবৃক্ষকে ভজনা করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে বিষয় বিকারকে পরিত্যাগ কর।

স্বারূপ হরিকে ভজনা কর, যে কাল তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া কাটাইয়াছ তাহা ব্যর্থই গিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা আমি বলিতেছি তাহাই কর। ইহার পর ভজনের কর্ত্তব্যতা দেখাইতেছেন।

সম সন্তোষ বিচার বিমল অতি সত সঙ্গতি
চারিহু দৃঢ় করি ধরু।
কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ মদ রাগ দ্বেষ
নিশেষ করি পরিহরু॥
শ্রবণ কথা মুখ নাম হৃদয় হরি শির প্রণাম সেবা
কর অনুসরু।
নৈনন নিরখি কৃপা সমুদ্র হরি অগ জগ রূপ
ভূপ সীতা বরু॥

সমতা আর সন্তোষ, নির্ম্মল বিচার, সৎসঙ্গতী, এই চারিটী জীবের কল্যাণের মুখ্য উপায়, তাহা দৃঢ় করিয়া ধারণ কর। আর কামাদি যে রিপু তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া পরিত্যাগ কর। শ্রবণদ্বয়ে সেই রাম কথা শ্রবণ কর, মুখে অবিরত রামনাম জপ কর হৃদয়ে হরিনাম স্মরণ কর। মস্তকদ্বারা প্রণাম কর এবং শরীর দ্বারা সেবা, ধর্ম্ম, আচরণ কর। কৃপার সমুদ্র যে হরি তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা অবলোকন কর আর জড় চৈতন্যকে সীতাপতিময় দেখ।

য়হৈ ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান য়হ হরি তোষন য়হ
শুভ ব্রত আচরু।
তুলসিদাস শিব মত মারগ য়হ চলত সদা
সপনেহুঁ নাহিঁ ন ডরু॥

যাহা ভক্তি, যাহা বৈরাগ্য, যাহা জ্ঞান, যাহা হরিকে প্রসন্ন করিবার সুন্দর বৃত্তি, তাহাই আচরণ কর। শ্রীতুলসিদাস বলিতেছেন, ইহাই শিবের মত, এই মার্গে চলিলেপর স্বপ্নেও তোমার ভয় আসিবে না, সর্ব্বদা কল্যাণ হইবে।

॥ ২০৬ ॥

নাহিন ঔর কোউ শরণ লায়ক দূজো রঘুপতি
সম বিপতি নিবারণ।
কা কৌ সহজ সুভাব সেবক বশ কাহি প্রণত
পর প্রীতি অকারণ॥
জন গুণ অলপ গণত সুমেরু কির অবগুণ কোটি
বিলোক বিসারণ।
পরম কৃপাল ভক্ত চিন্তামণি বিরদ পুনীত
পতিত জন তারণ॥
সুমিরত সুলভ দাস দুখ সুনি হরি চলত তুরত
পট পীত সম্ভারন।
সাখি পুরাণ নিগম আগম সব জানত দ্রুপদসুতা
অরু বারণ॥

ত্রিভুবনে শ্রীরঘুপতি সদৃশ শরণাগত রক্ষক এবং বিপত্তি নিবারক ও তদুপযুক্ত দ্বিতীয় আর নাই, তাঁহার স্বাভাবিক স্বভাব সুবিমল, তিনি সেবকাধীন, দীন যে তাহার প্রতি অকারণেও প্রীতি প্রদর্শন করেন, তিনি জ্ঞান সমূহের অল্পগুণও বহু বলিয়া গণনা করেন এবং ভক্তের

দোষ থাকিলেও তাহা বিস্মৃত হয়েন। পরম কৃপাল ভক্ত-চিন্তামণি, পতিতজনতারণ, তাঁহাকে স্মরণ করিবামাত্রই দর্শন দেন, দাসের দুঃখ দেখিলে তৎক্ষণাৎ হরণ করেন। স্মরণ করিবামাত্র তিনি এরূপভাবে যান যে, তাঁহার পীত বসনাদি শরীরে আছে কি না তাহাও দেখেন না, সমস্ত বেদ, পুরাণ, আগমাদিতে তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে এবং দ্রৌপদী ও গজেন্দ্রের প্রসঙ্গ মনে করিয়া ভক্তবৎসলতা দৃঢ় কর।

জা কৌ যশ গাবত কবিকোবিদ জিন্হ কে
লোভ মোহ মদ মারণ।
তুলসিদাস তজি আস সকল ভজু কোশলপতি
মুনি বধূ উধারণ॥

শ্রীতুলসিদাস উপদেশ করিতেছেন, যাঁহার যশ সমস্ত মহাত্মা গান করিতেছেন, অর্থাৎ লোভাদি শূন্য হইয়া যাঁহার যশ অনবরত মহাত্মারা গান করিতেছেন, পাষাণময়ী অহল্যার উদ্ধারকর্ত্তা সেই যে শ্রীরঘুপতি, সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজনা কর।

২০৭

ভজিবে লায়ক সুখদায়ক রঘুনায়ক সরিস শরণ
প্রদ দুজো নাহিঁ ন।
আনন্দভবন দুখদমন শোকশমন রমারমণ গুণ
গণত সিরাহিঁ ন॥

শরণাগত রক্ষক, সুখপ্রদাতা সেই রঘুকুলপতি সদৃশ দ্বিতীয় ভজনের স্থান আর নাই, আনন্দের আধার, দুঃখ বিনাশকর্ত্তা, শোকের শমনকর্ত্তা, এতাদৃশ শ্রীরঘুবরের গুণ গণনা করিতে করিতে পরিসমাপ্তি হয় না।

আরত অধম কুজাতি কুটিল খল পতিত সভীত
কহুঁ জে সমাহিঁ ন।
সুমিরত নাম বিবশ হুঁ বারক পাবত সো পদ
জহাঁ সুর জাহিঁ ন॥

পীড়িত, অধম, নীচজাতি, কুটিল, খল, পতিত এবং ভয়যুক্ত ব্যক্তি যাহাদের কোথাও আশ্রয় নাই, সেই রঘুপতিকে একবারমাত্র স্মরণ করিলে দেবতাদিগেরও দুরধিগম্য যে স্থান, তিনি সেখানেও তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন।

জা কৈ পদ কমল লুব্ধ মুনি মধুকর বিরতি জে
পরম সুগতিহু লুভাহিঁ ন।
তুলসিদাস শঠ তেহি ন ভজসি কস কারুণীক
জো অনাথহি দাহিন॥

যাঁহার চরণকমলে সমস্ত মুনিরা ভ্রমররূপ হয়তঃ লুব্ধ হইয়া স্থিত রহিয়াছে, বিষয়েতে অনুরাগ হয় না। অর্থাৎ বৈরাগ্য অবস্থায় পরম মোক্ষপদ প্রাপ্তির জন্যও লোভ করে না। শ্রীতুলসিদাস বলিতেছেন যে, রে শঠ জীব! তাঁহাকে কেন ভজনা করিতেছ না? তিনি এক অপূর্ব্ব করুণার মূর্ত্তি। যিনি সমস্ত অনাথ জীবের সম্মুখীন হন, অর্থাৎ তিনি এতাদৃশ ভক্তবৎসল যে, যাহার কোথাও আশ্রয় নাই, স্মরণ করা মাত্রই তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

॥ ২০৮ ॥

নাথ সো কৌন বিনতী কহি সুনাবৌঁ।
ত্রিবিধ অনগণিত অবলোকি অঘ অপনে শরণ
সম্মুখ হোত সকুচি সির নাবৌঁ॥

হে নাথ ! আমি কোন বিনয় বাক্যদ্বারা আপনাকে শুনাইব ? আমার অগণিত ত্রিবিধ পাপ দেখিয়া আপনার শরণাগত হইতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে, অর্থাৎ পাপে জর্জ্জরিত হইয়া এত সঙ্কুচিত হইয়াছি যে, আমি মাথা উপর করিতে পারিতেছি না। মাদৃশ পাষণ্ড জীবের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর জীবসমূহেরও কর্ত্তব্যতা দেখাইতেছেন।

বিরচি হরি ভক্ত কৌ বেষ বর টাটিকা কপট
দল হরিত পল্লবনি ছাবোঁ।
নাম লগি লাই লাসা ললিত বচন কহি ব্যাধ
জ্যোঁ বিষয় বিহগনি বঝাবোঁ॥

আমি হরিভক্তের বেশ যে মালা তিলকাদি, তাহা বিশেষরূপ বিরোচন করিয়া, বরটাটিকা নাম ব্যাধ পক্ষিদিগকে বধ করিবার যে স্থান, তাহা বৃক্ষের পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করে, এখানে সে বেশ টাটিরূপ, আর কপট নাম, উপরে বৈরাগ্যভাব, অন্তঃকরণে বিষয় ভোগের কামনা, সেইটী বৃক্ষপত্রতুল্য, তাহা দ্বারা বেশরূপ টাটিকে আচ্ছাদন করে, অর্থাৎ বিষয় ভোগ কামনার আবরণ বেশ ভূষণাদি, আর ব্যাধদিগের শেল ধনু প্রভৃতি আছে, এখানে হরির নাম জগতকে শুনাইবার জন্য সেইটী শেল সদৃশ, পক্ষী বধোপকরণ আহার চাই, এখানে মধুর বচনরূপ আহার, তাহা দ্বারা বিষয়রূপ পক্ষীকে বিদ্ধ করে। অর্থাৎ ব্যাধ দূর হইতে পক্ষীকে যেরূপ বিদ্ধ করে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে নাম বলা যাহাতে মনুষ্য ভক্ত বলিয়া মনে করিয়া নিকটে আসে, আর সেই নাম উচ্চারণে মিলিয়া মধুর বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকে প্রসন্ন করতঃ তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে বিষয়রূপ পক্ষী তাহাকে বিদ্ধ করে, ইহাই সমতা।

কুটিল শত কোটি মেরে রোম পর বারি য়হি
সাধু গণতী মেঁ পহিলহি গনাবৌঁ
পরম বর্ব্বর খর্ব্ব গর্ব্ব পর্ব্বত চঢ়্যৌ অজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ জন
মণি জনাবৌঁ ॥

পূর্ব্ব কথিত যে কপট আচরণ তৎসদৃশ শত শত কোটী কুটিল আচরণ আমার এক এক রোমের নিকট অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ শত শত কোটী কুটিল আচরণ হইতেও অধিক আচরণ আমার এক এক রোমে আছে, এতাদৃশ অধম হইতেও অধম যে আমি সাধুগণের মধ্যে প্রথমেই আমার নাম গণনা করা হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অধম আমি সাধুগণের মধ্যে অগ্রণী আর অত্যন্ত মিথ্যাভাষী অতি তুচ্ছ, অহঙ্কারে পর্ব্বতের উপর চড়িয়া আছি এবং অতীব অজ্ঞান এতাদৃশ যে আমি, সর্ব্বজ্ঞ জনগণের মধ্যে মণিরূপ আমাকে জ্ঞান করে।

সাঁচ কিধোঁ ঝুঠ মোকোঁ কহত কোউ ২
রামরাবরো হোঁহু তুমই জন কহাবৌঁ।
বিরদ কী লাজ করি দাস তুলসীহি দেব লেহু
অপনায় অব দেহু জনি বাবৌঁ ॥

যদি আমার সদৃশ অধম জগতে দ্বিতীয় আর নাই, যদিও কেহ কেহ হে রঘুবর! তোমার দাস বিষয়ে সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি তোমারই দাস। হে দেব! আপনি যে দীনদয়াল এবং পতিতপাবন, সেই নামের সার্থকতা করিয়া এ তুলসিদাসকে কৃপা করিও, অর্থাৎ শ্রীতুলসিদাস বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, আমি যতই অধম হই না কেন আমাকে উদ্ধার করিও।

॥ ২০৯ ॥

নাহিনো নাথ অবলম্ব মোহিঁ আন কী।
কর্ম্ম মন বচন সত্য করুণানিধে এক গতি রাম
ভবদীয় পদ ত্রাণ কী॥

হে নাথ, আমার অবলম্বনের স্থান কোথাও নাই, আমি কায়মনোবাক্যে সত্য করিয়া বলিতেছি, হে করুণানিধে রাম! তুমি আমার একমাত্র গতি, আপনার পদারবিন্দই আমার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।

কোহ মদ মোহ মমতায়তন জানি মন বাত
নহিঁ জাত কহি জ্ঞান বিজ্ঞান কী।

ক্রোধ, মোহ, মদ, মমতার স্থান একমন ইহা জানিয়া অর্থাৎ কামাদি পরবশ হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের খবরও আমি জানি না, অর্থাৎ এমনি কামাদির বশবর্ত্তী হইয়াছি যে জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের আশাও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

কাম সংকল্প উর নিরখি বহু বাস নহীঁ আস
নহিঁ একহু আঁক নির্ব্বাণ কী॥

অহঃরহঃ কামনার সঙ্কল্পে হৃদয়ে অনেক বাসনা বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু যে শত কামনা আমার হৃদয়ে আছে, তাহাদিগের মধ্যে এক শতাংশের এক অংশও মোক্ষ প্রাপ্তির কামনা করে না।

বেদ বোধিত কর্ম্ম বিন অগম অতি যদপি জিয়
লালসা অমরপুর জানকী।

বেদ বোধিত যে যজ্ঞাদি কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম তাহা দ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি হওয়া অতিশয় কঠিন, যদিও লালসাকে জয় করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলেও সাধন ব্যতিরেকে মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া অতিশয় দুর্ঘট।

সিদ্ধ সুর মনুজ দনুজাদি সেবত কঠিন দ্রবহিঁ
হঠ যোগ দিয়ে ভোগ বলি প্রাণ কী॥

আর সিদ্ধাদি যে অন্য স্বামী, তাঁহাদিগের আরাধনা করাও অতিশয় কঠিন, কেননা, হঠযোগ করিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। নিজের প্রাণকে বলিরূপ ভোগ যখন তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়, তখন কেহ কেহ কৃপা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত যত কল্যাণের সাধন বলা হইয়াছে, তাহার যোগ্য সেই অনুষ্ঠান হয় না।

ভক্তি দুর্লভ পরম শংভু শুকমুনি মধুপ প্যাস
পদকঞ্জ মকরন্দ মধুপান কী।
পতিতপাবন সুনত নাম বিশ্রাম কৃত ভ্রমত
পুনি সমুঝি চিত গ্রন্থি অভিমান কী॥

আপনাকে ভক্তি করা অতিশয় উত্তম কার্য্য, কিন্তু মাদৃশ জীবের আপনার প্রতি ভক্তি করা পরম দুর্ল্লভ। কেননা, মহেশ্বর এবং শুকদেব প্রভৃতি মুনি যাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর সদৃশ, তাঁহারা ভ্রমররূপ হইয়া আপনার চরণকমলের রসরূপ মধু পান করিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে,

আমি ত কোন ছার অর্থাৎ তাঁহাদের তুলনায় আমি ত গণনায় পড়ি না। আর আপনি বিশ্রামকর্ত্তা ও পতিতপাবন ইহা আমি শুনিয়াছি। তাহা শুনিয়াও পুনরায় আমার চিত্ত এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে, কেননা, অভিমান-রূপ গ্রন্থী পড়িয়া আছে, অর্থাৎ শরীরাভিমানে নামের প্রতি নিষ্ঠা হইতেছে না। অনেক বাসনা করিয়া চিত্ত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে, স্বয়ং কোন সাধনার অধিকারী হইতে সক্ষম হইতেছে না।

নরক অধিকার মম ঘোর সংসার তম কূপ কহি
ভুপ ভয় শক্তি আপান কী।
দাস তুলসী সোউ ত্রাস নহিঁ গনত মন সুমিরি
গুহ গীধ গজ জ্ঞাতি হনুমান কী॥

তজ্জন্য নরকে পড়িবার আমার অধিকার আছে, সেইটী কোন নরক, ভয়ানক সংসাররূপ অন্ধকারময় কূপতুল্য। হে রাজন্! তাহাতেই আমার ভয় এবং শক্তি আমি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছি, তথাপি তুলসিদাস সেই নরকাদির ভয় মনে গণনা করিতেছে না। নিষাদ, গৃদ্ধ, গজেন্দ্র ও বানরজাতিদিগের সুগতি স্মরণ করিয়া শ্রীতুলসিদাস সেই নরকাদির ভয় মনে গণনা করিল না। অর্থাৎ পাপরূপ অধম জীবকে আপনার সেই স্বভাব আর উদারতায় কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই কৃপাময় আপনি বিদ্যমান থাকিতে আমার চিন্তা কি।

॥ ২১০ ॥

ঔর কহঁ ঠৌর রঘুবংশ মণি মেরে।
পতিত পাবন প্রণত পাল অশরণ শরণ বাঁকুরে
বিরদ বিরুদৈত কেহি কেরে॥

হে রঘুবংশমণি! আমার দ্বিতীয় স্থান আর নাই, পতিতপাবন, প্রণতজন প্রতিপালক, যাহার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, তাহার রক্ষাকর্ত্তা। অতীব 'শূর' পতিতজনকে উদ্ধার করা যাহার স্বভাব সেই রঘুবর ভিন্ন দ্বিতীয় স্থান আর কোথাও নাই।

সমুঝি জিয় দোষ অতিরোষ করি রাম জেহি
করত নহিঁ কান বিনতী বদন ফেরে।
তদপি হ্বৈ নিডর হোঁ কহোঁ করুণাসিন্ধু ক্যোঁ
বরহি জাত সুনি বাত বিন হেরে॥

অন্তর্য্যামী যে আপনি আমার দোষসমূহ আপনার হৃদয়ে জ্ঞান হইয়া যাওয়ায় অতিশষ ক্রোধান্বিত হইয়া আমার এত বিনয় বাক্যও আপনি শুনিতেছেন না মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন, আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না। হে করুণাসিন্ধো! তথাপি আমি নির্ভয় হইয়া বারম্বার বলিতেছি যে, আমার বিনয়পূর্ব্বক বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিতেছেন না। যদিও আমি শত দোষী তথাপি আপনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ আমার শত দোষ পরিত্যাগ করিয়াও দয়াপরবশে আমার প্রতি কৃপা করুন।

মুখ্য রুচি হোত বসিবে কোঁ পুর রাবরে রাম
তেহি রুচিহি কামাদি গন ঘেরে।
অগম অপবর্গ অরু স্বর্গ সুকৃতৈক ফল নাম
বল ক্যোঁ বসোঁ যম নগর নেরে॥

হে রাম! বর্ত্তমানে আমার উদ্দেশ্য বলিতেছি। আমার প্রধানতম অভিলাষ এই যে আমি আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া বৈকুণ্ঠবাসের আশা করিতেছি। সেই অভিলাষকে যদি কামাদিতে আবৃত করে, তাহা হইলে আশা কি করিয়া পূর্ণ হয়, অর্থাৎ কামী জীবের বৈকুণ্ঠ নিবাসের আশা নিষ্ফল। আমার এভাবে মোক্ষপ্রাপ্তিও অতিশয় কঠিন। আর মুখ্য পুণ্যের ফল যে স্বর্গ তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। তজ্জন্য বলিতেছি যদি আমার বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ ও মোক্ষ এ তিনটীর মধ্যে একটীরও অধিকার না থাকে, তাহা হইলে নরকে যাইতে হইবে, তাহাতেই হে রঘুবর! কখনও কখনও তোমার নাম লইতেছি, সেই নামের বলে যমলোকের নিকটে যে নরক, তাহাতে কেন বসিব; অর্থাৎ নামের প্রভাবে যমরাজ আমাকে নরকে রাখিতে সক্ষম হইবেন না।

কতহুঁ নহিঁ ঠাঁব কহঁ জাউঁ কোশলনাথ দীন
বিত হীন হোঁ বিকল বিনু ডেরে।
দাস তুলসিহি বাস দেহু অব করি কৃপা বসত
গজ গৃদ্ধ ব্যাধাদি জেহি খেরে॥

হে কৌশলনাথ! আমার কোথাও স্থান নাই, তাহাতেই আমি বলিতেছি, আমি কোথায় যাইব? কেননা, আমি অতিশয় দীন এবং ধর্ম্মরূপ ধনবিহীন এবং নরকেও আমার স্থান নাই, সেইজন্যই অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব হে নাথ! তুলসিদাসকে কৃপা করিয়া একটী স্থান দিও, সেইস্থানে গজ, গৃদ্ধ ও ব্যাধাদি বাস করিতেছে, অর্থাৎ শ্রীতুলসিদাস বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছেন যে, যেখানে গজ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছেন আমাকেও সেখানে স্থান দিও।

॥ ২১১ ॥

কবহুঁ রঘুবংশ মণি সো কৃপা করহুগে।
জেহি কৃপা ব্যাধ গজ বিপ্র খল নর তরে তিনহিঁ
তিনহিঁ সম মানি মোহিঁ নাথ উদ্ধরহুগে॥

হে রঘুবংশমণি! আপনি কখন আমাকে সেই কৃপা করিবেন, আপনার যেই কৃপাতে ব্যাধ প্রভৃতি সংসার সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছে। হে নাথ! আমাকেও তাহাদের তুল্য জানিয়া উদ্ধার করিবেন।

যোনি বহু জন্মি কিয় কর্ম্ম খল বিবিধি বিধি
আচরণ কছু হৃদয় নহিঁ ধরহুগে।
দীন হিত অজিত সর্ব্বজ্ঞ সমরথ প্রণতপাল
চিতমৃদুল নিজ গুণনি অনুসরহুগে॥

হে নাথ! পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি বহু যোনী ভ্রমণ করতঃ জন্ম জন্মান্তরে বহু দুষ্টকর্ম্ম করিয়াছি এবং অনেক প্রকার কু-আচরণ করিয়াছি, আপনি আমার সেই পাপ কর্ত্তব্যতাকে ভুলিয়া যাইবেন এবং হৃদয়ে ধারণ করিবেন। পতিতপাবনাদি যে আপনার গুণ তাহার অনুসরণ করিবেন, অর্থাৎ পতিতপাবন যে আপনার নাম তাহার সার্থকতা রক্ষা করিবেন।

মোহ মদ মান কামাদি খল মণ্ডলী সকুল নির্ম্মূল
করি দুসহ দুখ হরহুগে।
যোগ জপ বিজ্ঞান তেঁ অধিক অতি অমল দৃঢ়
ভক্তি দৈ পরম সুখ ভরহুগে॥

হে রঘুবর! আমার মোহাদি সমূহ নির্ম্মূল করিয়া দুঃসহ যে দুঃখ তাহার অবসান করিবেন, সমস্ত সাধন হইতে শ্রেষ্ট সাধন যে ভক্তি তাহা দান করিয়া পরম সুখেতে পূর্ণ করিবেন। এই পর্য্যন্ত আমার ভবিষ্যৎ প্রার্থনা যে, উপরি উক্ত প্রার্থনাগুলি আমার কখন পূর্ণ করিবেন?

মন্দ জন মৌলি মণি সকল সাধন হীন কুটিল মন
মলিন জিয় জানি জো ডরহুগে।
দাস তুলসি বেদ বিদিত বিরদাবলী বিমল যশ
নাথ কেহি ভাঁতি বিস্তরহুগে॥

হে নাথ! মন্দ জনসমূহের মুকুট তুল্য যে আমি, অর্থাৎ আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্দ ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় আর নাই। এবং সমস্ত সাধন বিহীন, কুটিল মন, অতিশয় মলিন জীব এতাদৃশ আমাকে জেনে যদি আপনি ভয় পান, অর্থাৎ এ ব্যক্তি বড় পাপী, আমাকে গ্রহণ করিবার যোগ্য পাত্র নহে। এরূপ যদি মনে করেন, হে রঘুবর! তাহা হইলে বেদ বিদিত যে পতিত পাবনাদি এবং অতি নির্ম্মল যে যশ, তাহা আপনার কি করিয়া বিস্তার লাভ করিবে, অর্থাৎ যিনি পাপীলোককে দেখিয়া ভয় পান তাহা হইলে শ্রীতুলসিদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে জগতে অধম উদ্ধারনাদি যশ কি করিয়া প্রচারিত হইবে।

॥ ২১২ ॥

রঘুপতি বিপতি দবন।
পরম কৃপাল প্রণত প্রতি পালক পতিত পাবন॥
কুর কুটিল কুল হীন দীন অতি মলিন যবন।
সুমিরত রাম নাম পঠয়ে সব অপনে ভবন॥

শ্রীতুলসিদাস নিজের প্রভুর গুণ ঐশ্বর্য্যাদি বলিতেছেন। যে স্বামী-নামের সম্বন্ধেতে অতি মন্দ জীব যে যবন, তাহাকেও নিজের ধামে পাঠাইয়া দিয়াছেন অর্থাৎ প্রভু এত দয়াল যে তাঁহার স্মরণ করাতে বিধর্ম্মী যে যবন, তাহাকেও সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করিয়াছেন।

গজ পিঙ্গলা অজামিল সে খল গণে ধোঁ কবন।
তুলসিদাস প্রভু কেহি ন দীন্হ গতি জানকী রমন॥

অজামিল প্রভৃতি যত মন্দ ব্যক্তিকে প্রভু কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহা কে গণনা করিতে সক্ষম অর্থাৎ প্রভু অসংখ্য অসংখ্য খল ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীতুলসিদাস বলিতেছেন যে হে প্রভু! কাহার গতি দেন নাই অর্থাৎ সকলকেই উদ্ধার করিয়াছেন।

॥ ২১৩

হরি সম আপদা কৌন হরণ।
সহজ কৃপালহু সহ দুখ সাগর তরণ॥
গজ নিজ বল অবলোকি কমল গহি গয়ৌ শরণ।
দীন বচন সুনি চলে গরুড় তজি সুনা ভুধরণ॥
দ্রুপদ সুতা কহঁ লগ্যৌ দুশাসন নগন করণ।
হা হরি পাহি কহত পরে পট বিবিধ বরণ॥
য়হৈ জানি সুর নর মুনি কোবিদ সেবত চরণ।
তুলসিদাস প্রভু কোন অভয় কিয়ৌ নৃগ উদ্ধরণ॥

শ্রীতুলসিদাস বলিতেছেন যে, রাজা নৃগকে যেই প্রভু উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আর কাহাকে উদ্ধার করিলেন না অর্থাৎ যেই যেই জীব তাহার শরণাগত হন, তাহাকেই সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন।

॥ ২১৪ ॥

ঐসী কৌন প্রভু কী রীতি।
বিরদ হেতু পুনীত পরিহরি পাঁবরনি পর প্রীতি॥

রে জীব! বিচার করিয়া দেখ দেখি, অপর কোন প্রভুর এরূপ রীতি আছে। স্বকীয় নামের সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত পবিত্র যে ঋষিসভা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় নীচ জাতি চণ্ডাল যে শবরী, তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে অর্থাৎ পতিতপাবন নামের প্রকৃত অর্থ রক্ষার নিমিত্ত তিনি যেরূপ শবরীর প্রতি প্রীতি দেখাইয়াছেন অন্য কোন প্রভু এরূপ করেন নাই।

গয়ী মারন পুতনা কুচ কালকুট লগাই।
মাতু কী গতি দয়ী তাহু কৃপাল যাদব রাই॥

হে যাদব পতি! পুতনা রাক্ষসী স্তনদ্বয়ে বিষ প্রয়োগ করিয়া তোমাকে মারিবার উদ্দেশ্যে তোমার নিকট গিয়াছিল কিন্তু তুমি কৃপা পরবশ হইয়া তাহার স্তন্য পানে তাহাকে মাতৃস্থান দান করিয়াছিলে। শ্রীতুলসী দেখাইতেছেন যে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে নিষেধ বিধিরও ফল দিয়া থাকে তাহাতে যে উত্তম ফল হয় তাহারই উল্লেখ যোগ্য, এই কালে উপাসকেরা ভগবানের স্বরূপের ভেদ করিয়া থাকেন কিন্তু ব্যাস প্রভৃতি মুনিরা বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তেতে অভেদ উপাসনা দেখাইয়াছেন, বিশেষতঃ কলিযুগে রামকৃষ্ণের ভেদ করা কৌতুক মাত্র।

কাম মোহিত গোপকনি পর কৃপা অতুলিত কীন।
জগত পিতা বিরঞ্চি জিন্হ কে চরণ কী রজ লীন॥

গোপ বধূরা কামমোহিত নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের সেবা করিতে গিয়াছিল, তাহাতেই ব্রহ্মা সেই গোপ বধূর চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন ইহাই ভগবৎ শরণের মহিমা।

নেম তেঁ শিশুপাল দিন প্রতি দেত গণি গণি গারি।
কিয়ৌ লীন সো আপ মেঁ হরি রাজ সভা মঝারি॥

শিশুপাল প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিতেন কিন্তু হরি তাহাকে রাজসভা মধ্যে আপনাতেই লীন করিয়া লইয়াছিলেন। রে জীব! বিচার করিয়া দেখ, যে প্রীতিপূর্ব্বক রামকৃষ্ণ গোবিন্দ বলিতে বলিতে ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই তাহার দৃষ্টান্ত শিশুপাল, কেননা সে বিরোধ ভাবে তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যাধ চিত দৈ চরণ মারউ মূঢ় মতি মৃগ জানি।
সো সদেহ স্বলোক পঠয়ো প্রকট করি নিজ বানি॥

ব্যাধ মৃগ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সে স্বশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল, রে জীব! যে জীব শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল বিদ্ধ করিয়া ভগবৎধাম প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় তাহার চরণকমল পূজনে ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি, বিশেষতঃ তিনি পতিতপাবন।

কৌন তিন্হ কী কহৈ জিন্হ কে সুকৃত ঔ
অঘ দোউ।
প্রগট পাতক রূপ তুলসী শরণ রাখ্যৌ সোউ॥

হে নাথ! জীবের পাপ পুণ্য দুইটী তোমারই মহিমার উপরে নির্ভর, কেননা অতিশয় পাতকী যে তুলসী তাহাকেও আশ্রয় প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ ব্যাধ প্রভৃতি তোমার মহিমার যেই স্থান পাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এ মহাপাতকী যে তুলসী তাহাকেও সেই স্থান দিয়াছ।

॥ ২১৫ ॥

শ্রীরঘুবীর কী য়হ বানি।
নীচহু সোঁ করত নেহ সুপ্রীতি মন অনুমানি॥

কেবল মাত্র প্রীতিবশ হওয়া ইহাই প্রভুর প্রতিজ্ঞা। প্রীতিতে পরবশ যে গৃদ্ধ শবর প্রভৃতি তাহাদের প্রসঙ্গ শ্রীমদ্‌রামায়ণে দেখাইয়াছেন, সেইটী প্রমাণ, তাহা এই পদে দেখাইতেছেন। শ্রীরঘুবরের এতাদৃশ স্বভাব যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জীব অতিশয় হীনবংশোদ্ভব হইলেও প্রভু তাহাকে আপনার মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন।

পরম অধম নিষাদ পাঁবর কৌন তা কী কানি।
লিয়ৌ সো উর লাই সুত জ্যোঁ প্রেম কী পহিচানি॥

পরম অধম যে নিষাদ, তাহাকে কে দেখিয়া থাকে কিন্তু প্রভু শ্রীরঘুবর তাহাকে পুত্রের মতন স্নেহালিঙ্গনে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

গীধ কৌ দয়াল জো বিধি রচ্যৌ হিংসা সানি।
জনক জ্যোঁ রঘুনাথ তা কহঁ দিয়ৌ জল নিজ পানি॥

পরম হিংসার পাত্র যে গৃধ্র এবং অতিশয় নিষ্ঠুর, সে কোন্ ... অনুসারে প্রভুকে অর্চ্চনা করিয়াছিল যে, রঘুনাথ তদুদ্দেশে পিতৃ সদৃশ তর্পনাঞ্জলি দ্বারা তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি মলিন কুজাতি শবরী সকল অবগুণ খানি।
খাত তা কে দিয়ে ফল অতি রুচি বখানি বখানি॥
রজনিচর অরু রিপু বিভীষণ শরণ আয়ৌ জানি।
ভরত জ্যোঁ উঠি তাহি ভেঁটত দেহ দশা ভুলানি॥

স্বভাবতঃই মলিন, অতিশয় নিকৃষ্ট জাতি এবং সমস্ত হীন গুণের আধার যে শবরী, সে প্রভুকে খাইবার জন্য প্রীতিভরে যে ফল দিয়াছিল, তাহা তিনি পরম রুচি সহকারে খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাক্ষস জাতি এবং পরম শত্রু যে বিভীষণ, সে যখন প্রভুর শরণাগত হইলেন, তখন তিনি ভরত সদৃশ মধুর আলাপনে এবং স্নেহালিঙ্গনে তাঁহাকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

কৌন সৌম্য সুশীল বানর জিহহিঁ সুমিরত হানি।
কিয়ে তে সব সখা পূজে ভবন অপনে আনি॥
রাম সহজ কৃপালু কোমল দীন হিত দিন দানি।
ভজহি ঐসে প্রভুহি তুলসী কুটিল কপট ন ঠানি॥

যাহাদের নাম স্মরণ করিলে আহার পর্য্যন্ত যোটে না, সেই যে বানর জাতি তাহারা এমন কি মধুর স্বভাব এবং সচ্চরিত্র যে, তাহাদিগের সহিত প্রভু মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আপনার গৃহে

আনিয়া তাঁহাদিগকে পূজাও করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক কৃপাপরায়ণ অতীব মৃদুল, দীন হিতে রত প্রতিদিন দান দাতা যে শ্রীরাম, শ্রীতুলসীদাস বলিতেছেন যে, এতাদৃশ প্রভুকেই ভজন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে জীব ভজনে আপনার কল্যাণের প্রতি বিশ্বাস করে না, সে অতিশয় কুটিল এবং যে বাহিরে বৈরাগ্য ভাব দেখায় ও অন্তরে বিষয় বাসনায় অভিভূত, সে অতিশয় কপট; তাদৃশ ব্যাপার পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ কুটিল এবং কপট ব্যাপারে ভজনা করা নিষ্ফল।

॥ ২১৬ ॥

হরি তজি ঔর ভজিয়ে কাহি।
নাহিন কৌন রাম সৌ মমতা প্রণত পর জাহি॥

শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহাকে ভজনা করি, কেননা শরণাগত জীবের প্রতি ভগবানের যেরূপ মমতা আছে, অপর কোন লোকের সেরূপ নাই, এজন্যই হরিকে ভজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে কাহারও তাদৃশ নাই তাহা দেখাইতেছেন।

হিরণ্যকশিপু বিরঞ্চি কৌ জন কর্ম্ম মন অরু বাত।
সুতহি দুখবত বিধি ন বরজৌ কাল কে ঘর জাত॥

হিরণ্যকশিপু কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মার পরম ভক্ত ছিলেন কিন্তু পুত্রকে অতিশয় দুঃখ দিতেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে নিষেধ করিতেন না, কেননা তিনি জানিতেন এরূপ ব্যাপারে হিরণ্যকশিপু যমালয়ে যাইবেন সন্দেহ নাই।

শম্ভু সেবক জান জগ বহু বার দিয় দশ শীশ।
করত রাম বিরোধ সো সপনেহু ন হটক্যৌ ঈশ॥

রাবণ মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, ইহা জগতে সকলেই অবগত আছেন। অনেক বার নিজ মস্তক কাটিয়া মহাদেবের পূজা করিয়াছেন কিন্তু শ্রীরামের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিল, স্বপ্নেও মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না যে, তুমি এরূপ কার্য্য করিও না।

ঔর দেবন্‌হকী কহা কহোঁ স্বারথহি কে মীত।
কবহু কাহু ন রাখি লিয়ৌ কোউ শরণ গয়ে সভীত ॥

যখন প্রধান ব্রহ্মা আর শিব ঈশ্বরের এরূপ রীতি, তখন অপর দেবতার কথা আর কি বলিব, সমস্ত স্বার্থের জন্যই মমতা। কোন কালেই কোন মহাত্মা ভয়যুক্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করেন নাই।

কৌন সেবত দেত সম্পাতি লোকহু য়হ রীতি।
দাস তুলসী দীন পর এক রাম হী কী প্রীতি ॥

দেবতাদিগের আরাধনাতে ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই রীতি জগতে প্রাকৃত রাজাদিগেরও আছে, তাঁহারা পুনরায় প্রার্থনা না করে সেই মতন দান করিয়া থাকেন; এ কারণে শ্রীতুলসীদাসের সিদ্ধান্ত এই যে, দীন জীবের উপর এক রঘুবরেরই প্রীতি আছে, অন্য কাহারও নাই।

॥ ২১৭ ॥

জো পৈ দুসরো কোউ হোই।
তৌ হোঁ বারহিঁ বার প্রভু কত দুখ সুনাবোঁ রোই ॥

শ্রীতুলসীদাস প্রভুর গুণ বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, প্রভু! আপনার সদৃশ দ্বিতীয় লোক আর নাই। তজ্জন্যই পুনঃ পুনঃ রোদন করতঃ নিজের দুঃখ আপনার নিকট জানাইতেছি।

কাহি মমতা দীন পর কা কৌ পতিত পাবন নাম।
পাপ মূল অজামিলহি কেহি দিয়ৌ অপনো ধাম॥

কাহার মমতা দীনের উপর রহিয়াছে, আর জগতে কাহাকে পতিত-পাবন বলে, আর পাপাচারি যে অজামিল তাহাকে কে নিজের ধামে আশ্রয় দিয়াছেন অর্থাৎ অজামিল কাহার নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন, প্রভো! এ সমস্তের কর্ত্তা একমাত্র আপনিই।

রহে শম্ভু বিরঞ্চি সুরপতি লোকপাল অনেক।
শোক সরি বুড়ত করীশ হি দই কাহু ন টেক॥

ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও যখন গজেন্দ্র শোক সরি নাম দুঃখরূপ নদীতে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন কেহই তাহাকে আশ্রয় প্রদানে সক্ষম হন নাই।

বিপুল ভুপতি সদসি মহঁ নর নারি কহ প্রভু পাহি।
সকল সমরথ রণ কাহু ন বসন দীন্হোঁ তাহি॥

বহু রাজ বেষ্টিত সভায় নরনারায়ণ অর্জ্জুনের পত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্র অপহরণ সময়ে হে প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, সভায় যত রাজা ছিলেন সকলেই রণে সমর্থ ছিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে বসন দেন নাই, কেবলমাত্র আপনিই দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে দীনের বন্ধু পতিত-পাবন, অশরণ শরণ, আপনিই এক মাত্র, দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই।

এক মুখ ক্যোঁ কহোঁ করুণাসিন্ধু কে গুণ গাথ।
ভক্ত হিত ধরি দেহ কহা ন কিয়ৌ কোশলনাথ॥

হে করুণাসিন্ধো! আপনার গুণের মাহাত্ম্য আমি এক মুখে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব না। কিন্তু ইহাই আমার বক্তব্য যে, আপনি ভক্তের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়া কোন কার্য্য করেন নাই, অর্থাৎ নীচ উচ্চ সমস্ত ব্যাপার করিয়া দাসদিগকে সুখ দিয়াছেন, আমার দৃষ্টিতে এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথাও নাই, যাঁহার আমি শরণাগত হইয়াছি।

আপ সে কহি সৌঁপিয়ে মোহি জো পৈ
অতিহিঁ ঘিনাত।
দাস তুলসী ঔর বিধি ক্যোঁ চরণ পরিহরি জাত॥

কিন্তু যদি আমি আপনার অতিশয় ঘৃণার পাত্র হই, অর্থাৎ এ পাপরূপী নীচ জীব আমার শরণযোগ্য নহে, ইহা যদি মনে করেন তাহা হইলে আপনার পরিচিত যদি আপনার সদৃশ দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ থাকে তাঁহাকে আমার আশ্রয় স্থান করিয়া দিন, এরূপ ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে কি করিয়া তুলসীদাস তোমার চরণ-কমল পরিত্যাগ করে।

॥ ২১৮ ॥

কবহিঁ দেখাই হৌ হরি চরণ।
শমন সকল কলেশ কলিমল সকল মঙ্গল করণ॥
শরদ ভব সুন্দর তরুণ তর অরুণ বারিজ বরণ।
লচ্ছি লালিত ললিত করতল ছবি অনুপম ধরণ॥

সর্ব্ব দুঃখহারী, কলি পাপ নাশকারী, সমস্ত মঙ্গলাধার হে হরি! তুমি কখন আমাকে চরণ দেখাইবে, শরত ঋতুতে উৎপন্ন নবীন অতিশয় রক্তবর্ণ যে কমল, তাহার বর্ণের অনুরূপ বর্ণ যে তোমার চরণ এবং লক্ষ্মীদেবীর করকমল দ্বারা নিরন্তর সেবিত, যেই চরণ-কমলের সহিত জগতের কোন বস্তুর উপমা হয় না, সেই চরণ-কমল আপনি কখন আমাকে দেখাইবেন।

গঙ্গ জনক অনঙ্গ অরি প্রিয় কপট বটু বলিছরণ।
বিপ্রতিয় নৃগ বধিক কে দুখ দোষ দারুণ দরণ ॥

জগতপাবনী যে শ্রীগঙ্গা, তাহার উৎপত্তি যে চরণ-কমল হইতে, আর মদন-রিপু মহাদেব যে চরণকে নিরন্তর হৃদয়ে রাখিয়াছেন এবং কপট করিয়া বামনরূপ ধারণ করতঃ যে চরণের দ্বারা বলি রাজাকে ছলনা করিয়াছিলেন, যে চরণ-কমল স্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর যে চরণ-কমলের দ্বারা গিরগটরূপী রাজা নৃগ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যে চরণ-কমল ব্যাধের যে কঠিন দুঃখ দোষ, তাহা নাশ করিয়াছিল।

সিদ্ধ সুর মুনিবৃন্দ বন্দিত সুখদ সব কহঁ শরণ।
সকৃত উর আনত জিন্হহিঁ জন হোত তারণ তরণ ॥

যে চরণ-কমল দেবাদির বন্দনীয়, সমস্ত জীবের সুখদাতা এবং আশ্রয়ের স্থল, যে চরণ-কমল হৃদয়ে একবার মাত্র উদয় হইলে দাস সংসার হইতে পার হইয়া যায় এবং অপরকেও পার করিতে সক্ষম হয়।

কৃপাসিন্ধু সুজান রঘুবর প্রণত অরতি হরণ।
দরশ আশ পিয়াস তুলসি দাস চাহত মরণ ॥

হে কৃপাসিন্ধো! শরণাগত রক্ষক, অতীব সুচতুর রঘুবর! এতাদৃশ তোমার চরণ-কমল প্রাপ্তি আশায় পিপাসিত হইয়া রহিয়াছি। তাহা প্রাপ্ত হইয়া তুলসীদাস মরণ চাহিতেছে, হে রঘুবর! সেই চরণ-কমল কখন দেখাইবে।

॥ ২১৯ ॥

দ্বার হোঁ ভোরহী কো আজ।
ররত ররিহা আরি ঔর ন কৌর হী তেঁ কাজ ॥

হে রঘুবর! আপনার দ্বারে আজ সকালে আমি জেদ করিয়া ঝগরৈল হইয়া ঝগড়া করিতেছি। কিন্তু কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবলমাত্র তোমার ভুক্তাবশেষের এক গ্রাস কামনা করিতেছি। এখানে দ্বার তুল্য জগত, কেননা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের নিবাসের স্থান, আর যখন পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয় সেইটী ভোর সদৃশ, আর বর্ত্তমান সময় সেইটী আজ তুল্য, ররিহা নাম ঝগরৈল, তাহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে যে, ররিহা ঐশ্বর্য্যবানের বারান্দায় গালি শুনে, কত ধাক্কা ও ঘুসি খায়, তথাপি যাহা কামনা করিয়া যায়, তাহা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রার্থনা হইতে বিরত হয় না। সেরূপ আমাকেও জানিও, এখানে আপনার গোলাম হইয়া থাকা সেইটীই কৌর নাম গ্রাসতুল্য, ইহার পর তুলসীদাস আপনার দুঃখ দেখাইতেছেন।

কলি করাল দুকাল দারুণ সব কুভাঁতি কুসাজ।
নীচ জন মন উঁচ জৈসী কোট মেঁ কী খাজ॥

কঠিন যে কলিকাল, সেইটী দুকাল নামক অবর্ষনে যে অকাল সেইটী কঠিন, কোন উপায়রূপ সাধনেতে সুখের প্রাপ্তি হইতেছে না দেখিয়া কুসাজ নাম যত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি তাহারা কুৎসিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে, তৃতীয় এ ব্যক্তি অতিশয় নীচ কিন্তু মনের গতি উঁচু নাম ভাগ্যেতে মাঠারূপ যে বিষয় তাহাই হইতেছে না, তাহাতে মালাইরূপ যে বৈকুণ্ঠাদি তাহার প্রাপ্তির জন্য যদি অনুরাগ হয় তাহা হইলে কি করিয়া গতি হইবে? যেরূপ কুষ্ঠরোগে গলিত দেহেতে খুজলী হয় অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ তুল্য আপনার নীচতা, তাহাতে উঁচু কামনা খুজলী সদৃশ, যে সেই দুঃখ ভোগ করিয়াছে, সেই জানিয়া বলিবে যে গতি নাই। এ দশাতে প্রাপ্ত হইয়া কি হয় তাহা বলিতেছি।

হহরি হিয় মেঁ সদয় বুঝ্যো জাই সাধ সমাজ।
মোহু সে কহুঁ কতহুঁ কোউ তিন্হ কহ্যৌ কোশলরাজ॥

হে প্রভো! আমি হৃদয়ে হার মানিয়া অতি দীনভাবে সাধু সমাজের মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা সকলে কৃপালু উপদেষ্টা এখানে আছেন, আমাকে কৃপা করিয়া বলুন, আমার সদৃশ দুঃখী জীবের কোন স্থানেতে এমন কোন প্রভু আছেন, যিনি আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন, অযোধ্যার মহারাজ শ্রীরাম আছেন। তিনি তোমার সদৃশ অতি মন্দ জীবের উপরও কৃপা করিয়া থাকেন। আপনার ভক্তের উপদেশে আমি আপনার দ্বারে ররিহা হইয়াছি।

দীনতা দারিদ দলৈ কোঁ কৃপাবারিধ বাজ।
দানি দশরথ গায় কে তুম বানইত সিরতাজ॥

আমার দীনতা আর দারিদ্র্যতা নাশ করিতে সেই শ্রীরঘুবর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কে আছে। কেননা কৃপার আধার তিনি, ইহা বেদশাস্ত্রে এবং সজ্জন সমাজে সর্ব্বদা ডঙ্কা বাজিতেছে, যদি বল আর ত বহু দানী আছে, কিন্তু হে মহারাজ দশরথ পুত্র! জগতের মধ্যে যত দানী আছে, তাহাদের মধ্যে আপনিই একমাত্র শিরোমণি সদৃশ, অর্থাৎ সমস্ত দানী-দিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র অগ্রণী।

জন্ম কৌ ভুখৌ গরীব হোঁ তু গরীব নেবাজ।
পেট ভরি তুলসিহি জেঁবাইয় ভক্তি সুধাসুনাজ॥

আমি জন্ম হইতেই ক্ষুধায় কাতর, আর আপনি জগৎ বিদিত দীন-দয়াল, অর্থাৎ দীনের প্রতি দয়া প্রকাশ করা, ইহা জগতে বিদিত আছে। পুনরায় কামনা যাহাতে না করে, তুলসীদাসকে তাদৃশ ভোজন করাইবে। সেই ভোজন কি? ভক্তিরূপ যে সুন্দর অনাজ অমৃত তুল্য মধুর সেইটীই ভোজন অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত যিনি হইবেন তাহার ভোজন মাত্রই প্রয়োজন,

কিছু দেশ এবং ঐশ্বর্য্য চাহে না। সেইরূপ আপনার সম্পত্তি চতুর্বিধ মুক্তি আর জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করি না। কেবলমাত্র ভক্তি পানে তৃপ্ত করিও ইহাই প্রার্থনা।

॥ ২২০ ॥

করিয় সংভার কৌশল রায়।
ঔর ঠৌর ন ঔর গতি অবলম্ব নাম বিহায়॥

হে কৌশলরাজ! আমাকে অবলম্বন প্রদান করুন, আমার দ্বিতীয় কোন স্থান নাই, দ্বিতীয় কোন গতিও নাই, আর আপনার নাম পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় অবলম্বনও আমার নাই। আপনিই আমার একমাত্র সম্বল।

বুঝি অপনী আপনো হিত আপ বাপ ন মায়।
রাম রাবরো নাম গুরু সুর স্বামি সখা সহায়॥

আমি বহু চিন্তা করিয়া নিজের হিত বুঝিয়াছি, আমার শরীরও আমার নহে এবং জগতে মাতা পিতা প্রসিদ্ধ যে হিতকারী, তাহারাও আমার কেহ নহে, কেবলমাত্র আপনার নামই গুরু, দেবতা, স্বামী, মিত্র এবং আমার সমস্ত সহায়।

রাম রাজ ন চলে মানস মগিন কে ছল ছায়।
কোপ তেহি কলিকাল কায়র মুয়েহিঁ ঘালত ঘায়॥

হে রঘুবর! আপনার রাজ্যে মলীন মানস যে কলিকাল তাহার কপট ছায়া বিস্তার করিতে পারে নাই, সেই কোপে বিফল মনোরথ যে কলিকাল মরণোম্মুখ আমাকে প্রহার করিতে করিতে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার রাজ্যে কলিকালের প্রভুত্ব কিছুই নাই তাহাতেই আপনার সহিত শত্রুতা হইয়াছে, এই সময়ে আপনার রাজ্যে আমাকে আপনার দাস জানিয়া মারিতেছে। জগতের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে, দুর্ব্বলের উপর যত ক্রোধ।

লেত কেহরি সোঁ বয়র জ্যোঁ ভেক হনি গোমায়।
ত্যোঁহি রাম গুলাম জানি নিকাম দেত কুদায়॥

যেমন শৃগাল সিংহের সহিত বিরোধ হইলে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সিংহবর্ণ সদৃশ ভেককে মারিয়া সিংহের শত্রুতার উদ্ধার সাধন করে, সেরূপ আপনার নিকট হইতে পরাজিত হইয়া কলিকাল আপনার দাস যে আমি, আমাকে মারিতেছে এবং আমাকে রামের গোলাম জানিয়া অযথা দুঃখ দিতেছে। অর্থাৎ অসময়ে কোন কারণ ব্যতিরেকেও কলিকাল আমাকে দুঃখ দিতেছে।

অকনি য়া কে কপট করতব অমিত অনয় অপায়।
সুখী হরি পুর বসত হোত পরীক্ষিত হি পছিতায়॥

কলিকালের কপট কর্ত্তব্যতাকেও আমি জানি এবং অসংখ্য যে অনীতি তাহাও আমি জানি এবং জীবসমূহের নাশ হইবার যে উপায় তাহাও আমি জানি। বৈকুণ্ঠ পুরীতে সুখে বাস করিতেছেন যে পরীক্ষিত তাঁহারও পশ্চাত্তাপ হইয়াছিল। পদ্মপুরাণের মধ্যে ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণন সময়ে লিখা আছে, পরীক্ষিত রাজা দিগ্বিজয় করিবার সময়ে কলিকালের অনীতি প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহাকে মারিতে গেলে পর তিনি পরীক্ষিতের শরণাগত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে না মারিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। কলিকালের কঠিন অনীতি দেখিয়া তিনি অনুশোচনা করিয়াছিলেন, কি জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, কলিকালের অতি কঠোর কর্ত্তব্যতা লোককে জানাইয়া দিবার জন্য ইহা কবির উক্তি।

কৃপাসিন্ধু অবলোকি অহি জন মন কি সাঁসতি সায়।
সামুহে আয়ৌ দেব দীন দয়াল দেখন পায়॥

হে কৃপাসিন্ধো ! আপনি জনসমূহের মনের যে ক্লেশসমূহ তাহা অবলোকন করুন, হে দেব ! এ দীন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। হে দয়াল ! আপনার চরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

নিকট বানি ন বরজিয়ে বলি জাউঁ হনিয় ন হায়।
দেখি হেঁ হনুমান গোমুখ নাহরনি কে ন্যায়॥

হে নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রথমতঃ কলিকালকে আপনার নিকট আনিয়া নিষেধ করিয়া দিন, যদি কখনও তাহাকে নিষেধ করিবেন কি না করিবেন তাহা মাদৃশ নীচ জীবের নিকট না বলেন, তবে বলি হে নাথ! আমাকে নাশ করিয়া দিন। যদি আমাকে নাশ করেন তাহা হইলে শ্রীহনুমানের নিকট গো সদৃশ যে আমি এবং নাহরনি নাম বাঘসমূহ তুল্য যে কলিকাল, উভয়ের মীমাংসার জন্য সমর্পণ করুন। রাজাদিগের এই রীতি যে যাহা নিজে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না, তাহা নিকটস্থিত মুসাহিব সেবককে সমর্পণ করিয়া দিয়া থাকে, অতএব আপনি যদি সাবধান না হয়েন তাহা হইলে এ অপবাদ এবং ঝগড়া মহাবীরের উপর অর্পন করুন। অর্থাৎ এ মীমাংসার ভার শ্রীমহাবীরের উপর অর্পন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অরুণ মুখ ভ্রুবিকট পিঙ্গল নৈন রোষ করবায়।
বীর সুমিরে সমরি কৌ হটি হৈ চপল চিত চায়॥

গো সদৃশ আমার উপর ব্যাঘ্ররূপ কলিকালের অতিশয় ক্রূর ব্যবহার বুঝিতে পারিলে, হনুমানের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে এবং চক্ষু পীতবর্ণ ধারণ করতঃ ভ্রূর বিকট আকার ধারণ করিবে, সেই ক্রোধে মুখ এবং নেত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে। বায়ুর পুত্র হনুমানের এরূপ আকার দেখিয়া কলিকালের চঞ্চল চিত্তের যে কার্য্য তাহা কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ দণ্ড ত পরে হইবে কিন্তু ক্রোধযুক্ত মুখ দেখিলেই কলিকালের যে কার্য্য সে তাহা ভুলিয়া যাইবে।

বিনয় সুনি বিহঁসে অনুজ সোঁ বচন কে কহি ভায়।
ভলি কহি কহ্যো লখন হুঁ হঁসি বেন সকল বনায় ॥

আমার বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরঘুবর হাস্য সহকারে অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুলসীদাস যে আমাকে বিনয় করিতেছে ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? লক্ষ্মণ সহাস্য বদনে বলিলেন, হে মহারাজ! এ দীন জীব বেশ যুক্তিযুক্ত বাক্যই বলিয়াছে। এরূপ বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীতুলসীদাস অতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, আমার সমস্ত আশা পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ যখন প্রভু লক্ষ্মণের সহিত প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমার কার্য্য পূর্ণ হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দই দীনহিঁ দাদি সো সুনি সুজন সদন বধায়।
মিটে শঙ্কট শোচ পোচ প্রপঞ্চ পাপ নিকায় ॥

অতিশয় দীন তুলসীদাসের যখন গতি হইল, অর্থাৎ কলিকালের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া সজ্জন লোকের সমাজে অতিশয় উৎসাহের প্রবাহ বহিয়াছিল। এ বিচারে যখন এতাদৃশ দীন জীবের গতি হইল, তখন সাধুজনের যে গতি হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি। এ রীতিতে কলিকালের কৃত যে সঙ্কট ক্ষুদ্র, বিস্তার প্রাপ্ত যে পাপসমূহ তাহার সমস্ত শান্তি হইল।

পেখি প্রীতি প্রতীতি জন পর অগুণ অনঘ অমায়।
দাস তুলসী কহত মুনি গণ জয়তি জয় উরুগায় ॥

জনসমূহের উপর প্রভুর এতাদৃশ প্রীতি বিশ্বাস দেখিয়া এতাদৃশ বচন ত্রিগুণের বশীভূত নহে এবং শুদ্ধ স্বরূপ ও মায়ার অতীত ইহা শ্রীতুলসীদাস উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ বলিতে লাগিলেন, জয় হউক, জয় হউক উরুগায় নাম অতিশয় যশস্বী হে রঘুবর! আপনি জয়যুক্ত হউন।

॥ ২২১ ॥

নাথ কৃপা হি কৌ পঁথ চিতবত দীন হোঁ দিন রাতি।
হোই ধোঁ কেহি কাল দীনদয়াল জানি ন জাতি ॥

হে নাথ ! আপনার কৃপায় রাস্তা এ দীন জীব তুলসীদাস দিবারাত্রি দেখিতেছে। হে দীনদয়াল ! ইহা আমি জানি না সেই বারি কখন আমার উপর বর্ষিত হইবে।

সুগুণ জ্ঞান বিরাগ ভক্তি সুসাধনন কী পাঁতি।
ভজে বিকল বিলোকি কলি অঘ অবগুণন কি থাতি॥

সুন্দর যে নানা গুণ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি এবং সুন্দর যে সাধনসমূহ তাহা কলিকালকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে। আর পাপ এবং কুরীতি সমূহ স্থিরতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতি অনীতি কুরীতি ভই ভুঁই তরনি হু তেঁ তাতি।
জাউঁ কহঁ বলি জাউঁ কহুঁ ন ঠাঁউ মতি অকুলাতি ॥

অত্যন্ত অনীতি এবং কুরীতি পৃথিবীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে পৃথিবীতে জনসমূহের উপর তাপ এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সূর্য্য হইতেও অধিক অপরূপ হইয়া পড়িয়াছে, হে প্রভু ! বলিয়া দাও কোথাও স্থান মিলিতেছে না, তবে কোথায় দাঁড়াই আমার মতি অতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আপ সহিত ন আপনো কোউ বাপ কঠিন কুভাঁতি।
শ্যাম ঘন সীচিয়ে তুলসী শালি সফল সুখাতি ॥

হে পিতঃ! আপনার সদৃশ ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কোন হিতকারী নাই ইহা দেখিতেছি। আমার যত কর্ত্তব্যতা তাহাও দুঃখদায়ক এবং আমার যত সম্বন্ধী তাহারাও দুঃখদায়ক তাহা আমি দেখিতে পারিতেছি। এখন হে শ্যাম মেঘরূপ! তুলসীরূপ শালী ধান্য সে ফলোন্মুখ হইয়া শুকাইয়া যাইতেছে, তাহাকে কৃপাবারি দ্বারা সেচন করুন, অর্থাৎ যখন মুল শুকাইয়া যাইবে তখন জল দিলে পুনরায় উজ্জীবিত করিতে সক্ষম হয় না। পূর্ব্বেই মুলকে উজ্জীবিত করিয়া রাখ পরে জল পাইলে পুষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে মেঘরূপ শ্রীরাম, জলরূপ কৃপা, ধান্যতুল্য গোঁসাই, সফল তুল্য মনুষ্য শরীর, শরীরের নাশ হইয়া যাওয়া সেইটী শুকানো, আর যত আয়ু বল রহিয়াছে সেইটী জলের দ্বারা উজ্জীবিত, ইহাই সমতা।

২২২

বলি জাউঁ ঔর কা সোঁ কহোঁ।
সদ্‌গুণ সিন্ধু স্বামী সেবক হিত কহুঁ ন কৃপা নিধি
সৌ লহোঁ॥

হে প্রভু! বলিয়া যাও, আমি আর কাহাকে বলিব। সর্ব্বগুণযুক্ত, শরণাগত রক্ষক, কৃপাসিন্ধু, ভবাদৃশ সর্ব্বগুণযুক্ত জগতে দ্বিতীয় আর কেহই নাই।

জহঁ জহঁ লোভ লোল লালচ বশ নিজ হিত
চিত চাহনি চহোঁ।
তহঁ তহঁ তরণি তকত উলুক জ্যোঁ ভটকি
কুতরু কোটর গহোঁ॥

যেখানে যেখানে লোভ করতঃ চঞ্চল লালসার বশীভূত হইয়া জগতে জীব মাত্রই নিজের হিত কামনা করে, তথায় তথায় সূর্য্যকে দেখিয়া যেরূপ পেঁচা এদিক ওদিক ভ্রমণ করতঃ কুতরু বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় লইয়া থাকে সেরূপ আমাকেও জানিও, অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্ত পেঁচা যেখানে সেখানে ভ্রমণ করে। যখন প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ দেখে তখন কোটরে প্রবেশ করে। সূর্য্যকে দেখিয়া ভোজনের মনোরথ নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেই জন্যই ভটকী পদ দিয়াছেন, আর কঠোর বৃক্ষের সার নাই, সেই জন্য কুতরু বলিয়াছেন সেইরূপ আমিও হইয়াছি, জীবিকার প্রতি লোভ করতঃ ধনবানের নিকট যাইয়া থাকে, যখন সূর্য্য সদৃশ তীক্ষ্ণ ক্রূর স্বভাব দেখে তখন পেচা সদৃশ ভটকী নাম, মনোরথ ভঙ্গ হইয়া যায়, কুতরুর কোটর সদৃশ নিজের নিবাস স্থানে প্রবেশ করে।

**কাল সুভাব করম বিচিত্র ফল দায়ক সুনি শির
ধুনি রহোঁ।
মো কোঁ তৌ সকল সদা একহি রস দুসহ দাহ
দারুণ দহোঁ॥**

পূর্ব্বে অন্য দেবতা আর প্রাকৃত ধনবানের স্বরূপ বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে কাল, স্বভাব, কর্ম্ম যাহা জগতের কারণ তাহা বিচিত্র ফল দিতেছে, শাস্ত্র দ্বারা এবং সাধুজনের মুখ হইতে এই খবর শ্রবণ করিয়া নিজের মাথা নিজেই ঘা মারিতেছি, এই কারণে সমস্ত জগতেই বিচিত্র ফল দিতেছে, অর্থাৎ কখন বা সুখ আর কখনও বা দুঃখ। আর আমার সকল যে কালাদি তাহার সকল সময়ে এই রকমই রস অনুভূত হয়, কেননা যদি কোনও সময় সুখের লেশ মাত্রও হইত তাহা হইলে বিচিত্র ফল দেওয়ার বিশ্বাস করিতাম, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটে না। কেবল দুঃসহ যে ত্রিতাপরূপ জ্বলন, সেই একই কঠিন রস সর্ব্বদা জ্বলিতেছে।

উচিত অনাথ হোয় দুখ ভাজন ভয়োঁ নাথ
কিঙ্কর ন হোঁ।
অব রাবরো কহায় ন বুঝিয়ে শরণপাল
সাঁসতি সহোঁ॥

আমি যে সর্ব্বদা জ্বলিতেছি তাহা উচিতই হইয়াছে, কেননা প্রভু-বিহীন যে, সে ত দুঃখেরই পাত্র, আমি ত আপনার দাস হইতে পারি না কিন্তু জগতে সবাই বলে তুলসী তোমারই দাস, হে শরণাগত রক্ষক! আমি বহুদুঃখ ভোগ করিয়াছি এখন আর ভোগ করিতে চাহি না।

মহারাজ রাজীববিলোচন মগন পাপ সন্তাপ হোঁ।
তুলসী প্রভু জব তব জেহি তেহি বিধি রাম
নিবাহে নির্বহোঁ॥

হে মহারাজ কমললোচন! আমি সন্তাপের মধ্যে ডুবিয়া আছি। হে প্রভু! তজ্জন্য তোমাকে জানাইতেছি, তুমি যে কোন প্রকারে হউক না কেন তুলসীর নির্ব্বাহ করিও অর্থাৎ তুমি কৃপাদৃষ্টি করিলে তুলসী-দাসের দুঃখ দশার অবসান হইবে ইহা তুলসীদাসের স্থির সিদ্ধান্ত।

॥ ২২৩ ॥

আপনো কবহুঁ করি জানি হো।
রাম গরীব নেবাজ রাজমণি বিরদ লাজ উর
আনি হো॥

শ্রীতুলসীদাস উৎসুক হইয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে দীন-দয়াল! আমাকে আপনি নিজের বলিয়া কখন জানিবেন। হে রাম

শরণাগত রক্ষক, হে রাজমণি! আপনার হৃদয়ে পতিতপাবনের লজ্জা কখন আসিবে। অর্থাৎ আপনি পতিতজনকে উদ্ধার করিয়া পতিত-পাবন নাম ধারণ করিয়াছেন, তাহা না করা হেতু পতিতপাবন নামে লজ্জা আপনার হৃদয়ে কখন উদয় হইবে।

শীলসিন্ধু সুন্দর সব লায়ক সদগুণ খানি হৌ।
পাল্যো হৈ পালত পালহুগে প্রণত প্রেম
পহিচানি হৌ॥

আপনি সর্ব্বগুণাধার এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এ তিন কালে আপনি পালন করিয়া আসিতেছেন। আমি যে আপনার শরণাগত হইয়াছি তদ্বিষয়ে যে প্রেম তাহার পরিচয় আপনি পাইবেন ইহা নিশ্চয়।

বেদ পুরাণ কহত জগ জানত দীন দয়াল দীন
দানি হৌ।
কহি আবত বলি জাউঁ মনহুঁ মেরী বার বিসারে
বানি হৌ॥

বেদ, পুরাণ এবং জগতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে, আপনি দীন জীবের উপর দয়া করিয়া থাকেন এবং দীন জীবকে দান করেন। হে রঘুবর! আমি বলিতেছি যে, অন্যান্য সকলের সময় দীন দয়ালাদি পতিতপাবন আপনার স্মরণ হয় কিন্তু আমার বেলায় বিস্মরণশীল হইয়াছেন অর্থাৎ আমার প্রতি কৃপা করিবার সময় পতিতপাবনাদি গুণ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

আরত দীন অনাথনি কে হিত মানত লৌকিক
কানি হৌ।
হৈ পরিণাম ভলৌ তুলসী কৌ শরণাগত ভয়
ভানি হৌ ॥

হে রঘুবর! নিরালম্ব জীবের প্রতি আপনি দয়া করেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাকে দেখিয়া আপনি লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছেন। অর্থাৎ প্রাকৃত রাজা যদি ছোট লোককে গ্রহণ করে, তাহা হইলে লোক তাঁহাকে নিন্দা করে, সেরূপ বিচার করিয়া নীচ হইতেও নীচ যে তুলসী তাহাতে সংগ্রহ করিয়া লজ্জান্বিত হইয়াছেন, ইহা আমার অনুমান হয়। তাহা হইলেও পরিণামে তুলসীর ভালই হইবে, কেননা যদি কোন অধম জীব তোমার শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এ সংসার ভয় হইতে ত্রাণ কর, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস।

॥ ২২৪ ॥

রঘুবর হি কহুঁ মন লাগি হৈ।
কুপথ কুচাল কুমতি কুমনোরথ কুটিল কপট
কব ত্যাগি হৈ ॥

শ্রীরঘুবর মাদৃশ নীচ জীবকেও পরিত্রাণ করিবেন হৃদয়ে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীতুলসীদাস সম্প্রতি উৎসুক সহকারে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। রে মন! শ্রীরাম চরণে কখন লাগিবে? অর্থাৎ আমি কখন শ্রীরাম চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিব এবং কুমার্গাদি যে দোষ তাহা কখন পরিত্যাগ করিব। অর্থাৎ কুমার্গ গমনজনিত যে দোষ তাহা পরিহার করতঃ শ্রীরামেতে কখন আত্মা ও মন সমর্পণ করিব।

জানত গরল অমিয় বিমোহ বশ অমিয় গনত
করি আগি হৈ।
উলটী রীতি প্রীতি অপনে কী তজি প্রভু পদ
অনুরাগি হৈ॥

রে মন! তুমি মায়াধীন হইয়া গরলকে অমৃত এবং অমৃতকে অগ্নি জানিতেছ, অর্থাৎ বিষয়েতে আশক্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়াছ। এতাদৃশ উল্টা রীতির প্রতি যে তোমার প্রীতি তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। রে মন! প্রভুপদের প্রতি অনুরাগী হও।

আখর অর্থ মঁজু মৃদু মোদক রাম প্রেম পাগ
পাগি হৈ।
ঐসে গুণ গায় রিঝায় স্বামী সোঁ পাই হৈ জো
মুঁহ মাঁগি হৈ॥

ভগবৎ যশ সম্বন্ধী যে অক্ষর এবং অর্থ, তাহা মনোহর এবং কোমল লাড়ু সদৃশ। তাহার রামানুরাগরূপ যে চিনির সীস, তাহাতে কখন ডুবিবে। অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের যশ কখন কীর্ত্তন করিবে। যদি বল, ইহা কীর্ত্তন করিলে কি ফল হইবে? তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই রীতিতে গুণ কীর্ত্তন করিয়া স্বামীকে প্রসন্ন করিলে তুমি যাহাই প্রার্থনা করিবে তাহাই পাইবে।

তু য়হি বিধি সুখ শয়ন সোই হৈ জিয় কি
জরনি মুরি ভাগি হৈ।
রাম প্রসাদ দাস তুলসী উর রাম ভক্তি যোগ
জাগি হৈ॥

রে জীব ! যেরূপ বিধিতে বলিতেছি, সেরূপ বিধি অনুসারে যদি তুমি কার্য্য কর, তাহা হইলে সুখরূপ শয্যাতে শয়ন করিতে পারিবে। আর হৃদয়ের যে জ্বালা সমূহ তাহা দূর হইয়া যাইবে এবং শ্রীরামের প্রসন্নতাতে হৃদয়ে শ্রীরামের প্রতি ভক্তিযোগ জাগিবে ইহা শ্রীতুলসী-দাসের দৃঢ় বিশ্বাস।

॥ ২২৫ ॥

ভরোসো ঔর আই হৈ উর তা কে।
কৈ কহুঁ লহৈ জো রামহি সো সাহিব কৈ অপনো বল জা কে॥

হে রাম ! তোমার তুল্য প্রভু নিজের ভাগ্য বশতঃ যদি কাহারও দ্বিতীয় কেহ মিলে অথবা যাহার নিজের জ্ঞানাদি সাধনের বল আছে, তাহারই হৃদয়ে অপর কোন ভরসা আসিতে পারে।

কৈ কলি কাল করাল ন সুঝত মোর মার মদ ছাকে।
কৈ সুনি স্বামী সুভাব ন রহ্যৌ চিত জো হিত সব অঙ্গ থাকে॥

তৃতীয় কথা এই যে, যাহার কঠোর কলিকালের প্রভাবও দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন হয় না, যেহেতু মোহ এবং কামরূপ মদিরা পানে বিভোর হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ কথা, স্বামীর দীনদয়াল স্বভাব শ্রবণ করিয়াও যাহার চিত্তে ধারণা থাকে না, আর যে স্বামী সমস্ত সাধন বিহীন জীবেরও হিতকারী, অর্থাৎ আপনার দীনের প্রতি দয়া করা স্বাভাবিক গুণ শ্রবণ করিয়াও যিনি আপনার প্রতি বিমুখ, সেই অপর লোকের ভরসা করিতে পারে। পূর্ব্বকথিত এই চারি প্রকার জীব আপনা হইতে বিমুখ হয়।

হৌঁ জানত ভলি ভাঁতি অপনপৌ প্রভু সো
স্যুনোঁ ন সাকে।
উপল ভীল খগ রজনীচর ভলে ভয়ে করতব
কা কে॥

কিন্তু আমার নিজের পৌরুষের বিষয় আমি ভাল করিয়া জানি। আমি ইহজন্মে কিছু ভাল কাজ করি নাই, আর আপনার সদৃশ শরণাগত রক্ষক পতিতপাবন দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতে কেহ আছে আমি শুনি নাই। আপনিই বিচার করিয়া দেখুন, অহল্যা প্রভৃতিকে আপনি যে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহারা এমন কোন ভাল কাজ করে নাই যে, যেই গুণে আপনার তুল্য প্রভুকে পাইতে পারে। অর্থাৎ আপনি নিজ শক্তিতেই পৌরুষহীন জীবকে কল্যাণ করিয়া থাকেন, সেরূপ আমাকেও করিও। তবে আপনাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের কি জন্য ভরসা করিব।

মো কো ভলো রাম নাম সুরতরু সোউ প্রসাদ
কৃপাল কৃপা কে।
তুলসী সুখী নিশোচ রাজ জ্যোঁ বালক মায়
ববা কে॥

হে স্বামিন্! আপনি যদিও কৃপা না করেন, তাহা হইলেও আপনার নামরূপ যে কল্পবৃক্ষ, হে কৃপাল! আপনার কৃপার যে প্রসাদরূপ ফল, তাহা তাহাতে লাগিবেই। এতাদৃশ তুলসীর বিশ্বাস যে, এ কারণে তুলসী সুখী আর শোকরহিত রহিয়াছে, যেরূপ মাতাপিতার রাজ্যে বালক। অর্থাৎ পিতা যদি রাজা হয়, তাহা হইলে পুত্রের কোন শোকের কারণ থাকে না। সেরূপ নামের প্রভাবরূপ রাজ্যে আমার কোন চিন্তা আছে? আপনার নামের প্রভাবে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না।

॥ ২২৬ ॥

ভরোসো জাহি দুসরো সো করো।
মো কোঁ তৌ রাম কৌ নাম কল্পতরু কলি
কল্যাণ ফরো ॥

যিনি অন্যের ভরসা করে, তিনি করুক, কিন্তু আমার নামরূপ যে কল্পবৃক্ষ, কলিকাল মধ্যে কল্যাণরূপ ফল তাহাতে ফলিবেই, যদি কেহ বলে তুমি অন্যান্য সমস্ত সাধনের খণ্ডন করিতেছ? তাহা নহে।

কর্ম উপাসন জ্ঞান বেদ মত সো সব ভাঁতি খরো।
মোহিঁ তৌ সাবন কে অন্ধহিঁ জ্যোঁ সুঝত
রঙ্গ হরো ॥

কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, এই ত্রিকাণ্ড বেদসম্মত, সে সমস্ত বিষয় বেশ উত্তম, তাহারা দূষনীয় নহে। কিন্তু আমার শ্রাবণ মাসের অন্ধ সদৃশ নামময় জগত জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি শ্রাবণ মাসে অন্ধ হয়, সেই সময় যেরূপ কাল দেখিয়াছিল, জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ মাসেও তাহার সেরূপই প্রতীতি হয়, সেরূপ আমার নামই ভাল, অন্য সাধন আমি কি করিয়া জানিব, নিজের গতি দেখাইতেছে।

চাটত রহ্যো শ্বান জ্যোঁ পাতর কবহুঁ ন পেট
ভরো।
সো হোঁ সুমিরত নাম সুধারত পেখত পরসি ধরো ॥

নামাবলম্বনের পূর্ব্বে কুকুর সদৃশ পাথর লেহন করিতে করিতে দিন অতিবাহিত করে। কখনও পেট ভরে না, অর্থাৎ অনেক পাথর লেহন সদৃশ নানা সাধনা করিতে থাকে, কিন্তু ক্ষুধারূপ কামনা মিটে না।

সেই জন্য আমি দ্বিতীয় সাধনে প্রবৃত্ত হই না। বর্ত্তমানে যখন আমি তোমার নাম স্মরণ করিতে থাকি, তখন অমৃতরস ক্ষরিত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু খাইবার জন্য আগ্রহ হইতেছে না। অর্থাৎ অমৃত তুল্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নামের প্রভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা বেদে বলিয়াছে, কিন্তু উহাতেও আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে না।

•

স্বারথ ঔ পরমারথ হু কৌ নহিঁ কুঞ্জরো নরো।
সুনিয়ত সেতু পয়োধি পষাননি কর কপি কটক তরো॥

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, অন্য সাধনেও স্বার্থ এবং পরমার্থের সুখ হয় কি না? তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি, আমি জানি না, কুঞ্জর নাম হাতী অথবা মনুষ্য, অর্থাৎ মহাভারতের সংগ্রামে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, অশ্বত্থামা হত ইতি গজবা নরোঞ্চ অশ্বত্থামা নামে গজ এবং মনুষ্য দুই ছিল, উভয়ের মধ্যে কে মারা গিয়াছিল না তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি, সেরূপ রামনামে অন্য যে জ্ঞানাদি সাধন তাহাতে স্বার্থ এবং পরমার্থ সম্বন্ধী সুখ দেয় কি না, আমার নিশ্চয় করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানাদির যে ফল, শাস্ত্রকারেরা তাহা শুনিয়াছেন। নিজে কখনও দেখে নাই, তবে কি তাহারাই স্বাক্ষী স্বরূপ হইবে? আর নামাবলম্বনে নিজেরই তৃপ্তি সাধন হয়, সমুদ্র মধ্যে পর্ব্বতের সেতু বাঁধিয়া বানরের সেনা পার হইয়া গিয়াছিল, সেই নাম প্রভাবে সমুদ্রে পর্ব্বতের সেতু হইয়াছিল এবং পাষানের জাহাজ হইয়াছিল, সেই নাম অবলম্বনে মনুষ্য সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি? যদি এ বিষয়ে সন্দেহ কর যে, বড় বড় মহাত্মাদের নিষ্ঠা অন্য সাধনেও আছে, শাস্ত্র দ্বারা বিশ্বাস করিয়া তুমি কেবল নামকে মুখ্য বলিতেছ, তাহা কেন শ্রবণ করিব।

প্রীতি প্রতীতি জহাঁ জা কী তহঁ তা কৌ কাজ
সরো।
মেরে তৌ মায় বাপ দোউ আখর হোঁ শিশু
অরনি অরো॥

যাহার যেই সাধনে প্রীতি এবং বিশ্বাস, তাহার সেই কার্য্য সফল হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার পিতামাতা সদৃশ দুই অক্ষরই সম্বল, আর বালক সদৃশ জেদ করিয়া যাহা চাহিয়াছি, তাহা কখনও ছাড়িব না। অর্থাৎ বালক জেদ করিয়া যেই বস্তু চায়, পিতা-মাতা তাহা দিয়াই বালককে সন্তুষ্ট করে, আমিও যেই বস্তুর জন্য কামনার ঠেক ধরিয়া রহিয়াছি, নামের প্রভাবে তাহা প্রাপ্ত হইব। কেহ যদি বলে তুমি কবিতা করিয়া চতুরতা করিতেছ, তাহা নহে।

শঙ্কর সাখি জো রাখি কহোঁ কছু তৌ জরি
জীহ গরো।
অপনো ভলো রাম নামহিঁ তেঁ তুলসিহি
সুমুঝ পরো॥

মহাদেব সাক্ষী আছেন, যাহা কিছু হৃদয়ের সিদ্ধান্ত তাহা আমি বলিয়াছি, অন্য কোন প্রকারে ছল চাতুরি করিয়া বলি নাই, যদি আমি বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার জিহ্বা জল হইয়া চ্যুত হইয়া যাইবে। তুলসীর নিজের ভাল, কেবল রামনামই বুঝিতেছে, অন্য কিছুই বলিতে পারে না, ইহাই অর্থ।

॥ ২২৭ ॥

নাম রাম রাবরোই হিতু মেরে।
স্বারথ পরমারথ সাথিন সোঁ ভুজ উঠায় কহৌ
টেরে॥

হে রাম! আপনার নামই আমার মহৎ হিতকারী। স্বার্থের সঙ্গী যে পিতামাতা এবং পরমার্থের সঙ্গী যে সাধু ব্রাহ্মণ আচার্য্যগুরু, তাহাদিগের হইতেও আমার অত্যন্ত হিতকর আপনারই নাম। ইহা ভুজদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক আমি বলিতেছি।

জননী জনক তজ্যো জন্মি কর্ম বিনু বিধিহু
সৃজ্যো হৌ অবটেরে।
মোহি সে কোউ কোউ কহত রামহি কৌ সো
প্রসঙ্গ কেহি কেরে॥

জগতে মাতাপিতাই পুত্রের পরম হিতকারী ইহা প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু জন্মদান দিয়া ভাগ্যহীন মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে এবং বিধাতা সমস্ত জীবের ললাটে যেরূপ সুখ দুঃখ লিখিয়াছেন, তদনুসারেই জীব ভোগ করে। তিনিই আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু জগতের তিরস্কার সহ্য করিবার জন্যই আমার ভাগ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, সেই জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার এই কার্য্য। পিতামাতা ত ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ অভাগাকেও কেহ কেহ জগতের মধ্যে রামচন্দ্রের দাস বলিয়া থাকেন, যেই দাসভাবকে শিবাদিরাও বহু মানিয়া থাকেন, সে কেবল নাম অবলম্বনে অর্থাৎ নাম প্রভাবেই আমাকে রামের গোলাম বলিয়া থাকে।

ফির্য়ো ললাত বিনু নাম উদর লগি দুখউ দুখিত
মোহিঁ হেরে।
নাম প্রসাদ লহত রসাল ফল অবহোঁ ববুর বহেরে॥

যখন আমি নাম গ্রহণ করি নাই, তখন কেবল পেটের নিমিত্তই এদিক ওদিক ঘুরিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিতাম। আমার এতাদৃশ

দশা দেখিয়া দুঃখেরও দুঃখ হইতেছিল। সেই আদির নামের বাবুর এবং বহেরা গাছেও আম্রফল পাইতেছি, অর্থাৎ তখন যে দুষ্টেরা আমাকে গ্লানি এবং ধাক্কা দিয়াছিল, এখন তাহারাও আমাকে পূজা করিতেছে।

সাধত সাধু লোক পরলোকহি সুনি গুনি যত্ন
ঘনেরে।
তুলসী কোঁ অবলম্ব নামহি কৌ এক গাঁঠি
কোটি ফেরে॥

মহান্ যে সাধুলোক তাঁহারা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া নিজে জ্ঞান লাভ করতঃ বহু যত্নে পরলোকের সাধন করিতেছে, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ যে সাধুরা, তাঁহাদের নিমিত্ত অন্য বহু সাধনা আছে কিন্তু তুলসী এ মন্দ জীবের সেই নামই একমাত্র অবলম্বন। কোটী কোটী বার বলিলেও আমার এক মাত্র নামই সম্বল, অর্থাৎ অনন্ত সাধনা শুনিতেছি কিন্তু আমার একমাত্র বিশ্বাস রামনাম।

॥ ২২৮ ॥

প্রিয় রাম নাম তে জাহি ন রামো।
তা কৌ ভলো কঠিন কলিকাল হুঁ আদি মধ্য
পরিণামো॥

যেই জীবের রামনাম হইতেও অধিক প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রও হয় না, তাহাকে কলিকালের আদি মধ্যম অন্তেও এ তিনকালে ভাল হয়, অর্থাৎ নামের প্রভাবে কলিকালের কার্য্য কিছুই ঠিক থাকিতে পারে না।

সকুচত সমুঝি নাম মহিমা মদ লোভ মোহ
কোহ কামো।
রাম নাম জপ নিরত সুজন পর করত ছাঁহ
ঘোর ঘামো॥

নামের মহিমা শ্রবণ করিয়া কামাদি ষড়রিপু তাহারা নিজের প্রভুতা কিছুই করিতে সক্ষম হয় না, যেই সাধু সর্ব্বদা রামনাম জপে তৎপর থাকে, ভয়ানক যে রৌদ্র, সেও তাঁহাকে ছায়া প্রদান করে, অর্থাৎ দুঃখরূপ যে সংসার সেও সুখ দিয়া থাকে।

নাম প্রভাব সহী জো কহৈ কোউ শিলা সরোরুহ
জামো।
জো সুনি সুমিরি ভাগ ভাজন ভই সুকৃত শীল
ভীল ভামো॥

নামের প্রভাব এতাদৃশ যে, যদি কেহ বলে প্রস্তর পদ্ম হইয়াছে, তাহাও সত্য। দণ্ডকারণ্যে মাতঙ্গ ঋষির মুখে রামনামের মহিমা শ্রবণ করিয়া শবরী সচ্চরিত্রা, পুণ্যবতী এবং সৌভাগ্যবতী হইয়াছিল।

বাল্মীক অজামিল কে কছুহু তৌ ন সাধন সামো।
উলটে পলটে নাম মহাত্ম গুঁজনি জিতৌ ললামো॥

বাল্মিকী এবং অজামিলের কোনই সাধন সামগ্রী ছিল না, কিন্তু উল্টা নামের প্রভাবে বাল্মিকী এবং পুত্রনাম সাদৃশ্যে হরিনাম করিয়া অজামিল উদ্ধার হইয়া গিয়াছিল, যেরূপ কুঁচ অতিশয় মনোহর যে হিরকাদি তাহাদিগকেও জয় করে, অর্থাৎ প্রথমে কুঁচসদৃশ থাকিলে পরে নাম প্রভাবে জগতের পূজ্য হইয়াছিল।

রাম তেঁ অধিক নাম করতব জেহি কিয়ে নগর
গত গামো।
ভয়ে বজাই দাহিনে জো জপি তুলসীদাসহু
সে বামো॥

শ্রীরাম হইতে অধিক রামনামের কর্ত্তব্যতা জগতে বিদিত আছে, যাহাতে গ্রামবাসী লোক সহরবাসে অধিকারী হইয়াছিল, অর্থাৎ অতি অধম সংসারী জীব যবন, সেও বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছিল এবং অতি মন্দ জীব যে তুলসী সেও ভেরী বাজাইয়া রামনামের সম্মুখীন হওয়াতে পরলোকরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভাগ্যবান হইয়াছিল।

॥ ২২৯ ॥

গরৈগী জীহ জো কহোঁ ঔর কৌ হোঁ।
জানকীজীবন জন্ম জন্ম জগ জ্যায়ো
তেহারেহি কৌর কৌ হোঁ॥

যদি আমি অন্য প্রভুকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে আমার জিহ্বা খসিয়া পড়িবে। হে জানকী জীবন! জন্ম জন্মান্তরে আপনার ভুক্তাবশেষ খাইয়াই জগতে জীবন ধারণ করিয়া আছি।

তীন লোক তিহুঁ কাল ন দেখত সুহৃদ
রাবরে জোর কৌ হোঁ।
তুম সোঁ কপট করি কল্প কৃমি হ্বৈ হোঁ
নর্ক ঘোর কৌ হোঁ॥

আপনার সদৃশ আমার পরম হিতকারী তিনলোকে এবং তিন কালেও দেখিতে পাইতেছি না। তোমার সদৃশ প্রভুর প্রতি যদি আমি কপট করিয়া মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন কল্প কল্পান্তর পর্য্যন্ত ভয়ানক নরকমধ্যে আমি কীট হইয়া থাকি।

কহা ভয়ৌ জো মন মিলি কলিকালহি
কিয়ৌ ভুরূটভোর কৌ হোঁ।
তুলসীদাস শীতল নিত য়হি বল বড়ে
ঠিকানে ঠৌর কৌ হোঁ॥

আমি বলিতেছি যে, আমার এমন কলিকালের সহিত মিলিয়া প্রাতঃকালে যেরূপ ভুরূটের কাঁটা, সেরূপ আমাকেও করিয়াছ, অর্থাৎ ভুরূটের কাঁটা ভোর সূর্য্যোদয়ে পায়ে লাগিয়া যায়, তাহা যখন হাত দিয়া ছাড়াইতে যাই, তখন হাতে লাগিয়া যায়, যেই অঙ্গে স্পর্শ হয় সেই অঙ্গেই লাগিয়া যায়, সেরূপ আমার মন এবং কলিকাল উভয়ে মিলিয়া জীবরূপ যে আমি, আমাকে বিষয়েতে আসক্ত করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ আমি বিষয়েতে মগ্ন হইয়া গিয়াছি। তাহা হইলেও তুলসী নিত্যই শীতলই রহিয়াছে কেননা আমি জগতের মহৎ ঠিকানায় আছি বলিয়া তাহার বলে আমি কলিকালের প্রভাবেও নিত্য শীতলই রহিয়াছি, অর্থাৎ আমি শ্রীরামের গোলাম, কলিকালে আমাকে কি করিতে পারে, এই বিচারে নিত্যই সুখী রহিয়াছি।

॥ ২৩০ ॥

অকারণ কো হিতু ঔর কৌ হৈ।
বিরদ গরীব নেবাজ কৌন কৌ ভৌঁহ
জাসু জন জো হৈ॥

জগতের মধ্যে বিনা কারণে হিতকারী আর কে আছে এবং দীন-দয়াল দ্বিতীয় আর কে আছে, যাঁহার কটাক্ষে এ নীচ জীব তুলসীকে জগত রামদাস বলিয়া দেখিতেছে।

ছোটৌ বড়ৌ চহত সব স্বারথ জো
বিরঞ্চি বিরচো হৈ।
কোল কুটিল কপি ভালু পালি ও কৌন
কৃপালহি সোহৈ॥

ছোট বড় জগতের মধ্যে যত জীব সৃজন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ ই চাহে, জগতে এমন দ্বিতীয় প্রভু কে আছে, যিনি কুটিল কোল, ভীল জাতি এবং বানর, ভল্লুক জাতিকেও পালন করিতে আগ্রহাতিশয় হইয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভু ব্যতিরেকে জগতে আর কোন প্রভুই নীচ জাতির প্রতি এরূপ দয়ালু হন নাই।

কা কৌ নাম অনখ আলস কহেঁ অঘ
অবগুণনি বিছোহৈ।
কো তুলসী কুসেবক সংগৃহ্যৌ শঠ সব
সাঁই দ্রোহৈ॥

জগতে এমন কাহার নাম আছে, যাঁহার নাম অলস ভাবে অথবা যে কোন প্রকারে স্মরণ করিলে যত পাপ কুকার্য্য সমস্ত জীবের দেহ হইতে বিয়োগ হইয়া যায় এবং তুলসী এতাদৃশ কুসেবক ও শঠ যে, সমস্ত দিনব্যাপী ভবাদৃশ স্বামী হইতেও বিমুখ থাকে, তাহাকেও নামের প্রভাবে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিচারে আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না, ইহাই একমাত্র ভাব।

॥ ২৩১ ॥

ঔর মোহি কো হৈ কাহি কহি হোঁ।
রঙ্ক রাজ জ্যোঁ মন কৌ মনোরথ জেহি
সুনাব সুখ লহি হোঁ ॥

আমার আর জগতে কে এমন আছে, যাহার সহিত কথা বলিব, তুমি ভিন্ন জগতে এমন কেহই নাই, যাহাকে আমার হৃদয়ের ভাব খুলিয়া বলি। দরিদ্র হইয়া রাজার সদৃশ মনের মনোরথ, অর্থাৎ তুচ্ছ সংসারের বিষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। কিন্তু ইচ্ছা করি বৈকুণ্ঠে বাস, এতাদৃশ দুর্ঘট কামনা যে তোমাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকে শুনাইয়া সুখ পাইবে।

যম যাতনা যোনি শঙ্কট সব সহে হেঁ
দুসহ অরু সহি হোঁ।
মো কোঁ অগম সুগম তুম্হকোঁ প্রভু
তউ ফল চারি ন চহি হোঁ ॥

নানা নরক যন্ত্রণা, আর দুঃসহ গর্ভবাস ক্লেশ যাহা সহ্য করিতে পারা যায় না, তাহা অতীত কালে সহ্য করিয়াছি, আর সম্মুখে সহ্য করিতে হইবে, ইহার চিন্তা কিন্তু নাই, আমার অর্থ ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হওয়াও অতীব দুর্ঘট। কিন্তু তোমার দেওয়া অতীব সুগম। হে প্রভু! আমি মোক্ষাদির ফল পাইতে ইচ্ছা করি না। যদি কেহ বলে তোমার যদি মোক্ষাদির ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে কিজন্য বিনয় করিতেছ, তজ্জন্য বলিতেছেন যে।

খেলিবে কোঁ খগ মৃগ তরু কিঙ্কর হ্বৈ
রাবরো রাম হোঁ রহি হোঁ।
য়হি নাতে নরকহুঁ সচু পৈ হোঁ যা বিন
পরম পদহুঁ দুখ দহি হোঁ ॥

হে রাম! আমি তোমার খেল্‌নার দ্রব্য যে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ এবং চাকর তাহা হইয়া তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করি, যদি আমি তোমার পশু, পক্ষী হইয়া নরকেও বাস করি, তাহাতেও আমি সুখী হইব। আর যদি তোমার সম্বন্ধ রহিত হইয়া স্বর্গে বাস করি, তাহা হইলেও দুঃখরূপ অগ্নিতে সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিব।

ইতনী জিয় লালসা দাস কে কহত পানহী
গহি হোঁ।
দীজে বচন কি হৃদয় আনিয়ে তুলসী
কৌ পন নির্বহি হোঁ॥

এ দাসের হৃদয়ে যাহা কামনা আছে, তাহা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যে আপনার জুতা নিয়ে আমি থাকি, তাহা কৃপা করিয়া আপনি অনুমতি প্রদান করুন যদি আপনি প্রকাশ করিয়া না বলেন, তাহা হইলে তুলসীকে হৃদয়ে নিয়ে আসুন অর্থাৎ হৃদয়েতে স্থান দিন, আর আপনার দাস বলিয়া মানুন, আপনি আমাকে আপনার গোলাম করিয়া রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, তাহা আমি নিজেই নির্ব্বাহ করিয়া লইব, আমার এতাদৃশ জিদবাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি কৃপা করুন। ইহা আমার বিনয় প্রার্থনা অথবা আমার প্রতিজ্ঞা আপনি নির্ব্বাহ করিবেন ইহা আমার বিশ্বাস।

২৩২ ॥

দীনবন্ধু দুসরো কহঁ পাবোঁ।
কো তুম বিনু পর পীর পাই হৈ কেহি
দীনতা সুনাবোঁ॥

হে প্রভু! তোমার মত দীনবন্ধু দ্বিতীয় আর আমি কোথায় পাইব। আর তুমি ব্যতিরেকে পরদুঃখে দুঃখী আর কে আছে, অর্থাৎ তোমার মত দীনদয়াল আর কেহই নাই। অতএব আমার এ দীনতা দ্বিতীয় প্রভুকে কেন শুনাইতে যাইব।

প্রভু অকৃপাল কৃপাল অলায়ক জহঁ জহঁ
চিত হি ডুলাবোঁ।
য়হৈ সমুঝি সুনি রহোঁ মৌন হী কহি
ভ্রম কহা গবাবোঁ॥

যদি অন্য কেহ প্রভু থাকেন, তাহা হইলে তিনি কৃপালু নহেন, আবার যিনি কৃপালু আছেন তিনি কার্য্যক্ষম নহেন, যেখানে যেখানে চিত্তকে আমি লইয়া যাইতেছি তথায় তথায় এরূপই দেখিতেছি, আমি ইহা বুঝিয়া এবং শাস্ত্রতে শ্রবণ করিয়া চুপ হইয়া রহিয়াছি। অযথা অন্যান্য প্রভুকে আমার দীনতা বুঝাইয়া আপনার আদর কিজন্য নষ্ট করিব।

গো পাদ বুড়বে যোগ করম করো বাতন্হি
জলধি থহাবোঁ।
অতি লালচী কাম কিঙ্কর মন মুখ
রাবরো কহাবোঁ॥

আমার দীনতা এতাদৃশ যে, আমি গোস্পদ সম জলে যাইবার যোগ্য কর্ম্ম করিতেছি কিন্তু অগাধ সমুদ্রের জলের পরিমাণ লইবার কথা আমি বলিতেছি। আমি লালসাযুক্ত হইয়া মনকে কামনার চাকর করিয়া রাখিয়াছি, কেবল মুখে তোমারই নাম বলিতেছি।

তুলসী প্রভু জিয় কী জানত সব অপনো
কছুক জনাবোঁ।
সোই কীজে জেহি ভাতি ছাঁড়ি ছল দ্বার
পরে গুণ গাবোঁ ॥

আপনি অন্তর্য্যামী, আমার মনের খবর সমস্ত জানিতেছেন, তথাপি তুলসী নিজের অধমতা কিছু জানাইতেছে যে, আপনি আমার নিষ্কপট বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাই করুন, যাহাতে আমি বাসনারূপ ছল ছাড়িয়া আপনার দ্বারে পড়িয়া থাকিয়া আপনার গুণ গান গাহিতে পারি। অর্থাৎ আপনি অন্তর্য্যামী, যেরূপ ভাবে আমাকে প্রেরণা করিবেন, সেরূপ ভাবেই যেন আমি চলিতে পারি ইহাই আমার বিনয় প্রার্থনা।

॥ ২৩৩ ॥

মনোরথ মন কৌ এঁকৈ ভাঁতি।
চাহত মুনি মন অগম সুকৃত ফল মনসা
অঘন অঘাতি ॥

এই অধম মনের একই মনোরথ এই যে, মুনিদিগের মনেরও অগম্য যে পুণ্যফল, তাহাই আমার মন চাহিতেছে কিন্তু পাপ করিতে আমার তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ পাপ করিতে আমার মন চাহে না।

কর্ম্ম ভূমি কলি জন্ম কুসঙ্ঘট মতি বিমোহ
মদ মাতি।
করত কুযোগ কোটি ক্যোঁ পৈয়ত পরমারথ
পদ শান্তি ॥

ভারতখণ্ড আমার কর্ম্মভূমি, এই স্থান এতাদৃশ যে, যেখানে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্ফল কখনও হয় না। তথায় পাপরূপ কলিকালে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পাপরূপ কার্য্য করিয়া বুদ্ধি, মোহ এবং মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি। যদি কোটিও কুযোগ করা যায়, তাহা হইলেও পরমার্থ পদের শান্তি কি করিয়া হয়।

সেই সাধু গুরু সুনি পুরাণ শ্রুতি বুঝেউ রাগ
বাজী তাঁতি।
তুলসী প্রভু সুভাব সুরতরু সো জেঁ্যা দর্পণ
মুখ কান্তি॥

সাধুদিগের সেবা করিয়া এবং গুরু মুখ হইতে বেদ পুরাণ শ্রবণ করতঃ বুঝিয়াছি, যেরূপ লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁত বাজী রাগ বুঝো। অর্থাৎ যেরূপ তাঁত দ্বারা বাজাকে বাজাইলে রাগের জ্ঞান হয়, সেরূপ বেদাদি শ্রবণ করিয়া এরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, প্রভুর স্বভাব কল্পবৃক্ষ সদৃশ, যেরূপ অভিলাষ করা যায় তাহাই পাইয়া থাকে। যথা দর্পণমধ্যে মুখের কান্তি যেরূপ ভাবে দেখান যায়, সেরূপ ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ আপনি সমভাবই আছেন। বিষম ভাব আপনার নহে, আপনার কর্ত্তব্যতাতে জীব দুঃখ সুখের ভাগী হইয়া থাকে।

॥ ২৩৪ ॥

জন্ম গয়ৌ বাদহি বরবীতি।
পরমারথ পালেন পর্য্যৌ কছু অনুদিন অধিক
অনীতি॥

পরমার্থতে বিমুখ হইয়া দিন দিন অনীতি করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের জন্ম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং পরমার্থ লাভের কিছুমাত্রই অধিকারী হইতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু প্রতিদিন অনীতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে।

খেলত খাত লরিকপণ গোচলি যৌবন
যুবতিন্হ লিয়ৌ জীতি।
রোগ বিয়োগ শোক শ্রম সংকুল বড়ী বয়
বৃথহি গই অতিতি॥

খেলিতে খেলিতে আর খাইতে খাইতে বাল্য অবস্থা অতীত হইয়া গিয়াছে। আর যুবাবস্থা যুবতীর সহিত বিহার করিতে করিতে অতীত হইয়া গিয়াছে, আর যুবাবস্থার উপর বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনেক রোগ আর স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগ জন্য শোক, আর জীবিকার নিমিত্ত পরিশ্রমে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাও বিফলে গিয়াছে।

রাগ রোগ ঈর্ষা বিমোহ বশ রুচিন সাধু সমীতি।
কহে ন শুনে গুণ রঘুপতিকে ভই ন রাম
পদ প্রীতি॥

রোগাদির বশবর্ত্তী হইয়া সাধুদিগের যে সমতা তাহা রুচি হইতেছে না, অর্থাৎ এমনি রোগাদির বশবর্ত্তী হইয়াছি যে, সাধুদিগের যে উপদেশ তাহা আমার প্রীতিকর হইতেছে না। কেননা আমি কখনও রঘুপতির গুণ মুখে বলিও নাই আর কখনও শ্রবণও করি নাই, তাহাতেই রামপদ প্রতি যে প্রীতি তাহা আমার হয় না।

হৃদয় দহত পছিতায় অনল অব সুনত দুসহ
ভব ভীতি।
তুলসী প্রভুতেঁ হোয় সো কীজিয় সমুঝি বিরদকী
রীতি।

সাধুদিগের মুখ হইতে সংসারের দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমানে পৌরুষ হীন হইয়া কিছু ধর্ম্মাদি কার্য্য করিবার ত শক্তি নাই, অধিকন্তু পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে হৃদয় দিবানিশি জ্বলিতেছে। হে প্রভু! বর্ত্তমানে তুলসীর নিমিত্ত আপনি আপনার পতিতপাবন রীতি বুঝিয়া যাহা কিছু আপনার ইচ্ছা হয় তাহা করুন।

॥ ২৩৫ ॥

ঐসেহি জন্ম সমূহ সিরাণে।
প্রাণনাথ রঘুনাথ সে প্রভু তজি সেবত চরণ
বিরাণে॥
জে জড় জীব কুটিল কায়র খল কেবল কলি মল
সানে।
সুখত বদন প্রশংসত তিন্হ কহঁ হরি তেঁ অধিক
করি মানে॥

বর্ত্তমানে জন্মে বিফলতা দেখাইতেছেন। অতি মন্দ জীবসমূহের প্রশংসা করিতে করিতে আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আর ভগবানের চেয়েও অধিক করিয়া মান্য করিতেছি ইহাই আমার অধমতা।

সুখ হিত কোটী উপায় নিরন্তর করত ন
পায় পিরাণে।
সদা মলীন পথকে জল জ্যোঁ কবহুঁ ন হৃদয়
থিরাণে॥

আমি সুখের নিমিত্ত সদা কোটী উপায় করিয়াও চরণে কখনও দুঃখ পাই নাই। যেরূপ রাস্তার জল সর্ব্বদাই মলিন হইয়া থাকে, সেরূপ কখনও আমার হৃদয় স্থিরতাকে প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ রাস্তার জল যখন স্থির হইতে থাকে, তখন আর একটী জলের বেগ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় চলিতে থাকে, সেরূপ এক মনোরথ সমাপ্ত হইতে না হইতে পুনরায় হৃদয়ে অপর কামনা উঠিয়া তাহার সহিত মিলিয়া এদিক ওদিক ছুটিতে থাকে, ইহাই আমার দশা।

য়হ দীনতা দূরি করিবে কো অমিত যতন উর
আনে।
তুলসী চিত চিন্তা ন মিটৈ বিনু চিন্তামণি
পহিচানে॥

আমি নিজের দীনতা দূর করিবার জন্য বহু যত্ন করিতেছি কিন্তু চিন্তামণিরূপ যে আপনি, যতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে চিনিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তের চিন্তা মিটিবে না ইহা তুলসীর দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি এরূপ ভাবে কৃপা করুন যাহাতে আপনাকে চিনিতে পারি, ইহাই আমার বিনয় প্রার্থনা।

॥ ২৩৬ ॥

জো পৈ জিয় জানকীনাথ ন জানে।
তৌ সব কর্ম্ম ধর্ম্ম শ্রম দায়ক ঐসহ কহত
সয়ানে॥

যে সুর সিদ্ধ মুনীশ যোগবিদবেদ পুরাণ বখানে।
পূজা লেত দেত পলটে সুখ হানি লাভ অনুমানে ॥
কা কৌ নাম ধোখে হুঁ সুমিরত পাতক পুঞ্জ
সিরানে।
বিপ্র বধিক গজ গৃদ্ধ কোটি খল কৌন কে পেট
সমানে ॥
মেরু সে দোষ দূরি করি জন কে রেণু সে গুণ
উর আনে।
তুলসীদাস তেহি সকল আশ তজি ভজহি ন
অজহুঁ অয়ানে ॥

॥ ২৩৭ ॥

কাহে ন রসনা রামহি গাবহি।
নিশি দিন পর অপবাদ বৃথা কত রটি রটি রাগ
বঢ়াবহি ॥
নর মুখ সুন্দর মন্দির পাবনি বসি জনি বাহি
লজ্জাবহি।
শশী সমীপ রহি ত্যাগি সুধা কত রবি কর জল
কহঁ ধাবহি ॥

জিহ্বাকে উপদেশ করিতেছে, মনুষ্যের মুখ অতীব সুন্দর আর পবিত্র মন্দির, তাহাতে বসিয়া ভগবানের নাম ছাড়িয়া ব্যর্থ বার্ত্তা কখনও করিও না। চন্দ্রের নিকট থাকিয়া অমৃত পরিত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণার জলের জন্য কেন ধাবিত হইতেছ, এখানে চন্দ্রমার সমীপতুল্য সুখ, অমৃত সদৃশ ভগবানের যশঃ, আর মৃগতৃষ্ণা তুল্য বিষয় বার্ত্তা, ইহাই সমতা। ইহার পর কামকে উপদেশ করিতেছে।

কাম কথা কলি কৈরব চন্দিনী সুনত শ্রবণ দৈ
ভাবহি।
তিনহি হটকি কহি হরি কল কীরতি কর্ণ কলঙ্ক
নসাবহি॥

স্ত্রী সম্বন্ধিনী কথা কলিকালরূপ এক অপূর্ব্ব পূর্ণ-মাসীর আলোক স্বরূপ, তাহা শ্রবণ করিতে অতীব মধুর লাগে। তাহাকে ছাড়িয়া হরির যে মধুর কীর্ত্তি তাহা অনবরত কীর্ত্তন করতঃ শ্রবণের কলঙ্ককে নাশ কর। অর্থাৎ হরির মধুর কীর্ত্তি শ্রবণ করা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু শ্রবণ কর না কেন, তাহা জগতে কর্ণের কলঙ্করূপ মাত্র। বর্ত্তমানে সম্মুখে বুদ্ধিকে শিক্ষা দিতেছে।

জাত রূপ মাত যুবতি রুচির মণি রচি রচি হার
বনাবহি।
শরণ সুখদ রবিকুল সরোজ রবি রাম নৃপহি
পহিরাবহি॥

হে বুদ্ধিরূপ যুবতি! জাতরূপ নাম-সোনা, তৎসদৃশ যে ভগবানের যশ আর সুন্দর মণিতুল্য যে নাম, উভয়ের দ্বারা মালা গাঁথিয়া হার তৈয়ার কর, অর্থাৎ উভয়ের অর্থ শব্দ যোজনা করিয়া হার প্রস্তুত কর। শরণাগত জীবের সুখদাতা সূর্য্যকূলকমলের সূর্য্য যে রামরাজা তাঁহাকে পড়াইয়া দাও। এখানে সোনা আর মণি উপমা, উপমেয় যে ভগবানের নাম আর গুণ, তাহা বলে নাই এ জন্য উপমেয় লুপ্তালঙ্কার এখানে হইয়াছে।

বাদ বিবাদ স্বাদ তজি ভজি হরি সরল চরিত
চিত লাবহি।
তুলসীদাস ভব তরহি তিহুঁ পুরতু পুনিত যশ
পাবহি॥

সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা কর, আর শ্রীরামচন্দ্রের যশ চিত্তেতে স্থির ভাবে লাগাও। তাহা হইলে বিনা পরিশ্রমে সংসার-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে, আর ত্রিলোকেতে যশ পাইবে, অর্থাৎ ত্রিলোক তোমার যশ গাইবে। ইহাই শ্রীতুলসীর শিক্ষা।

॥ ২৩৮ ॥

আপনো হিত রাবরে সোঁ জো পৈ সুঝৈ।
তৌ জনু তন পর অছত শীশ সুধি ক্যোঁ কবন্ধ
জ্যোঁ জুঝৈ॥

হে রঘুবর! তোমাতে যদি নিজের হিত না দেখে, তাহা হইলে শরীরে মস্তক রহিত কবন্ধ যেরূপ সংগ্রামে দৌড়িতে থাকে, অর্থাৎ কিছুই পৌরুষকর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। আর যাহার মস্তক বিদ্যমান আছে, সে যদি কবন্ধ সদৃশ পৌরুষ বিহীন হয়, তাহা হইলে সে নিন্দার পাত্র হয়, সেরূপ মস্তকরূপ তোমার অংশ আত্মাতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কবন্ধ সদৃশ পৌরুষ বিহীন হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ নিজের কল্যাণকর অনেক সাধন আছে, তাহা না করায় জন্ম মরণ হইতেছে, ইহাই আমার মন্দতা।

নিজ অবগুণ গুণ রাম রাবরে লখি সুনি মতি
মন রূঝৈ।
রহনি কহনি সমুঝনি তুলসী কী কো কৃপাল
বিন বুঝৈ॥

আমার যত দোষ আছে এবং তোমার যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা আমি শুনিয়াছি এবং বিশেষ ভাবে জানিয়াছিও। তাহাতে আমার মন অতিশয় মোহিত হইতেছে, অর্থাৎ আপনার বহুমান্যতা আমি শুনিতে,

আর নিজের লঘুতা দেখাইতে আমার বুদ্ধি হার মানিয়াছে। তথাপি তুলসীর স্থিতি থাকা এবং বলা, তুলসীর বিষয় জানা, কৃপালু আপনি ব্যতিরেকে আর কেহই বুঝে না। অর্থাৎ মাদৃশ তুচ্ছ জীবেরও গতিদাতা কেবল আপনিই, দ্বিতীয় আর কেহ নাই।

২৩৯ ॥

জা কোঁ হরি দৃঢ় করি অঙ্গ কর্‌য়ো।
সোই সুশীল পুনিত বেদবিদ বিদ্যা গুণনি
ভর্‌য়ো ॥

যাহাকে ভগবান দৃঢ় করিয়া আপনার করিয়া লয়, সেই জীব সর্ব্ব-গুণের পাত্র হয়।

উৎপতি পণ্ডুসুতন কী করণী সুনি সত পন্থ
ডর্‌য়ো।
তে ত্রৈলোক্য পূজ্য পাবন যশ সুনি সুনি লোক
তর্‌য়ো ॥

পাণ্ডুতনয়ের কি ভাবে উৎপত্তি এবং তাহাদের যে কার্য্য তাহা শুনিলে সাধুজন ভয় পায়, কিন্তু আপনি তাহাদিগকে নিজের করিয়া লওয়াতে তাহারা ত্রিলোকের পূজ্য এবং তাহাদের পবিত্র যশ শুনিয়া লোক ভবার্ণব হইতে পার হইয়া যাইতেছে।

জো নিজ ধর্ম্ম বেদ বোধিত সো করত
ন কছু বিসর্‌য়ো।
বিন অবগুণ কৃকলাস কূপ মজ্জত
কর গহি উসর্‌য়ো ॥

বেদাজ্ঞা যে আপনার ধর্ম্ম, তাহা সমস্ত সে করিয়াছে, অর্থাৎ বেদ-বোধিত ক্রিয়া সকল সে যথানিয়মে পালন করিয়াছে, তবে কিজন্য বিনা অপরাধে গিরগিটরূপ ধারণ করিয়াছিল। নৃপরাজা কূপের মধ্যে ডুবিয়াছিল, আর যখন গিরগিটের দেহ অতি মন্দ, যাহাতে আর কোন কার্য্য নাই, তখন হাত বুলাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল।

ব্রহ্ম বিশিখ ব্রহ্মাণ্ড দহন ক্ষম গর্ভ ন
নৃপতি জর্‌যো।
অজর অমর কুলিশহু নাহিন বধ সো
পুনি ফেন মর্‌যো॥

যে ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডকে পর্য্যন্ত দহন করিতে সক্ষম, সেই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভ মধ্যে স্থিত যে পরীক্ষিত তাহাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং বর দানের প্রভাবে জরা মরণ রহিত যে দেবাসুর নমুচি, যাহাকে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও বধ করিতে সক্ষম হয় নাই, তোমার অকৃপায় যুদ্ধেতে সে সমুদ্রের ফেন দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বিপ্র অজামিল অরু সুরপতি তেঁ কহা
জো নহিঁ বিগর্‌যো।
উন্‌হ কৌ কিয়ৌ সহায় বহুত উর
কৌ সন্তাপ হর্‌যো॥

অজামিল এবং ইন্দ্র, তাহারা যে কত পাপকার্য্য করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, অর্থাৎ বেশ্যার নিমিত্ত অজামিল এমন কোন নিষেধ কর্ম্ম ছিল না, যাহা সে করে নাই এবং ইন্দ্রের নিষেধরূপ প্রসঙ্গ অনেক পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, অধিকন্তু অহল্যার প্রসঙ্গ সকলেরই বিদিত আছে। সেই ইন্দ্রের তুমি বহু সহায়তা করিয়াছ, আর অজামিলের হৃদয়ের সন্তাপ হরণ করিয়াছ;

গণিকা অরু কন্দর্প তেঁ জগ মহঁ অঘ ন
করত উবর্‍্যৌ।
তিনকৌ চরিত পবিত্র জানি হরি নিজ
হৃদি ভবন ধর্‍্যৌ॥

বেশ্যা আর কামদেব, জগতের মধ্যে কোন পাপকার্য্য করিতে বিচার করে নাই, কিন্তু তুমি তাহাদেরও পবিত্র চরিত জানিয়া নিজের হৃদয়রূপ মন্দির মধ্যে ধারণ করিয়াছ। অর্থাৎ ভাগবতের একাদশ স্কন্দে উদ্ধবের উপদেশে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা করিবার জন্য সনিকা আর কন্দর্পের উদাহরণ দিয়াছেন।

কেহি আচরণ ভলৌ মানে প্রভু সো
নহিঁ জানি পর্‍্যৌ।
তুলসিদাস রঘুনাথ কৃপা কৌ চিতবত
পন্থ খর্‍্যৌ॥

প্রভু কোন আচরণ ভাল মনে করেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত অনেক হেতু দ্বারা জানিতে সক্ষম হইতে পারিতেছি না। এই কারণে তুলসীদাস নিজের সমস্ত কর্ত্তব্যতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছে, আপনি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই।

২৪০ ॥

সোই সুকৃতি শুচি সাঁচো জাহি রাম তুম রীঝে।
গণিকা গীধ বধিক হরি পুর গয়ে লৈ করসী
প্রয়াগ কব সীঝে॥

কবহুঁ ন ডগ্যো নিগম মগ তেঁ পগ নৃগ
জগ জানি জিতে দুখ পায়ে।
গজ ধোঁ কৌন দিছিত জাকে সুমিরত
লৈ সুনাম বাহন তজি ধায়ে॥
সুর মুনি বিপ্র বিহায় বড়ে কুল গোকুল
জন্ম গোপ গৃহ লীন্হোঁ।
বায়োঁ দিয়ৌ বিভব কুরুপতি কৌ
ভোজন জাই বিদুর ঘর কীন্হোঁ॥

কুরুপতি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যের প্রতি বিমুখ হইয়া বিদুর গৃহে প্রবেশ করতঃ তুমি ভোজন করিয়াছিলে, ইহার প্রসঙ্গ এই যে, বিদুরের স্ত্রী কলার বাঁকুল ছড়াইয়া ভগবানকে খাওয়াইবে মনে করিয়া যখন তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিলেন, তখন আনন্দ এবং প্রেমের প্রবাহে শরীর পুলকিত হইয়া এরূপ ভাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, আমি কে, আর কি কার্য্য করিতেছি, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল না, তখন কলার ফলরূপ সারাংশ মাটিতে ফেলিয়া আর বাঁকল ভগবানের হস্তে খাইতে দিতে লাগিলেন। সেই সময় বিদুর গৃহে আসিয়া এরূপ উল্‌টা রীতি দেখিয়া নিজের স্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন, রে অভাগিনী! তুমি এতাদৃশ সুকুমার ত্রৈলোক্যনাথকে অতি কঠোর আর অখাদ্য যে কলার বাঁকল তাহা খাইতে দিতেছ। আর খাইবার বস্তু যে তাহা তুমি মাটিতে ফেলিয়া দিতেছ? তোমার হাত আর বুদ্ধি জল হইয়া যাক, এরূপ ভাবে ক্রোধ করিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া নিজেই ভগবানের নিকট বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তখন একবার ফল খাইয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন, যে স্বাদ বাঁকলে আমি পাইয়াছি, তাহা ফলেতে নাই, এখন আর খাইব না, ইহাই প্রীতির পরবশতা।

মানত ভলহি ভলো ভক্তনি তেঁ কছুক
রীতি পারথহি জনাই।
তুলসী সহজ সনেহ রাম বশ ঔর সবৈ
জল কী চিকনাই॥

ভক্তের নিমিত্ত সকল প্রকার বিষয়কে ভাল মানিয়াই থাকেন, সে কি প্রকার রীতি তাহা অর্জ্জুনের নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহার দাসভাব দুর্লভ বলিয়া মনে করেন, তিনিই অর্জ্জুনের দূত এবং সারথী হইয়াছিলেন। এমন কোনই কাজ ছিল না যাহা তিনি করেন নাই, তাহা মহাভারত দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু তুলসীর স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীরঘুবর স্বাভাবিক স্নেহের অধীন, রামানুরাগ ভিন্ন যত সাধনা আছে, তাহা জলের চিকনাই। নাম জল শরীর মধ্যে যখন পড়ে, বায়ু লাগিলে তখন একটু সুখ লাগে, কিছুক্ষণ পরেই তাহা আর থাকে না। সেরূপ ভগবৎ ভক্তি ত্যাগ করিয়া আর জগতে যত সাধনা আছে, সে সমুদয় নশ্বর সুখ প্রদাতা। অথবা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিয়া যত স্ত্রী পুত্রাদি মধ্যে প্রীতি আর মমতা, তাহা জলের চিকনাই সম ক্ষণিক, ইহাই শ্রীতুলসীদাসের স্থির সিদ্ধান্ত, শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হওয়া ব্যতিরেকে নশ্বর জগতের মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

॥ ২৪১ ॥

তব তুম মোহু সে শঠনি হঠিন গতি দেতে।
কৈসেহুঁ নাম লেত কোউ পাঁবর সুনি
সাদর আগে হ্বৈ লেতে॥

এতাদৃশ দয়ালু যে তুমি, মাদৃশ শঠ জীবকেও জিদ করিয়া গতি দিতেছ, কেননা কোন নীচ জীব যদি তোমার নাম লয়, তাহা শ্রবণ করতঃ আদর করিয়া তাহাকে নিজের স্থান দিয়া থাক।

পাপখানি জিয় জানি অজামিল যমগণ
তমকি তই তা কোঁ ভেতে।
লিয়ে ছুড়ায় চলে কর মীজত পীসত দাঁত
গয়ে রিস রীতে॥

পাপরূপ অজামিলকে জানিয়া যমদূত অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বহু ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। হে প্রভু! তুমি সেই যমদূতের ভয় হইতে অজামিলকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলে, যমদূতগণ কর-মর্দ্দন পূর্ব্বক দন্ত পেষণ করিতে করিতে ক্রোধ পরিত্যাগ করতঃ অজামিলকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

গৌতম তিয় গজ গৃদ্ধ বিটপ কপি হৈ
নাথহি নীকে মালুম তেতে।
তিন্‌হ তিন্‌হ কাজনি সাধুসমাজ তজি
কৃপাসিন্ধু তব তব উঠি গেতে॥

অহল্যা প্রভৃতি কিরূপ ধর্ম্মের আধার ছিল, তাহা প্রভুর বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত ছিল। হে কৃপাসিন্ধু! তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য সাধু সমাজ পরিত্যাগ করতঃ সেই সেই খানে সেই কালে আপনি উঠিয়া স্বয়ং তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ আপনার মত দয়ালু জগতে দ্বিতীয় আর নাই, যিনি ভক্তের দ্বারে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে।

অজহুঁ অধিক আদর য়হি দ্বারেঁ পতিত
পুনীত হোত নহিঁ কেতে।
মেরে পাসংগহুঁ ন পূজিতে হ্বৈ গয়ে হেঁ
হোনে খল জেতে॥

এখনও অধিক আদর আপনার দ্বারে আছে, কত যে পতিতকে উদ্ধার করিতেছেন, তাহা বর্ণাতীত। কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালে যত পতিত উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহাদিগের মধ্যে আমিই একমাত্র অগ্রগণ্য।

হোঁ অব লোঁ করতুতি তিহারিয়েঁ চিতবহুঁ
তৌ ন রাবরে চেতে।
অব তুলসী পুতরা বাঁধি সহি ন জাত
মো পৈ পরিহাস এতে॥

আমি এখন পর্য্যন্ত আপনার কৃপালতারূপ যে কর্ত্তব্যতা তাহা এখন হইবে, এখন হইবে, এইভাবে অপেক্ষা করিয়া আছি, কিন্তু আপনি আপনার পতিতপাবনরূপ যে কর্ত্তব্য তাহা আমার প্রতি একেবারেই বিস্মৃত হইয়া আছেন। বর্ত্তমানে তুলসী পূতরা বাঁধিয়া, অর্থাৎ ভাটসকল রাজাদিগের বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়া যখন নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়া না পায়, তখন অত্যন্ত দুঃখী হইয়া দিনের বেলায়ই মসাল জ্বালাইতে আরম্ভ করে, আমিও সেরূপ করিব। এত পরিহাস আমার সহ্য হয় না। অর্থাৎ জগৎ তালি দিয়ে হাসিতেছে যে, যত অধম পতিত, দীন রঘুবরের শরণাগত হইয়াছে, সকলেই কৃতার্থ হইয়াছে। তুলসী এতাদৃশ ভাগ্যহীন যে স্বামী তাহাকে একবার দেখিতেছেও না। এখন জগতের এ হাস্য আমার আর সহ্য হয় না; হে প্রভু!

॥ ২৪২ ॥

তুম সম দীন বন্ধু ন দীন কোউ মো সম
সুনহু নৃপতি রঘুরাই।
মো সম কুটিল মৌলি মণি নহিঁ জগ তুম সম
হরি ন হরণ কুটিলাই ॥

হে মহারাজ রঘুবর! আপনি দীনবন্ধুতার সীমা, আমি দীনতার অবধি, আপনি শ্রবণ করুন। আমি কপটের শিরোমণি, আর আপনার সদৃশ কপটতা দূর করিতে জগতে দ্বিতীয় আর নাই।

হোঁ মন বচম কর্ম্ম পাতক রত তুম্হ কৃপাল
পতিতন্হি গতি দাই।
হোঁ অনাথ প্রভু তুম অনাথহিত চিত য়হ
সুরতি কবহুঁ নহি জাই ॥

আমি পতিত, আর আপনি পতিতপাবন। আমি অনাথ, আর আপনি অনাথের হিতকারী। হে প্রভু! এই জ্ঞান হৃদয়ে কখনও ভুলিবেন না।

হোঁ আরত আরতিনাশক তুম্হ কীরতি
নিগম পুরাণনি গাই।
হোঁ সভীত তুম হরণ সকল ভয় কারণ
কবন কৃপা বিসরাই ॥

আমি পীড়িত, আর আপনি ক্লেশ নাশকারক, এতাদৃশ কীর্ত্তি আপনার বেদ এবং পুরাণে বর্ণিত আছে। আমি সংসার হইতে

ভয় পাইতেছি, আর আপনি সংসারের ভয় পরিত্রাণ কর্ত্তা, কি কারণে আপনি কৃপা বিস্মৃত হইয়াছেন।

তুম সুখধাম রাম শ্রমভঞ্জন হোঁ অতি
দুখিত ত্রিবিধিশ্রম পাই।
য়হি জিয় জানি দাস তুলসী কহুঁ রাখহু
শরণ সমুঝি প্রভুতাই ॥

হে রাম! তুমি সুখস্বরূপ, আর আমি অতিশয় দুঃখিত এবং ত্রিতাপরূপ শ্রম পাইতেছি, আর তুমি শ্রমনাশক। হে প্রভু! তুমি এ সমস্ত সম্বন্ধ বিচার করিয়া নিজের প্রভুতা স্মরণ করতঃ তুলসীকে আশ্রয় প্রদান করিও।

॥ ২৪৩ ॥

য়হৈ জানি চরণনি চিত লায়ৌ।
নাহিন নাথ অকারণ কৌ হিত তুম সমান
পুরাণ শ্রুতি গায়ৌ ॥

আমি ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া আপনার চরণে চিত্ত ক্ষেপন করিয়াছি। আপনার সদৃশ কারণরহিত হিতকারী জগতে দ্বিতীয় আর নাই, ইহা বেদ এবং পুরাণে গান করিতেছে।

জননি জনক সুত দার বন্ধুজন ভয়ে বহুত
জহঁ জহঁ হোঁ জায়ৌ।
সব স্বারথ হিত প্রীতি কপট চিত কাহু
নহিঁ হরিভজন সিখায়ৌ ॥

জগতের মধ্যে যত সম্বন্ধী বিদ্যমান রহিয়াছে, আর যেখানেই যাই না কেন, তাহাদিগের প্রীতি স্বার্থে জড়িত এবং কপট। কেননা ভগবানের ভজন করিবার জন্য কেহই শিক্ষা প্রদান করে নাই।

সুর মুনি মনুজ দনুজ অহি কিন্নর মেঁ তন
ধরি সির কাহি ন নায়ো।
জরত ফিরত ভয় তাপ পাপ বশ কাহু ন
হরি করি কৃপা জুড়ায়ো॥

দেবাদি যত ঐশ্বর্য্যবান আছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার মিলন রহিয়াছে, কিন্তু আমি ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছি, কেহই আমার তাপ হরণ করিয়া কৃপা বিতরণে শীতল করে নাই।

যত্ন অনেক কিয়ে সুখ কারণ হরি পদ
বিমুখ সদা দুখ পায়ো।
অব থাক্যো জল হীন নাব জ্যোঁ দেখত
বিপতি জাল জগ ছায়ো॥

সুখের নিমিত্ত আমি অনেক যত্ন করিয়াছি, কিন্তু হে প্রভু! তোমার প্রতি বিমুখ হইয়া বহু দুঃখ পাইয়াছি। এখন সমস্ত জগতের বিপত্তি-জালের ছায়া দেখিয়া শুকনা পৃথিবীতে নৌকা সদৃশ হইয়া রহিয়াছি, অর্থাৎ পৌরুষহীন জড়পদার্থের মত হইয়া রহিয়াছি।

মো কহুঁ নাথ বুঝিয়ে বহ গতি সুখ নিধান
নিজ পতি বিসরায়ো।
অব তজি রোষ করহু করুণা হরি তুলসীদাস
শরণাগত আয়ো॥

হে নাথ! আমার দুঃখরূপ গতি হওয়াই উচিত, কেননা সুখের আধার যে আপনি আমার প্রভু, আপনাকে আমি বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু এখন আমার কর্ত্তব্যতাকে বিচার করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। হে হরি! তুলসীদাস এখন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

॥ ২৪৪ ॥

যাহি তেঁ মেঁ হরি জ্ঞান গঁবায়ৌ।
পরিহরি হৃদয় কমল রঘুনাথহি বাহর ফিরত
বিকল ভয়ৌ ধায়ৌ ॥

হে হরি! এই কারণেই কল্যাণের কারণ যে তোমার স্বরূপের জ্ঞান তাহা আমি ভুলিয়া রহিয়াছি, হৃদয়-কমলে বিদ্যমান যে আপনি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আকুল হইয়া এদিক ওদিক দৌড়িতেছি, অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতেছি।

জেঁ্যা কুরঙ্গ নিজ অঙ্গ রুধির মদ অতি
মতি হীন মরম নহিঁ পায়ৌ।
খোজত গিরি তরু লতা ভুমি বিল পরম
সুগন্ধি কহাঁ তেঁ আয়ৌ ॥

যেরূপ মৃগের শরীর মধ্যে পরম সুগন্ধযুক্ত যে মদরূপ কস্তুরী, তাহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না। কেননা সে অতিশয় মতিহীন, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা ও পৃথিবীর নানাস্থানে খুঁজিতে থাকে, এরূপ সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে, কিন্তু ইহা জানে না যে, তাহার শরীরে বিদ্যমান আছে।

জোঁ্যা সর বিমল বারি পরিপূরণ উপর
কছু সিবার তৃণ ছায়ৌ।
জারত হিয়ৌ তাহি তজি হোঁ শঠ চাহত
য়হি বিধি তৃষা বুঝায়ৌ॥

যেরূপ সরোবর নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ, উপরে কিছু শৈবাল ও তৃণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই কারণে জল আছে বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ আপনার হৃদয়কে জ্বালাইয়া থাকি, এতাদৃশই আমি শঠ। এই বিধি নাম, জল ত্যাগ করতঃ আপনার হৃদয়ে যে দাহ, তাহা বুঝাইতে চাহিতেছে, অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া সুখের কামনা করিতেছে।

ব্যাপত ত্রিবিধ তাপ তন দারুণ তা পর
দুসহ দরিদ্র সতায়ৌ।
অপনেহিঁ ধাম নাম সুরতরু তজি বিষয়
ববুর বাগ মন লায়ৌ॥

কঠিন যে ত্রিতাপ তাহা শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দুঃসহ যে দারিদ্র্য সে দুঃখ দিতেছে; তাহাকে দূর করিবার জন্য আপনার ঘরে নামরূপ যে কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়রূপ বাবলাগাছের বাগানে মন ক্ষেপন করিয়াছে।

তুম সম জ্ঞান নিধান মোহিঁ সম মূঢ় ন
আন পুরাণনি গায়ৌ।
তুলসী দাস প্রভু য়হি বিচারি জিয় কীজে
নাথ উচিত মন ভায়ৌ॥

আপনার সদৃশ জ্ঞানের পাত্র জগতে দ্বিতীয় আর নাই। আর আমার সদৃশও মূঢ় ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই। হে প্রভু! এরূপ বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা তুলসীদাসের উপর করিও, ইহাই বিনয় প্রার্থনা।

২৪৫ ॥

মোহি মূঢ় মন বহুত বিগোয়ৌ।
যা কে লিয়ে সুনহু করুণা ময় মেঁ জগ
জন্ম জন্ম দুখ রোয়ৌ ॥

আমার এ মূঢ় মন অনেকবার সংসাররূপ কুপে পতিত হইয়াছে। হে করুণাময়! আমার এ মনের বিষয় শ্রবণ করুন। আমি জগতের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ জন্মে জন্মে বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি।

শীতল মধুর পীযুষ সহজ সুখ নিকটহিঁ
রহত দুরি জনু খোয়ৌ।
বহু ভাঁতিন শ্রম করত মোহ বশ বৃথহি
মন্দ মতি বারি বিলোয়ৌ ॥

শীতল মধুর অমৃত তুল্য যে স্বাভাবিক সুখদায়ক নাম তোমারই স্বরূপ প্রকাশ করি, তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আমি যেরূপ অত্যন্ত ক্ষয় করিয়াছি, সেরূপ অনেক প্রকার অজ্ঞানের অধীন হইয়া সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার যে মন্দ মতি, তাহা নিষ্ফল অনেক যত্ন পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতেছে। যেরূপ ঘৃতের নিমিত্ত যদি জল মন্থন করে, তাহা যেমন নিষ্ফল, সেও সে প্রকার নিষ্ফল।

কর্ম্ম কীচ জিয় জানি সানি চিত চাহত
কুটিল মলহি মল ধোয়ৌ।
তৃষ্ণাবন্ত সুরসরি বিহায় শঠ ফিরি ফিরি
বিকল অকাশ নিচোয়ৌ॥

কর্ম্ম যে, সে কর্দ্দমের সদৃশ, তাদৃশ কর্ম্ম করতঃ, নিজের মনে জানিতেছি যে, আমার চিত্ত কর্দ্দমে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কুটিল যে আমি, সে মলকে মলেতে ধুইবার জন্য চাহিতেছি। অর্থাৎ কর্ম্ম বাসনারূপ যে কর্দ্দমেতে চিত্ত মিলিত হইয়া রহিয়াছে, সে যখন সেই কর্দ্দম হইতে ভিন্ন হয়, তখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, সে যখন জ্ঞান ভক্তিরূপ জলেতে ধোয়, তখন কর্ম্ম বাসনারূপ কর্দ্দম ছুটে যায়, চিত্তও শুদ্ধ হইয়া যায়, সে আমি জল পরিত্যাগ করতঃ কর্ম্মরূপ কর্দ্দমকে জল মানিয়া কর্ম্মরূপ কর্দ্দমকে ছাড়াইতে চাহিতেছি। অর্থাৎ শুদ্ধ কর্ম্মেতে অশুভ কর্ম্মের নাশ করিতে চাহিতেছি। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যদিও শুভ কর্ম্মেতে অশুভ কর্ম্মের নাশ হয়, যাহাতে সন্দেহ নাই. তথাপি শুভ ও অশুভ কর্ম্ম দুইটীই সকাম এবং গর্ভবাসের কারণ স্বরূপ। তাহাতে দুইটীকেই কর্দ্দমরূপ বলিয়াছেন। তথাপি আমার পিপাসা লাগিয়াই রহিয়াছে। সে আমি গঙ্গাজীকে পরিত্যাগ করিয়া বার বার ব্যাকুল হইয়া আকাশকে জলের নিমিত্ত দোহন করিতে চাহিতেছি। অর্থাৎ গঙ্গারূপ আপনার স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশরূপ মধ্যে দোহন তুল্য বার বার যে ভোগ, তাহাতে সুখরূপ জল চাহিতেছি।

তুলসিদাস প্রভু কৃপা করহু অব মৈঁ
নিজ দোষ কছু নহিঁ গোয়ৌ।
ডাসত হী গই বীতি নিশা সব কবহু ন
নাথ নীঁদ ভরি সোয়ৌ॥

এখন নিষ্কপট হইয়া নিজের দোষ কিছুই গোপন করি নাই। ইহা বিচার করিয়া তুলসীদাসের উপর কৃপা করিও। আমার বিছানা বিছাইতে বিছাইতে সমস্ত রাত্রি অতীত হইয়া গেল। হে নাথ! আমি কখনও ইচ্ছামত ঘুমাইতে পারি নাই। অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত যত্ন করিতে করিতে সমস্ত আয়ু বলরূপী রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সুখের লেশও মিলিল না। তোমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কখনও সুখের লেশ প্রাপ্তিরও আশা নাই। ইহাই আমার বিনয় বাক্য।

॥ ২৪৬ ॥

লোক বেদ হুঁ বিদিত সুনি সমুঝি মোহ
মোহিত বিকল মতি থিতি ন লহতী।
ছোটে বড়ে খোটে খরে মোটে দুবরে রাম
রাবরে নিবাহে সব হী কী নিবহতি ॥

জগতে দুইটী কথা সকলেরই বিদিত আছে, শুনিয়া অন্তরে ধারণা কর মোহেতে মোহিত যে ব্যাকুল মতি সে কখনও স্থিরতাকে প্রাপ্ত হইতেছে না। অর্থাৎ জীবের স্বতন্ত্র আর পরতন্ত্র দুই পক্ষই শাস্ত্রতে মিলিত আছে, তাহাতে বুদ্ধি স্থির হইতেছে না। তাহা অনুভবে বিচার কর। ছোট বড়, ভাল মন্দ, প্রবল এবং অবল, জগতে যত জীব আছে, হে রাম! তোমার নির্ব্বাহে সকলেরই নির্ব্বাহ হয়। কেননা সমস্ত জীব পরমেশ্বরেরই অধীন। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তাহাতে কারণ দেখাইতেছে।

হোতী জো আপনে বশ রহতী একহী রস
দুনী ন হরষ শোক শাসতি সহতি।
চহতো জো জোই জোই লহতো সো সোই
সোই কেহু ভাঁতি কাহু কী ন লালসা রহতি ॥

জগত যে স্বয়ংই বশীভূত হয়, তাহা মাত্র রস বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে কেহই হর্ষ পরিত্যাগ করতঃ শোকেতে দুঃখ সহ্য পারে না। অর্থাৎ যে এখানে স্বতন্ত্র হইতেছে, যাহারা বিষয়াদিকে সুখরূপ মানিয়া থাকে, আর তাহাদিগের ভোক্তা যে দেহ, ইন্দ্রিয়াদি, তাহা সর্ব্বদা একরসই থাকে, যাহার নাশ হয় না। আর যে যে জীব যাহা যাহা চাহিত তাহা তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইত। কোন প্রকার কাহারও লালসা থাকিত না। সকলেরই পূর্ণাভিলাষ হইত। তাহা এখন হইতেছে না। জীবের স্বতন্ত্র পক্ষের কারণ দেখাইয়া খণ্ডন করিয়াছেন, এখন পরতন্ত্র পক্ষের দৃঢ়তা সাধন করিতেছেন।

কর্ম্ম কাল সুভাব গুণ দোষ জীব জগ মায়া
তেঁ সো সভৈ ভৌঁহ চকিত চহতি।
ঈশনি দিগীশনি যোগীশনি মুনীশনিহু ছোড়ত
ছোড়ায়ে তেঁ গহায় তেঁ গহতি॥

কর্ম্মাদি জগত পর্য্যন্ত সকলই মায়া, সকলই ভয় সংযুক্ত হইয়া আপনার কটাক্ষে চকিত হইয়া আপনার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ আপনি যাহার প্রতি যেরূপ কটাক্ষপাত করেন, সকলেই তদনুযায়ী কার্য্য করে। ঈশান নাম শিব, ব্রহ্মা, দিগীশনী যে ইন্দ্রাদি অষ্ট লোক পাল, যোগী শনি যে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনি শনীহু নাম বশিষ্ঠাদি, সকলেই মায়ার অধীন, আপনি ইচ্ছা করিয়া যদি তাঁহাদিগকে ছাড়াইতে চান, তাহা হইলে তাঁহারা মায়া রহিত হইতে সক্ষম হন, আর আপনি যদি তাঁহাদিগকে মায়াধীন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মায়াতে লীন হইয়া যায়, অর্থাৎ সমস্তই আপনার ইচ্ছাধীন।

শতরঞ্জ কৈসো রাজ কাঠ কৌ সব সমাজ
মহারাজ বাজী রচী প্রথম ন হতি।
তুলসী প্রভু কে হাথ হারিবোঁ জীতিবো
নাথ বহু বেষ বহু মুখ শারদা কহতি॥

শতরঞ্চ নাম, দাবারূপ রাজা, আর কাঠের যে গোলা তাহা মন্ত্রী, ঘোড়া, হাতী, রথ ইহারা পেয়াদা, আপনিই খেলার রচয়িতা, তাহাকে প্রথমই নাশ করে না, অর্থাৎ প্রথমে খেলা না খেলে তাহাকে নাশ করিয়া দেয় না। সেরূপ শরীররূপ চৌষট্টি ঘর সংযুক্ত যে বিছানা, ইন্দ্রিয়রূপ মন্ত্রী। দাবাবোড়েরূপ সামগ্রী, জীবরূপ রাজা, এই দাবারূপ খেলা আপনিই রচনা করিয়াছেন। সেই খেলা দুই জন করিয়া হয়। সেরূপ আপনি আর মায়া এই দাবাকে খেলাইতেছেন। আর বাদশাহ পেয়াদা প্রভৃতিকে আপনিই চালিতেছেন। হে প্রভু! হার আর জীত আপনারই হাত, অর্থাৎ দাবা খেলার যে রাজা সে কেবল নাম-মাত্র। হার করিবার আর জিতাইবার সবই খেলারি। সেরূপ এই জীবাদি সামগ্রী আপনার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনারই কার্য্য করিতেছে। সর্ব্বদাই পরাধীন দাবার খেলাতে দুইটী রাজা হয়। তাহাদের মধ্যে একজনের জীত হয় আর একজনের হার হয়। সেইরূপ ইহসংসারে ভগবৎ বিমুখ আর সম্মুখ দুই প্রকার জীব আছে। তাদৃশ দুইটী খেলারি সদৃশ এখানে মায়া আর ঈশ্বর বর্ত্তমান। যেই সম্মুখরূপ জীবকে রাজা, মন্ত্রী পেয়াদা সামগ্রীর সহিত পরমেশ্বর চালনে, সে সংসাররূপ খেলাকে জয় করে, আর যেই বিমুখ জীবরূপ রাজা, মন্ত্রী, পেয়াদা প্রভৃতিকে অবিদ্যা পরিচালনা করেন, সে সংসাররূপ খেলা হইতে হারিয়া যায়। এখানে জন্ম, মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সেইটীই জিত, আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হওয়া সেইটীই হার। শ্রীতুলসী বলিতেছেন, হে প্রভু! হারা আর জিতা আপনারই হাত।

এরূপ সিদ্ধান্ত সরস্বতীদেবী অনেকবার অনেক মুখে বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত হেতু দেখিয়া জীবের স্বতন্ত্র পক্ষের খণ্ডন করিয়া পরতন্ত্র পক্ষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহাই তাৎপর্য্য।

॥ ২৪৭ ॥

রাম জপি জীহ জানি প্রীতি সোঁ প্রতীতি
মানি রাম নাম জপৈ জৈহৈ জিয়া কী জরনি।
রাম নাম সোঁ রহনি রাম নাম কী কহনি
কুটিল কলি মল শোক সঙ্কট হরনি ॥

রামনামের মধ্যে জীবসমুহের নিষ্ঠা জন্মাইয়া সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি আর সমস্ত সুখের প্রাপ্তি বলিতেছেন। হে জীব, রামনামের যথার্থ অর্থ জ্ঞান করিয়া রামনাম জপ কর। রামনামের ব্যবহার আর দিবানিশি রামনাম জপ করিলে কুটিল যে কলিমল, আর শোক সঙ্কট সমস্তই দূর হইয়া যায়।

রাম নাম কৌ প্রভাব পূজিয়ত গণ রাব
কিয়ৌ ন দুরাব কহী আপনী করনী।

রামনামের প্রভাবে ঈশ্বর যে গণেশ তিনি গণদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং প্রথমে পূজনীয়ও হইয়াছিলেন। তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। আপনার যে কর্ত্তব্যতা তাহা নিজ মুখেই সমস্ত বর্ণনা করিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মপুরাণীয় রামনাম সহস্রতে লিখা আছে যে, প্রথম অবস্থায় শ্রীগণেশ প্রভু নিজের ঐশ্বর্য্যমদে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া ঋষিদিগের আশ্রম সকল ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনেক উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগণেশের এরূপ আচরণ দেখিয়া শ্রীমহেশ্বর অনেক দুঃখবোধ করিয়া শ্রীরঘুবরের ধ্যান করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন। যখন স্বামী নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তখন মহাদেব গণেশের সমস্ত দোষ বর্ণনা করতঃ প্রার্থনা করিলেন যে, আমার পুত্র এতাদৃশ নিন্দিত হয়, ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে, তখন স্বামী প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত রামনাম জপ করুক, তাহা হইলে যোগ্যতা আসিবে। তাহা মহাদেবকে উপদেশ করিয়া শ্রীরাম অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর গণেশ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত রামনাম জপরূপ সমাধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে তিনি সর্ব্বপ্রথম পূজনীয় হইয়াছিলেন।

ভব সাগর কৌ সেতু কাশীহুঁ সুগতি হেতু
জপত সাদর সম্ভু সহিত ঘরনি॥
বাল্মীক ব্যাধ হৈ অগাধ অপরাধ নিধি
মরা মরা জপেঁ পূজে মুনি অমরনি।
রোক্যো বিন্ধ্য সোখ্যৌ সিন্ধু ঘটজহুঁ নামবল
হারে্যা হিয় খারৌ ভয়ৌ ভূসুর ডরনি॥

ভবসাগরের সেতু স্বরূপ এবং মুক্তির কারণরূপ যে কাশী, তথায় ভগবতী দুর্গার সহিত মহাদেব আদরের সহিত দিবানিশি রামনাম জপ করিতে থাকেন। আর বাল্মীকি মহাপাপী শত শত অপরাধকারী ব্যাধ ছিলেন। তিনি মরা মরা জপ করিয়াও মুনি এবং অমরদিগের পূজনীয় হইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি রামনামের প্রভাবে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতকে অবরোধ করিয়াছিলেন, আর সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সমুদ্র হৃদয়ে হার মানিয়াছিল এবং লবণযুক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ভয়ে সমুদ্রও হৃদয়ে হার মানিয়াছিল। এক সময় বিন্ধ্যাচল এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল যে, সূর্য্যের গমন পথও বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। তখন দেবতা সকল কাশীতে গিয়া যেখানে অগস্ত্যমুনি রামনামের জপরূপ

ভজন করিতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিন্ধ্যাচলের নিকট গিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। আর অসুরসকল অনেক প্রকারে দুঃখ দিতে লাগিলেন। যখন দেবতারা যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগের সম্মুখীন হন, তখন তাহারা সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন দেবতারা অনেক বিচারের পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সমুদ্রকে শুক্‌না করা ভিন্ন কিছুতেই তাহাদিগকে মারিতে সক্ষম হইব না, অতএব সমুদ্রকে শোষণ করিবার শক্তি অগস্ত্য ভিন্ন আর কাহারও নাই, এই রীতিতে পুনরায় দেবতারা অগস্ত্য মুনিকে প্রার্থনা করিলে পর তিনি এক গণ্ডুষে সমুদ্রকে শোষণ করিয়াছিল। সেই কারণে সমুদ্র হৃদয়েতে হার মানিয়া ব্রাহ্মণের ভয়ে লবণযুক্ত হইয়াছিল। এই দুই ইতিহাস মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে লিখা আছে, মহাত্মা ব্যাস প্রভৃতি বলেন, কেবল রামনামের প্রভাবেই অগস্ত্য মুনির এতাদৃশ সামর্থ্য হইয়াছিল, অন্য প্রকার কিছুতেই নহে।

নাম মহিমা অপার শেষ শুক বার
বার মতি অনুসার বেদ বুধহুঁ বরনি।
নাম রতি কাম ধেনু তুলসী কৌ কাম তরু
রাম নাম হৈ বিমোহ তিমির তরনি॥

রামনামের মহিমা অপার, ইহা বেদাদি বলিতেছেন, সেই রামনামের মধ্যে যে প্রীতি, তাহা তুলসীদাসের কামধেনু ও কল্পবৃক্ষ স্বরূপ এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ করিবার সূর্য্যতুল্য এইটী স্থির সিদ্ধান্ত।

॥ ২৪৮ ॥

পাহি পাহি রাম পাহি রামভদ্র রামচন্দ্র
সুযশ শ্রবণ সুনি আয়োঁ হোঁ শরণ।
দীনবন্ধু দীনতা দরিদ্র দাহ দোষ
দারুণ দুসহদর দরপ হরণ ॥

হে রাম! আমাকে পরিত্রাণ কর, তোমার সুযশ শ্রবণ করিয়া তোমার শরণাগত হইতে আসিয়াছি, এখানে যে বার বার সম্বোধন পদ দিয়াছেন, অতিশয় আদরের জন্য, আর বার বার যে পাহিপদ দিয়াছেন, তাহা সংসার হইতে যে ভয় তাহার অতিশয় প্রকাশের জন্য। হে দীনবন্ধু! দীনতা আর দরিদ্র্যের যে দাহ এবং কঠিন যে দোষ, আর গর্ব্বের যে দুঃসহ ত্রাস, তাহাদিগের বিনাশকর্ত্তা একমাত্র তুমিই।

জব জব জগ জাল ব্যাকুল কর্ম্মকাল
সব খল ভুপ ভয়ে ভুতল ভরন।
তব তব তন ধরি ভুমি ভার দূরি করি
থাপে মুনি সুর সাধু আশ্রম বরণ ॥

যখন যখন জগতের মোহজালে আর কর্ম্মরূপ কালের প্রবলতাতে ব্যাকুল হয় এবং রাজা সকল অতীত খল হয়, তাহাতে যখন পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন তখন তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের দুঃখ-দশা দূর করতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থাপন করিয়া থাক।

বেদ লোক সব সাখী কাহু কী রতি ন রাখী
রাবণ কী বন্দি লাগে অমর মরণ।
ওক দৈ বিশোক কিয়ে লোক পতি লোক
নাথ রাম রাজ ভয়ো ধর্ম্ম চারিহু চরণ ॥

লোক বেদ সাক্ষী আছে যে, কাহারও ঐশ্বর্য্য আপনি রাখেন নাই। রাবণ যখন বন্দীখানাতে দেবতাদিগকে মারিতে লাগিলেন, তখন রাবণকে নাশ করিয়া দেবতাদিগকে স্ব স্ব স্থান প্রদান করতঃ শোক রহিত করিয়াছিলেন। আর লোকপালদিগকে নিজের নিজের লোকের স্বামী করিয়া দিয়াছিলেন। তখন রামরাজ্য হইয়াছিল, সত্য, দয়া, তপ, দান, ধর্ম্মের যে চারিটী পাদ, তাহা সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

শিলা গুহ গৃদ্ধ কপি ভীল ভালু রাঁতিচর
খ্যাল হী কৃপাল কীন্হ তারণ তরণ।
পীল উদ্ধরণ শীল সিন্ধু ঢীল দেখিয়ত
তুলসী পৈ চাহত গলানহীঁ গরণ॥

হে কৃপাল! আপনি যেন খেলিতে খেলিতে অহল্যাদিকে তারণ করিয়াছিলেন, আপনি যে অহল্যা প্রভৃতিকে সংসার সমুদ্র হইতে পার করিয়াছেন তাহা উত্তম কাজ করিয়াছেন, কিন্তু হে শীল উদ্ধারকর্ত্তা নাম, গজের উদ্ধার কর্ত্তা, হে শীলসিন্ধু! তুলসীর প্রতি কৃপা বহু দেরি দেখা যাইতেছে, সেই হেতু তুলসী গ্লানিতে অতীব দ্রবীভূত হইতেছে, এখন তুলসীর প্রতি শীঘ্রই কৃপা করুন।

॥ ২৪৯ ॥

ভলী ভাঁতি পহিচানে জানে সাহব জহাঁলো
জগ জুড়ে হোত থোরে হী থোরে হী গরম।
প্রীতি ন প্রবীন নীতি হীন রীতি কে মলীন
মায়াধীন সব কিয়ে কালহুঁ করম॥

জগতের মধ্যে যত ঐশ্বর্য্যবান বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে আমি বিশেষ প্রকারে জানি এবং তাহাদের স্বভাবও বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছি,

তাহারা অল্পমাত্র সেবাতেই সন্তুষ্ট হন, আর অল্প অপরাধেই তাহারা ক্রোধ করিয়া থাকেন। তাহারা প্রীতিতে প্রবীণ কেহই নয় আর নীতিতে বিরহিত, যত রীতি তাহাদের আছে, সমস্তই মলিন, আর কর্ম্মকাল মায়া সকলকে অধীন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ যখন নিজেই মায়ার অধীন তখন তাহাদিগের দ্বারা নিজের যে ভাল হইবে, এ বিষয়ে বিশ্বাস কি ?

দানব দনুজ বড়ে মহাঁ মূঢ় মূঢ় চঢ়ে
জীতে লোক নাথ নাথ বল নিভরম।
রীঝি রীঝি দিয়ে বর খীঝি খীঝি ঘালে
ঘর আপনে নিবাজে কী ন কাহু কে শরম॥

দানব দৈত্য, তাহারা অত্যন্ত বলবান, কিন্তু তাহারা অতিশয় মূর্খ। তাহারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মর্য্যাদা পরিত্যাগ করতঃ মহাত্মাদিগের মাথার উপর চড়িয়া বসে। লোকপালদিগকে নিজের বলের দ্বারা জয় করিয়াছে। হে নাথ! তাহারা এতাদৃশ মূর্খ যে, নিজের বলেতে তাহারা আমাদিগের উপর কোন ঈশ্বরই নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করে, অর্থাৎ নিজ বলদর্পে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াও স্বীকার করে এতাদৃশ তাহারা মূর্খ। আর ইন্দ্রাদি দেবতাসকল সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়া থাকেন এবং অল্প অপরাধেই ক্রোধ পরবশ হইয়া তাহাদিগের ঘর নাশ করিয়া দেয়। শরণাগত জীবকে আশ্রয় প্রদান করিয়া পুনরায় নাশ করিতে তাহাদিগের লজ্জাও হয় না ; অর্থাৎ এরূপ সঙ্কোচ নাই যে, যাহাদিগকে কৃপা করিয়া আমি নিজের করিয়াছি, তাহাদিগকে নাশ করা উচিৎ নহে। এই হেতুতে ইন্দ্রাদি সকল দেবতা স্বার্থের পরবশ জানিয়াছি এখন স্বামীকে আরও বলিতেছি।

সেবা সাবধান তূ সুজান সমরথ সাঁচৌ
সদ গুণ ধাম রাম পাবন পরম।
সুরুখ সুমুখ এক রস এক রূপ তোহি
বিদিত বিশেষ ঘট ঘট কে মরম॥

হে রাম! তোমাকে সাবধানে সেবা করে, যাহারা হৃদয়ে তোমাকে জানিতে পারে, আর সর্ব্ব সমর্থবান, সমস্তকালে একরস, ক্ষমা করুণাদি যে মহান্ গুণ, তাহারা আপনাকে সেবন করে; আর শিবাদি দেবতারাও পবিত্ররূপ হইয়াছেন, আপনা হইতেই সকলে পবিত্র হইয়াছেন। যাঁহার মুখ দেখিয়া সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত অতীব সুন্দর যে কামদেবাদি তাঁহারাও লজ্জিত হইয়াছেন। যাহাতে একাধারে এ সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার রূপের কখনও নাশ হয় না, সমস্ত কালেই নিজেই স্বরূপ বিদ্যমান, এতাদৃশ যে আপনি, তাঁহাকে প্রত্যেকের হৃদয়পদ ভেদ করিয়া বিশেষরূপে বিদিত আছে।

তো সে নত পাল ন কৃপাল কঙ্গাল
মোসো দয়া মেঁ বসত দেব সকল ধরম।
রাম কাম তরু ছাঁহ চাহে রুচি মন মাঁহ
তুলসী বিকল বলি কলি কু ধরম॥

তোমার সদৃশ শরণাগত পালক আর কৃপালু জগতে দ্বিতীয় নাই, আমার সদৃশ কাঙ্গালও জগতে দ্বিতীয় নাই। হে দেব! দয়াতে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ দীন যে আমি, আমার উপর কৃপা করিলে সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে। কল্পবৃক্ষরূপ যে আপনি, হে রাম! তাহার ছায়া প্রার্থনা করিতেছি। কেননা তাহার প্রতি আমার মনের অতীব রুচি হইতেছে। কলিযুগের কুকর্ম্ম করিয়া আমি আপনার নিকট বলিতেছি যে, তুলসী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে।

তৌ হোঁ বারবার প্রভুহি পুকার কে খিঝাবতৌ
ন জো পৈ মো কোঁ হোতৌ কহুঁ ঠাকুর ঠহরু।
আলসী অভাগে মো সে তেঁ কৃপাল পালে
পোষে রাজা মেরে রাজা রাম অবধ সহরু ॥

হে প্রভু! আমার যদি দ্বিতীয় স্বামী আর স্থান থাকিত, তাহা হইলে আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে, হে প্রভু! আমাকে কৃপা করুন, এ বলিয়া চিৎকার করিয়া বিরক্ত করিতাম না। কেননা এতাদৃশ অলসযুক্ত আর অভাগার তুমিই একমাত্র পালনকর্ত্তা আর পোষণকর্ত্তা, তাহাতে রাজা আবার আমার রামরাজা। আর অযোধ্যা সহর আমার নিবাস, দ্বিতীয় স্থান আর নাই।

সেয়ে ন দিগীশ ন দিনেশ ন গণেশ গৌরী
হিত কে ন মানে বিধি হরিউ ন হরু।
রাম নাম হী সো যোগ ক্ষেম প্রেম পন
সুধা সৌ ভরোসো য়হ দুসরো জহরু ॥

পূর্ব্বকথিত যে আপনি ভিন্ন দ্বিতীয় অবলম্বন আমার আর নাই, তাহার বলেতে আমি দিগপতিদিগেরও সেবা করিতেছি না। আর বিধি হরিহরকেও হিতকর বলিয়া মনে করিতেছি না, কেবল রামনামের প্রভাবে নিজের যোগ, ক্ষেম, নিয়ম, প্রেম, প্রতিজ্ঞা সমস্তই মানিতেছি। আমি এই ভরসাকেই অমৃত তুল্য জ্ঞান করিতেছি। আর অন্য দেবতাতে যে নিজের কল্যাণের প্রতি বিশ্বাস, তাহা গরল সমান জানিয়াছি।

সমাচার সাথ কে অনাথ নাথ কা সোঁ
কহো নাথ হী কে হাথ সব চোরউ পহরু।
নিজ কাজ সুর কাজ আরত কে কাজ
রাজ বুঝিয়ে বিলম্ব কহা কহুঁ ন গহরু॥

হে অনাথের নাথ! নিজের সঙ্গী যে কামাদি তাহাদিগের সমাচার আমি কি করিয়া বলিব। কেননা, আপনার হাতেই চৌর এবং চৌকিদার সমস্তই রহিয়াছে; অর্থাৎ আমার সঙ্গী যে কাম, ক্রোধাদি, তাহারাই লুটপাট করিতেছে, তবে চৌররূপ যে কামাদি আর চৌকিদাররূপ যে জীব, এ দুই আপনারই অধীন, ইহাদের প্রতি যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহারা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আর যখন তাহাদিগকে খবরদার বলেন, তখন তাহারাও সাবধানে চলে, কিন্তু যে জীব অহরহঃ আপনার জন্য চিৎকার করিতেছে, তাহার প্রতি অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা নিজের ভক্তদিগের যে কাজ, আর দেবতাদিগের যে কাজ এবং পীড়িত জীবের যে কাজ, হে রাজন্য! আপনি বুঝিয়া দেখুন, বিলম্ব কেন করিতেছেন? বিলম্ব না করা ইহা আপনার ত স্বভাব।

রীতি সুনি রাবরী প্রতীতি রাবরে সোঁ
ডরত হোঁ দেখি কলিকাল কৌ কহরু।
কহে হী বনৈগী কৈ কহায়ে বলি জাউঁ রাম
তুলসী তু মেরো হারি হিয়ে ন হরু॥

পূর্ব্বকথিত তোমারই রীতি শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতি আমার প্রীতি এবং বিশ্বাস আছে। অতএব আমার এই বিনয় যে, কলিকালের জুলুম দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। তাহাতেই আমায়

এত বাক্য বলিতে হইতেছে। যদি প্রভু সঙ্কোচ হয় যে, আমি ত্রৈলক্য-পতি হইয়া এতাদৃশ নীচ জীবকে বলিব কেন? তবে বলিতেছি যে, মহাবীর প্রভৃতি যে নিকট নিবাসী, তাহাদের মুখ হইতে বলান। হে রঘুবর! বলিয়া যান যে তুলসী আমার, সংসার হইতে হার মানিয়া হৃদয়েতে ভয় করিবেন না, কিছুই দিতে হইবে না। কেবলমাত্র বলা যে তুলসী আমারই, এই মাত্র প্রভু কৃপা করিও।

॥ ২৫১ ॥

রাম রাবরো সুভাব গুণ শীল মহিমা
প্রভাব জান্যো হর হনুমান লক্ষ্মণ ভরত।
জিন্হ কে হিয়ে সুথল রাম প্রেম সুরতরু
লসত সরস সুখ ফল ফুলত ফরত॥

হে রঘুবর! তোমার যে স্বভাবাদি, শিবাদি মহাত্মারা সমস্তই জানেন। যাহার হৃদয়রূপী সুন্দর থালেতে রামানুরাগরূপ কল্পবৃক্ষ শোভিত রহিয়াছে, তাহার রস সহিত যে সুখরূপ ফল, সেই পুষ্পের সহিত ফলিত হয়। অর্থাৎ রামানুরাগরূপ যে কল্পবৃক্ষ, তাহাতে ভজনানন্দরূপ ফল এবং ফুল ফলিত হয়।

আপ মানে স্বামী কৈ সখা সুভাই
পতিতে সনেহ সাবধান রহত ডরত।
সাহব সেবক রীতি প্রীতি পরিমিতি নীতি
নেম কৌ নিবাহ এক টেক ন টরত॥

আপনি শিবকে স্বামী বলিয়া মানিয়াছেন এবং মহাবীরকে সখা, আর ভরত লক্ষ্মণকে ভাই বলিয়া মানিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল মহাত্মা যদিও আপনার হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, তথাপি আপনার

স্নেহেতে সাবধান হইয়া সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকে। স্বামী এবং সেবকের যে রীতি, প্রীতির যে প্রমাণ, আর নীতি এবং নিয়ম, এই সমস্তের নির্ব্বাহরূপ যে প্রতিজ্ঞা, তাহার কখনও পরিবর্ত্তন হয় না।

শুক সনকাদি প্রহ্লাদ নারদাদি কহেঁ
রঘুবরকী ভক্তি বড়ি বিরত নিরত।
জানে বিনু ভক্তি ন জানিবৌ তিহারে হাঁথ
সমুঝি ২ সয়ানে সাথ পগনি পরত॥

শুকাদি যে মহা ভক্ত তাহারা বলেন যে, রঘুবরের ভক্তি অতিশয় মহতী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে বৈরাগ্য, তাহাতে তৎপর হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তি বৈরাগ্য হইতেই হইয়া থাকে। এরূপ জানা ভিন্ন ভক্তি হয় না; তাহা জানা তোমার হাতেই। হে প্রভু! সমস্ত মহাত্মাদিগের সম্মত এই যে, সমস্ত সংসারে বিষয় হইতে যতদিন বিরাগ না হইবে, ততদিন ভক্তি হইবে না, এই সিদ্ধান্ত জানানো এই ভক্তির মুখ্য সাধন, তাহা যখন স্বামী জীবের উপর পরম অনুগ্রহ করেন, তখন ইহা জানিতে সক্ষম হয়। ইহা বুঝিয়া মহান্ যে সনকাদি, হে নাথ! তোমার চরণ-কমলে প্রণাম করিতেছে। অর্থাৎ জ্ঞানাদি সাধনপ্রাপ্ত হইলে ভজন ত্যাগ করা বিধেয় নহে।

ছমত বিমত ন পুরাণ মত এক পথ
নেতি নেতি নিত নিগম কহত।
ঔরন্‌হ কী কহা চলী একৈ বাত ভলে ভলো
রাম নাম লিয়ে তুলসী হু সে তরত॥

দুইটী শাস্ত্রের মতও এক নহে, আর পুরাণ শাস্ত্রের মতও এক রাস্তা দিয়া বলে না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুনির গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে।

আর বেদ নিত্য নিত্য তাহা কিছুই নয় কিছুই নয় বলিতেছে, অর্থাৎ শিবাদি ঈশ্বর আর শুকাদি ভক্ত যাঁহার ভজনকে বস্তু বলিয়া মানিয়া থাকে, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র তাহাকে অনন্ত বলিয়া বলে। আমি এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীব হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপ কি করিয়া জানিতে সক্ষম হইব। তাহাতে এক কথাই ভাল হইতে ভাল যে, রাম নাম লইয়া তুলসীর মত মন্দ জীবও সংসার হইতে পার হইতে পারিবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

॥ ২৫২ ॥

বাপ আপনে করত মেরী ঘনী ঘটি গই।
লালচী লবার কী সুধারিয়ে বারক বলি
রাবরী ভলাই সব হী কী ভলী ভই॥

হে পিতা! আপনার কর্ত্তব্যতাতে আমার বহু হানি হইয়া গিয়াছে তথাপি মিথ্যা যে লালসা আমার, তাহার একবার সম্পাদন করুন, বলিয়া যাও হে রঘুবর! যদি আপনি বলেন যে, তুমি উত্তম কার্য্যাদি কর নাই আমি কি করিয়া তোমার লালসার সম্পাদন করিব। তাহা নহে, কেননা আপনি যদি জীবের ভাল করেন, তাহা হইলে জীবসমূহ ভাল হইতে পারে। অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে জীব কি করিয়া ভাল করিতে সক্ষম হয়। আমার নিজের কর্ত্তব্যতা নিজে করিতে সক্ষম হইব না, তদ্বিষয়ে কারণ দেখাইতেছে।

রোগবশ তন কুমনোরথ মলীন মন পর
অপবাদ মিথ্যা বানী হই।
সাধন কী ঐসী বিধি সাধন বিনা ন
সিধি বিগরী বনাবৈ কৃপানিধি কৃপা নই॥

যেহেতু শরীর রোগে বশীভূত, আর কুৎসিত মনোরথ করিয়া মন মলিন হইয়া গিয়াছে, অপবাদ আর মিথ্যাবাদ করিয়া বাক্যও নষ্ট হইয়া

গিয়াছে আর জগতে যত যোগাদি সাধনা আছে, তাহাদের নিয়ম এই যে, পূর্ণ সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ হয় না, তাহাতেই বিপর্য্যয়। হে কৃপানিধি! যে কোন প্রকার বিপর্য্যয়গ্রস্ত জীব হউক না কেন, আপনি যদি একটুমাত্র কৃপা করেন, তাহা হইলে এক পলের মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় এতাদৃশ আপনার মহিমা।

পতিতপাবন হিত আরত অনাথনি কোঁ
নিরাধার কৌ অধার দীনবন্ধু দই।
ইন্হ মেঁ ন একৌ ভয়ৌ বুঝি ন বুঝৈ ন
জয়োঁ তাহী তেঁ ত্রিতাপ তয়োঁ লুনিয়ত বই॥

হে ঈশ্বর! পতিত প্রভৃতিকে উদ্ধার করা ইহা আপনার প্রকৃতি, কিন্তু অকপট ভাবে পতিত, আর্ত্ত, অনাথ, নিরাধার, অধম, দীন কেহই আপনার শরণাগত হয় না, আর তোমার স্বরূপ বুঝিয়া জন্ম মরণরূপ যে সংগ্রাম, তাহাতে যোজনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ জন্ম মরণ হইতে পরিত্রাণ পায় না এবং সংসাররূপ শত্রুকে নিজের সাধনবলে জয় করিতেও সক্ষম হয় না। তাহাতেই ত্রিতাপ জ্বালায় অহরহঃ জ্বলিতে থাকে। কেননা জগতের নিয়ম এই যে, যাহা বুনিবে তাহাকেই কাটিবে, অর্থাৎ অন্য বীজ বপন করিবে, কাটিতে ইচ্ছা করিবে ধান্য, তাহা হইবে না ইহা প্রকৃতির নিয়মসিদ্ধ নয় যে, যাহা বুনিবে ফলিবে অন্য প্রকার, অর্থাৎ যেরূপ কার্য্য করিবে তদনুযায়ীই ফল ফলিবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

স্বাঁগ সুধে সাধু কৌ কুচাল কলি তেঁ অধিক
পরলোক ফীকী মতি লোক রঙ্গ রই।
বড়ে কুসমাজ রাজ আজ লোঁ জো পায়ে
দিন মহারাজ কেহু ভাঁতি নাম ওট লই॥

সাধুবেশধারী (অর্থাৎ কপট সাধু) যে, তিনি সং সাজা মাত্র, আর আর তাহার যে কুচাল কলিকালের কুচাল হইতেও অধিক, আর পরলোকের কথাবার্ত্তা তাহার পক্ষে সমস্তই অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু লৌকিক রঙ্গ আর যে বিষয় রঙ্গ তাহাতেই সর্ব্বদা বুদ্ধি মজিয়া থাকে। আর কলিকালের কাল, আর কামাদি শত্রু অতিশয় প্রবল, আর ইন্দ্রিয় সকল নিজের বশীভূত থাকে না। হে রাজ! এই দশাতে এখন পর্য্যন্ত যখন মরি নাই, তখন হে মহারাজ! কোন প্রকারে আপনার নামের আড়াল লইয়া আছি। অর্থাৎ মনুষ্য শরীর থাকা পর্য্যন্ত আপনার নামের শরণাগত রহিয়াছি।

রাম নাম কৌ প্রতাপ জানিয়ত নীকে আপ
মো কোঁ গতি দুসরী ন বিধি নিরমই।
খীঝিবে লায়ক করতব কোটি কোটি কটু
রীঝিবে লায়ক তুলসী কী নিলজই॥

হে রঘুবর! আপনার নামের প্রতাপ আপনিই খুব ভাল প্রকার জানেন, আর আমারও আপনার নাম ত্যাগ করিয়া অন্য যে গতি তাহা লিখেন নাই। আর যে কোটি কোটি আমার নিষেধ কর্ত্তব্যতা, তাহা আপনার ক্রোধ জন্মাইবার যোগ্য, কিন্তু আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার তুলসীর এক নির্লজ্জতা মাত্রই আছে, কেননা নিজের অধমতা জানিয়াও আপনাকে বার বার বলিতেছি যে, হে নাথ! আমাকে উদ্ধার করুন, নির্লজ্জতার উপর সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা করুন ইহাই বিনয় প্রার্থনা।

॥ ২৫৩ ॥

রাম রাখিয়ে শরণ রাখি আয়ে সব দিন।
বিদিত ত্রিলোক তিহুঁ কাল ন দয়াল দুজো
আরত প্রণত পাল কো হৈ প্রভু বিন॥

হে নাথ! সকল সময় জীবসমূহকে আশ্রয় প্রদান করতঃ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আমাকেও সেইভাবে রক্ষা করুন। হে প্রভু! তোমার সদৃশ জগতে শরণাগত রক্ষক পতিতপাবন দীনদয়াল দ্বিতীয় আর নাই।

লালে পালে পোষে তোষে আলসী অভাগী।
অঘী নাথ পৈ অনাথনি সোঁ ভয়ে ন উরিন।
স্বামী সমরথ ঐসো হোঁ তিহারো জৈসো তৈসো
কাল চাল হেরি হোতি হিয়ে ঘনী ঘিন॥

অলসযুক্ত অভাগী পাপরূপ জীবকে আদর কর, পালন কর, সন্তুষ্ট কর আর পোষণ করিয়াও থাক। হে নাথ! তুমি কখনও অনাথ জীবের অঋণী থাক না অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভক্তদিগের নিকট ঋণীই থাক। আপনি সর্ব্ব-শক্তিমান, আমি যে কোন প্রকারে হউক না কেন, তোমারই আছি, অন্য কাহারও নয়। তাহাতে কলিকালের চাল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত ঘৃণা হইতেছে। অর্থাৎ কলিকালের কর্ত্তব্যতা দেখিয়া চিত্ত অতিশয় কম্পমান হইতেছে যে, কি করিয়া ইহাকে ভোগ করিব, ইহাই ভাবার্থ।

রীতি খীঝি বিহঁসি অনখ ক্যোঁহু একবার
তুলসী তু মেরো বলি কহিয়ত ন কিন।
জাহি শূল নির্মূল হোঁহি সুখ অনুকূল
মহারাজ রাম রাবরী সোঁ তেহি ছিন॥

হে মহারাজ! সন্তুষ্ট হইয়া হউক, ক্রোধ করিয়া হউক, উপহাস করিয়া হউক, আর তুচ্ছ করিয়াই হউক, যেকোন প্রকারে হউক, একবার মাত্র আপনি কি বলিতে সক্ষম হন না যে, তুলসী আমার,

অর্থাৎ যেকোন প্রকারে একবার মাত্র বলিয়া যাউন যে, তুলসী আমারই। এইটুকুতে সেইক্ষণে আমার সমস্ত শূল মিটিয়া যাইবে। আর সমস্ত সুখ সানুকুল হইবে। হে মহারাজ! যেইক্ষণে সেই কথাটুকু বলিবেন, তোমার সহিত সেইক্ষণে সম্বন্ধ হইয়া যাইবে।

॥ ২৫৪ ॥

রাম রাবরো নাম মেরো মাতু পিতু হৈ।
সুজন সনেহী গুরু সাহিব সখা সুহৃদ
রাম নাম প্রেম অবিচল বিতু হৈ ॥

হে রঘুবর! তোমারই নাম আমার মাতা পিতা। আর তোমারই নাম আমার সুজন, প্রীতি, প্রভু, গুরু, সখা এবং সুহৃদ আর মধ্যে যে প্রেম সেইটিই আমার অবিনাশী ধন।

শত কোটি চরিত অপার দধি নিধি মথি
লিয়ো কাঢ়ি বামদেব নাম ঘৃতু হৈ।
নাম কৌ ভরোসো বল চারি হু ফল কোঁ
ফল সুমিরিয়ে ছাঁড়ি ছল ভলো কৃতু হৈ ॥

সেই কোটী চরিত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করতঃ এই রামনাম ঘৃতরূপ সার মহাদেব বাহির করিয়াছেন এবং রামনামের মধ্যে যে বিশ্বাস, সেইটীই চতুর্ব্বর্গের ফলস্বরূপ। আর কামনারূপ ছল পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা রামনাম স্মরণ করা ইহাই উত্তম কর্ত্তব্যতা।

স্বারথ সাধক পরমারথ দায়ক নাম
রাম নাম সারিখো ন ঔর হিতু হৈ।
তুলসি সুভাব কহী সাঁচিয়ে পরেগী সহী
সীতা নাথ নাম চিত হুঁ কৌ চিতু হৈ ॥

একমাত্র ইহলোক সাধক, আর পরলোক দায়ক রাম নামই। রামনাম সদৃশ জগতে হিতকারী কিছুই নাই। তুলসী সরল ভাবে যথার্থরূপে বলিতেছে যে, সীতাপতির নিকট অবশ্যই আমার নামের খড়ি পড়িবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাম নাম চিত্তের চিত্ত স্বরূপ, আর চৈতন্যকে চৈতন্য করে, অর্থাৎ জীব মাত্রই চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু যখন রামনামের শরণাগত হয়, তখনই জীবকে চৈতন্য বলিয়া থাকে।

॥ ২৫৫ ॥

রাম রাবরো নাম সাধু সুরতরু হৈ।
সুমিরে ত্রিবিধি ঘাম হরত পুরত কাম
সকল সুকৃত সরসিজ সরু হৈ ॥

হে রাম! তোমারই নাম সাধুদিগের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। তাহাতে সন্দেহ হয় যে, কল্পবৃক্ষ সাধু অসাধু উভয়কে সমফল দান করিয়া থাকে, তবে সাধুদিগের কেবল কল্পবৃক্ষ ইহা কি করিয়া বলা যায়, ইহার কারণ এই যে, কল্পবৃক্ষের পরিচয় পাইয়া যে জীব তাহার ছায়া গ্রহণ করে, তাহার ফল হয়, অন্যের হয় না। সেরূপ নামরূপ কল্পবৃক্ষকে সাধু লোকই চিনতে পারে এবং ছায়ারও শরণাগত হইয়া থাকে, অসাধু লোকের দুইটাই হয় না। এখন কল্পবৃক্ষ হইতেও অধিক দেখাইতেছে যে, কল্পবৃক্ষের নিকট যখন যায় তখন দুঃখ দূর হইয়া যায়। আর এই নামরূপ কল্পবৃক্ষকে একবার মাত্র স্মরণ করিলে ত্রিতাপরূপ ঘাম দূর করিয়া দেয়। আর প্রার্থনা করিলে কল্পবৃক্ষ দিয়া থাকে, এই কল্পবৃক্ষ কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়, অর্থাৎ যাহাকে ফল দেয় তাহার পুনরায় কামনা হয় না। আর সকল পুণ্যরূপ পদ্ম, তাহার সরোবর, অর্থাৎ যেরূপ সরোবর ভিন্ন কমলের উৎপত্তি হয় না, সেরূপ সমস্ত পুণ্যের উৎপত্তিস্থান নামই অর্থাৎ নাম ভিন্ন পুণ্যের উৎপত্তি হয় না।

লাভ হু কৌ লাভ সুখহু কৌ সুখ অর্ব
পতিত সুপাবন ডর হু কৌ ডর হৈ।
নীচে হু কৌ উঁচে হু কৌ রঙ্ক হু কৌ রায়হু
কৌ সুলভ সুখদ আপনো সো ঘর হৈ ॥

আর রামনাম সাধুদিগের সমস্ত সাধনের ফলস্বরূপ, আর জীবন্মুক্ত-রূপ যে সুখ, তাহাকেও সুখ দিয়া থাকে, আর সমস্ত পতিতদিগের সুখ পূর্ব্বক পবিত্র কর্ত্তা, অর্থাৎ অন্য যে সাধন জ্ঞানাদি, তাহা বহু ক্লেশেতে জীবকে পবিত্র করিয়া থাকে, আর নাম স্মরণে কিছু ক্লেশ নাই এবং কাল মৃত্যু যে ডররূপ তাহা নামাবলম্বী হইতে ভয় পায়। আর নাম, নীচ, উচ্চ, দরিদ্র, রাজা সমস্ত জীব মাত্রেরই সুলভ সুখদায়ক নিজের গৃহের সমান, অর্থাৎ নিজের গৃহে যেরূপ কোন ক্লেশ নাই এবং গিয়ে সুখ হয়, সেরূপ নামেও সমস্ত জীবের সুখ হয়।

বেদ হুঁ পুরাণ হুঁ পুরারি হুঁ পুকারি কহ্যো
নাম প্রেম চারি ফল হু কৌ ফর হৈ।
ঐসে রাম নাম সোঁ ন প্রীতি ন প্রতীতি মন
মেরে জান জানিবো সোই নর খর হৈ ॥

সেরূপ যাহার প্রভাব বেদাদি সমস্ত বলিতেছেন যে, নামের মধ্যে যে প্রেম, তাহা চতুর্ব্বর্গের ফল স্বরূপ। অতএব তাদৃশ রামনামের প্রতি যাহার মনে প্রীতি এবং বিশ্বাস হয় না, সে আমার জানিত, অথবা অপর লোকেই বা জানুক সে গর্দ্দভ তুল্য।

নাম সো ন মাতু পিতু মীতহিত বন্ধু
গুরু সাহব শুভী সুশীল সুধাকর হৈ।
নাম সো নিবাহ নেহ দীন কোঁ দয়াল
দেহু দাস তুলসী কোঁ বলি বড়ো বর হৈ॥

নামের সমান পিতা মাতা প্রভৃতি কেহই হিতকারী নহে। নাম মঙ্গলরূপ, অর্থাৎ যেই নামের স্মরণে সমস্ত মঙ্গল হয়। আর সুন্দর স্বভাব, অর্থাৎ শরণাগত হইতে কোন ভয় নাই, আর চন্দ্র সদৃশ অমৃত দাতা, অর্থাৎ নামে জন্ম মরণ হইতে ত্রাণ করেন। হে দয়াল! এ দীনকে এতাদৃশ যে নাম তাহার স্নেহের যে নির্ব্বাহ তাহা দান করুন। বলিয়া যান, তুলসীদাসের ইহা উত্তম বরদান।

॥ ২৫৬ ॥

কহে বিন রহ্যো ন পরত কহেঁ রাম রস ন রহত।
তুম সে সুসাহিব কী ওট জন খোটো খরো
কাল কী কর্ম্ম কী কুসাঁসতি সহত॥

হে রাম! আমি তোমায় নিজের মনোবেদনা না বলিলেও থাকিতে পারি না। আর যদি বলি, তাহা হইলে রসও থাকে না। তোমার মত উত্তম প্রভুকে আড়াল দিয়া এ তুলসী মন্দ অথবা ভাল, তথাপি কলিকালের যে কর্ম্ম, তাহা দ্বারা কুৎসিত পীড়া সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না।

করত বিচার সার পৈয়ত ন কহুঁ কছু
সকল বড়াই কহাঁ তেঁ লহত।
নাথ কী মহিমা সুনি সমুঝি আপনী
ওর হেরিকেঁ হারি হহরি হৃদয় দহত

বিচার করিতে করিতে কিছু সার আর পাইতেছি না। কেননা, সমস্ত জীব কোথা হইতে কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমস্ত কৃতার্থতার আধার একমাত্র আপনিই আপনার কটাক্ষতে সমস্ত জীব কৃতার্থতা লাভ করিয়া আত্মাকে ধন্য মনে করিয়া থাকে। সেই মহিমা আপনার শুনিয়া এবং বিশেষ ভাবে বুঝিয়া আর নিজেও দেখিয়া অতীব ভীত হইয়া হৃদয় অত্যন্ত জ্বলিতেছে; অর্থাৎ আপনার শরণাগত হইবার যোগ্য আমি নয় ইহা দেখিতেছি।

সখা ন সুসেবক ন সুতিয় প্রভু আপ
মায় বাপ তুহী সাঁচী তুলসী কহত।
মেরী তৌ থোরী হৈ সুধরেগী বিগরিয়ৌ
বলি রাম রাবরী সোঁ রহি রাবরী চহত॥

হে প্রভু! জগতে সখা প্রভৃতি হিতকারী কেহই নহে। আপনিই পিতামাতার স্বরূপ, সত্য করিয়া তুলসী বলিতেছে, হে রঘুবর! আমার অল্প মাত্র কথা আছে বলিয়া যাও, হে রাম! তোমার শরণাগত হইয়া এ তুলসী তোমারই যশ চাহিতেছে। অর্থাৎ জগত যেন এইটী না বলে যে রামচন্দ্রের শরণের মহিমা-শাস্ত্র মিথ্যা, যদিও বারম্বার বলা উচিত নহে তথাপি আপনার যশ রাখিবার জন্যই এরূপ চিৎকার করিতেছি।

॥ ২৫৭ ॥

দীন বন্ধু দুরিয়ো কিয়ে দীন কোঁ ন দুসরো শরণ।
আপ কোঁ ভলো হৈ সব আপনে কোঁ কোউ
কহুঁ সব কোঁ ভলো হৈ রাম রাবরো চরণ॥

হে দীনবন্ধু! আপনি যদি দূরও করিয়া দেন, তথাপি এই দীনের দ্বিতীয় আশ্রয় স্থান তোমা বই আর নাই। আপনার ত সমস্তই ভাল, অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ভাল করিয়া দেন, আর ভাগ্যবান জীবের কোন কোন স্থানে কোন কোন ব্যক্তি ভাল করিয়া মিলিয়া যায়। কিন্তু হে রঘুবর! সকলের ভাল করা তোমার চরণ ভিন্ন আর কেহই নাই। অথবা নিজের ভাল সকলেই চায়, কিন্তু আশ্রিত জীবের ভাল করা এতাদৃশ কোন কোন মহাত্মা কোথায়ও মিলে, আর আপনার চরণ সকলকে ভাল করিয়া থাকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে দৃঢ় করিতেছে।

পাহন পশু পতঙ্গ কোল ভীল নিশিচর
কাঁচ তেঁ কৃপা নিধান কিয়ে সুবরণ।
দণ্ডক পুহুমি পায় পরসি পুনীত ভই
উকঠে বিটপ লাগে ফলন করণ॥

অহল্যা, পশু, পক্ষী, কোল, ভীল, রাক্ষস প্রভৃতি যে নীচ জীব, তাহারা কাচ সদৃশ, হে কৃপানিদান! তাহাদিগকে আপনি সুবর্ণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে উদ্ধার করতঃ কৃতার্থ করিয়াছেন, আর পাপরূপ যে দণ্ডকারণ্য ভুমি, যেই প্রভুর চরণস্পর্শে পুণ্যরূপ হইয়াছেন, যাঁহার চরণস্পর্শে শুষ্ক বৃক্ষও ফলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত হেতুতে সূচিত হইত যে, সমস্তেরই ভাল আপনারই চরণ মাত্র।

পতিত পাবন নাম বামহুঁ দাহিনো
দেব দুনী ন দুসহ দুখ দুষণ দরণ।
শীলসিন্ধু তো সো উ চী নিচিয়ো কহত
শোভা তুহী তুলসী কী আরতি হরণ॥

পতিতদিগের পাবন কর্ত্তা নাম আপনারই। আর আপনার প্রতি বিমুখ আর সম্মুখ উভয়বিধকেই পবিত্র করেন। হে দেব! এতাদৃশ কোন দুঃসহ দুঃখ আর শোক জগতে নাই যে, যাহা আপনি নাশ করেন না। হে শীলসিন্ধু! তোমাকেই ভাল মন্দ বলিতে সাহস করি, কেননা তুলসীর ক্লেশ হরণ করিবার যোগ্য তোমার মত দীনদয়াল দ্বিতীয় আর নাই, অতএব অপরকে কেন বলিবে।

॥ ২৫৮ ॥

জানি পহিচানি মেঁ বিসারে হোঁ কৃপানিধান
এতো মান ঢীঠ হোঁ উলটি দেত খোরি হোঁ।
করত যতন জা সোঁ জোরিবেঁ কোঁ যোগী জন তা
সো ক্যোঁহু জুরী সো অভাগো বৈঠি তোরি হোঁ॥

হে কৃপানিদান! তোমাকে জানিয়া এবং তোমার সহিত পরিচয় হইয়া তোমাকেই ভুলিয়াছি, তাহাতেই অভিমানে জেদ করিয়া উল্‌টা তুমিই আমাকে দোষ দিতেছ, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিবার জন্য যোগীজন অনেক যত্ন করিতেছেন, তাঁহার সহিত যেকোন ভাবে আমার সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ জগত আমাকে রামদাস কহিতে লাগিল, এতাদৃশ অভাগা আমি যে, সেই সম্বন্ধ হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছি।

মো সো দোষ কোশ কো ভুবন কোশ দুসরো ন
অপনী সমুঝি সুঝি আয়োঁ টকটোরি হোঁ।
গাড়ী কে শ্বান কী নাঈ মায়া মোহ কী বড়াই
ছিনহিঁ তজত ছিন ভজত বহোরি হোঁ॥

জগতের সমস্ত দোষের যে ভাণ্ডার, তাহার অধ্যক্ষ আমি, দ্বিতীয় আর কেহই নাই। আমি নিজেই বুঝিবার জন্য আর দেখিবার জন্য

সমস্ত স্থান খুঁজিয়া আসিয়াছি। গাড়ীর কুকুরের সদৃশ, অর্থাৎ যেই কুকুরের স্বামী গাড়ীর উপর আরোহণ করিয়া কোন বিদেশে যায়, তখন কুকুরও সঙ্গে যায়। যদি কোন রাস্তায় অপর কোন লোকের গাড়ী দেখে, তখন ভ্রমবশতঃ বাহিরে সঙ্গে সঙ্গে কতকদূর গিয়া পুনরায় পরিচয় পাইয়া ফিরিয়া আসে, যেথানেই রাস্তার এরূপ ব্যতিক্রম হয়, তথায় তথায় ফিরিয়া সমস্ত রাস্তায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ মায়া এবং মোহের আধিপত্য দেখিয়া মূহুর্ত্ত মধ্যে ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুহুর্ত্ত মধ্যে বিষয়ের সেবা করিতে থাকি। অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ সেই কুকুরের সদৃশ বিষয়কে সুখরূপ মানিয়া আপনা হইতে বিমুখ হইতেছি। আবার যখন বিষয়কে দুঃখরূপ দেখিতে পাই, তখন আপনার শরণাগত হইতে যাই। যেরূপ সেই কুকুরের সমস্ত রাস্তা এই রীতিতে অতীত হইয়া গেল, সেরূপ আমারও সমস্ত আয়ুঃবল এই রীতিতে সমাপ্ত হইয়া গেল। অর্থাৎ অজ্ঞানে দিগ্বিদিগ শূন্য হইয়া কোন্ রাস্তায় গেলে আমি উদ্ধার হইতে পারিব, তাহার ঠিক এখনও করিতে পারিলাম না। আপনি উদ্ধার না করিলে আমি আর উদ্ধার হইতে পারিব না। হে প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, ইহাই বিনয় প্রার্থনা।

বড়ো সাই দ্রোহি ন বরাবরী মেরী কো কোউ
নাথ কী শপথ কিয়ে কহত করোরি হোঁ।
দুরি কীজে দ্বার তেঁ লবার লালচী প্রপঞ্চী
সুধাসো সলিল শূকরী জ্যোঁ গহ ডোরী হোঁ॥

হে নাথ! আমি কোটী শপথ করিয়া বলিতেছি যে, স্বামী যে আপনি, জগতে আপনা হইতে বিমুখ যত লোক আছে, তাহাদিগের মধ্যে আমিই সর্ব্বপ্রথম, অর্থাৎ আমার সদৃশ দ্বিতীয় আর নাই। এরূপ

বুঝিয়া আপনার দ্বার হইতে ধাক্কা দিয়া আমাকে দূর করিয়া দেন। অর্থাৎ এরূপ ভাবে আমাকে প্রেরণা করুন, যাহাতে আর তোমার সম্মুখ না হই। এ কারণে লোভী, বহুভাষী আর সংসারের মোহ লালসায় আবৃত হইয়া রহিয়াছি, কেননা যিনি থাকিবেন, তিনি অমৃত সদৃশ নির্ম্মল জল, শুকর যেরূপ ঘোলা করিয়া দেয়, সেরূপ শুকর সমান মলিন যে আমি আর শুদ্ধ জল সদৃশ যে আপনার যশ তাহাকে মলিন করিয়া দিতেছি। অর্থাৎ সম্মুখে থাকিলে সকলকে জানাইয়া দিব যে, রঘুবরের পতিতপাবনাদি কেবল কথন মাত্র।

রাখিয়ে নীকে সুধারি নীচ কোঁ ডারিয়ে মারি
দুহুঁ ওর কী বিচারি অব ন নিহোরি হেঁা।
তুলসী কহী হৈ সাঁচী রেখ বারবার খাঁচী ঢীল
কিয়ে নাম মহিমা কী নাব বোরি হেঁা॥

যদি আপনি রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি প্রেরণা করতঃ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ, আর ভক্তের মত মনে করিয়া আচার নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুন। এখন তৃতীয়পক্ষ বলিতেছেন যে, এ জীব অতিশয় নীচ, তাহাকে মারিয়া ফেলুন, যেরূপ রাজা চৌরাদি সমস্ত জীবকে ফাঁসী দিয়া থাকে, সেরূপ হে রঘুবর! আমরা উভয়ের বিচার করিলে আমার এবং আপনার উভয়ের কার্য্য মিটিয়া যায়। বর্ত্তমানে ইহা আর প্রার্থনা যাহাতে না করি, তাহাই আপনি করুন। ইহাই বিনয় প্রার্থনা। শ্রীতুলসী সত্য করিয়া বারবার বলিতেছেন যে, এখন যদি বিলম্ব করেন, আপনার নামের মহিমারূপ যে নৌকা তাহা যদি আপনি অবশ্যই ডুবাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাই করুন।

॥ ২৫৯ ॥

রাবরী সুধারী জো বিগারী বিগরৈগী মেরী
কহৌ বলি বেদ কিন লোক কহা কহৈগো।
প্রভূ কৌ উদাস ভাব জন কৌ পাপ প্রভাব
দুহুঁ ভাঁতি দীন বন্ধু দীন দুখ দহৈগো ॥

যদি বলেন, আমি তোমার ভালই করিতে চাহিতেছি, কিন্তু তু নিজেই বিগড়াইয়া যাইতেছ, তবে বলি, হে নাথ! জীবের ভাল মন্দ করা আপনারই হাতে, অতএব আপনিই বলুন, বেদ কি আর জগৎই বা কাহাকে বলে? অর্থাৎ আপনি ভাল করিতে চাহিতেছেন, আর আমি বিগড়াইয়া দিতেছি, তাহা হইলে লোক ও বেদ আমাকেই ঈশ্বর বলিয়া মানিবে। ইহাই ভাব, হে প্রভো! আমার প্রতি আপনার উদাস ভাব, আর এ দাসের পাপের যে প্রভাব, হে দীনবন্ধো! এ দুইটীই শোভিত হইতেছে, তাহাতে এ দাস দুঃখেতে অনবরত বলিবে।

মেঁ তো দিয়ৌ ছাতী পবি লয়ৌ কলিকাল
দবি শাসতি সহস পরবশ কো ন সহৈগো।
বাকী বিরুদাবলী বনৈগী পালে হী কৃপাল
অন্ত মেরো হাল হেরি য়োঁ ন মন রহৈগো ॥

আমি আমার হৃদয়কে বজ্রতুল্য করিয়া লইয়াছি, কেননা কলিকাল আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছে, অতএব হাজার ক্লেশেও পরবশ হইয়া এমন কোন লোক আছে যে সহ্য করে না। অর্থাৎ জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন কোন দুঃসহ শোক যাহার হয় তাহার বন্ধুবর্গ উপদেশ দেয়, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হৃদয়কে বজ্রতুল্য কর, সেরূপ আমাকেও জেনো যে কলিকালের অধীন হইয়া যে যে দুঃখ সে ভোগ

করাইবে, তাহা সহ্য করিতে হইতেছে, এ বিচার বজ্রতুল্য হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। এখন আপনার অবশিষ্ট পতিতপাবনাদি গুণ আছে, তাহার জন্য আপনার প্রতি আদর দেখাইতে হইবে। যদিও আপনি দয়া না করেন, আমি যখন নরকাদি ভোগ করিব, সেই সময় আমার অবস্থা দেখিয়া সেরূপ কঠোর মন থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

করমী ধরমী সাধু সেবক বিরত রত
আপনী ভলাই থল কহাঁ কৌ ন লহৈগো।

হে স্বামীন্! শুভকর্ম্মের কর্ত্তা, আর ধর্ম্মাত্মা, সাধু, তোমার সেবক, আর বৈরাগ্যবান জীব, আপনার ভাল কর্ত্তব্যতাতে এমন কেহই নাই যে, বৈকুণ্ঠাদি স্থল পায় নাই। অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্যতাতে তাহাদের সকলের বাসনা সুলভ হইয়াছে।

তেরে মুঁহ ফেরে মো সে কায়র কপুত কূর
লটে লটপটনি কোঁ কৌন পরি গহৈগো॥

যদি আপনি মুখ ফিরাইয়া লয়েন, তাহা হইলে সংসার হইতে ভীত যে আমি, আর যাহার কেহ ভাল করে না, যাহার অতিশয় কঠোর চিত্ত, পৌরুষহীন যে ব্যক্তি, যাহারা বিষয়েতে চিত্ত লাগাইয়া দিয়াছে, এতাদৃশ জীব সকলকে তুমি ভিন্ন কে গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ মাদৃশ ব্যক্তির তুমি ভিন্ন গতি নাই, হে দয়াল!

কাল পায় ফিরত দশা দয়াল সবহী কী
তোহি বিন মোহিঁ কবহুঁ ন কোউ চহৈগো।
বচন করম হিয়ে কহোঁ রাম সোঁহ কিয়ে
তুলসী পৈ নাথ কে নিবাহে নিবহৈগো॥

কাল প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই দশা ফিরিয়া থাকে, কিন্তু আমি তুমি ভিন্ন কোন কালে কাহাকেও প্রার্থনা করি না। অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমার এক রকমেরই দুঃখ ভোগ হইবে। ইহা বুঝিয়া কায়মনোবাক্যে শপথ করিয়া বলিতেছি যে হে রাম! তুলসী আপনার নির্ব্বাহে নির্ব্বাহ ত্যাগ করিলে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়।

॥ ২৬০ ॥

সাহিব উদাস ভয়ে দাস যাস খীস হোত
মেরী কহা চলী হোঁ বজায় জাপ রহ্যো হোঁ।
লোক মেঁ ন ঠাঁউ পরলোক কো ভরোসো কৌন
হোঁ তৌ বলি জাউঁ রাম নাম হী তেঁ লহ্যো হোঁ
কর্ম্ম সুভাব কাল কাম কোহ লোভ মোহ
গৃহ অতি গহনি গরীব গাঢ়ে গহ্যো হৈ।
ছোরিবে কোঁ মহারাজ বাঁধিবে কোঁ কোটি ভট
পাহি প্রভু পাহি তিহুঁ তাপ পাপ দহ্যো হোঁ॥
রীঝি বুঝি সব কী প্রতীতি প্রীতি য়হি দ্বার
দুধ কো জর্যো পিয়ত ফুঁকি ফুঁকি মহ্যো হোঁ।
রটত রটত লটেঁ্যা জাতি পাঁতি ভাঁতি ঘটেঁ্যা
জুঠনি কো লালচী হোঁ ন দুধ নহ্যো হোঁ॥
অনত চহেঁা ন ভলো সুপথ সুচাল চল্যো
নীকে জিয় জানি য়হাঁ ভলো অন চহ্যো হোঁ।
তুলসী সমুঝি সমুঝায়ো মন বার বার অপনো
সো নাথ হু সোঁ কহি নিরবহেঁা হোঁ॥

হে মহারাজ ! স্বামী যদি উদাস হয় তা হলে খাসদাসও (অর্থাৎ প্রধান সেবক) লজ্জিত ও তুচ্ছ হয়। আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমি প্রকাশ্যভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছি কেননা আমার ইহলোকেতেই স্থান নাই পরলোকের আর ভরসা কোথায়। আমি বলিহারি যাই স্বামী, কেবল আপনার রামনাম দ্বারাই এতক্ষণ বাঁচিয়া আছি। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এবং বর্ত্তমান স্বভাব ও সময় এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি গ্রহ দ্বারা আবৃত হইয়া আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। এই সমস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কেবল আপনি আছেন এবং বাঁধিবার জন্য কোটী কোটী বীর রহিয়াছে। সেইজন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করি, হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। আমি কায়মনোবাক্য দ্বারা ও ত্রিবিধ তাপ দ্বারা অবিরত দগ্ধ হইতেছি। আমি অন্যান্য দেবের প্রসন্নতা খুব বুঝিয়াছি। কিন্তু বিশ্বাস এবং প্রেম আপনার দ্বারা লাভ করিয়াছি। তবে লোকোক্তি আছে যে দুধ খাইয়া যার ঠোঁট পুড়িয়া যায় সে ব্যক্তি ঘোল খাইবার সময় ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খায়। আমার অবস্থাও সেইরূপ বুঝিবেন। আমি প্রার্থনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞাতি পংক্তি ভ্রষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছি। ভাল দুগ্ধ, সর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য চাই না আপনার উচ্ছিষ্ট কিঞ্চিন্মাত্র প্রসাদ পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্যও চাই না। চাই আপনার দাসত্ব। তথাপিও বিলম্ব করিতেছেন কেন ? আমি অন্য কোন স্থানে আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি না এবং কোন ভাল রাস্তা বা ভাল চরিত্রাচরণ করি না। উত্তমরূপে জানিয়া আপনার আশ্রয়ে আমার মঙ্গল হইবে এই আশায় পড়িয়া রহিয়াছি। যদি আপনি গ্রাহ্য নাও করেন তথাপি তুলসীদাস আপনাকে বুঝাইয়া লইয়াছে যে আপনার আশ্রয় ছাড়িয়া সে অন্যত্র যাইবে না এবং আপনাকেও বলিতেছে যে আপনার যাহা বিচার হয় করুন।

॥ ২৬১ ॥

মেরী ন বনে বনায়ে মেরে কোটি কল্প লোঁ
রাম রাবরে বনায়ে বনে পল পাউ মেঁ।
নিপট সয়ানে হৌ কৃপানিধান কহা কহেঁ।
লিয়ে বের বদলি অমোল মণি আউ মেঁ॥
মানস মলীন করতব কলি মল পীন জীহ
হুঁ ন জপ্যো নাম বক্যো আউ বাউ মেঁ।
কুপথ কুচাল চল্যো ভয়োঁ ন ভুলি হুঁ ভলো
বাল রাম হুঁ ন খেল্যো খেলত উদাউ মেঁ॥
দেখা দেখী দম্ভ তেঁ কি সঙ্গ তেঁ ভই ভলাই
প্রগটি জনাই কিয়ৌ দুরিত দুরাউ মেঁ।
রাগ রোষ দোষ পোষে গো গণ সমেত মন
ইন কী ভক্তি কীনী ইনহী মেঁ ভাউ মেঁ॥
আগিলো পাছিলো অবহুঁ কো অনুমান তেঁ
বুঝিয়ত গতি কছু কীন্হেঁা তৌ ন কাউ মেঁ।
জগ কহৈ রাম কৌ প্রতীতি প্রীতি তুলসী
হুঁ ঝুঁঠে সাঁচে আশ্রম সহিব রঘুরাউ মেঁ॥

যদি বলেন যে এরূপ আত্মহারা হয়ে কেন নষ্ট হচ্ছ তারজন্য বলিতেছেন যে হে স্বামীন্! আমার ভজন পূজন দ্বারা কোটী কল্প অবধিও আমার গতি তৈয়ার করিতে পারি না। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উহা সম্পন্ন হয়। তবে কি বলিব হে কৃপানিধি প্রভো! আপনি অতি বুদ্ধিমান কিন্তু আপনাকেও আমি প্রতারিত করিতে আসিয়াছি। আমি বদরি ফলের পরিবর্ত্তে অমূল্য মণি লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু

আপনার নিকট আমার চতুরতা নিষ্ফল। আমার অন্তঃকরণে কর্ম্মে ও পাপ-দোষপরিপূর্ণ জিহ্বাতে কখনও আপনার নাম স্মরণ করি না। বৃথা আয়ুঃ নষ্ট করিয়াছি, মন্দ রাস্তায় গিয়াছি, মন্দ কার্য্য করিয়াছি। ভ্রমেও কখন ভাল করি নাই। কি আর বলিব, ক্রীড়াচ্ছলেও কখনও আপনার লীলা খেলা করি না। কাহারও দেখিয়া বা কাহাকেও দেখাইবার জন্য যদি কিছু ভাল করিয়া থাকি তাঁহা প্রকাশ করি এবং পাপাদি গুপ্তভাবে মনে পোষণ করিয়া রাখি। আমার বিষয়ে অত্যন্ত আশক্তি। রোষাদি দোষকেও আমি মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিয়াছি। ইহাদের সহিত ভাব করিয়াছি। ইহাদিগকেই ভক্তি করিয়াছি। আমি বিশেষ অনুধাবন করে দেখেছি যে পূর্ব্বে, বর্ত্তমানে, বা ভবিষ্যতে, আমার কোন শুভ-কর্ম্মেরই আশা নাই। তথাপি লোকে ত বলে যে তুলসী রামের দাস এবং আশা করি আমারও বিশ্বাস ও প্রেম আছে। ইহা যথার্থ হউক বা না হউক আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ আপনার উপর।

॥ ২৬২ ॥

কহ্যো ন পরত বিন কহ্যৌ রহ্যৌ ন পরত
বড়ৌ সুখ কহত বড়ে সো বলি দীনতা।
প্রভু কী বড়াই বড়ী আপনী ছোটাই ছোটী
প্রভু কী পুনীততা আপনী পাপ পীনতা॥
দুহুঁ ওর সমুঝি সকুচি সহমত মত
সন্মুখ হোত সুনি স্বামী সমীচীনতা।
নাথ গুণ গাথ গায়ে হাথ জোরি মাথো নায়ে
নীচউ নিবাজে প্রীতি রীতি কী প্রবীণতা॥
য়হি দরবার হৈ গর্ব্ব তেঁ সর্ব্ব হানি লাভ
যোগ ক্ষেম কো গরীবী মিসকীনতা।

মোটৌ দশকন্ধ সো ন দুবরো বিভীষণ সো
বুঝি পরী রাবরে কী প্রেম পরাধীনতা ॥
য়হাঁ কী সয়ানপ অয়ানপ সহস সম
সূধৌ সত ভায় কহৈ মিটতি মলীনতা ।
গৃদ্ধ শিলা শবরীকী সুধি সব দিন কিয়ে
হোয়গী ন সাঁই সো সনেহ হিত হীনতা ॥
সকল কামনা হেত নাম তেরো কামতরু
সুমিরত হিত কলিমল ছল ক্ষীণতা ।
করুণানিধান বরদান তুলসী চহত
সীতাপতি ভক্তি সুরসরি নীর মীনতা ॥

হে স্বামীন্ ! আমি আপনার কাছে বলিতেও পারি না আর না বলিয়াও থাকিতে পারি না। ধনী লোকের কাছে নিজের দীনতা নিবেদন করিয়াও কিছু সুখ পাওয়া যায়। আপনি যদি নাও শুনেন তাহা হইলেও আমার মনে কথঞ্চিৎ শান্তি হয়। আপনার বিরাট ঐশ্বর্য্য ও পরম পবিত্রতা ও আমার মন্দতা ও পাপের পরিপূর্ণতা দেখিয়া মনে লজ্জা ও ভয় হয়। তবে মহাত্মাদিগের নিকট আপনার পতিতোদ্ধারের কথা শুনিয়া আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। কেননা আপনার গুণের কথা স্মরণ করিলে ও করযোড়ে আপনাকে প্রণাম করিলে কত নীচ লোকও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। আপনার প্রেমের এমনই গভীরতা। আপনার নিকট গর্ব্ব করিলেই সর্ব্বনাশ, আর দীনতা প্রকাশ করিলেই সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়। রাবণের মত ঐশ্বর্য্যবান আর কে ছিল ? আর বিভীষণের মত ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্টই বা আর কে ছিল ? ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে আপনি ভক্তেরই অধীন। আপনার নিকট চতুরতা করিতে গেলে তাহার সমস্ত চতুরতা নিষ্ফল হয়। আপনার নিকট সত্য ও প্রিয় কথা বলিলেই সমস্ত পাপ

নষ্ট হয়। জটায়ুঃ, অহল্যা ও শবরীর কথা স্মরণ করিলেই মনে হয় যে আপনি কখনও ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। আপনার নাম ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করিলে কলির সমস্ত পাপদোষ দূর হয় এবং কল্পবৃক্ষের ন্যায় আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। হে করুণানিদান! তুলসী আপনার নিকট এই বর চায় যে আপনার ভক্তিরূপ গঙ্গাজলে যেন তাহার মন মাছের ন্যায় নিমজ্জিত থাকে।

॥ ২৬৩ ॥

নাথ নীকে কেঁ জানিবী ঠীক জন জীয় কী।
রাবরো ভরোসো নাহ কৈসে প্রেম লিয়ৌ
রুচির রহনি রুচি মতি তীয় কী॥
দুষ্কৃত সুকৃত বশ সবহী সোঁ সঙ্গ পর্য্যোঁ
পরখি পরাই গতি আপনে হুঁ কীয় কী।
মেরে ভলে কোঁ গোসায়োঁ পোচ কোহুঁ সকল
সাজ কীয়ে কহোঁ সোঁহ সাঁচী সীয় পীয় কী॥
জ্ঞান হুঁ গিরা কে স্বামী বাহর অন্তর্যামী য়হাঁ
ক্যোঁ দুরেগী বাত মুখ কী অরু হীয় কী।
তুলসী তিহারো তুমহী যে তুলসী কে হিত
রাখি কহীঁ হূ হোঁ তো মাখি ঘীয় কী॥

হে নাথ! আপনি এই দাসের মনের অবস্থা যথার্থ জানিবেন। আমার মন পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় আপনার বিশ্বাসেই নিয়োজিত হইয়াছে। অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রীর পতি ব্যতীত অন্য পুরুষে যেমন মন যায় না সেইরূপ আমারও মন আপনি ছাড়া আর কাহাকেও চিন্তা করে না। পাপ ও পুণ্যের ফলে আমি ভাল ও মন্দ সমস্ত প্রকার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি

এবং আমার সঙ্গীদের কর্ম্ম ও নিজের কর্ম্ম দেখিয়া বুঝিয়াছি যে আমার সমস্ত কার্য্যই পাপপূর্ণ। আমার ভাল হইবার মাত্র দীনতারণ আপনিই ভরসা। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি বলেন যে তুমি মুখে যাহা বলিতেছ তাহা তোমার অন্তরের কথা নহে তাহা হইলে আপনি অন্তর্য্যামী। আপনার নিকট আমার চাতুরী কিরূপে চলিবে? তুলসী আপনারই দাস আর আপনি তুলসীর পরম প্রভু। আমার এই কথায় যদি কিছুমাত্র কপটতা থাকে তবে ঘৃতে মক্ষিকা পড়িলে যেমন বিনষ্ট হয় আমিও যেন তদ্রূপ বিনষ্ট হই।

॥ ২৬৪ ॥

মেরো কহ্যো সুনি পুনি ভাবৈ তোহি
তেহি করি সো।
চারি হুঁ বিলোচনা বিলোক তূ তিলোক মহ
তেরো তিহুঁ কালহু কো হৈ হিতু হরি সো॥
নয়ে নয়ে নেহ অনুভয়ে দেহ গেহ বসি
পরিখে প্রপঞ্চী প্রেম পরত উঘরি সো।
সুহৃদ সমাজ দগাবাজ হী কো সৌদা সূত
জব জা কৌ কাজ তব মিলৈ পায় পরি সো॥
বিবুধ সয়ানে পহিচানে কৈ ধোঁ নাহীঁ নীকে
দেত এক গুণ লেত কোটি গুণ ভরি সো।
কর্ম্ম ধর্ম্ম শ্রম ফল রঘুবর বিন রাখ
কৈসো হোম হৈ ঊসর কৈসো বরিসো॥
আদি অন্ত বীচ ভলো ভলো করৈ সবহী কৌ
জা কৌ যশ লোক বেদ রহ্যো হৈ বগরি সো।

সীতাপতি সারিখো সুসাহিব শীলনিধান
কৈসে কল পরৈ শঠ বৈঠো সো বিসরি সো ॥
জীব কৌ জীবন প্রাণ প্রাণ কৌ পরম হিত
প্রীতম পুনীত কৃত নীচ ন নিদরি সো।
তুলসী তো কোঁ কৃপাল জো কিয়ৌ কৌশল পাল
চিত্রকূট কৌ চরিত চেতু চিত করি সো ॥

রে জীব! আমার কথা শুনিয়া তাহার পর তোর যাহা ইচ্ছা হয় করিস্। তুই চারি চক্ষের (জ্ঞান ও চর্ম্ম চক্ষু) দ্বারা দেখ্ যে তোর ত্রিলোক ও ত্রিকালের মধ্যে ভগবান ব্যতীত আর মঙ্গলময় কে আছে। হে জীব! তুই এই দেহরূপ গৃহে বাস করিয়া নানা নূতন নূতন প্রেম অনুভব করিয়াছিস্ ও বুঝিয়াছিস্ যে সে সমস্তই স্বার্থের জন্য, সংসারে যত জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু ও সুহৃৎ আছে তাহারা সকলেই স্বার্থান্বেষী ও কপট এবং কাজের সময়ই তাহারা সকলে তোর্ তোষামোদ করে এবং কাজ ফুরাইলেই তোর্ নামও করে না। দেবতারা আবার সাংসারিক জীব হইতেও চতুর। তাহারা কোটীগুণ লইয়া একগুণ দান করেন। আমরা আর যে সমস্ত ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি তাহা ঈশ্বরের উপর সমর্পণ ভিন্ন মরুভূমিতে বারিপাত ও ভস্মে হোম করিবার ন্যায় নিষ্ফল হয়। সে প্রভু ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং ত্রিলোকে যিনি জীব মাত্রেরই মঙ্গলকামী এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রভুকে তুই কিরূপে ত্যাগ করিয়া রহিয়াছিস্। যিনি জীবের জীবন ও প্রাণের প্রাণ, পরমহেতু ও প্রিয়তম, যাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র ও যিনি নিঃস্বার্থ এরূপ প্রভুকে তুই ত্যাগ করিস্ না। তুলসীদাস আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে চিত্রকুটে গিয়া ভগবান যেমন নিঃস্বার্থভাবে কোল, ভীল প্রভৃতি বনচারিদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তেমনি উহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার মনকে ভগবানের উপর সমর্পণ করিবার জন্য বলিতেছেন।

॥ ২৬৫ ॥

তন শুচি মন রুচি মুখ কহোঁ জন হোঁ
সিয় পী কো।
কেহি অভাগ জান্যোঁ নহীঁ জো ন হোয়
নাথ সোঁ নাতো নেহ ন নীকো ॥
জল চাহত পাবক লহোঁ বিষ হোত অমী কো।
কলি কুচাল সন্তন্হ কহী সোই সহী
মোহি কছু ফহম ন তরনি তমী কো ॥
জানি অন্ধ অঞ্জন কহৈ বন বাঘিনী ঘী কো।
সুনি উপচার বিকার কো সুবিচার করোঁ
জব তব বুদ্ধি বল হরৈ হী কো ॥
প্রভু তেঁ কহত সকুচত হোঁ পরোঁ জনি
ফিরি ফীকো।
নিকট বোলি বলি বরজিয়ে পরিহরৈ
খ্যাল অব তুলসীদাস জড় জী কো ॥

হে প্রভো! আমি দেহকে পবিত্র রাখিয়াছি। আমার মনের ইচ্ছা যে আমি আপনার দাস হইব। আমি মুখেও বলিয়া থাকি যে আমি আপনার সেবক। কিন্তু জানি না কোন দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার সহিত আমার প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে না। আমার কপাল দোষে জলের পরিবর্ত্তে পাবক মিলিয়া থাকে এবং অমৃত লইয়া আসিলে গরলে পরিণত হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি বুঝিতে পারি না যে এরূপ বিপরীত ফল কেন হয়। মহাত্মারা বলেন যে এ সমস্ত কালের দোষ। ইহাই যথার্থ। পূর্ব্বে আমি জানিতাম না যে আঁধারই বা কি আর আলোকই বা কি।

কালের কি অপূর্ব্ব লীলা! আমাকে অন্ধ জানিয়া অরণ্যনিবাসী ব্যাঘ্রীরা দুগ্ধোৎপন্ন অঞ্জনের প্রলেপ দিতে উপদেশ দিতেছেন। এরূপ ব্যবস্থা শুনিয়া যখন বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখি তখন একেবারে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ি। আপনি যদি আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করেন এই ভয়ে আপনার কাছে কিছু নিবেদন করিতেও আমার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আপনার মহিমা অপূর্ব্ব। আপনি যদি একবার কালকে আদেশ করেন যে সে আমাকে আর প্রলোভিত ও বিরক্ত না করে তাহা হইলে সে নিশ্চিতই আমাকে মুক্তি দিবে।

॥ ২৬৬ ॥

জ্যোঁ জ্যোঁ নিকট ভয়ৌ চহোঁ কৃপাল
তোঁ্যা তোঁ্যা দূরি পর্য্যৌ হোঁ।
তুম চহুঁ যুগ রস এক রাম হোঁ হুঁ রাবরো
যদ্যপি অঘ অবগুনি ভর্য্যৌ হোঁ॥
বীচ পাই নীচ বীচ হী ছরণি ছর্য্যৌ হোঁ।
হোঁ সুবরণ কুবরণ কিয়ৌ নৃপ তেঁ ভিখারী
করি সুমতি তেঁ কুমতি কর্য্যৌ হোঁ॥
অগনিত গিরি কানন ফির্য্যৌ বিন আগি
জর্য্যৌ হোঁ।
চিত্রকুট গয়েঁ মেঁ লখি কলি কী কুচাল
সব অব অপডরনি ডর্য্যৌ হোঁ॥
মাথ নাই নাথ সোঁ কহোঁ হাথ জোরি
খর্য্যৌ হোঁ।
চীন্হো চোর জিয় মারি হৈ তুলসী সোঁ
কথা সুনি প্রভু সো গুদরি নিবার্য্যৌ হোঁ॥

হে দয়াল্ প্রভো ! আমি যতই আপনার নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছি, ততই আপনার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছি। আপনি চারি যুগে একই প্রকার আর আমিও আপনার। আমি যদিও নানা পাপ ও দোষে পরিপূর্ণ তথাপি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনাকে বিমুখ জানিয়া নীচ কলি আমার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। সে আমাকে সুবর্ণ হইতে কাংসে, রাজা হইতে ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে ও আমায় সুমতির পরিবর্ত্তে কুমতি আনিয়া দিয়াছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ হইতে অসৎ, জড় ও দুঃখ উপস্থিত করিয়াছে। অর্থাৎ আমার রাজার তুল্য যে জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতারূপ দারিদ্র্যতা আনিয়াছে, আমার মধ্যে যে সুবুদ্ধি ছিল তাহাকে কুবুদ্ধিতে পরিণত করিয়া সংসারের প্রতি নিয়োজিত করিয়াছে। এই কারণে আমি বহু বন, পর্ব্বত প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলাম তথাপি আমি অগ্নি বিনা দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। কেন যে এরূপ হইতেছে তাহা বুঝিতে পারি না। তাহার পর চিত্রকূটে গিয়া বুঝিলাম যে এ সমস্তই কলির খেলা। এক্ষণে আমার মনে ভয় হইতেছে তাই আপনার নিকট মস্তক নত করিয়া করযোড়ে উপস্থিত হইয়াছি। লোকে বলিয়া থাকে যে চোরকে ধরিতে পারিলে লোকে তাহাকে অবশ্যই হত্যা করে। এই কারণে আমি এই সমস্ত বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিলাম। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমার আর অন্য কোন উপায় নাই।

॥ ২৬৭ ॥

প্রণ করি হোঁ হঠি আজ তেঁ রাম দ্বার
পর্‌য্যো হোঁ।
তূ মেরো য়হ বিন কহে উঠি হোঁ ন জন্ম
ভরি প্রভু কী সোঁ করি নিবর‍্যো হোঁ ॥

দৈ দৈ ধক্কা যম ভট ধকে টারে ন টর্‌য়ো হোঁ।
উদর দুসহ শাসতি সহী বহু বার
জন্মি জগ নর্ক নিদরি নিকস্যো হোঁ ॥
হোঁ মচলা লৈ ছাঁড়ি হোঁ জেহি লাগি
অর্‌য়ো হোঁ।
তুম দয়াল বনি হৈ দিয়ে বলি বিলম্ব
ন কীজিয়ে জাত গলানি গর্‌য়ো হোঁ ॥
প্রগট কহত জো সকুচিয়ে অপরাধ ভর্‌য়ো হোঁ।
তৌ মন মেঁ অপনাইয় তুলসি হি কৃপা
কর কলি বিলোকি হহর্‌য়ো হোঁ ॥

অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি যতদিন আমাকে দাস বলিয়া স্বীকার না করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আমরণ আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিব না। আপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি বলেন বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিবেন তথাপিও আমি আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিব না। কারণ যমরাজের দূতগণ আমাকে জন্মজন্মান্তর হইতে ধাক্কা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমিও উহাদের যন্ত্রণায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই জগতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাও অনেক সহ্য করিয়াছি। নরক যন্ত্রণাও আমার নিকট তুচ্ছ। সেইজন্য আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা সাধন করিবই। আর আপনিও করুণাময়। আপনি অবশেষে আমাকে দাস বলিয়া স্বীকার করিবেনই। সুতরাং আর বিলম্ব করিতেছেন কেন। আমার কষ্টের আর অবধি নাই। আমি মহাপাপী বলিয়া যদি আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দাস বলিয়া স্বীকার করিতে আপনার লজ্জা হয় তাহা হইলে আপনি অন্তর্য্যামী, আমাকে অন্তরে দাস বলিয়া স্বীকার করুন। আমি কলিকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।

॥ ২৬৮ ॥

তুম অপনায়ৌ তব জানি হোঁ জব মন
ফিরি পরি হৈ।
জেহি সুভাব বিষয়নি লগ্যো তেহি সহজ
নাথ সোঁ নেহ ছাঁড়ি ছল করি হৈ॥
সুত কী প্রীতি প্রতীতি মীতকী নৃপ জ্যোঁ
ডর ডরি হৈ।
অপনো সো স্বারথ স্বামী সোঁ চহুঁ বিধি
চাতক জ্যোঁ এক টেক তেঁ নহি টরি হৈ॥
হরষি হৈঁ ন অতি আদরৈ ন জরি মরি হৈ।
হানি লাভ দুখ সুখ সবৈ সমচিত হিত
অনহিত কলি কুচাল পরিহরি হৈ॥
প্রভু গুণ সুনি মন হরষি হৈ নীর নয়ননি ঢরি হৈ।
তুলসিদাস ভয়ৌ রাম কৌ বিশ্বাস প্রেম
লখি আনন্দ উমগি উর ভরি হৈ॥

আমার মনে যখন পরিবর্ত্তন আসিবে তখনই বুঝিতে পারিব যে আপনি আমাকে দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে প্রকৃতি অনুসারে সংসারের প্রতি আমার আসক্তি আছে সেইরূপ নিশ্চলভাবে আপনাতে অনুরক্ত হইবে। পুত্রের ন্যায় আপনাকে ভালবাসিবে, মিত্রের ন্যায় বিশ্বাস করিবে এবং রাজার ন্যায় সমীহ করিবে। চাতক যেমন বৃষ্টির জলের দিকে চাহিয়া থাকে সেইরূপ নিজের স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ ফল আপনার দ্বারাই প্রাপ্ত হইব ইহাতে বিশ্বাস থাকিবে। নিন্দা ও প্রশংসা, লাভ ও ক্ষতি, সুখ বা দুঃখ যাহাই হউক

না কেন মনের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না এবং কলির সমস্ত দোষ ত্যাগ করিবে। আপনার গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইবে, নেত্রে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে তুলসীদাস বুঝিতে পারিবে যে, সে আপনার দাস হইবার উপযুক্ত হইয়াছে।

॥ ২৬৯ ॥

রাম কবহুঁ প্রিয় লাগি হৌ জৈসে নীর মীন কোঁ।
সুখ জীবন জেঁ্যা জীবকো মণি জেঁ্যা ফণি
কৌ হিত জেঁ্যা ধন লোভ লীন কোঁ॥
জেঁ্যা সুভায় প্রিয় নাগরী নাগর নবীন কোঁ।
তোঁ মেরে মন লালসা করিয়ে করুণা কর
পাবন প্রেম পীন কোঁ॥
মনসা কৌ দাতা কহৈ শ্রুতি প্রভু প্রবীন কো।
তুলসিদাস কৌ ভাব তৌ বলি জাওঁ দয়ানিধি
দীজ দান দীন কো॥

হে রাম! মৎস্যের যেমন জলের প্রতি অনুরাগ, আমারও যেন আপনার প্রতি তেমনই প্রেম হয়। জীব যেমন অন্তরের সহিত নিজের দেহকে ভালবাসে, সর্প যেমন মণিকে আদর করে, লোভী যেরূপ অর্থকে ভক্তি করে, যুবক যেমন যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়, সেইরূপ আমার মনকেও আপনার পবিত্র প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট করুন। হে পরমজ্ঞানী প্রভো! বেদ আপনাকে বাঞ্ছাকল্পতরু নামে অভিহিত করিয়াছে, সেইজন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনি কৃপা করিয়া দীন তুলসীদাসের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

॥ ২৭০ ॥

কবহুঁ কৃপা করি রঘুবীর মোহুঁ চিতৈ হো।
ভলো বুরো জন আপনো জিয় জানি
দয়ানিধি অবগুণ অমিত বিতৈ হো ॥
জন্ম জন্ম হোঁ মন জিত্যৌ অব মোহিঁ জিতৈ হো।
হোঁ সনাথ হৈ হোঁ সহী তুম হুঁ অনাথ পতি
জো লঘুতহি ন ভিতৈ হো ॥
বিনয় করোঁ অপ ভয়হু তেঁ তুম পরম হিতৈ হো।
তুলসিদাস কা সোঁ কহৈ তুম হী সব মেরে
প্রভু গুরু মাতু পিতৈ হো ॥

হে রঘুনাথ! আপনি কি কখনও আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবেন না? দাস ভাল হউক বা মন্দ হউক উহার অসংখ্য অপরাধ কি আপনি ক্ষমা করিবেন না? হে দয়াল্! আমি বহু জন্ম হইতে মনের নিকট পরাজিত হইয়া আসিতেছি, আপনি কি কৃপা করিয়া আমাকে মন জয় করিবার শক্তি প্রদান করিবেন না? আমি অনাথ, আপনি অনাথনাথ। আমি আপনাকে লাভ করিয়া অবশ্যই সনাথ হইব। আপনি পাছে নীচ বলিয়া আমাকে ঘৃণা করেন এই ভয়ে আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার পরম হেতু। আমি আর কাহাকে আমার কথা নিবেদন করিব। আমার মাতা, পিতা, প্রভু, গুরু, স্বামী, সমস্তই আপনি।

২৭১

জৈসৌ হোঁ তৈসৌ হোঁ রাম রাবরো জন জনি
পরি হরিয়ে।

ক্ষমাসিন্ধু কৌশল ধনী শরণগত পালক
ঢরনি আপনী ঢরিয়ে ॥
হোঁ তৌ বিগরায়ল ঔর কৌ বিগরৌ
ন বিগরিয়ে।
তুম সুধারি আয়ে সদা সব কী সবহী বিধি অব
মেরিও সুধরিয়ে ॥
জগ হঁসি হৈ মেরে সঙ্গ রহে কত য়হি ডর ডরিয়ে।
কপি কেবট কীন্‌হে সখা জেহি শীল
সরল চিত তেহি সুভাব অনুসরিয়ে ॥
অপরাধী তৌঁ আপনো তুলসী ন বিসরিয়ে ।
টুটিয়ো বাঁহ গরে পরৈ ফুটে হূঁ বিলোচন পীর
হোত হিত করিয়ে

হে রাম! আমি যেরূপই হই আপনারই দাস। আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না। হে ক্ষমাসিন্ধো, অযোধ্যানাথ, শরণাগত রক্ষক! আপনি আপনার পতিতপাবন স্বভাব দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। জীবনের আরম্ভ হইতে আমি অসৎ। আর যেন আমি অসৎ পথে না যাই। আপনি সর্ব্বকালে সর্ব্বদাই লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া আসিতেছেন, আমাকেও সেইরূপ উদ্ধার করুন। যদি আপনি মনে করেন যে আমাকে উদ্ধার করিলে জগৎবাসী আপনার নিন্দা করিবে, সে ভয় আপনি করিবেন না। যাহা দ্বারা সুগ্রীব ও গুহক ইত্যাদিকে মিত্র করিয়াছিলেন আমার প্রতি সেইরূপ আচরণ করুন। যদিও আমি অপরাধী ও পাপী তথাপি আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না। জগতে প্রসিদ্ধি আছে যে নিজের হস্ত ভাঙ্গিয়া গেলেও লোকে উহা গলায় বন্ধন করিয়া রাখে এবং নেত্র নষ্ট হইয়া যাইলেও লোকে উহা উৎপাটিত করিয়া ফেলে না।

॥ ২৭২ ॥

তুম জনি মন মৈলো করো লোচন জনি ফেরো।
সুনহুঁ রাম বিন রাবরে লোকহুঁ পরলোকহুঁ
কোউ কহুঁ হিত মেরো॥
অগুণ অলায়ক আলসী জানি অধন অনেরো।
স্বারথ কে সাথিন্হ তজ্যোঁ তিজরা কৈসো
টোটক অবচট উলটী ন হেরো॥
ভক্তি হীন বেদ বাহিরো লখি কলি মল ঘেরো
দেবন্হ হুঁ দেব পরিহর্য্যো অন্যাব ন
তিন্হ কৌ হোঁ অপরাধী সব কেরো॥
নাম কী ওট লৈ পেট ভরত হোঁ পৈ
কহাবত চেরো।
জগৎ বিদিত বাত হৈ পরী সমুঝিয়ে ধোঁ অপনে
লোক কী বেদ বড়েরো॥
হ্বৈ হৈ জব তব তুমহহিঁ তেঁ তুলসী কৌ ভলেরো।
দীন দিনহুঁ দিন বিগরি হৈ বলি জাও
বিলম্ব লিয়ে অপনাইয়ে সবৈরো॥

হে স্বামীন্! আপনি আমার প্রতি উদাস হইবেন না এবং আমাকে আপনার কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আপনি জানিবেন যে, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে আমার কেহই হিতৈষী নাই। আমাকে নির্গুণ, দরিদ্র, সমর্থহীন, অলস ও নিরাশ্রয় দেখিয়া স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা আমাকে পালাজ্বরের টোট্‌কার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ ঔষধ চৌরাস্তায় রাখিয়া যেমন তাহার দিকে

ফিরিয়া তাকান নিষেধ, সেইরূপ তাহারা আমারও মুখদর্শন করেন না। আমাকে ভক্তিহীন ও বেদাদিকর্ম্মরহিত দেখিয়া কলি আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। দেবতারাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই। আমি তাঁহাদিগের কোন পূজা বা পরিচর্য্যা করি না সুতরাং আমিই অপরাধী। আমি আপনার নাম গ্রহণ করিয়া উদর পোষণ করি ও লোকের কাছে আপনার দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। সংসারে বিখ্যাত আছে যে, বেদাচার হইতেও লোকাচার প্রসিদ্ধ। যদিও আমি বেদকর্ম্মরহিত তথাপি লোকেত আমাকে রামদাস বলে সুতরাং আপনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না। তুলসীদাসের মনের ধারণা এই যে, যখনই হউক না কেন তাহার মঙ্গল আপনার দ্বারাই সাধিত হইবে। আপনি তাহাকে আশ্রয় দানে যতই বিলম্ব করিবেন তাহার অবস্থা ততই মন্দ হইতে থাকিবে সুতরাং আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।

॥ ২৭৩ ॥

তুম তজি হো কা সোঁ কহোঁ ঔর কো হিত মেরে।
দীনবন্ধু সেবক সখা আরত অনাথ পর সহজ
ছোহ কেহি কেরে॥
বহুত পতিত ভব নিধি তরে বিন তরি বিন বেরে।
কৃপা কোপ সত্য ভায়হুঁ ধোকেহুঁ তিরছেহুঁ রাম
তিহারে হুঁ হেরে॥
জো চিতবনি সোঁধী লগে চিতইয়ে সবেরে।
তুলসীদাস অপনাইয়ে কীজে ন ঢীল অব
জীবন অবধি অতি নেরে॥

হে স্বামীন্ ! আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি আর কাহার কাছে আমার কথা নিবেদন করিব ? হে দীনবন্ধো ! আপনার ন্যায় উপকারী আমার আর কে আছে ? হে দীনতারণ ! সেবক, সখা, দুঃখী ও অনাথের উপর আপনার স্বাভাবিক প্রেম আছে। কত পতিত জীব নৌকা কিংবা ভেলা না লইয়া অর্থাৎ বিনা আশ্রয়ে সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছে অর্থাৎ সাধনহীন কত জীবকে আপনি উদ্ধার করিয়াছেন। কৃপা দ্বারা অহল্যাদি, ক্রোধ দ্বারা রাবণাদি, ভ্রমের দ্বারা কবন্ধাদি এবং দৃষ্টিমাত্রে বৃক্ষ ও পশ্বাদিকে উদ্ধার করিয়াছেন। সেইরূপ আমার প্রতিও আপনি যৎকিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করুন। তুলসীকে আপনার দাস বলিয়া গ্রহণ করুন। আর বিলম্ব করিবেন না কারণ আমার মৃত্যু সন্নিকট।

॥ ২৭৪ ॥

জাওঁ কঁহা ঠৌর হৈ কহাঁ দেব দুখিত দীন কোঁ।
কো কৃপাল স্বামী সারিখো রাখে
শরণগত সব অঙ্গ বল বিহীন কোঁ॥
গণিহি গুণিহি সাহিব লহৈ সেবা সমীচীন কোঁ।
অধন অগুণ আলসন্হিকো পালবো ফবি আয়োঁ
রঘুনায়ক নবীন কোঁ॥
মুখ কেঁ কহা কহোঁ বিদিত হৈ জী কী প্রভু
প্রবীন কোঁ।
তিহুঁ কাল তিহুঁ লোক এক টেক রাবরী
তুলসী সে মন মলীন কোঁ॥

হে দেব ! কোথায় যাই ? দীন ও দুঃখীর জন্য কোথাও স্থান নাই। সাধনহীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে আপনার ন্যায় দয়ালু আর কে আছে ? ধনি ব্যক্তিরা গুণগ্রাহী, পরন্তু আমার ন্যায় গুণহীন, দরিদ্র ও আলস্য-

পরায়ণ ব্যক্তিকে পালন করা আপনাকেই শোভা পায়। হে প্রভো! আপনি অন্তর্যামী, মুখে আর কি বলিব। আপনিত আমার হৃদয়ের কথা সমস্তই অবগত আছেন। ত্রিলোকে ও ত্রিকালে তুলসীর মত পাপী ব্যক্তির আপনি ভিন্ন আর অন্য কোন গতি নাই।

॥ ২৭৫ ॥

দ্বার দ্বার দীনতা কহী কাঢ়ি রদ পরি পাহুঁ।
হেঁ দয়াল দুনী দশ দিশা দুখ দোষ
দলন ক্ষম কিয়ৌ ন সংভাষণ কাহুঁ ॥
তন জনেউ কুটিল কীট জ্যোঁ তজ্যো মাতু
পিতা হূঁ।
কাহে কোঁ রোষ দোষ কাহি ধোঁ মেরে হী
অভাগ মো সোঁ সকুচত সব ছুই ছাহূঁ ॥
দুখিত দেখি সংতনহ কহ্যৌ শোচৈ জনি মন মাহূঁ।
তো সে পশু পাংবর পাতকী পরিহরে ন শরণ
গয়ে রঘুবর ওর নিবাহূঁ ॥
তুলসী তিহারে ভয়েঁ ভয়ৌ সুখ প্রীতি প্রতীতি
বিনাহূঁ।
নাম কী মহিমা শীল নাথ কৌ মেরো
ভলো বিলোকি অব তে সকুচাহুঁ সিহা হূঁ ॥

আমি করযোড়ে প্রণাম করিয়া ও পদানত হইয়া নির্লজ্জের মত দ্বারে দ্বারে নিজের দীনতার কথা নিবেদন করিয়াছি। এ সংসারে দুঃখ দূর করিবার মত ব্যক্তি অনেক আছেন। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাতও করিলেন না। আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্মের

পর আমার মাতা পিতা আমাকে কুটিল কীটের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি কাহাকেই বা ইহার জন্য দোষ দিব এবং কাহার উপরই বা ক্রোধ করিব? আমাকে হতভাগ্য জানিয়া আমার ছায়াও কেহ স্পর্শ করে না। আমাকে এরূপ দুঃখিত দেখিয়া সাধুরা দয়া করিয়া বলিলেন যে, তোর ভাবনার কোন কারণ নাই। তোর মত নীচ ও পশুতুল্য জীবও ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না। যদিও আমার বিশ্বাস বা প্রেম কিছুই নাই তথাপি মহাত্মাদের উপদেশে আপনার শরণ লইয়া আমি শান্তি পাইয়াছি। নামের মাহাত্ম্য এবং আপনার পতিতপাবন স্বভাব দ্বারা আমাকে শান্তি পাইতে দেখিয়া মহাত্মাগণ আনন্দিত হইয়াছেন এবং যাহারা পূর্ব্বে আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া দূর করিয়া দিয়াছিল তাহারা লজ্জা অনুভব করিতেছেন।

॥ ২৭৬ ॥

কহা ন কিয়োঁ কহাঁ ন গয়োঁ শীশ কাহি ন নায়ৌ।
রাম রাবরে বিন ভয়ে জন জন্মি জন্মি জগ দুখ
দশহু দিশি পায়ৌ ॥
আস বিবস খাস দাস হ্বৈ নীচ প্রভুহি জনায়ৌ।
হাহা করি দীনতা কহী দ্বার দ্বার বার বার
পরী ন ছার মুহ বায়ৌ।
অসন বসন বিন বাবরো জহঁ তহঁ উঠি ধায়ৌ।
মহিমা অতি প্রিয়প্রাণ তেঁ তজি খোলি
খলনি আগে খিন খিন পেট খলায়ৌ ॥
নাথ হাথ কছু নাহিঁ লগৌ লালচ ললচায়ৌ।

সাঁচ কহোঁ নাচ কৌন সো জো ন মোহিঁ লোভ
লঘু নীলজ নচায়ৌ ॥
শ্রবণ নয়ন মন মগ লগে সব থল পতি তায়ৌ।
মূঢ় মারি হিয় হারিকে হিত হেরি হহরি অব চরণ
শরণ তকি আয়ৌ ॥
দশরথ কে সমরথ তুহীঁ ত্রিভুবন যশ গায়ৌ।
তুলসী নমত অবলোকিয়ে বলি বাঁহ বোল
দৈ বিরদাবলী বুলায়ৌ ॥

হে স্বামীন্! আমি কি না করিয়াছি, কোথায় না গিয়াছি এবং কাহার কাছেই বা মস্তক নত না করিয়াছি? হে রাম! আমি যতক্ষণ আপনার দাস হই নাই ততক্ষণ জন্ম জন্মান্তরে আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেখানেই কষ্ট পাইয়াছি। আশার বশে আমি সামান্য লোকের নিকটও আমার মনের অভিলাষ জানাইয়াছি। লোকের দ্বারে দ্বারে নিজের দৈন্যের কথা ব্যক্ত করিয়াছি কিন্তু কেহ আমাকে ধূলিমুষ্টিও প্রদান করে নাই। আহার ও বস্ত্রাভাবে পাগলের ন্যায় আপনার নামে আমি লোকের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছি। হে নাথ! তথাপিও আমি কিছুই প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু লোভের বশে আমি এখনও পাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে লোভের বশীভূত হইয়া আমি করি নাই এমন কাজ নাই। ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত বিষয়ে নিরাশ হইয়া এবং কোথাও শান্তি না পাইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। ত্রিলোকে আপনার তুল্য শক্তিমান্ আর কেহ নাই। এইজন্য তুলসীদাস আপনাকে প্রণাম করিতেছে আপনি দয়া করিয়া দেখুন। আপনার পতিতপাবন মাহাত্ম্য আমাকে আপনারই শরণ লইতে অভয় দিয়া ডাকিয়াছে।

॥ ২৭৭ ॥

রাম রায় বিনু রাবরে মেরে কৌ হিতু সাঁচো।
স্বামী সহিত সব সোঁ কহোঁ সুনি গুণি বিশেষ
কোউ রেখ দুসরী খাঁচো॥
দেহ জীব যোগ কে সখা মৃষা টাচন টাঁচো।
কিয়ে বিচার সার কদলী জ্যোঁ মণি
কনক সঙ্গ লঘু লসত বীচ বীচ কাচো॥
বিনয় পত্রিকা দীন কী বাপু আপু হী বাচো।
হিয়ো হেরী তুলসী লিখী সো সুভাব
সহী করি বহুরি পুছি য়হি পাঁচো॥

হে মহারাজ! আপনি ভিন্ন আমার প্রকৃত হিতৈষী আর কেহ নাই এ কথা আপনি এবং আপনার সভাসদ্ সকলের নিকটই আমি বলিতেছি। আমার এ কথার কেহই প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। দেহ ও জীবের সম্বন্ধ ততক্ষণ, যতক্ষণ জীবন আছে। জীবনান্তে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় সুতরাং দেহ ও জীবের এই সংযোগ মিথ্যা। বিচার দ্বারা দেখা যায় যে, ইহা কদলী বৃক্ষের ন্যায় অসার। মণি ও স্বর্ণের সহিত মধ্যে মধ্যে কাচ থাকিলে যেমন সুন্দর দেখায়, সেইরূপ মণিতুল্য ভগবান ও স্বর্ণতুল্য জীবের সহিত কাচের তুল্য দেহ ও ইন্দ্রিয়বিষয়াদি সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা মিথ্যা। হে পরম-পিতা! এই দীনের বিনয় পত্র আপনি পাঠ করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বিচার করিয়া আপনার পতিতপাবন স্বভাব দ্বারা উহা স্বীকার করুন এবং তাহার পর ইচ্ছা হইলে সভাসদ্দিগের মতামত গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তখন আর কেহই কোন আপত্তি করিবে না। আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি, বিচার ও বিবেচনা দ্বারা ইহা রচনা করিয়াছি।

আপনি যে স্বভাবদ্বারা গৃধ্রকে পিতা, শবরীকে মাতা, বানর ও ভল্লুক প্রভৃতিকে মিত্র এবং কোল ভীলাদিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্বভাবদ্বারা আমাকে দাস বলিয়া গ্রহণ করুন।

॥ ২৭৮ ॥

পবন সুবন রিপু দবন ভরত লাল লষণ দীন কী।
নিজ নিজ অবসর সুধি কিয়ে বলি জাউঁ
দাস আস পুজি হৈ খাস খীন কী॥
রাজ দ্বার ভলী সব কহেঁ সাধু সমীচীন কী।
সুকৃত সুযশ সাহব কৃপা স্বারথ
পরমারথ গতি ভয়ে গতি বিহীন কী॥
সময় সংভারি সুধারিবী তুলসী মলীন কী।
প্রীতি রীতি সমুঝাইবি নত পাল কৃপালু হি
পরমিতি পরাধীন কী॥

তুলসীদাস এক্ষণে পবননন্দন মহাবীর, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি শ্রীরামচন্দ্রের পারিষদ্‌দিগকে নিবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন সময় ও অবসরমত তাহার জন্য রামচন্দ্রের নিকট সুপারিশ করেন। তাহা হইলে তাহার ন্যায় নীচ ও তুচ্ছ সেবকও পরম ভক্তের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইবে। বিদ্বান্ এবং গুণী ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে সর্ব্বথা আদৃত হইয়া থাকেন কিন্তু আপনারা যদি আমার ন্যায় সাধনহীন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে আপনাদের পুণ্য হইবে ও যশঃ লাভ করিবেন। আপনাদের কীর্ত্তি হইবে এবং আপনারা ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইবেন। স্মরণমাত্রেই যিনি সকলকে ত্রাণ করেন তাঁহাকে বারেক আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন।

॥ ২৭৯ ॥

মারুতি মন রুচি ভরত কী লখি লখন কহী হৈ।
কলিকাল হূঁ নাথ নাম সো প্রতীতি এক কিঙ্কর
কী নিবহি হৈ॥
সকল সভা সুনি লৈ উঠী জানি রীতি রহী হৈ।
কৃপা গরীব নিবাজ কী দেখন গরীব কোঁ সাহস
বাংহ গহী হৈ॥
বিহঁসি রাম কহ্যৌ সত্য হৈ সুধি মেঁ হূঁ লহী হৈ।
মুদিত মাথ নাবত বনী তুলসী অনাথ
পরী রঘুনাথ সহী হৈ॥

তুলসীদাসের ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন ভগবান তাহাকে দাস বলিয়া স্বীকার না করিবেন ততদিন তিনি তাঁহার নিকট বিনয় করিতে বিরত হইবেন না। সেইজন্য মহাবীর তাহাকে বলিতেছেন যে, তুলসীদাস ভগবানের একজন সেবকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে সুতরাং তাহার আর বিনয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

